কোর-আন শরিফ

আলেফ-লাম-মিম পারার

বিস্তারিত তফছির।

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ, শাইখুল মিল্লাতেঅদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিছে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলনা

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদ্বীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট 'নবনূর প্রেস'' হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২য় মুদ্রণ, ১৪১০ সাল।

মূল্য-১৪০ টাকা মাত্র।

الحمد لله رب العالمين والصلوٰة والسلام علٰى رسوله

سيّدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

কোর-আন শরিফ।

আলেফ-লাম-মিম পারার

বিস্তারিত তফছির।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

"আমি আল্লাহ্‌র নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

ইহাকে تَعَوُّذْ তায়াওয়োজ নামে অভিহিত করা হয়।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম (হজরত) জিবরাইল (আঃ) নাজিল হইয়া বলিলেন, হে মোহম্মদ, আপনি বলুন—

اَسْتَعِيْذُ بِالسَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَا نِ الرَّجِيْمِ

"আমি সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্বদর্শক (আল্লাহ্‌র) নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয়লাভ করিতেছি।" তৎপরে তিনি বলিলেন, আপনি বলুন,

"বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম।" আপনি আপনার প্রতিপালক আল্লাহ্‌র নামোচ্চারণ করিয়া পড়ুন, উঠুন ও বসুন। তফছির এবনে-জরির।

মূল কথা, হজরত জিবরাইল (আঃ) সর্ব্বপ্রথমে জনাব নবি (ছাঃ) কে তায়াওয়োজ ও বিছমিল্লাহ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই তায়াওয়োজ কোরাণ শরিফের অংশ নহে, কিন্তু বিছমিল্লাহ কোরাণ শরিফের একাংশ ইহাতে সন্দেহ নাই। তঃতাবঃ। এই তায়াওয়োজ কোন্ কোন্ শব্দে পড়িতে হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি (রঃ) বলিয়াছেন যে,

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আউজো বিল্লাহে মেনাশ শায়তানের রজিম" পড়িতে হইবে, সুরা নহলের এই আয়ত,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উপরোক্ত মতের সমর্থন করে। জোবায়ের বেনে মোৎয়ামের উল্লিখিত হাদিছে এই প্রকার তায়াওয়োজ পড়া সমর্থিত হয়।

কোন কোন আলেম বলিয়াছেন,

أَسْتَعِيْذُ بِالسَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَا نِ الرَّجِيْمِ

"আউজো বিল্লাহেছ ছামিয়েল আলিম মেনাশ শয়তানের রজিম।" পড়িতে হইবে। সুরা আ'রাফের এই আয়ত,—

إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ

উক্ত মতের সমর্থন করে।

এমাম আহমদ (রঃ) বলিয়াছেন, উভয় প্রকার শব্দ যোগ করিয়া বলিতে হইবে,—

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"আউজো বিল্লাহে মেনাশ শয়তানের রজিম, ইন্নাহু হওয়াছ ছামিয়োল আলিম।"

অধিকাংশ বিদ্বানের মতে উহা নামাজে পাঠ করা সুন্নত, উহা ত্যাগ করিলে, নামাজ বাতীল হয় না। এমাম আবু হানিফা ও মোহম্মদ (রঃ) বলিয়াছেন যে, কোর-আন পাঠের জন্য এই তায়াওয়োজ পড়িতে হয়, কিন্তু এমাম আবু ইউছফ (রঃ) বলিয়াছেন যে, ইহা নামাজের জন্য পড়িতে হয়। এই জন্য প্রথমোক্ত এমামদ্বয় বলিয়াছেন যে, মোক্তাদি উহা পড়িবে না, কারণ তাহাকে কোর-আন পড়িতে হয় না, পক্ষান্তরে শেষোক্ত এমাম বলিয়াছেন যে, মোক্তাদি উহা পড়িবে, যেহেতু ইহা নামাজের জন্য পড়িতে হয়। আরও প্রথমোক্ত দুই এমামের মতে ইদের এমাম তিন তকবির পড়ার পরে সুরা ফাতেহার পূর্ব্বে উহা পড়িবে, আর শেষোক্ত এমামের মতে তিন তকবির পড়ার পূর্ব্বে উহা পড়িয়া লইবে। তঃ কবির ও তঃ জোঃ ৯।

লেখক বলেন, হানাফি মজহাবে প্রথমোক্ত দুই এমামের মতই গ্রহণীয়।

শয়তান শব্দের অর্থ

শয়তান شطن 'শাত্বন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ দূর হওয়া। প্রত্যেক অবাধ্য জ্বেন, মনুষ্য ও চতুষ্পদকে শয়তান বলা হয়, যেহেতু ইহারা সত্য বা সোজা পথ হইতে দূরে গিয়া পড়ে।

আরও শয়তান شيط 'শয়েত' ধাতু হইতেও উৎপন্ন হইতে পারে, উহার অর্থ বাতীল হওয়া। প্রত্যেক অবাধ্য জীব বাতিল ভাবাবলম্বী, এই জন্য উহাকে শয়তান বলা হয়।

রজিম

রজিম শব্দের অর্থ অভিসম্পাতগ্রস্ত (লানতগ্রস্ত), উহার দ্বিতীয় অর্থ বিতাড়িত। শয়তান লা'নতগস্ত হওয়ার পরে, ফেরেশতাগণ কর্তৃক আস্‌মান হইতে বিতাড়িত ও জমিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অথবা যে সময় শয়তান আসমানে কোন সংবাদ লইতে উহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন উজ্জ্বল নক্ষত্র কর্তৃক বিতাড়িত হয়, এইজন্য উহাকে 'রজিম' বলা হয়। তঃ রুঃ, বাঃ ও কঃ।

১) যখন মনুষ্য নির্জ্জনে বসিয়া থাকে, তখন যেন অনবরত বিবিধ চিন্তা অন্তরে উদয় হইতে থাকে, হৃদয়ের অন্তস্থল ও মস্তিস্ক হইতে অস্পষ্ট শব্দ ও অক্ষরের ঝঙ্কার প্রকাশ হইতে থাকে, যেন একজন কথক তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে এবং একজন শ্রোতা ভাব প্রকাশ করিতেছে, ইহা প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি অবগত

হইয়া থাকেন। এক্ষণে এইরূপ অস্পষ্ট শব্দ কাহার দ্বারা প্রকাশ হয়, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। যদি বলা যায় যে, সেই ব্যক্তি নিজে এইরূপ চিন্তা প্রকাশ করে, তবে বলি, এইরূপ দাবী বাতিল, কেননা সে ব্যক্তি নিজে উহা দূর করিবার চেষ্টা করিলেও উহা দূরীভূত হয় না। এক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সৎ চিন্তা কোন ফেরেশতা কর্তৃক ও অসৎ চিন্তা কোন জ্বেন শয়তান কর্তৃক উদয় হইয়া থাকে। তঃ কঃ।১/১৬। হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একটি জ্বেন ও একজন ফেরেশতা সহকারী নিয়োজিত করা হইয়াছে— মেশকাত, ৮।

উক্ত ফেরেশতা সৎ পরামর্শ দিয়া থাকে ও উক্ত জ্বেন অসৎ পরামর্শ দিয়া থাকে। মেরকাত।

(২) জ্বেন অগ্নি হইতে সৃজিত হইয়াছে, একজন বিদ্বান বলেন শয়তান পৃথক ও জ্বেন পৃথক শ্রেণী। আর একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, অসৎ জ্বেনকে শয়তান বলা হয়। জ্বেন শয়তান পানাহার করিয়া থাকে। হজরত নবি (আঃ) বলিয়াছেন, তোমরা গোবিষ্ঠা ও অস্থি দ্বারা কলুখ লইও না, কেননা উক্ত বস্তুদ্বয় জ্বেনদিগের খোরাক। কোর-আন শরিফের সুরা কাহাফের এই আয়তে افتتخذونه وذريته اولياء من دوني

শয়তানের বংশ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩) হাদিস শরিফে আছে, "শয়তান আদম সন্তানের হৃদয়ে উপবিষ্ট থাকিয়া নিজের শুণ্ড দ্বারা কুচিন্তার বীজ বপন করিতে থাকে এবং উক্ত কুমন্ত্রনা রক্তযোগে শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতে থাকে। যদি শয়তানের দল আদম সন্তানের হৃৎপিণ্ডে একত্রিত না হইত, তবে ইহারা আসমানের রাজ্যে দৃষ্টিপাত করিতেন।"

৪) শয়তান দুই প্রকার,— এক প্রকার দৃশ্যমান, দ্বিতীয় প্রকার অদৃশ্য, দৃশ্যমান শয়তান সমধিক মারাত্মক। একজন উপদেষ্টা আলেম ওয়াজের সভায় বলিয়াছিলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি দান খয়রাত করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহার নিকট সত্তরটি শয়তান উপস্থিত হইয়া তাহার দুই হাত, দুই পা ও অন্তরে মিলিত হইয়া তাহাকে দান করিতে বাধা প্রদান করে। একজন লোক ইহা শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল; আমি উক্ত সত্তরটি শয়তানের সহিত সংগ্রাম করিব। তৎপরে সে ব্যক্তি মছ্জিদ হইতে বাহির হইয়া বাটীতে

উপস্থিত হইল ও গম দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল পূর্ণ করিয়া (বাটী হইতে) বাহির হওয়ার ও উহা দান করার ইচ্ছা করিল। এমতাবস্থায় তাহার স্ত্রী লম্ফ প্রদান করিয়া উঠিয়া তাহার সহিত বিরোধ ও কলহ করিতে লাগিল, এমন কি তাহার বস্ত্রাঞ্চল হইতে গমগুলি বাহির করিয়া লইল। ইহাতে সে ব্যক্তি নিরাশ হইয়া মছজিদে ফিরিয়া আসিল। উপদেশক আলেম বলিলেন, তুমি কি কার্য্য করিয়াছ? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিল যে, আমি সত্তরেটি শয়তানকে পরাস্ত করিয়াছিলাম, তৎপরে তাহাদের মাতা আসিয়া আমাকে পরাস্ত করিয়া দিল।

৫) যদি আলেফ লামযুক্ত শয়তান (অর্থাৎ আশ্‌শায়তান) অর্থে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় প্রকার শয়তান মর্ম্ম গ্রহণ করা হয়, তাহাও ঠিক হইবে। আর যদি উহা দ্বারা কেবল আজাজিল্ বা তাহার বংশধরগণ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাও সম্ভব, কেননা সমস্ত গোনাহ কার্য্যে ইহাদের সম্মতি ও প্ররোচনা থাকে।

৬) শয়তান কি কি বিষয়ের কুমন্ত্রনা প্রদান করে, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। প্রথম মন্দ আকায়েদ (মত), দ্বিতীয় মন্দ আমল (কার্য্য)। হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে। একদল ব্যতীত সমস্তই দোজখী হইবে। এই হাদিছে বুঝা যাইতেছে যে, ৭২ দলের আকিদা বাতিল হইবে। আল্লাহ তায়ালার জাত, ছেফাত, কার্য্য, নাম, আখেরাত, আজাব, ছওয়াব মনুষ্যের অক্ষম হওয়া বা সক্ষম হওয়া, এমামত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদের বাতিল আকিদা হইবে। এই উম্মত ব্যতীত দুনইয়াতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় সাত শত বাতিল মতাবলম্বী শ্রেণী আছে।

কোরাণ হাদিছ, এজমা ও সহিহ্ কেয়াছ অনুসারে যাহা যাহা বাতিল আমল (কার্য্য) বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে, তৎ সমস্তও সহস্রাধিক হইবে।

তায়া'উয়োজের অর্থ।

হে আল্লাহ্, যাবতীয় শয়তান আমার অন্তরে যে সমস্ত বাতিল আকিদা বা কার্য্যের কুমন্ত্রনা নিক্ষেপ করে, তৎ সমস্ত হইতে তুমি আমার অন্তরকে পাক রাখ।

উহার নিগূঢ় তত্ত্ব।

১) শয়তান হইতে পলায়ন করা ব্যতীত আল্লাহ্‌র এবাদতের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব, এই উদ্দেশ্যে 'আউজো' পড়িতে হয়।

২) যে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ মনুষ্যের বিপদ ও বিঘ্নরাশি দূর করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করাই ইহার উদ্দেশ্য। যে বৃহৎ বৃহৎ এবাদতে শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে, তন্মধ্যে কোরাণ পাঠ একটি ; কেননা যে ব্যক্তি কোরাণ পাঠ করে এবং উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের ধারণা করে, তাঁহার পুরস্কারের অঙ্গীকার, শাস্তির ভয় ও নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করে, এবাদতে তাহার আগ্রহ বলবৎ হয়, হারাম কার্য্যে আতঙ্ক বৃদ্ধি হয়, এই জন্য কোরাণ পাঠ বৃহৎ এবাদত। শয়তানও ইহার প্রতিবন্ধকতায় সমধিক চেষ্টাবান হয়, উহার কুটচক্র হইতে যে মহান আল্লাহ্ মনুষ্যকে রক্ষা করেন, তাঁহার নিকট এ বিষয় নিষ্কৃতি প্রার্থনা করা নিতান্ত আবশ্যক এইজন্য বিশেষভাবে কোর-আন পাঠ কালে 'আউজো' পড়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৩) শয়তান মনুষ্যের শত্রু, খোদাতায়ালা তাহার মিত্র, সৃষ্টিকর্ত্তা ও কার্য্যকলাপের সুসম্পন্নকারী। মনুষ্য তাঁহার এবাদত আরম্ভ করা কালে উক্ত শত্রুর ভয় করিয়া থাকে। উক্ত এবাদতটি উপরোক্ত শত্রুর বাধাবিঘ্ন হইতে মুক্ত হইয়া আপন মালিকের মর্জ্জি অনুযায়ী সুসম্পন্ন হয়। এই ধারণায় মনুষ্য বিশেষ সাধ্য সাধনা করিয়া থাকে, ইহাই আউজো পড়ার উদ্দেশ্য। তৎপরে সে ব্যক্তি যে সময় মালিকের দরবারে উপস্থিত হইয়া আনন্দ অনুভব ও উচ্চপদ পরিদর্শন করে, তখন শত্রুর কথা বিস্মৃত হইয়া মিত্রের সেবায় সর্ব্বান্তকরণে নিয়োজিত হয়, ইহাই বিছমিল্লাহ্ পাঠের উদ্দেশ্য।

৪) মনুষ্যের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এই দুই প্রকার শত্রু আছে, উভয় শত্রুর সহিত সংগ্রাম করার আদেশ হইয়াছে। কোর-আন শরিফে আছে, বাহ্য শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা কালে ফেরেশ্‌তাগণের সাহায্য প্রকাশ হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আভ্যন্তরিক শত্রু

শয়তানের সহিত সংগ্রাম করা কালে আল্লাহ্তায়ালার সাহায্য অবতীর্ণ হয়। প্রথমোক্ত শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা অপেক্ষা শেষোক্ত শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা উৎকৃষ্ট, কেননা বাহ্য শত্রু সুযোগ পাইলে, দুন্ইয়ার আসবাব পত্র নষ্ট করিয়া ফেলে, আর আভ্যন্তরিক শত্রু সুযোগ পাইলে, দীন ও ইমান নষ্ট করিতে পারে। যদি বাহ্য শত্রু মুসলমানগণের প্রতি পরাক্রান্ত হয়, তবে ইহারা সুফল (ছওয়াব) প্রাপ্ত হইবে, আর যদি আভ্যন্তরিক শত্রু তাহাদের উপর প্রবল হয়, তবে ইহারা ভ্রান্ত হইয়া যাইবে। যদি বাহ্য শত্রু তাহাদিগকে হত্যা করে তবে তাহারা শহিদ হইয়া যাইবে। আর যদি আভ্যন্তরিক শত্রু তাহাদিগকে বিনষ্ট করে, তবে তাহারা অভিসম্পাত গ্রস্ত হইবে। এই সমূহ কারণে আভ্যন্তরিক শত্রু শয়তান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা উৎকৃষ্ট! এই উদ্দেশ্যেই অন্তর ও মুখে আউজো পড়িতে হয়।

৫) মনুষ্যের অন্তর আল্লাহ্তায়ালার মা'রেফতের সিংহাসন ও উদ্যান, আর বেহেশ্ত মনুষ্যের উদ্যান। আল্লাহ্তায়ালা যেন বলেন, হে আমার বান্দা! আমি আমার বেহেশ্ত তোমাকে দিয়াছি। আর তুমি তোমার হৃদয় উদ্যানকে আমার মা'ফতের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছ, কিন্তু তুমি বিচার করিলে না। তুমি কি জগতে আমার বেহেশ্ত দেখিয়াছ এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ? তখন বান্দা যেন বলে যে, না খোদা! আমি উহা দেখি নাই এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই।

তখন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, তুমি কি তোমার হৃদয়-উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছ? তখন বান্দা বলে, হাঁ, আমি উহাতে প্রবেশ করিয়াছি। আল্লাহ্ বলেন, তুমি এখনও আমার বেহেশ্তে প্রবেশ কর নাই ; কিন্তু তোমার উহাতে প্রবেশ করার সময় সন্নিকট হইয়াছে বলিয়া আমি তোমার প্রবেশ করার জন্য তথা হইতে শয়তানকে বাহির করিয়া দিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, হে শয়তান! তুমি উহা হইতে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বাহির হইয়া যাও। এস্থলে আমি তোমার প্রবেশ করার পূর্ব্বে তোমার শত্রুকে বাহির করিয়া দিয়াছি। আর আমার মা'রে ফাত ও রহমতের নূর তোমার হৃদয়-উদ্যানে সত্তর বৎসর অবধি পতিত হইতেছে, কিন্তু আমার শত্রু শয়তানকে তথা হইতে বিতাড়িত না করা তোমার পক্ষে কি সঙ্গত হইতেছে। সেই সময় বান্দা উত্তরে বলে, তোমার মা'রেফাতের উদ্যান হইতে শয়তানকে বিতাড়িত করিতে তুমিই সক্ষম, আমি দুর্ব্বল

অক্ষম হইয়া উহাকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম নহি। আল্লাহ্ বলেন, যখন অক্ষম ব্যক্তি পরাক্রান্ত বাদশাহের আশ্রিত হয়, তখন সে বলবান হইয়া দাঁড়ায়। তুমি আমার আশ্রিত হও, —অর্থাৎ আউজো পাঠ কর, তাহা হইলে শয়তানকে হৃদয়-উদ্যান হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইবে।

৬) এমাম জা'ফর ছাদেক (রঃ) বলিয়াছেন, মনুষ্যের জিহ্বা মিথ্যা, পরনিন্দা ও ফাছাদ জনক কথাতে কলুষিত হইয়া থাকে, আল্লাহ পাকের কালাম পাক উহা পাক, জিহ্বা দ্বারা পাঠ করা কর্ত্তব্য। আউজো পড়ায় উক্ত কলুষিত জিহ্বা পাক হইয়া যায়। কোর-আন পাঠের পূর্ব্বে উহা পড়ার ইহাই উদ্দেশ্য।

৭) আল্লাহ্তায়ালা শয়তানের সহিত 'রজিম (বিতাড়িত বা অভিসম্পাতগ্রস্থ) এই বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছেন, যেন তিনি বলিতেছেন যে, শয়তান কয়েক সহস্র বৎসর আমার সেবায় (এবাদতে) লিপ্ত ছিল, সে আমার কোন ক্ষতি করে নাই, ইহা সত্ত্বেও আমি তাহাকে অভিসম্পাতগ্রস্থ করিয়া বিতাড়িত করিয়াছি। যদি শয়তান এক মুহূর্ত্ত তোমার সহিত উপবিষ্ট হয়, তবে সে তোমাকে চির দোজখে নিক্ষেপ করিতে পারে, ইহা সত্ত্বেও তুমি উহাকে বিতাড়িত করিতে কেন চেষ্টা করনা? এই হেতু তুমি আউজো পাঠ কর। উক্ত কথার প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে 'রজিম' শব্দ উল্লেখ করা হইয়াছে। —তঃ কঃ

উহা পাঠের অন্যান্য উপকার।

১। হজরত হাসান বাসরি (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হুজুরে-কলবের সহিত (একাগ্র চিত্তে) বিশুদ্ধভাবে আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, তিনি তাহার ও শয়তানের মধ্যে তিন শত পরদা স্থাপন করেন। তঃ রুঃ

২) যে ব্যক্তি উপরোক্ত ভাবে প্রত্যেক দিবসে দশ বার করিয়া আউজো পাঠ করে, খোদাতায়ালা তাহার উপর একজন ফেরেশ্তা নিযুক্ত করেন যিনি শয়তানকে বিতাড়িত করিয়া দেন।

৩) যে ব্যক্তি কোনস্থানে উপস্থিত হইয়া নিম্নোক্ত প্রকার তায়াউয়োজ পড়িবে, সে ব্যক্তি যতক্ষণ না সেই স্থানত্যাগ করিবে, ততক্ষণ কোন বস্তু তাহার কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ☆

৪) যে ব্যক্তি শয়নকালে নিম্নোক্ত প্রকার তায়াউয়োজ পড়িবে, জ্বেন তাহার ক্ষতি করিতে পারিবে না।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

যদি কেহ পড়িতে না পারে, তবে ইহার তাবিজ লিখিয়া তাহার গলায় দিবে।- তঃ কঃ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

" আল্লাহ্ রহমান রহিমের নামে (পাঠ করিতেছি)"

ইহাকে তাছমিয়া বলা হয়, ইহাতে খোদাতায়ালার তিনটি নাম উল্লিখিত হইয়াছে, প্রথম আল্লাহ। এমাম রাজি, খলিল, ছিবাওয়ায়হে ও অধিকাংশ আকায়েদ তত্ত্ববিদ ও ফকিহ বিদ্বানগণের মতে উহা আল্লাহতায়ালার খাস নাম, উহা কোন ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এমাম রাজি তফছিরে কবিরে এই মতের কতকগুলি প্রমাণ পেশ করিয়াছেন। অন্য একদল বিদ্বান বলিয়াছেন যে, উহা অন্য ধাতু (মাদ্দা) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাবয়জবি ও এবনেজরির তাবাবির মনোনীত মত।

এই দলের মধ্যে অনেকে বলেন, আল্লাহ الاله 'আলএলাহ' হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে, উহার অর্থ উপাস্য। তৎপরে উহার মধ্যস্থিত হামজা নিক্ষিপ্ত হওয়ার পরে ব্যাকরণের সূত্রানুসারে الله আল্লাহ্ হইয়াছে। উক্ত শব্দে সত্য উপাস্য (মা'বুদ) ও বাতীল উপাস্য উভয় প্রকার অর্থ বুঝা যাইত, তৎপরে শরিয়তের ব্যবহারে সত্য মা'বুদের জন্য উহা খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে।

তদ্ব্যতীত আল্লাহ্ শব্দ কোন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাতে অন্য সাত প্রকার মত আছে।

কেহ বলেন, উহার ধাতুগত অর্থ যাহাতে রুহের (আত্মার) শান্তি লাভ হয়।

একদল বলেন, উহার ধাতুগত অর্থ যাহার হকিকত (স্বরূপ) নির্ণয়ে লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায়।

একদল বলেন, যিনি প্রত্যেক বিষয় হইতে মহান ও প্রত্যেক অনুপযুক্ত বিষয় হইতে পাক ও উচ্চ।

একদল বলেন, 'যাহার বিষয় চিন্তা করিলে, হয়রান (দিশেহারা) হইতে হয়।

একদল বলেন, যাহার স্বরূপ (হকিকত) জ্ঞানের অগোচর।

একদল বলেন, বান্দারা যাহার নিকট সকল অবস্থায় অনুনয় বিনয় আবদার করিতে বাধ্য।

একদল বলেন, যিনি বিপদ কালে আশ্রয় প্রদান করেন।

কাজি বয়জবি বলিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে ছেফাত (বিশেষণ) ছিল, তৎপরে সত্য মা'বুদের জন্য খাস করিয়া লওয়া হইয়াছে, এমন কি উহা অন্য কাহারও জন্য ব্যবহৃত হয় না এবং বিশিষ্ট নামের তুল্য হইয়াছে।—তঃ কঃ ও বয়ঃ।

দ্বিতীয় রহমান ও তৃতীয় রহিম, উভয় শব্দ রহমত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। রহমত শব্দের অর্থ অন্তর বিগলিত হওয়া ও দয়াতে পূর্ণ হওয়া, কিন্তু ইহা মানবীয় ভাব। আল্লাহ্তায়ালা এইরূপ ভাব হইতে পাক, কাজেই এস্থলে উহার অর্থ সৃষ্টির জীবিকা প্রদান, বিপদ আপদ দূরীভূত করা ও কল্যাণ সাধন করা।

রহমান ও রহিম এই শব্দদ্বয়ের মর্ম্ম কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

১) একদল বলেন, রহমান শব্দের অর্থ যিনি দুনইয়াতে ইমানদার ও কাফের সকলের সর্ব্ববিধ উপকার ও কল্যাণ করিয়া থাকেন। রহিম শব্দের অর্থ যিনি আখেরাতে ইমানদারগণের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিবেন। (এই মতটি সমধিক গ্রহণীয়)

২) দ্বিতীয়দল বলেন, রহমানের অর্থ যিনি দুনইয়ায় ও আখেরাতে সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করেন। রহিমের অর্থ যিনি দুনইয়ায় সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধণ করেন।

৩) জোহাক বলেন, খোদাতায়ালা ফেরেশতাগণকে আকাশে স্থান দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবাদত শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাদের রসনায় তছবিহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রোগমুক্ত করিয়াছেন এবং লোভ ও কামনা রহিত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে রহমান বলা হয়। আর তিনি জমিবাসীদিগের উপর রাছুল প্রেরণ ও কেতাব নাজিল করিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে রহিম বলা হয়।

৪) এবনে মোবারক বলিয়াছেন, যাহার নিকট যাঞ্চা করিলে দান করেন, তাঁহাকে রহমান বলা হয়। আর যাহার নিকট যাঞ্চা না করিলে, নারাজ হন, তাঁহাকে রহিম বলা হয়। —তঃ নায়ছাপুরি, ১/৬৬ পৃষ্ঠা ও বয়ঃ ১৯/২০ পৃষ্ঠা।

৫। জায্যাজ বলিয়াছেন, রহমান আল্লাহ্তায়ালার নাম। খোদা ব্যতীত উহা অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা জায়েজ নহে। পক্ষান্তরে মনুষ্যের নাম রহিম রাখা জায়েজ হইবে। —তঃ শায়েখ-জাদা, ২৭। কাঃ ৩৪।৩৫, রউঃ, ৫।

ক) আল্লাহ্তায়ালার কয়েক সহস্র নাম আছে— এক সহস্র কোরাণ ও হাদিসে আছে, এক সহস্র তওরাতে, এক সহস্র ইঞ্জিলে, এক সহস্র জবুরে ও এক সহস্র লওহো-মহফুজে আছে। —তঃ কঃ ১/৭৯, নাঃ ১/৬২।

খ) আল্লাহতায়ালার উৎকৃষ্ট নাম কেবল ৯৯ টি নহে, এমাম আহমদের উল্লিখিত হাদিসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আবুবকর এবনে আরাবি 'তেরমেজির'র টীকায় লিখিয়াছেন যে, কোন বিদ্বান কোর-আন ও হাদিস হইতে আল্লাহতায়ালার সহস্র নাম

সংগ্রহ করিয়াছেন।—তঃ এবনে কছির, ৩/২৭০ পৃষ্ঠা।

গ) আল্লাহতায়ালার নামগুলির মধ্যে একটি নামকে এছমে আজম (বড় নাম) বলা হয়। একদল বিদ্বান বলেন যে, আল্লাহ্তায়ালার সমস্ত নাম এছমে আজম, কিন্তু ইহা দুর্ব্বল মত। কাহারও মতে ذوالجلال والاكرام 'জুলজালালে অল-একরাম' এছমে আজম, কাহারও মতে الحي القيوم 'আল হাইওল কাইউম' এছমে এমাম রাজি উপরোক্ত মতদ্বয় দুর্ব্বল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর একদল বলেন, আল্লাহ্ নামই এছমে আজম, ইহাই সমধিক সহিহ মত।—তঃ কঃ, ১।৬০।

আল্লামা শেখ এছমাইল মক্কি আফেন্দি বলিয়াছেন, মনোনীত মতে আল্লাহ্ নামই এছমে আজম।

যদি কেহ বলেন যে, এছমে আজম দ্বারা দোওয়া করিলে, উহা নিশ্চয় কবুল হইয়া থাকে। আর আমরা আল্লাহ্ নাম দ্বারা অনেক সময় দোওয়া করিয়া থাকি, কিন্তু উহাতে কবুলের লক্ষণ বুঝিতে পারি না। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দোওয়া কবুল হওয়ার জন্য কয়েকটি নিয়ম ও শর্ত্ত আছে, তদ্ব্যতীত দোওয়া কবুল হয় না। হালাল খাদ্য খাওয়া, খাঁটি নিয়তে (শুদ্ধ সংকল্পে) একাগ্র চিত্তে মনোযোগ সহকারে (হুজুরে কলব সহ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোওয়া করা উহার প্রধান শর্ত। উপরোক্ত শর্ত্তাভাবে আমাদের দোওয়া কবুল হয় না।— তঃ রুঃ, বাঃ, ১/৬।

বিছ্মিল্লাহ্ শব্দের পূর্ণ অর্থ।

"(আমি) ইহজগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণকারী, পরজগতের সর্ব্ববিধ অনুগ্রহকারী আল্লাহ্র নামে (পাঠ করিতেছি)।"

এই মহান কলেমার পরে একটি ক্রিয়াপদ উহ্য (অপ্রকাশিত) রহিয়াছে, মনুষ্য যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া উক্ত পাক কলেমা উচ্চারণ করেন, সেই কার্য্যের ক্রিয়াপদ উহার পরে উহ্য মানিয়া লইতে হইবে। যদি কেহ কোর-আন পড়িতে ইচ্ছা

করেন, তবে এই রূপ অর্থ হইবে; " (আমি) আল্লাহ্ রহমান রহিমের " নামে (কোর-আন পাঠ করিতেছি)। যদি কেহ জবাহ করা কালে উহা পাঠ করেন, তবে এইরূপ অর্থ হইবে—"আমি) আল্লাহ রহমান রহিমের নামে (জবাহ করিতেছি)।" কেহ কেহ উহার পরে ' আরম্ভ করিতেছি)' এই ক্রিয়াপদ উহা মানিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা প্রথম মতই সমধিক গ্রহণীয়। তঃ, এবনেঃ জঃ ১।৩৮/তঃ, নাঃ ১/৪৯। বঃ ৯/১০।

বিছ্মিল্লাহ কোর-আন শরিফের আয়েত কিনা ?

মদিনা,বাস্রা ও শামের কারি ও ফকিহ্গণের মতে বিছমিল্লাহ সুরা ফাতেহা বা অন্য কোন সুরার অংশ নহে, বরং উহা কোর-আন শরিফের আয়ত, একটি সুরা কে অন্য সুরা হইতে পৃথক করার জন্য ইহা নাজিল হইয়াছে, ইহা এমাম আবু হানিফা ও তাঁহার অনুসরণ কারিগণের মত। উক্ত বিসমিল্লাহ সুরা নমলের একটি আয়ত ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

মক্কা ও কুফার কারিগণ ও হেজাজের অধিকাংশ ফকিহ বলেন, উহা সুরা ফাতেহা বা অন্যান্য সুরার অংশ বিশেষ, ইহাই এমাম শাফেয়ি ও তাঁহার শিষ্যগণের মত।—তঃ মাদাঃ, এক ও কঃ।

কাজি বয়জবি বলেন, আবুহোরায়রা (রাঃ) রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম) বলিয়াছেন, সুরা ফাতেহা সাতটি আয়ত, তম্মধ্যে প্রথম আয়ত 'বিসমিল্লাহের' রহমানের-রহিম'। হজরত উম্মে ছালমা (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত (ছাঃ) সুরা ফাতেহা পাঠ কালে 'বিসমিল্লাহের-রহমানের-রহিম' 'আলহামাদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন' পর্য্যন্ত এক আয়ত গণনা করিলেন।

আমাদের উত্তর।

প্রথম হাদিসে বুঝা যায় যে, বিসমিল্লাহ পূর্ণ একটি আয়ত, আর দ্বিতীয় হাদিসে বুঝা যায় যে, উহা একটি আয়তের একাংশ, এইরূপ বিপরীত মর্ম্মবাচক মত কি হজরতের হাদিস হইতে পারে ?

দ্বিতীয় কাজি বয়জবি হজরত উম্মে ছালমার হাদিসটি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম রাজি উহা বিপরীত ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,যথা— তিনি লিখিয়াছেন, হজরত সুরা ফাতেহা পাঠ কালে 'বিসমিল্লাহ হের-রহমানের-রহিম' একটি আয়ত গণনা করিলেন এবং 'আলহামদো-লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন' অন্য একটি আয়ত গণনা করিলেন। এস্থলে কাজি বয়জবি ও এমাম রাজি উভয়ের উল্লিখিত হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যাইতেছে। আরও হাদিসের কেতাব সমূহে এইরূপ শব্দ সহ কোন হাদিস দৃষ্টি গোচর হয় না।

হজরত আবুহোরায়রার হাদিসের মর্ম্ম এই যে, সুরা ফাতেহার সাতটি আয়ত— বিসমিল্লাহ কোরাণ শরিফের একটি আয়াত, যদি কেহ উহা কোরাণের অংশ না হওয়ার ধারণা করে, এই ধারণা বাতিল করার উদ্দেশ্যে এস্থলে বলা হইয়াছে যে, উহাও তত্তুল্য একটি আয়াত।

১) "হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, আমি নামাজকে (অর্থাৎ সুরা ফাতেহাকে) আমার মধ্যে ও আমার বান্দার মধ্যে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি, উহার অর্দ্ধেকাংশ আমার জন্য আর অর্দ্ধেকাংশ আমার বান্দার জন্য সে যাহা চাহে, তাহাই হইবে। যে সময় বান্দা বলে, আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন' আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করিয়াছে। আর যে সময় বান্দা বলে, 'আররাহ-মানের রহিম', আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সুখ্যাতি করিয়াছে। যে সময় বান্দা বলে, 'মালেক ইয়াওমেদ্দিন' আল্লাহ্তায়ালা বলেন, আমার বান্দা আমার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। যে সময় বান্দা বলেন, 'ইয়াকা-নাবোদো অইয়াকা নাছতাইন' আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে, আমার বান্দা যাহা চাহিয়াছে, তাহাই তাহার জন্য। যে সময় বান্দা 'ইহদেনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, এই সমস্ত আয়াত আমার বান্দার জন্য। ইহা এমাম মালেক ও মোসলেম রেওয়াএত করিয়াছেন।"

মোয়াত্তার টীকা জরকানির, ১/১৫৮ পৃষ্ঠায়, উহার টীকা মোন্তাকার ১/১৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সুরা ফাতেহা সাতটি আয়ত, প্রথম তিনটি আল্লাহ্তায়ালার সুখ্যাতি,

শেষ তিনটি বান্দার আবদার ও প্রার্থনা, চতুর্থটিতে আল্লাহ্তায়ালার এবাদত ও বান্দার আবদারের কথা আছে, ইহাতে বান্দা ও খোদার মধ্যে সুরা ফাতেহা সমান দুই ভাগ হইয়া গেল। যদি বিসমিল্লাহ সুরা ফাতেহার অংশ হইত, তবে উহার উল্লিখিত ভাবে সমান দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া ঠিক হইত না। ইহাতে অকাট্য ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বিছমিল্লাহ সুরা ফাতেহার অংশ নহে। আহকামোল-কাস্তারাহ, ২২৭ পৃষ্ঠা—

এবনে আবদুল বার্র বলিয়াছেন, বিসমিল্লাহ যে সুরা ফাতেহার অংশ নহে, তাহা উক্ত হাদিসে নিঃসন্দেহ ভাবে সপ্রমাণ হইয়া গেল।

আরও, ২১৮ পৃষ্ঠা;—

আবুদাউদ, তেরমজি, নাছায়ি, এবনে মাজা ও আহমদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সুরা মোলক ত্রিশ আয়াত, আর সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিসমিল্লাহ ব্যতীত উহা ত্রিশ আয়াত, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিসমিল্লাহ উক্ত সুরার অংশ নহে।

বোখারি, মোসলেম, নাছায়ি ও তেরমজি উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রথমেই সুরা আলাকের কয়েকটি আয়াত নাজিল হয়, উহাতে বিসমিল্লাহ নাজিল হওয়ার কথা উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিসমিল্লাহ উক্ত সুরার অংশ নহে।

আবুদাউদ, তেরমজি ও নাছায়ি উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত এবনে আব্বাছ হজরত ওছমান (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিজন্য সূরা তওবার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিলেন না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সুরা আনফাল মদিনা শরিফে প্রথম অবস্থায় নাজিল হয়, সুরা তওবা শেষ অবস্থায় নাজিল হয়, একের উল্লিখিত ঘটনাবলী অন্যের ঘটনাবলীর সদৃশ বলিয়া বোধ হয়, হজরত আমাদিগকে বলিয়া যান নাই যে, আনফাল ও তওবা পৃথক পৃথক বা একই সুরা, এই সন্দেহে সুরা তওবার বিসমিল্লাহ লিখি নাই।

এমাম তাহাবি বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, বিসমিল্লাহ কোন সুরার অংশ নহে, বরং সুরাগুলির মধ্যে পৃথক করার জন্য উহা নাজিল হইয়াছে।"

বিছ্মিল্লাহ্ চুপে চুপে পড়িতে হইবে কিনা?

এমাম মোসলেম বলিয়াছেন, (হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি হজরত নবি (ছাঃ) ও প্রথম তিন খলিফার পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি, কিন্তু তাঁহাদিগকে বিসমিল্লাহের-রহমানের রহিম পড়িতে শুনি নাই, ইহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহারা উহা চুপে চুপে পড়িতেন, এই জন্য তিনি উহা শুনিতে পান নাই। আহমদ ও নাছায়ি সহিহ ছনদে উক্ত হজরত আনাছ হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহারা উহা উচ্চ শব্দে পড়িতেন না। তেবরানি তাঁহা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার চারি খলিফা উহা চুপে চুপে পড়িতেন। বিছমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়ার কোন হাদিস সহিহ নহে; ইহা কোন হাফেজে-হাদিস বলিয়াছেন। কেবল এমাম শাফেয়ি হজরত এবনে-আব্বাছের ছনদে একটি হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা উল্লেখিত সহিহ সহিহ হাদিসগুলির সমকক্ষ হইতে পারে না। কিম্বা উহার এইরূপ অর্থ হইবে যে, যেরূপ ওমার বেনেল খাত্তব (রাঃ) লোকদিগকে শিক্ষা দিবার মানসে কচিৎ ছানা উচ্চস্বরে পড়িতেন, সেইরূপ হজরত শিক্ষা দিবার মানসে কখন কখন উহা উচ্চস্বরে পড়িতেন।

দারকুৎনি এতৎসম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, তখন একজন মালেকি বিদ্বান তাঁহাকে কছম দিয়া বলেন যে, এতদ্সম্বন্ধে কোন সহিহ হাদিসে আছে কি? তিনি বলিলেন না।

হজরত আবুবকর ওমার, ওছমান আলি, এবনে মছউদ, আম্মার-বেনে-ইয়াছের, আবদুল্লাহ বেনে মোগাফ্যাল, প্রভৃতি সাহাবাগণ উহা চুপে চুপে পড়িতেন। হাসান বাসারি, শা'টিব নখয়ি, কাতাদা; ওমার বেনে আবদুল আজিজ, আ'মাশ, জুহরি, মোজাহেদ, ছুফইয়ান ছওরি, মালেক, আবুহানিফা, আহমদ প্রভৃতি বহু বিদ্বান উহা চুপে চুপে পড়িতেন।

এমাম শাফেয়ি উহা উচ্চৈঃস্বরে পড়ার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এমাম রাজি তফসিরে-কবিরে উহা উচ্চৈঃস্বরে পড়া সাব্যস্ত রাখার জন্য সাধ্য সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু আল্লামা আলুছি তফছিরে রুহল-মায়ানিতে উক্ত এমামের সমস্ত যুক্তি অমূলক সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তঃ, রুঃ, মাঃ, ১/৩৩—৪০; তঃ ফঃ ১/২৩। তঃ কঃ।

উক্ত কলেমার আনুসঙ্গিক কয়েকটি বিষয়।

১) চারি কেতাবে সমস্ত এল্‌ম নিহিত রহিয়াছে। তাওরাত ইঞ্জিল ও জবুর তিন কেতাবের যাবতীয় এল্‌ম কোর-আন শরিফে নিহিত রহিয়াছে, কোর-আন শরিফের সমস্ত এল্‌ম সুরা ফাতেহার মধ্যে , আর সুরা ফাতেহার সমস্ত এল্‌ম বিছমিল্লাহের রহ্‌মানের রহিমের মধ্যে আছে। তঃ, নাঃ।

২) হজরত বলিয়াছেন, যে কোন শুভ কার্য্য বিছমিল্লাহ বলিয়া আরম্ভ না করা হয়, উহা বরকতহীন হইয়া যায়। হজরত নবি (সাঃ) বাদশাহদিগের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিতেন, উহাতে বিছমিল্লাহ লিখিতেন।

হজরত সোলায়মান (আঃ) বেলকিছের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাতে পূর্ণ বিছমিল্লাহ লিখিয়াছিলেন। হজরত নূহ (আঃ) উহা পড়িয়া নৌকায় উঠিয়াছিলেন।

৩) হজরত বলিয়াছেন, হে ওবাই! কোর-আন শরিফের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আয়ত কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম"। ইহাতে হজরত তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

৪) হজরত মুছা (আঃ) পীড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার উদরে কঠিন বেদনা আরম্ভ হয়, ইহাতে তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে বনের একটি তৃণের সন্ধান অবগত করাইয়া দেন, তিনি উহা ভক্ষণ করিলে, খোদার হুকুমে উক্ত বেদনার উপশম হইয়া যায়। অন্য সময় তিনি উক্ত পীড়াগস্ত হন, তৎপরে তিনি উক্ত তৃণ ভক্ষণ করেন। ইহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়। তখন হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক আমি প্রথমে উহা ভক্ষণ করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় বার উহা ভক্ষণ করায় আমার পীড়া বৃদ্ধি হইল। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, তুমি প্রথমবারে আমার নিকট হইতে তৃণের নিকট গিয়াছিলে, এজন্য তদ্দ্বারা পীড়ার উপশম হইয়াছিল। আর দ্বিতীয় বার নিজের নিকট হইতে তৃণের নিকট গিয়াছিলে, এজন্যপীড়া বৃদ্ধি হইয়াছিল। তুমি জানিয়া রাখ, সমস্ত দুন্‌ইয়া বিষ, আমার নাম উহার অমোঘ ঔষধ (তিরইয়াক)।

৫। ফেরয়াউন খোদাই দাবি করার পুর্ব্বে একটি অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার

দ্বারে বিসমিল্লাহ লিখিতে আদেশ করিয়াছিল। তৎপরে যখন উক্ত ব্যক্তি খোদাই দাবি করিয়াছিল এবং তাহার নিকট হজরত মুছা (আঃ) প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তিনি ফেরয়াউনকে সত্যপথের দিকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কোন প্রকার হেদাএতের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। এজন্য তিনি বলিলেন, হে আমার খোদা, আমি কত দিবস তাহাকে আহ্বান করিব? তাহার মধ্যে সত্যপথ প্রাপ্তির কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। তখন খোদা বলিলেন হে মুছা তুমি তাহার ধ্বংস প্রাপ্তির চেষ্টা করিতেছ, তুমি তাহার ধর্ম্মদ্রোহিতার (কোফরের) দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছ, আর আমি তাহার দ্বারের লিখিত বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিতেছি।

উপরোক্ত ঘটনার সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, এক ব্যক্তি নিজের দ্বারের উপর এই কলেমাটি লিখিয়া রাখার জন্য কাফের হইলেও (ইহ-জগতে) ধ্বংস হইতে নিস্কৃতি পাইল, আর যে ব্যক্তি আজীবন এই কলেমাটি নিজের হৃৎপিণ্ডে অঙ্কিত করিয়া রাখে, তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে?

৬। অনেক সময় বাদশাহের দাস কতক ঘোটক, অশ্বতর ও গর্দ্দভ ক্রয় করিয়া তৎসমুদয়ের উপর বাদশাহের নামের মোহর স্থাপন করে, উদ্দেশ্য এই যে, যেন শত্রুরা তৎসমস্তে লোভ না করিতে পারে। এইরূপ যেন আল্লাহ্তায়ালা বলেন, শয়তান তোমার এবাদতের শত্রু, যদি কোন এবাদত আরম্ভ কর, তবে আমার বিসমিল্লাহ্ কলেমা দ্বারা উহার উপর চিহ্ন স্থাপন কর, তাহা হইলে উক্ত শত্রু উহাতে লোভ করিতে পারিবে না।

৭। জনাব হজরত নবি (ছাঃ) নিজের আঙ্গুটিকে (হজরত) আবুবকরকে দিয়া বলিল, তুমি উহাতে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ নকশা করিয়া আন। ইহাতে তিনি উহাতে একজন নকশাকারীর নিকট দিয়া বলিলেন, তুমি উহাতে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহম্মদোর রাছুলুল্লাহ নকশা করিয়া দাও। নকশাকারী উক্ত অঙ্গুটিতে উক্ত কলেমাটি নকশা করিয়া দিল। তৎপরে (হজরত) আবুবকর (রাঃ) আঙ্গুটিটি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট আনায়ন করিলেন। তিনি উহাতে লাএলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদোর রাছুলুল্লাহ আবুবকরেনেছ ছিদ্দিক' লেখা দেখিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আবুবকর ! এই অতিরিক্ত

শব্দগুলি কি? তৎশ্রবণে (হজরত) আবুবকর বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমি আপনার নামটি আল্লাহ্তায়ালার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজী হই নাই, কিন্তু অবশিষ্ট কথাটি (অর্থাৎ আবুবকারনেছ ছিদ্দিক শব্দটি) আমি বলি নাই, আবুবকর (এস্থলে) লজ্জিত হইলেন। এমতাবস্থায় (হজরত) জিবরাইল (আঃ) আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আমিই আবুবকর নামটি লিখিয়া দিয়াছি, কেননা তিনি তোমার নামটি আল্লাহ্তায়ালার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজী হন নাই। এজন্য আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার নামটি তোমার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজী হন নাই।

মূল তত্ত্ব এই যে, যেহেতু (হজরত) আবুবকর (রাঃ) জনাব নবি (ছাঃ) এর নামটি আল্লাহ্তায়ালার নাম হইতে পৃথক করিতে রাজী হন নাই, এই হেতু তিনি এইরূপ কারামত (মহত্ত্ব) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার জেকর পরিত্যাগ না করে, তাহার অবস্থা কি হইবে।

৮) যখন (হজরত নুহ (আঃ) নৌকায় আরোহণ করিয়া ছিলেন, সেই সময় তিনি বলিয়াছিলেন, "বিসমিল্লাহে মাজরেহা ও মোরছাহা", এস্থলে তিনি অর্দ্ধেক কলেমা পড়িয়া রক্ষা পাইয়াছিলেন। আর যে ব্যক্তি আজীবন সর্ব্বদা এই কলেমা পাঠ করে, সে ব্যক্তি নাজাত (মুক্তি) লাভে কিরূপে বঞ্চিত থাকিবে?

৯) হজরত জয়েদ বেনে হারেছা, একজন মোনাফেকের সহিত মক্কা শরিফ হইতে তায়েফের দিকে রওয়ানা হইয়া একটি উৎসন্ন স্থানে উপস্থিত হইলেন। মোনাফেক বলিল, আমরা এই স্থানে প্রবেশ করিয়া বিশ্রাম করিব। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে তথায় প্রবেশ করিলেন। হজরত জয়েদ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন; এমতবস্থায় মোনাফেক লোকটি হজরত জয়েদকে বন্ধন করিয়া তাঁহারা প্রাণ হত্যার সঙ্কল্প করিল। হজরত জয়েদ বলিলেন, তুমি আমাকে হত্যা করিতেছ কেন? মোনাফেক বলিল, এই হেতু যে হজরত নবি (ছাঃ) তোমাকে ভাল বাসেন এবং আমি তোমাকে মন্দ জানি। ইহাতে হজরত জয়েদ বলিলেন, হে রহমান আমাকে উদ্ধার কর। তখন সেই কপট এরূপ একটি শব্দ শুনিল যে, তোমার উপর ধিক, তুমি ইহাকে হত্যা করিও না। ইহাতে সেই কপট তথা হইতে বাহির হইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

দ্বিতীয় বার সেইস্থানে গিয়া তাঁহাকে হত্যা করার ইচ্ছা করিল। তখন সেই কপট প্রথম শব্দকারী হইতে অধিকতর সন্নিকট একজন শব্দকারীকে বলিতে শুনিল যে, ইহাকে হত্যা করিও না। কপট (বাহিরে গিয়া ইতস্ততঃ) দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্দ্যত হইল। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি অতি নিকটে একটি শব্দ শুনিতে পাইল যে, তুমি ইহাকে হত্যা করিও না। মোনাফেক বাহির হইয়া একজন অশ্বারোহীকে বল্লমসহ দেখিতে পাইল। সেই অশ্বারোহী তাহাকে প্রহার করিয়া হত্যা করিয়া ফেলিলেন এবং সেই উৎ সন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া জয়েদের বন্ধন উম্মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি কি আমাকে জান না, আমি জিবরাইল। যখন তুমি প্রথমে দোওয়া করিয়াছিলে, তখন আমি সপ্তম আস্‌মানে ছিলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, তুমি আমার বান্দার সাহায্য কর। যখন তুমি দ্বিতীয় বার দোওয়া করিলে তখন আমি প্রথম আস্‌মানে ছিলাম। তৃতীয় বারে আমি মোনাফেকের নিকট উপস্থিত হইলাম।

১০) যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ পড়িয়া ওজু করে, যতক্ষণ ওজু শেষ না করে, ততক্ষণ ফেরেশতা তাহার জন্য নেকী লিখিতে থাকেন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ পাঠ করিয়া স্ত্রী সঙ্গম করে, সে ব্যক্তি যতক্ষণ নাপাকির গোছল না করে ততক্ষণ ফেরেশতা তাহার নেকী লিখিতে থাকেন। যদি তুমি 'বিসমিল্লাহে আলহামদো লিল্লাহ' পাঠ করিয়া কোন চতুষ্পদের বা নৌকার উপর আরোহণ কর, তবে যতক্ষণ তুমি উহা হইতে অবতরণ না কর, ততক্ষণ তোমার জন্য নেকী লেখা যায়। যে ব্যক্তি পায়খানায় কাপড় খুলিবার পূর্ব্বে বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে জ্বেন শয়তান তাহার গুপ্তাঙ্গ দেখিতে পারিবে না।

১১) রুমের বাদশার (কয়ছর) হজরত ওমারের নিকট একখানা পত্র লিখিয়া পাঠান যে, আমার মস্তকে বেদনা আছে, উহার উপশম হয় না, কাজেই আমার জন্য কোন ঔষধ প্রেরণ করুন। ইহাতে উক্ত হজরত তাঁহার নিকট একটি টুপি পাঠাইয়া দিলেন। যখন কয়ছর উক্ত টুপী মস্তকে ধারণ করিতেন তখন উক্ত বেদনার উপশম হইত। আর যখন তিনি মস্তক হইতে নামাইয়া রাখিতেন তখন পুনরায় উক্ত বেদনা আরম্ভ হইত। ইহাতে তিনি আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া টুপি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, উহাতে একখানা

কাগজ আছে, তাহাতে বিসমিল্লাহ লেখা ছিল।

১২) যে ব্যক্তি ওজু করা কালে বিসমিল্লা না পড়ে, তাহার কেবল ওজুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাক হইয়া যায়, আর যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ পড়িয়া ওজু করে, তাহার সমস্ত শরীর পাক হইয়া যায়।

১৩) একজন অগ্নিপূজক হজরত খালেদ বেনে অলিদ (রাঃ) কে বলিয়াছিল যে, আপনি লোককে ইসলামের দিকে আহ্বান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি একটি নিদর্শন (কারামত) প্রকাশ করুন, তাহা হইলে আমি মুসলমান হইতে পারি। তৎশ্রবণে হজরত খালেদ (রাঃ) বলিলেন, আমার নিকট বিষ আনায়ন কর। সে ব্যক্তি একটি পাত্রে করিয়া উহা আনায়ন করিল। হজরত খালেদ উহা হাতে লইয়া বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম পাঠ করিয়া সেবন করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে নিরাপদে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন উক্ত ব্যক্তি এই দীন ইসলাম সত্য বলিয়া স্বীকার করিল।

১৪) হজরত ইছা (আঃ) একটি গোরের নিকট উপস্থিত হইয়া ফেরেশ্তাদিগকে সেই মৃতের উপর আজাব করিতে দেখিলেন। তৎপরে তিনি নিজে কার্য্য সমাধা করিয়া তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নূরের তবকসহ রহমতের ফেরেশতাগণকে দেখিয়া অবাক হইলেন। ইহাতে তিনি নামাজ পড়িয়া দোওয়া করিলেন তখন আল্লাহ্তায়ালা অহি পাঠালেন যে, হে ইছা, এই লোকটি গোনাহগার ছিল। যতদিবস মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে আমার শাস্তিতে ধৃত রহিয়াছে। এই ব্যক্তি আপন গর্ভবতী পত্নী ত্যাগ করিয়া মরিয়া গিয়াছিল, তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি একটি সন্তান প্রসব করিল। সন্তানটি পাঠের উপযুক্ত হইলে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহাকে একজন শিক্ষকের নিকট পাঠাইল, শিক্ষক তাহাকে বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম শিক্ষা দিয়াছে। এক্ষণে তাহার পুত্র ভূ-পৃষ্ঠে আমার নামোচ্চারণ করিতেছে, আমি তাহাকে ভূ-গর্ভে অগ্নি দ্বারা শাস্তি দিতে লজ্জা বোধ করি। এজন্য তাহার আজাব রহিত করিয়াছি।

১৫। কথিত আছে যে, বিসমিল্লাহ্রে রহমানের রহিমে ১৯টি অক্ষর আছে, উহার দুইটী গুণ আছে, প্রথম দোখজের ফেরেশ্তাগণের সংখ্যা ১৯, আল্লাহ্তায়ালা এই ১৯ অক্ষরের বরকতে উহার পাঠ কারীগণকে উক্ত ১৯ ফেরেশ্তার আজাব হইতে মুক্তি

দিবেন। দ্বিতীয়, আল্লাহ্তায়ালা দিবা রাত্র ২৪ ঘন্টা করিয়াছেন, তৎপরে পাঁচ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচ ঘন্টার গোনাহ্ ছগিরার কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।

আর যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণ 'বিসমিল্লাহের রহ্মানের রহিম' পাঠ করে, তাহার পক্ষে উহার ১৯ টি অক্ষর অবশিষ্ট ১৯ ঘন্টার গোনাহ্ কার্য্যের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।

১৬) 'বিসমিল্লাহের রহ্মানের রহিমে' খোদাতায়ালার রহ্মত ও দয়া বুঝা যায়, সুরা তওবাতে জেহাদের কথা আছে, এইজন্য উহার প্রথমে 'বিসমিল্লাহের রহ্মানের রহিম' লিখিত হয় নাই, এইরূপ জবাহ্ করিবার সময় 'রহ্মানের রহিম' শব্দদ্বয় উল্লেখ করা হয় না, যেহেতু এই অবস্থাটি রহমতের (দয়া, অনুগ্রহের) অনুকূল নহে।

১৭) একজন ওলি বিসমিল্লাহ্ তাহার কাফনে লিখিয়া দিতে ওছিএত করিয়াছিলেন, একজন লোক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আমি কেয়ামতের দিবস বলিব, হে আমার আল্লাহ্ তোমার প্রেরিত কোর-আনের শিরোনামায় উক্ত কলেমা ছিল, তুমি উক্ত শিরোনামার অনুযায়ী আমার সহিত ব্যবহার কর। —তঃ ফঃ ও নাঃ

১৮) একজন লোক তাহার চেহারা ও বক্ষঃদেশে বিসমিল্লাহ্ লিখিয়া দিতে ওছিএত করিয়া গিয়াছিল; তাহার এই ওছিএত প্রতি পালিত হয়। কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল। সে ব্যক্তি বলিল, আমাকে যে সময় গোরে দফন করা হয়, আজাবের ফেরেস্তাগণ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার চেহরাতে 'বিছমিল্লাহ্বের রহ্মানের রহিম' লেখা দেখিয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহ্তায়ালার আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাইলে। —দোররোল মোখতার, ১/৭৩।

পাঠক! মনে রাখিবেন মৃতের কাফনে বা বক্ষঃদেশে অথবা ললাটে বিছমিল্লাহ্ লিখিতে হইলে, বিনা মসি, অঙ্গুলি দ্বারা লিখিতে হইবে।

১৯) খোদাতায়ালা কোন নবির নিকট অহি পাঠাইয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তির নামায-আমলে চারি সহস্র বার বিছমিল্লাহ্বের রহ্মানেরর রাহিম থাকিবে, খোদাতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহার পতাকাকে আরশের এক পায়ার নিকট স্থাপন করিবেন এবং

তাহার শাফায়াতে বার সহস্র লোকের মুক্তি দিবেন। তাজঃ। তঃ কঃ। তঃ নয়।

টিপ্পনী।

১) সেল, পামার, রড ওয়েল, মিউর ইংরেজ লেখকগণ ইংরাজি অনুবাদিত কোর-আন শরীফের ভূমিকায় বা হজরতের জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মাদ (সাঃ) য়িহুদী, খ্রীষ্টান, আরব ও অগ্নি-পূজকদিগের কতকগুলি মত উত্তম মনে করিয়া নিজ কোরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহা প্রকৃতপক্ষে খোদার কালাম বা অহি নহে।

আমাদের উত্তর

যদি একজন লোকের পক্ষে য়িহুদী, খ্রীষ্টান, আরব ও অগ্নি উপাসক দিগের মত ও রীতি নীতি ছাটকাট করিয়া লইয়া আরবদের মধ্যে শক্তিশালী মজহাব প্রকাশ করার কথা সত্য হয়, তবে উক্ত মত গুলি কি জন্য সম্পূর্ণরূপে অকৃত কার্য্য রহিয়া গেল। কয়েক শতাব্দী হইতে য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা নিজেদের রাজশক্তির সহায়তা সত্বেও আরবদিগকে স্বমতাবলম্বী করিতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা বিফল মনোরথ হইয়া গেলেন। এইরূপ হানিফ সম্প্রদায় প্রাচীন আরবগণের রীতি নীতি সহ একত্ববাদ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন এবং তাঁহারা উহা প্রকৃত এবরাহিমী মত বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু উহাতেও কোন সুফল লাভ হইল না এবং অল্পদিনের মধ্যে উহা বিলুপ্ত হইয়া গেল। যদি তথাকালীন বিকৃত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতে ও আরবদিগের রীতি নীতিতে প্রকৃত পক্ষে কোন শক্তি থাকিত, তবে কেন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া গেলেন এবং যিনি কেবল তাঁহাদের মতগুলি ছাটকাট করিয়া নিজের মত বলিয়া প্রচার করিলেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইলেন।

ইহা অতি বিস্ময়কর বিষয় যে, যে শব্দগুলি বিকার প্রাপ্ত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা শত বৎসর ধরিয়া প্রচার করিতেন, তাঁহারা তৎসমুদয় দ্বারা আরবের একটি প্রাণীকে ও পবিত্র করিতে সক্ষম হইলেন না, আর ইসলাম প্রচারক সেই বাক্যগুলি প্রচার করিয়া

পাঁচিশ বৎসরের মধ্যে সমস্ত আরবজাতির অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনায়ন করিতে সক্ষম হইলেন।

ইহাতে কি অতি স্পষ্ট ও অকাট্য ভাবে সপ্রমাণ হয় না যে, যদি ও কথাগুলি একই প্রকারের, তথাচ এতদুভয়ের উৎপত্তি স্থল সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। প্রথম ক্ষেত্রে উক্ত বাক্যগুলি মানবীয় ও অপবিত্র মূল হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল এই জন্য তাহারা সম্পূর্ণ বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন এবং যাহাদিগের মধ্যে তাহারা তৎসমস্ত প্রচার করিয়া ছিলেন, তাহাদের আত্মা শুদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে (এসলাম প্রচারকের) কথাগুলি একটি শক্তিশালী মূল, নির্ম্মল ও খোদাই ধারণা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই হেতু উক্ত কথাগুলি এরূপ প্রবল আকর্ষণ শক্তি প্রকাশ করিল যে, একটি জাতিকে অতিরিক্ত অসভ্যতা হইতে মহা পবিত্রতায় উন্নত করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিকৃত য়িহুদী, খ্রীষ্টানী, মত খোদার একত্ব প্রচার করিয়াছে, যেরূপ ইসলাম উহা প্রচার করিয়াছে কিন্তু প্রথমোক্ত মত ও শেষোক্ত মত যে যে, মূল হইতে নিজ নিজ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে, এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে, এই জন্যই ফলে আশ্চর্য্যজনক প্রভেদ প্রকাশ হইয়াছে।

যদি সেল, মিউর, রডওয়েল, পামার ও গোল্ডসেক নাস্তিক না হন, এবং উক্ত সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়ালার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, তবে তাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, ইসলামিক শিক্ষা গুলির উৎপত্তি স্থল বিকৃত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের শিক্ষাগুলির উৎপত্তি স্থল অপেক্ষা উচ্চতর ও পবিত্রতর। ইহা সত্বেও উক্ত সাহেবেরা ইসলামের উৎপত্তি যে খোদা হইতে এবং উহা যে খোদাতায়ালার অহির উপর সংস্থাপিত, ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না।

বিকৃত য়িহুদী, খ্রীষ্টানী মতগুলি যে নিশ্চয় অকৃতকার্য্য হইবে এবং তৎসমস্তের পরবর্ত্তী ইসলাম কৃতকার্য্য হইবে ইহা কি খোদাতায়ালা কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হয় নাই?

পাঠক আপনি মনে করুন যে, যদি (হজরত) মোহম্মদ (ছাঃ) কেবল একজন মনুষ্য হইয়া একস্থলে য়িহুদীদিগের নিকট হইতে একটি গল্প ও অন্যস্থলে খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে অন্য একটি গল্প সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিতেন; তবে তিনি কিছুতেই

কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, যেহেতু বিকারগ্রস্ত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা শতাধিক বৎসর ধরিয়া উক্ত গল্পগুলি প্রচার করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

পাঠক আরও লক্ষ্য করুন, য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণের পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি ছিল, পক্ষান্তরে (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর পৃষ্ঠপোষক কোনই রাজকীয় শক্তি ছিল না, বরং ইনি একাই ছিলেন এবং শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইতেছিলেন। আরও চিন্তা করুন যে সময় য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, আরবের লোকেরা কখনও তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই এবং ধৈর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) যে সময় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলেন আরবের সমস্ত জাতি এই এক প্রাণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, এই খোদার একত্ব এ পবিত্রতা প্রচারকের প্রতিদ্বন্দ্বী পৌত্তলিকেরা কেবল যে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহা নহে, বরং য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরাও উক্ত পৌত্তলিকদলের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার কঠিনতম বিপক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই ইসলাম প্রচারক চারিদিক হইতে শত্রুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সমস্ত প্রকার মানবীয় শক্তি তাঁহার বিপক্ষতায় পরিচালিত হইয়াছিল, এমতাবস্থায় যদি তাঁহার বাক্যাবলীর মধ্যে আসমানি আকর্ষণী শক্তি না থাকিত, তবে তিনি এক প্রাণীকে ইসলামে দীক্ষিত করিতে ও সত্যপথে পরিচালিত করিতে পারিতেন কি? খ্রীষ্টানেরা ইহা দেখাইতে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছেন এবং অনেক চেষ্টা করিয়াছেন যে, কোর-আন শরিফের অমুক অমুক গল্প অন্য লোকদিগের কেতাবের গল্পের সদৃশ, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান দিগের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের এই চেষ্টা বৃথা হইয়াছে। ইসলামের মূল য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতের সহিত সৌসাদৃশ্য স্থাপন করার প্রয়াসী হয় নাই, বরং ইসলাম নিজের ওহিকৃত সত্য শিক্ষাগুলি প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। যদি য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের গ্রন্থাবলী ইসলামিক শিক্ষা ও নিয়মকানুনের মূল হইত, তবে ইসলামের প্রভাব কোন অংশে উক্ত মূল অপেক্ষা ক্ষীণতর হইত, কিন্তু বিকৃত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানী শিক্ষা গুলি আরবদের আত্মার পরিবর্ত্তন ও পরিশুদ্ধি করিতে সক্ষম হইল না, পক্ষান্তরে ইসলাম সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের আত্মার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইল, ইহাতে অকাট্য ভাবে প্রমাণিত

বলেন, ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া শ্রবণ করিবেন। তৎপরে তিনি জঙ্গলে গেলে, পুনরায় 'হে মোহাম্মদ, এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন হজরত (ছাঃ) লাব্বায়কা (হাজির) বলিয়া উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, আমি জিবরাইল, আর আপনি এই উম্মতের নবি। তৎপরে তিনি বলিলেন, আশহাদো-আন্না-এলাহা-ইল্লাল্লাহ অ-আশহাদো আন্না মোহম্মাদান আবদোহু অরাছুলুহু। আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লা ব্যতীত বন্দিগীর যোগ্য কেহ নাই। আরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ তাঁহার বান্দা (সেবক) ও রাছুল।) তৎপরে তিনি সুরা ফাতেহা নাজিল করিলেন। -তঃ আজিজি, ৪।

এই সুরার অন্যান্য নাম।

এই সুরার কয়েকটি নাম আছে, প্রথম ফাতেহাতোল-কেতাব (কেতাবের আরম্ভ) দ্বিতীয় সুরাতোল-হামদ (প্রশংসা সূচক সুরা)। তৃতীয় উম্মোল-কোরআন (কোরআনের মূল), কোরআন শরিফের যাবতীয় সুরার গুপ্ত তত্ত্ব এই সুরার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, এইজন্য এই সুরাটি উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। চতুর্থ ছবয়োল-মাছানি; এই সুরাতে সাতটি আয়ত আছে বলিয়া ছাবয়ো বলা হয়, আর উহা দুই অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, অর্দ্ধেকাংশে মনুষ্যের আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ করার প্রণালী উল্লিখিত হইয়াছে, আর অবশিষ্টাংশে বান্দার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার দানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অথবা নামাজে উহা একাধিকবার পড়িতে হয়, এইজন্য 'মাছানি' বলা হইয়াছে।

পঞ্চম ওয়াফিয়া, অন্যান্য সুরার অর্দ্ধেকাংশ এক রাক্য়াতে পড়িলে, যথেষ্ট হয়, কিন্তু এই সুরা সম্পূর্ণভাবে এক রাক্য়াতে না পড়িলে, যথেষ্ট হয় না, এই জন্য উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ কাফিয়া, অন্য সুরার পরিবর্ত্তে এই সুরা পড়িলে, যথেষ্ট হইতে পারে, ইহার পরিবর্ত্তে অন্য সুরা পড়িলে, যথেষ্ট হইতে পারে না, এই জন্য এই সুরা উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সপ্তম আছাছ (অর্থাৎ ইহা কোর-আন শরিফের মূল)।

অষ্টম শেফা, ইহাতে আত্মিক (রুহানি) ও শারীরিক উভয় প্রকার পীড়ার উপশম হয়, এইজন্য উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে, ইহাতে আ'কায়েদ (ইমান সংক্রান্ত মত) আহকাম ও মোকাশাফা এই ত্রিবিধ বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, কাজেই ইহাতে আত্মিক (রুহানি) পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

নবম ছালাত (নামাজ), ইহা প্রত্যেক নামাজে পড়া হয়, এইজন্য হাদিস শরিফে এই সুরাটি উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

দশম ছওয়াল, এই সুরায় সত্য পথ প্রাপ্তির যাচ্ঞা করা হইয়াছে, এই জন্য উক্ত প্রকার নামকরণ করা হইয়াছে।

একাদশ শোকর, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার দয়া ও অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে, এই জন্য শোকর নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

দ্বাদশ দোওয়া, ইহাতে দোওয়া করা হইয়াছে, এই জন্য দোওয়া নামে নাম করণ হইয়াছে। তঃ কবির।

এই সুরার ফজিলত।

১। হজরত আবু ছইদ খুদরি (রাঃ) হজরতের একটি হাদিসে উল্লেখ করিয়াছেন যে, সুরা ফাতেহাতে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

২। হোসাএন বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা ১০৪ খানা আস্‌মানি কেতাব নাজিল কবিয়াছেন তম্মধ্যে ১০০ কেতাবের এলম, তওরাত ইঞ্জিল, জবুর ও কোর-আন মজিদে নিহিত রাখিয়াছেন, আর প্রথমোক্ত তিন কেতাবের এলম কোর-আন শরিফে নিহিত রাখিয়াছেন, আবার কোর-আন শরিফের এলম 'মোফাছছাল' সুরাগুলিতে এবং উক্ত সুরাগুলির এলম সুরা ফাতেহাতে নিহিত রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি সুরা ফাতেহার তফছির জানে, সে ব্যক্তি যেন ১০৪ টি সুরার তফছির জানিল, আর যে ব্যক্তি উক্ত সুরা

৭) একদল সাহাবা কতকগুলি আরবের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহারা উক্ত সাহাবাগণের নিকট একজন উম্মাদকে উপস্থিত করিলেন। ইহাতে একজন সাহাবা তাহার উপর তিন দিবস প্রভাত ও সন্ধ্যায় সুরা ফাতেহা পড়িয়া ফুক দিতে লাগিলেন এবং তাহার উপর থুথু নিক্ষেপ করিয়া মর্দ্দন করিয়া দিলেন, ইহাতে সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া গেল। মেশ্‌কাত, ২৫৮।

৮) মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার জন্য, নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনার জন্য কিম্বা কোন পীড়িত ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ফজরের সুন্নত ও ফরজের মধ্যে সুরা ফাতেহা ৪১ বার পড়িবে। (এইরূপ চল্লিশ দিবস করিতে হইবে।)

৯) দুরারোগ্য ব্যাধির উপশমের উদ্দেশ্যে সুরা ফাতেহা ও নিম্নোক্ত দোওয়া চিনির পাত্রে লিখিয়া পানিতে ধুইয়া চল্লিশ দিবস পান করাইবে, খোদাতায়ালার ফজলে পীড়ার উপশম হইবে।

দোওয়াটি এই;—

يا حى حين لا حى فى ديمومة ملكه و بقائه يا حى

সুরা ফাতেহা।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۙ (٢) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ

(٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ

(٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ (٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ع

বঙ্গানুবাদ ঃ— ১) সমুদয় জীব ও জড় জগতের অধিপতি (বা প্রতিপালক) আল্লাহ্‌রই

সর্ব্ববিধ প্রশংসা; ২) যিনি ইহজগতে সকলেরই সর্ব্ববিধ কল্যাণদায়ক, পরজগতে ইমানদারগণের যাবতীয় সুখশান্তি প্রদাতা; ৩) যিনি প্রতিফল প্রদানের (বিচারের) দিবসের সর্ব্বময় কর্ত্তা; ৪) আমরা তোমারই উপসনা (বন্দেগী) করিতেছি এবং আমরা তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। ৫) তুমি আমাদিগকে সরল পথে পরিচালিত করিতে থাক; ৬) তাঁহাদের পথ যাঁহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ; ৭) যাঁহাদের প্রতি কোপ প্রকাশ করা হয় নাই এবং যাঁহারা পথ-ভ্রান্ত নহেন।

টীকা;—

১) তফসিরে এবনে-জরিরে লিখিত আছে যে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হাম্‌দ حمد শব্দের অর্থ শোক্‌র, দান ও হেদাএতের একরার করা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হজরত কা'ব বেনেল আহবার (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার অর্থ প্রশংসা করা। কোন কোন তফসিরে আরবি হাম্‌দ, মদ্‌হ্ مدح ও শোকর شكر এই তিন শব্দের মর্ম্মে কিছু পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তফসির মাদারেকে উল্লিখিত আছে যে, দান বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট কার্য্যের মৌখিক সুখ্যাতি করাকে মদ্‌হ্ বা হাম্‌দ বলা হয়। এসূত্রে উক্ত শব্দদ্বয় একই অর্থবাচক। আর খাস দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শোকর বলা হয়। এই শোক্‌র তিন প্রকার— ১) মৌখিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ইহাকে মৌখিক শোক্‌র বলা হয়। ২) অন্তরে দাতাকে দাতা বলিয়া বিশ্বাস করা। ইহাকে আন্তরিক শোক্‌র বলা হয়। ৩) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা দাতার আদেশ পালন করিতে সাধ্য সাধনা করা, ইহাকে শারীরিক শোক্‌র বলা হয়।

উপরোক্ত বিবরণে জানা যায় যে, হাম্‌দ, শোকরের অংশ বিশেষ; এই জন্য হাদিস শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে,— " শোক্‌রের প্রধান অংশ হাম্‌দ করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, সে ব্যক্তি শোকর করিল না। কোন কোন বিদ্বান্ বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার অনুপম নির্ম্মল ছেফাতের (গুণাবলীর) প্রশংসা করাকে মদ্‌হ বলা হয়, আর তাঁহার দান রাশির প্রশংসা করাকে শোকর বলা হয়। আর উপরোক্ত উভয় প্রকার প্রশংসা করাকে হাম্‌দ বলা হয়।

তফসিরে বয়জবীতে আছে, দান কিম্বা কোন উৎকৃষ্ট কার্য্য যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, এইরূপ কোন কার্য্যের প্রশংসা করাকে হাম্‌দ বলা হয়, যেরূপ এল্‌ম ও দানশীলতার সুখ্যাতি করা। পক্ষান্তরে সাধ্যতীত হউক, আর নাই হউক যে কোন উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রশংসা করাকে মদ্‌হ্‌ বলা হয়। এসূত্রে কাহারও রূপ ও সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করাকে মদ্‌হ্‌ বলা যাইতে পারে, কিন্তু হাম্‌দ বলা যাইতে পারে না।

তফসিরে আজিজিতে আছে ১) সজীব ও নির্জ্জীব উভয় প্রকার পদার্থের প্রশংসাকে مدح বলা হয়, যেরূপ উদ্যান, শহর রত্ন ও মৃত্তিকাজাত পদার্থ বিশেষের প্রশংসা করা! আর কেবল সজীব পদার্থের প্রশংসা করাকে হাম্‌দ বলা হয় ২) দান করার পূর্ব্বে কিম্বা পরে যে প্রশংসা করা হয় উহাকে মদ্‌হ্‌ বলা যাইতে পারে, পক্ষান্তরে কেবল দান করার পরের প্রশংসাকে হাম্‌দ বলা হয়। (৩) প্রকৃত গুণাবলীর প্রশংসাকে হাম‌দ্‌ বলা হয়, পক্ষান্তরে লোকের মধ্যে যে গুণ থাকে তদতিরিক্ত বিষয়ের প্রশংসা করাকে মদ্‌হ্‌ বলা যাইতে পারে, কিন্তু ইহার উপর হাম্‌দ শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে লোকে অযথা প্রশংসা করিয়া থাকে, এইজন্য হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম বলিয়াছেন, মদ্‌হ্‌ কারিদিগের (অযথা প্রশংসা কারিদের) মুখে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কর ৪) দান লাভ করার পর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়, উহাকে শোকর বলা হইয়া থাকে এবং হাম্‌দ বলা যাইতে পারে, কিন্তু দান লাভের পূর্ব্বে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা প্রশংসা করা হয়, তাহাকে হাম্‌দ বলা যায়, শোকর বলা যাইতে পারে না।— এবনে-জরির ১/৪৫, বয়জবি ১/২১/২২, আজিজি ১৪।

এক্ষণে আলহামদো শব্দের অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বশ্রোতা, সর্ব্ব দ্রষ্টা, সৃষ্টিকর্ত্তা অমর, অনাদি, অনন্ত ও ইচ্ছাময় এইরূপ সমস্ত অনুপম গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত আছেন, এইজন্য তিনিই একমাত্র প্রশংসার উপযুক্ত। তিনি মনুষ্যদিগকে অসংখ্য নেয়া'মত প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের হস্ত, পদ ইত্যাদি যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, জীবিকা, তদুপরি আত্মা (রুহ) প্রদান করিয়াছেন, সুখ স্বাচ্ছন্দ ও সহায়তার জন্য তাহাদিগকে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক সম্পন্ন করিয়াছেন, আস্‌মানি কেতাব ও পয়গম্বর প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের চিরস্থায়ী বেহেশ্‌তের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন;—

وان تعدّو نعمة الله لا تحصوها

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার নেয়া'মত গণনা কর, তবে উহা আয়ত্ত করিতে পারিবে না"।

আল্লাহ্‌তায়ালা মনুষ্যদিগকে এইরূপ অসংখ্য সুখ সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, এই জন্য তিনি অসীম প্রশংসার উপযুক্ত, কাজেই প্রত্যেক মনুয্যের পক্ষে তাঁহার মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

(ক) এস্থলে 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌রই' বলা হইয়াছে, احمد الله "আমি আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা কবিতেছি", ইহা বলা হয় নাই, ইহার কয়েকটী কারণ আছে;— ১। আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলী অনুপম ও তাঁহার দানরাশি অসীম; কাজেই তাঁহার যাবতীয় গুণ ও দানের যথাযথ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মনুষ্য কেন সমস্ত জগদ্বাসীর পক্ষে অসম্ভব ও সাধ্যতীত, এইজন্য বলা হইয়াছে;— اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ "আলহামদো লিল্লাহ" অর্থাৎ মনুষ্যজাতি সক্ষম হউক, আর নাই হউক, যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত ও কৃতজ্ঞতার পাত্র একমাত্র সেই আল্লাহ্‌।

হজরত দাউদ (আঃ) বলিয়াছেন, খোদা, আমি কিরূপে তোমার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ (শোকর) করিব ও শোকরের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব? যদি আমি শোকর আদায় করি, তাহাও ত তোমার সাহায্যে ও শিক্ষাতে। ইহার জন্য দ্বিতীয় শোকর করার আবশ্যক হইবে। দ্বিতীয় শোকরটী ও তোমার ক্ষমতা ও অনুগ্রহে হইবে। এক্ষেত্রে আমি তোমার উপযুক্ত শোকর কিরূপে আদায় করিব? তদুত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন, হে দাউদ তুমি যে নিজেকে শোকর করিতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করিলে, ইহাতেই শোকর আদায় হইয়া যাইবে।

২) এই প্রশংসাকারী এখন প্রশংসা করিতেছে, অথচ আল্লাহ্‌ প্রত্যেক প্রশংসাকারীর প্রশংসা করার পূর্ব্ব হইতেই প্রশংসনীয়, এইজন্য 'আলহামদো লিল্লাহ' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ কোন প্রশংসাকারী বর্ত্তমান থাকুক, আর নাই থাকুক, আল্লাহ্‌ অনাদি কাল হইতে

অনন্ত কাল পর্য্যন্ত প্রশংসার উপযুক্ত।

খ) এস্থলে এই সন্দেহ উপস্থিত যে, পীর মুরিদের, শিক্ষক শিষ্যের, বাদশাহ প্রজার পিতামাতা সন্তানের ও চিকিৎসক পীড়িতের উপকার করিয়া থাকেন, কাজেই পীর, শিক্ষক প্রভৃতি প্রশংসার উপযুক্ত হইবেন না কেন?

তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, খোদাতায়ালা পীর, শিক্ষক ও বাদশাহকে পীরত্ব, এল্‌ম ও রাজ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অন্তরে শিক্ষা প্রদান ও সুবিচারের আগ্রহ বলবৎ করিয়াছেন। পিতামাতা সন্তানকে যে দুগ্ধ খাদ্য পান ও ভোজন করাইয়া থাকেন, খোদাতায়ালা সেই দুগ্ধ ও খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের অন্তরে স্নেহ নিক্ষেপ করিয়াছেন। চিকিৎসককে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে আল্লাহ্‌তায়ালাই ক্ষমতা, স্মৃতি ও মেধা দান করিয়াছেন এবং নানাবিধ ঔষধ তিনিই দান করিয়াছেন। সেবক ও বাহক মালিকের আদেশে খাদ্য সামগ্রী কাহারও নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে, এস্থলে খাদ্য দ্রব্যটি কি সেবক ও বাহকের সামগ্রী বলা যাইবে? না, কখনও না। উহা মালিকের সামগ্রী বলা যাইবে।

এইরূপ বাদশাহ, শিক্ষক ও পিতামাতার অবস্থা বুঝিতে হইবে। মূল কথা, আমরা মনুষ্যের রূপ, গুণ, এল্‌ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, এবাদত, দানশীলতা ইত্যাদি প্রশংসা করিয়া থাকি, সমস্তের মূল্ সেই সর্ব্বপ্রদাতা আল্লাহ্। এইজন্য খোদাতায়ালা কোর-আন শরিফে বলিয়াছেন;—

وما بكم من نعمة فمن الله

"যে কোন নেয়া'মত (সুখ সম্পদ) তোমাদের মধ্যে আছে, তাহা আল্লাহ্ হইতে হইয়াছে।"

এই হেতু বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত প্রশংসার উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ্। দ্বিতীয় মনুষ্য সুফল প্রাপ্তির আশায়, সুনাম লাভের উদ্দেশ্যে আত্মীয়তা বজায় করার ধারণায় বা অন্য কোন না কোন স্বার্থ সিদ্ধির মানসে দান করিয়া থাকে, আর এইরূপ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, উহা প্রকৃত পক্ষে প্রশংসার উপযুক্ত নহে, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা

যে জগদ্বাসিদিগের উপর সূর্য্য কিরণ বিতরণ মেঘমালা হইতে পানি বর্ষণ ও বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ যাবতীয় দান কোন স্বার্থের খাতিরে নহে, কাজেই তিনি একমাত্র প্রকৃত প্রশংসার উপযুক্ত, তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহই প্রকৃত প্রশংসার উপযুক্ত নহে। —তঃ আজিজি, ১৪/১৫।

গ) ১। যে সময় হজরত আদম (আঃ) এর দেহে রুহ ফুংকার করা হইয়াছিল, তখন ও রুহ তাঁহার নাভি পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিল না, সেই সময় তাঁহার হাঁচি হইয়াছিল, আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন পড়িতে শিক্ষা দিয়া ছিলেন, ইনি উহা পাঠ করিলে, খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন, 'হহার হামোকাল্লাহ'।

কোর-আন শরিফে আছে, 'আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন' বেহেশতবাসিদের শেষ কথা হইবে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মনুষ্য জাতির প্রারম্ভ উক্ত শব্দে হইয়াছে এবং শেষ উক্ত শব্দে হইবে। এই জন্য মনুষ্যের উচিত এই যে তাহার কার্য্যের প্রথম ও শেষ উক্ত শব্দ দ্বারা হয়; উক্ত তফসির, ১৬।

২) তেরমজি, নাছায়ি, এবনে মাজা, এবনে হাব্বান ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, জনাব রাছুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, শ্রেষ্ঠতম জেক্‌র লাএলাহা ইল্লাল্লাহ ও শ্রেষ্ঠতম দোয়া' আলহামদো লিল্লাহ।

বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, ছুফইয়ান ছওরি বলিয়াছেন, আলহামদো লিল্লাহ জেকর ও শোকর, ইহা ব্যতীত অন্য কোন শব্দে উভয় কার্য্য সম্পাদিত হয় না।

আহমদ, মোছলেম ও নাছায়ি উল্লেখ করিয়াছেন, আলহামদো লিল্লাহ নেকির পাল্লা পূর্ণ করিয়া দিবে, আর ছোবহানাল্লাহ ও আলহামদো লিল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া দিবে।

এমাম বোখারি 'আদব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক হাঁচির সময় 'আলহামদো লিল্লাহে আ'লা কুল্লে হালেন' পাঠ করে তাহার দন্ত ও কর্ণে বেদনা হইবে না। হজরত

বলিয়াছেন, যাহারা বিপদে ও সম্পদে আল্লাহ্তায়ালা হাম্দ (প্রশংসা সূচক শব্দ) পাঠ করে, তাঁহাদিগকে কেয়ামতের দিবস প্রথমে বেহেশতের দিকে আহ্বান করা হইবে।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রভাতে ১০০ বার ও সন্ধ্যা কালে ১০০ বার আলহামদো লিল্লাহ পাঠ করে, সে ব্যক্তি যেন জেহাদের জন্য ১০০ টি ঘোটক দান করিল।

আবুদাউদ, নাছায়ি ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন, যে কোন ভাল কার্য্য আলহামদো দ্বারা আরম্ভ করা না হয়, উহা বরকতহীন হইয়া থাকে। তঃ দোঃ মনছুর ১১/১২/। , মেশকাত, ২০১।

ঘ) ১। এই জন্য আহার করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতে হয়;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

" আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আ'তয়ামানা অছাকানা অজায়া'লানা মেনাল মোছলেমিন।"

অর্থ,— " যে আল্লাহ্ আমাদিগকে ভক্ষণ ও পান করাইয়াছেন এবং মুসলমানগণের অর্ন্তভুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারই সর্ব্ববিধ প্রশংসা।"

২। তিন বারে পানি গলাধঃকরণ সুন্নত প্রথম বার পান করা শেষ হইলে, পড়িতে হইবে,— الحمد الله "আলহামদো লিল্লাহ" দ্বিতীয় বার শেষ হইলে, বলিতে হইবে;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ☆

"আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন।"।

তৃতীয় বার শেষ হইলে পড়িতে হইবে;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆

"আলহামদো লিল্লাহে রাব্বেল আলামিন, আররাহমানের রহিম।"

৩। নিদ্রা যাওয়ার কালে পাঠ করিতে হয় ;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا فَكَم

مِّمَّنْ لَاكَافِیَ لَهٗ وَلَا مُؤْوِیَ

"আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আত'য়া'মানা, অ-ছাকানা অ-কাফানা অ-আওয়ানা, ফাকাম্ মেম্মাল্লা কাফিয়ালাহু অলামো'বিয়া।"

অর্থ ;— " যে আল্লাহ্ আমাদিগকে ভক্ষণ ও পান করাইয়াছেন, আমাদিগকে বিপদ মুক্ত করিয়াছেন ও স্থান দান করিয়াছেন, তাঁহারই সম্যক প্রশংশা। অনেক লোক এরূপ আছেন যাহার বিপদমোচন কারি ও স্থান দানকারী কেহ নাই।"

৪। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, নিম্নোক্ত দোয়া পড়িতে হইবে ;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَیْهِ النُّشُوْرُ

"আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি আহ্ইয়ানা বা'দা মা-আমাতানা অ-এলায়হেন্নেশুর।"

অর্থ ;— " যে আল্লাহ্ আমাদিগকে মারিয়া ফেলিবার পরে জীবিত করিয়াছেন, তাঁহারই সর্ব্ব প্রকার প্রশংসা। আর (কেয়ামতের দিবস) জীবিত হইয়া তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।"

৫। নূতন বস্ত্র পরিধান করা কালে বলিতে হইবে ;—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ كَسَانِیْ هٰذَا الثَّوْبَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ خَیْرَهٗ

وَخَیْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ ☆

" আলহামদো লিল্লাহেল্লাজি কাছানি হাজাছ ছওবা, আল্লাহোম্মা ইন্নি আছয়লোকা খায়রাহু ওখায়রা মা-ছোনেয়া লাহু, অ-আউজো বেকা মেন শারেহি অশারে মা-ছোনেয়া লাহু"।

অর্থ;— " যে আল্লাহ্ আমাকে এই বস্ত্রখানি পরিধান করাইয়াছেন তাঁহারাই সববিধ প্রশংসা। হে আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তোমার নিকট উক্ত বস্ত্রের কল্যাণ এবং যে জন্য উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার কল্যাণ কামনা করি। আর আমি তোমার নিকট উহাদের অপকারিতা এবং যে জন্য উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহার অপকারিতা হইতে মুক্তি চাহিতেছি।"

আর যদি পিরাহন, পায়জামা কিম্বা জুতা পরিধান করার উচ্ছা করে, তবে هٰذَا الثَّوْبَ 'হাজাছ ছওবা' স্থলে هٰذَا الْقَمِيْصَ 'হাজাল কামিছা' 'হাজাছ ছারাবিলা' এবং هٰذَا النَّعْلَيْنِ 'হাজান্না' লাএনে' বলিবে।

আলহামদো লিল্লাহ একটি উৎকৃষ্ট শব্দ, কিন্তু উহা উপযুক্ত স্থলে ব্যবহার করিতে না পারিলে, বিফল হইয়া যায়। পীর কুল শ্রেষ্ঠ হজরত ছার্রি ছাক্‌তি (রঃ) বলিয়াছেন, আমি একবার আলহামদো লিল্লাহ্' পড়িয়া ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এস্তেগ্‌ফার পড়িতেছি লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এক সময় বাগ্‌দাদ শহরে অগ্নিদাহ হইয়াছিল, ইহাতে বিস্তর দোকান ও গৃহ দগ্ধীভূত হইয়া যায়, কেবল আমার দোকানখানি নিরাপদে থাকে। লোকে আমার নিকট এই সংবাদ আনয়ন করিলে, আমি আলহামদো লিল্লাহ্' পড়িয়াছিলাম। পরক্ষণেই আমি চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে মুসলমান ভাইগণের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ না করিয়া নিজের সখ সংবাদের জন্য আনন্দিত হইয়া উক্ত শব্দ পাঠ করা দীনি হক ও মনুষ্যত্বের হিসাবে অসঙ্গত হইয়াছে। এই জন্যই আমি ৩০ বৎসর ত্রুটি স্বীকার করিয়া খোদার নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছি।—কবির, ১/১২২।

রব্ব শব্দের অর্থ।

রব্ব শব্দের প্রথম অর্থ প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্ত্তা, সৈয়দ (কর্ত্তা), বাদশাহ, কল্যাণ প্রদাতা, সুপরিচালক, সুবিনাস্তকারি, উপাস্য ও মালিক ইত্যাদি অর্থ ও আছে। এস্থলে প্রত্যেক অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে কিন্তু আল্লামা এমাম আলুছির মতে প্রথম অর্থটি গ্রহণ

করা সমধিক যুক্তিযুক্ত।

আলামিন শব্দের অর্থ;—

আলামিন বহুবচন, উহার এক বচন আ'লাম, আল্লাহ্ ব্যতীত যাহা কিছু আছে বা হইবে, সমস্তকেই আ'লাম বলা হয়। আলাম, এল্‌ম ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধান পাওয়া যায়, তাহাকে আ'লাম বলা হয়। জগতের প্রত্যেক শ্রেণী সেই সৃষ্টিকর্ত্তার চিহ্ন স্বরূপ। এই জন্য উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

আসমান, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাশি, আরশ, কুরছি, সেদরাতোল, মোন্তাহা, লওহো, কলম, বেহেশ্‌ত, ফেরেশ্‌তাগণ, ভূমি, পাহাড়, প্রস্তর, বালু, ধুলি, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি খনিজ ও জড় পদার্থ, ধুম, বায়ু, পানি, অগ্নি, বাষ্প, বরফ, মেঘ, বিদ্যুৎ, উল্কা, বজ্র, কুঝ্বটিকা, শিশির, মনুষ্য, জ্বেন, শয়তান, মৎস্য, বৃক্ষ ইত্যাদির প্রত্যেকটি এক এক আ'লাম, তফসির এবনে জরিরে আছে, আবুল-আলিয়া বলিয়াছেন, মনুষ্য এক আ'লম, জ্বেন এক আলম, ইহা ব্যতীত ১৮ সহস্র কিম্বা ১৪ সহস্র আ'লম আছে, জমিনের চারিটি কোণ (কিনারা) আছে, প্রত্যেক কোণে ৩৫০০ টি আ'লম আছে, তাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদতের (উপসনার) জন্য সৃজিত হইয়াছে।

তফসির মায়ালেমে উল্লিখিত হইয়াছে, আ'লমগুলির সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদ হইয়াছে, কতক সংখ্যক বিদ্বান উক্ত সংখ্যা এক সহস্র, কতকে ১৮ সহস্র ও কতকে৮০ সহস্র ঠিক করিয়াছেন। তফসিরে রুহোল মায়ানিতে লিখিত আছে, আ'লম এত অধিক সংখ্য আছে যে, যদিও পৃথিবীর যাবতীয় বৃক্ষ লেখনী রূপে পরিণত হয়, তবু তাহা উহার সংখ্যা লিখিতে অক্ষম হইবে। কোন রেওয়াইয়াতে কথিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা একলক্ষ ফানুছ (আলোকময় বাতি), সৃষ্টি করিয়া আরশে লটকাইয়া দিয়াছেন, আসমান সমূহ জমিন, তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু, এমন কি বেহেশত ও দোজখ উহার এক ফানুছের মধ্যে নিহিত করা হইয়াছে, অবশিষ্ট সমস্ত ফানুছে কি কি বস্তু নিহিত করা হইয়াছে, তাহা আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত আর কেহ জানে না। হজরত কা'বল আহ্‌বার বলিয়াছেন, আলমগুলির সংখ্যা আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই জানে না।

লেখক বলেন, উহার সংখ্যা নির্ণয় ব্যাপারে কোন একটির উপর স্থির প্রতিজ্ঞ না হইয়া নিম্নোক্ত আয়তের মর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাই কর্ত্তব্য। আল্লাহ্ বলিয়াছেন;—

وما يعلم جنود ربّك الاّ هو

" তোমার প্রতিপালকের সৈন্য দলকে তাঁহা ব্যতীত কেহই জানে না।"

কোন কোন বিদ্বান এস্থলে আ'লমগুলির মর্ম্ম কেবল জ্বেন, মনুষ্য কিম্বা জ্বেন, মনুষ্য ও ফেরেশ্‌তা জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারাই আ'লম গুলির মধ্যে উৎকৃষ্ঠ শ্রেণী; কিন্তু তদ্দ্বারা সমস্ত আলম মর্ম্ম গ্রহণ করা সমধিক যুক্তিযুক্ত মত।
—তাবারি, ১/৪৬/৪৮, মায়ালেম, ১/১৮, বয়জসি ১/২৫-২৭ ও আজিজি ১৬/১৭/২১, রুহোল মায়ানি, ১/৬৭/৬৮।

ক) রব্বোল-আলামিনের এক অর্থ, তিনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, দ্বিতীয় অর্থ তিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক, তৃতীয় অর্থ তিনিই নিখিল জগতের মালেক ও পরিচালক, ইহাতে পৌত্তলিকদিগের অলীক মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে, যেহেতু তাহারা বলিয়া থাকে, আল্লাহ্‌তায়ালা নির্গুণ, কাজেই তিনি জগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও লয় করার ভার তিনজন দেবতার উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার ক্ষমতা একেবারে রহিত হইয়া গিয়াছে। মুসলমানেরা যদিও বিশ্বাস করেন যে, ফেরেশ্‌তাগণের কর্ত্তৃক মাতৃ গর্ভে সন্তানদের গঠন ও আত্মা ফুৎকার, পৃথিবীতে মনুষ্যদের রক্ষণাবেক্ষন, তাহাদের হিতের জন্য বায়ু ও মেঘ পরিচালন, বীজ হইতে শস্য উৎপাদন ও তাহাদের বিনাশ ইত্যাদি সাধিত হয়, তথাচ তাহারা ইহাও বলেন যে এই সমস্ত কার্য্য আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ব্যতীত কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না। ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার আজ্ঞাবহ সেবক, তাঁহার হুকুম ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। এই জন্য এস্থলে বলা হইয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা, কাজেই তাঁহারই উপাসনা (এবাদত) করা কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে পৌত্তলিকেরা দেবতাগুলিকে জগতের প্রকৃত সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, ভাগ্য বিধাতা ও সংহার কর্ত্তা ধারণায় আল্লাহ্‌তায়ালাকে ত্যাগ করিয়া উক্ত দেবতাগুলির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাই শেরক ও খোদাদ্রোহিতা —

অনুবাদক।

খ) রাব্বেল-আলামিন (সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা), এই বাক্যে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা স্থান ও দিকের সৃষ্টিকর্ত্তা ও মালিক। তিনি অনাদি, স্থান ও দিক সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে আছেন, কাজেই স্থান বা দিক তাঁহাকে বেষ্টন করিতে পারে না। তিনি স্থান ও দিক হইতে সম্পূর্ণ পবিত্র, ইহাতে জ্বলন্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কোন স্থান ও দিকে থাকিতে পারেন না বা কোন বস্তুর মধ্যে থাকিতে পারেন না, ইহা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকে যে হজরত মরইয়াম বিবির গর্ভে আল্লাহ্‌তায়ালার অংশ স্বরূপ হজরত ইছা (আঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবতারবাদিরা বলিয়া থাকেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত বস্তু., মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। উপরোক্ত বাক্যে হজরত ইছা আলায়হেচ্ছালামের আল্লাহ্‌তায়ালার পুত্র বা অংশ হওয়া, আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত বস্তুর মধ্যে থাকা এবং অবতার বাদের মত বাতীল হইয়া যাইবে। তফসির কবির, ১/৯৮।

গ) আল্লাহ্‌তায়ালা সমস্ত জগতের প্রতিপালক, এস্থলে মনুষ্যের প্রতিপালনের অবস্থা লিখিত হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা একবিন্দু অস্পৃশ্য পানি হইতে তাহাকে কি সুন্দর উপায়ে প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা পিতৃ ঔরষ হইতে মাতৃ গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে, তাঁহার আদেশে ফেরেশতাগণের কর্ত্তৃক চল্লিশ দিবসে তরল রক্ত, তৎপরে চল্লিশে গাঢ় রক্ত, তৃতীয় চল্লিশে মাংস পিণ্ডরূপে পরিণত হয়। তৎপরে উহাতে অস্থি, পেশী, শিরা, ধমনী, আঁৎ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, হস্ত পদ ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রস্তুত করা হয়, অবশেষে উক্ত প্রাণহীন দেহে আত্মা (রুহ) ফুৎকার করিয়া তথায় উহার জীবিকা প্রদান করা হয়। তাহার ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে তাহার মাতৃ স্তনে আংশিক রক্তকে দুগ্ধ আকারে পরিণত করা হয়। তাহার ত্বকে স্পর্শ করার শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সেই মনুষ্য অগ্নির তাপ, বরফের শীতলতা, প্রস্তরের কঠিনতা ও খাদ্য সামগ্রীর কোমলতা বুঝিতে পারে। যদি তাহাকে এই শক্তি দেওয়া না হইত, তবে সে ব্যক্তি প্রস্তর, অগ্নি ইত্যাদি ভক্ষণ করিয়া বিপন্ন হইত। তাহাকে ঘ্রাণ শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সে দুর্গন্ধ ও সুগন্ধি বস্তুদ্বয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারিয়া দুর্গন্ধ বস্তু ভক্ষণ ত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিবে। তাহাকে দর্শন শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সে ব্যক্তি ভাল মন্দ খাদ্য দেখিতে পাইবে এবং মন্দ খাদ্য ত্যাগ করিয়া সুখাদ্য বস্তু ভক্ষণ করিবে। তাহাকে শ্রবণ শক্তি

দেওয়া হইয়াছে, যেন মনুষ্য অখাদ্য বস্তুর কথা শুনিয়া তাহা ভক্ষণ করিবে না এবং সুখাদ্যের কথা শুনিয়া উহা চেষ্টা করিয়া ভক্ষণ করিবে। তাহাকে আস্বাদন শক্তি দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে সে তিক্ত, অম্ল, কষা ও মিষ্ট বস্তুর স্বাদ বুঝিয়া উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর বস্তু ভক্ষণ করিবে। তাহাকে স্মৃতিশক্তি দেওয়া হইয়াছে যেন সে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট খাদ্যের স্বাদ, রঙ ও সুবাস মনে রাখিয়া সর্ব্বদা উহা ভক্ষণ করিতে পারে। তাহাকে বাক্‌শক্তি দান করা হইয়াছে, ইহাতে সে যেন কি কি বস্তু ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার ফরমাএশ করিতে পারে। তাহাকে খাদ্য চেষ্টা করার জন্য চলৎশক্তি, উহা ধরিয়া মুখে দিবার জন্য হস্ত, উহা পাকস্থলীতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য মুখ, উহা চর্ব্বণ করতঃ সহজে গলাধঃ করণ জন্য দন্ত, উহা নাড়াইয়া দন্তের নীচে পৌঁছাইয়া দিবার ও স্বাদ গ্রহণ করার জন্য জিহ্বা শুষ্ক খাদ্য গলাধঃ করণে সঙ্কট না হইয়া ভিজিয়া উদরে চলিয়া যাওয়ার জন্য থুথু ও খাদ্য যথাতথা আবদ্ধ হইয়া না থাকার জন্য আল-জিহ্বা দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত খাদ্য পরিপাক করার উদ্দেশ্যে তাহাকে পাকস্থলী এবং উহাতে অগ্নি দেওয়া হইয়াছে। পাকস্থলীর মুখটী উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে, উহাতে খাদ্য প্রবেশ করিলে, যতক্ষণ উহা পরিপাক না হয়, ততক্ষণ উহার মুখ বন্ধ থাকে। যদি এই অবস্থায় উহার মুখ বন্ধ না থাকিত তবে খাদ্য অপরিপক্ক থাকিয়া যাইত এবং অগ্নি মন্দার (বদহজমির) সৃষ্টি হইত। পাক যন্ত্রে খাদ্য পরিপাক হইয়া গেলে, এক প্রকার, রস প্রস্তুত হয়, উহা শিরা সমূহ দ্বারা হৃৎপিণ্ডে উপস্থিত হয়, উক্ত রস তথায় দ্বিতীয় বার পরিপাক হইলে, রক্তরূপে পরিণত হয়, উহার নিম্নস্থিত অম্ল অংশ প্লীহা, আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে। আর উহাতে যে অংশটুকু ফেনা আকারে থাকে, তাহাকে পিত্ত বলা হয়, যকৃৎ উহা আকর্ষণ করিয়া লইয়া থাকে। উক্ত রসের অপরিপক্ক অংশ শ্লেষ্মা হইয়া মস্তিষ্কের পুষ্টিকারক হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ডে রক্ত পরিপাক হওয়ার পরেও যে তরল অংশ বাকি থাকে ফুসফুস দ্বয় উহার পানীয় অংশ টানিয়া লইয়া থাকে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে শিরা সমুহ উক্ত বিশুদ্ধ রক্তগুলি বিভাগ করিয়া মস্তকের কেশ হইতে পদদ্বয়ের নখ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। কতক শিরা এইরূপ সূক্ষ্ম যে, উহার মধ্যে গাঢ় রক্ত পৌঁছিতে পারে না, এই জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পানি পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেন উহা তরল হইয়া সেই সূক্ষ্ম

শিরাগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। পাকস্থলীতে খাদ্য সামগ্রীর যে অবশিষ্টাংশ থাকিয়া যায়, উহাতে ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পারে, এই জন্য উহার নিম্নদেশে কতকগুলি আঁৎ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার মধ্যে এরূপ আকর্ষণ শক্তি আছে যে উহাকে বিষ্ঠারূপে মলদ্বার দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। ফুসফুসে যে পানীয় অংশগুলির আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, তম্মধ্য হইতে নিজের খোরাক পরিমাণ পান করিয়া অবশিষ্টাংশ মূত্র নালীতে নিক্ষেপ করে, তথা হইতে উহা প্রস্রাবরূপে বাহির হইয়া যায়।

মনুষ্যের খাদ্য সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে কৃষি কার্য্যের প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। মৃত্তিকাকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহার মধ্যে বীজ বপন করা হয়, পানি সৃষ্টি করা হইয়াছে তদ্দ্বারা উহা ভিজিয়া গিয়া অঙ্কুরিত হয়, বায়ু সৃষ্টি করা হইয়াছে তদ্দ্বারা উহা শুষ্ক হইয়া শক্ত হইতে পারে। নিম্ন ভূমিগুলির কর্ষণ বপনের জন্য নদী নালাগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে, পুষ্করিণী কূপের পানি সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে বা তরুলতার মূলের স্নিগ্ধতা আকর্ষণ করার জন্য মৃত্তিকার নিম্নদেশে প্রচুর পরিমাণ পানি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে, পার্ব্বত্য প্রদেশে কূপ পুষ্করিণী খনন করা সহজ সাধ্য না হওয়ায় প্রস্তর রাশির মধ্য হইতে ঝরণা প্রবাহিত করা হইয়াছে এবং পর্ব্বতের উপর বরফরাশি স্তূপকৃত করা হইয়া থাকে। যে উচ্চ ভূমিগুলিতে নদী নালা প্রবাহিত হইতে পারে না; তৎসমস্তের উপর মেঘমালা দ্বারা বারিপাত করা হয়। মেঘমালা হইতে শীলাপাত বা অতি সজোরে বারিপাত হইলে, ফল, পুষ্প ও শস্য বিনষ্ট হইতে পারে, এই জন্য অতি ক্ষুদ্রাকারে মৃদু মৃদু ধারে বারিপাত করা হয়। ফল শস্য পরিপক্ক হইতে পারে এবং বৃক্ষের চারা উৎপন্ন হইলে, উহা শক্ত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে সূর্য্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইলে, উহা সূর্য্যের তাপে জ্বলিয়া যাইতে পারে, এই জন্য স্নিগ্ধতা বৃক্ষের উপরি অংশে সুন্দর রূপে পৌঁছিতে পারে না, কাজেই চন্দ্র ও তারকারাশি সৃষ্টি করা হইয়াছে যেন উহাদের স্নিগ্ধতা বৃক্ষের উপরি অংশে ক্রিয়া করিতে পারে। চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা রাশি পৃথিবীর চারিদিকে আবর্ত্তন করিবে, এই জন্য ফেরেশ্‌তাগণকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। মনুষ্য দেহের মধ্যে খাদ্য বস্ত্র পৌঁছাইয়া দিতে উহা খাদ্য গুলি দেহের মধ্যে গচ্ছিত রাখিতে উক্ত খাদ্য হইতে রক্ত পৃথক করিতে রক্তকে মাংস ও অস্থি আকারে পরিণত করিতে, মল মূত্র

ইত্যাদিকে পৃথক করিয়া বাহির করিয়া দিতে রক্তকে রক্তের, মাংসকে মাংসের, অস্থিকে অস্থির, এইরূপ প্রত্যেক বিষয় উহার সমশ্রেণীর সহিত সংযোগ করিতে এবং যেন মাংস অস্থি আদি অসমান না হয় এই হেতু পরিমিত ভাবে সংযোগ করিতে সাত জন ফেরেশ্‌তা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছে ইহাতে মনুষ্যের প্রতিপালন করার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইল; এক্ষণে বৃক্ষের প্রতিপালনের অবস্থা শুনুন;—

একটি বীজ ভূগর্ভে পৌঁছিলে, মৃত্তিকা স্নিগ্ধতা উহাতে সংক্রামিত হয়, ইহাতে উক্ত বীজ ফুলিয়া উঠে, যদি উহার চারিদিক বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে কেবল উহার উপরি ও নিম্নাংশ বিদীর্ণ হইয়া যায়, উপরি অংশ হইতে বৃক্ষের অঙ্কুর এবং নিম্নাংশ হইতে উহার সূক্ষ্ম শিকড় বাহির হইয়া পড়ে। উক্ত অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইলে, উহা কাণ্ডরূপে পরিণত হয়, কাণ্ড হইতে বহু শাখা প্রশাখা উৎপন্ন হয়, শাখা প্রশাখা মুকুল তৎপরে ফল প্রকাশ হয়, উক্ত ফলের খোসা, শ্বাস, আঁটি ইত্যাদি নরম ও শক্ত অংশগুলি উৎপন্ন হয়। এদিকে সরু সরু শিকড় বৃক্ষের চারিদিকে বিছিন্ন হইয়া পড়ে, উহার চারিদিকস্থ ভূমি এত আদ্র যেন উহা আবদ্ধ পানি স্বরূপ হইয়া থাকে, উক্ত নরম নরম শিকড় শক্ত মৃত্তিকা ভেদ করিয়া চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইতে এবং নিম্ন দিকে প্রবেশ করিতে পারে। আবার আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত শিকড়গুলিতে এরূপ শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন যে, মৃত্তিকা হইতে পানীয় অংশ আকর্ষণ করিতে পারে। আর উহার উপরি অংশের বর্দ্ধনের জন্য যে নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে, তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা জগতের এক শ্রেণীর জীবিকা পানিতে স্থির করিয়াছেন, যদি তাহারা পানি হইতে বাহির হয়, তবে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। আর এক শ্রেণীর জীবিকা স্থলে স্থির করিয়াছেন, তাহারা সমুদ্রে নিমর্জ্জিত হইলে বিনষ্ট হইয়া যায়। মধু মধুমক্ষিকার, গোবিষ্ঠা গোবিষ্ঠা-খাদক কীটের, সিরকা-সিরকা ভক্ষক কীটের, মানব দেহের রক্ত ছারপোকা, মশা ইত্যাদির, ক্ষুদ্র প্রস্তর প্রস্তর-খাদক পক্ষীর, রক্ত গর্ভাস্থিত সন্তানদের ও তৃণলতা চতুষ্পদের জীবিকা স্থির করিয়াছেন। এক শ্রেণীর জ্বেন মানবের খাদ্য সামগ্রীর ঘ্রাণ লইয়া (অথবা) অস্থি ও (কয়লা) খাইয়া এবং চতুষ্পদ জ্বেন চতুষ্পদের বিষ্ঠার ঘ্রাণ লইয়া জীবন ধারণ করে। আল্লাহ্‌তায়ালার ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার জেক্‌র করিয়া জীবন

ধারণ করেন। এইরূপ জগতের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিপালনের অবস্থা বুঝিতে হইবে। মূলকথা, জগতের প্রত্যেক বিন্দু সেই আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধীনে আছে। যদি এক নিমিষ কাল তাঁহার তত্ত্বাবধান হইতে বঞ্চিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার বিনষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। রুহুল-মায়ানি, ।/৬৮; কবির, ১/১২৫; আজিজি, ১৬-২০; কালইউবি, ১৫৯/১৬০।

ঘ) প্রতিপালন দুই প্রকার হইয়া থাকে;—এক স্বার্থ মূলক ও সীমাবদ্ধ, দ্বিতীয় নিঃস্বার্থ ও অসীম পিতামাতা সন্তানদিগের দ্বারা পরিণামে উপকৃত হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, প্রভু দাসের সেবা (খেদমত) প্রাপ্ত হইবে, স্বামী স্ত্রীর খেদমত লাভ করিবে, বাদশাহ্ প্রজাদের দ্বারা লাভবান হইবে, এইজন্য তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন। উদ্যানের মালিক তদ্দ্বারা ফল শস্য ভক্ষণ করিবে, এইজন্য উহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, এইজন্য এইরূপ কার্য্য স্বার্থমূলক প্রতিপালন বলা হয়। আর আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টির উপকারার্থে সৃষ্টির প্রতিপালন করেন, ইহাতে তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, ইহাই নিঃস্বার্থ প্রতিপালন।

সন্তান, প্রজা, দাস ও স্ত্রী অবাধ্য হইলে, পিতামাতা, বাদশাহ, প্রভু ও স্বামী তাহাদের প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া থাকেন, উহাতেই ইহাদের প্রতিপালনের স্বার্থপরতা পরিস্ফুট হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা জ্বেন ও মনুষ্যদিগের ধর্ম্মদ্রোহিতা ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাহাদিগের প্রতিপালন হইতে বিরত হন নাই, ইহাই স্বার্থপরতা হীন প্রতিপালনের জ্বলন্ত ছবি।

মনুষ্য এক বাটীর, গ্রামের শহরের কিম্বা দেশের লোকদিগের প্রতিপালন করিতে পারে, ইহার মূল আল্লাহ্‌তায়ালা বা তাঁহার জীবিকা হইলেও এবং উহা স্বার্থ বিজড়িত হইলেও, উহা সীমাবদ্ধ, আর খোদাতায়ালা সমস্ত জগতের প্রতিপালন করেন, এই প্রতিপালন অসীম।

আল্লামা শেহাবদ্দীন লিখিয়াছেন,— "হজরত ছোলায়মান (আঃ) এক দিবস সমস্ত জন্তুর দাওয়াত দিবার বাস ায় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অনুমতি চাহিয়াছিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার এই বদার মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার অনুমতি

প্রাপ্ত হইয়া বহু দিবস ধরিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে চাহিলেন। সেই সময় একটি প্রকান্ড মৎস্য সমুদ্র হইতে আসিয়া তাঁহার সংগ্রহীত সমস্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং বলিতে লাগিল, হে ছোলায়মান, আপনি আমাকে আরও কিছু খাদ্য ভক্ষণ করিতে দিউন, আমি এখনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। হজরত ছোলায়মান (আঃ) বলিলেন, আমার নিকট আর খাদ্য নাই। হে মৎস্য, তুমি কি প্রত্যহ এইরূপ জীবিকা প্রাপ্ত হইয়া থাক। মৎস্য বলিল, আমি প্রত্যহ ইহার তিনগুণ জীবিকা পাইয়া থাকি। আল্লাহ্তায়ালা আপনার দাওয়াতের জন্য অদ্য আমাকে জীবিকা প্রদান করেন নাই। অবশিষ্ট দিবস আমাকে অনাহারে থাকিতে হইবে। যদি আপনি আমাকে দাওত না করিতেন, তবে ভাল হইত। হজরত ছোলায়মান (আঃ) এত বড় শক্তিশালী বাদশাহ হইয়াও একটি মৎস্যের এক দিবসের খাদ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন না। ইহাতেই আল্লাহ্তায়ালার অসীম জীবিকা প্রদানের অনুমান করুন। কালইউবি, ১৭০/১৭১।

ঙ) লোকে পীর জন্নুন মিশরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আপনি কি কারণে তওবা করিয়াছিলেন ? ইহাতে তিনি বলিয়া ছিলেন যে, আমি মিশর হইতে বাহির হইয়া কোন পল্লীর দিকে গমন করিতে ছিলাম, পথিমধ্যে কোন ময়দানে আমি নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ি, চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি যে, একটী অন্ধ পক্ষী তাহার বাসা হইতে জমিতে পড়িয়া গিয়াছে, এমতাবস্থায় জমি বিদীর্ণ হইয়া একটি স্বর্ণের, দ্বিতীয় রৌপ্যের পিয়ালা বাহির হইয়াছে, উহার একটিতে তিল ও দ্বিতীয়টিতে পানি রহিয়াছে, পক্ষীটি তিল ভক্ষণ ও পানি পান করিতে লাগিল। আমি আল্লাহ্তায়ালার এইরূপ জীবিকা প্রদানের অবস্থা দেখিয়া তওবা করি এবং তাঁহার দরবারে নিজকে সমর্পণ করি, এমন কি তিনি আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। কালইউবি, ১৮১/১৮২।

হজরত এবরাহিম আদহাম (রঃ) এক দিবস কোন লোকের অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি দস্তরখানে বসিলে, একটি কাক আঁসিয়া একখানা রুটী লইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে তিনি আশ্চয্যন্বিত হইয়া উহার পশ্চাতে ধাবিত হইলেন, কাকটী একটি টিপির উপর নামিয়া গেল। হজরত এবরাহিম আদহাম (রঃ) দেখিলেন যে, একটি লোক দুই হস্ত পদ

বন্ধন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর উক্ত কাক তাহার মুখে রুটী দিতেছে। ইনি তাহাকে ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে ব্যক্তি বলিতে লাগিল, দস্যুরা আমার যাবতীয় টাকাকড়ি আসবাবপত্র কাড়িয়া লইয়া আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আমি এইরূপ অবস্থায় তিন দিবস অনাহারে থাকিয়া বলিলাম, হে রহমানোর রহিম, তুমি আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন হইতে প্রত্যহ একটি কাক আসিয়া আমাকে রুটী খাওয়াইয়া যায়। হজরত এবরাহিম আদহাম্ (রঃ) আল্লাহ্তায়ালার এইরূপ প্রতি পালনের কথা শুনিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করতঃ দরবেশ হইয়া গেলেন। কবির ১/১২৬।

চ) প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্তায়ালা একমাত্র সর্ব্ববিধ প্রশংসার উপযুক্ত এবং কায়মন বাক্যে তাঁহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, মানব কেন? সমস্ত জগতের কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, ইহার কারণ কি? তবে, তদুত্তরে বলা যাইবে যে, যেহেতু তিনি সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, রক্ষা ও পালনকর্ত্তা, এইজন্য তিনি একমাত্র প্রশংসনীয় ও কৃতজ্ঞতালাভের পাত্র।

২) আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীতে কাফের, ইমানদার সকলের হিতার্থে বারিবর্ষণ, বায়ু প্রবাহিত, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশির কিরণ বিতরণ করিয়া থাকেন; ভূখন্ড, নদী, সমুদ্র, তরুলতা, ফল শস্য ও পশুকুলকে ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মদ্রোহী নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। কোন লোক শত সহস্র গোনাহ্, কাফেরি, শেরক ও ধর্ম্মদ্রোহীতা করিলেও আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে এইরূপ দয়া অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করেন না। ইহাই রহমান শব্দের মর্ম্ম। এবনে জরির, ১/৪২।

যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহিতা করে, তবে পরকালে ইহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে, ইহাই আল্লাহ্তায়ালার কোপের অর্থ। হাদিছ শরিফে আছে ;—

" যে সময় আল্লাহ্তায়ালা জগৎ সৃষ্টি করিতে চাহিলেন, সেই সময় একখানা কেতাব লিপিবদ্ধ করেন, উহা আরশের উপর রক্ষিত আছে, কেতাব খানি এই ;— "আমার রহমত (দয়া অনুগ্রহ) আমার গজবের (কোপের) উপর প্রবল হইয়াছে।" এই হাদিসটি বোখারি ও মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন।"

টীকাকার বলেন, মনুষ্যেরা আল্লাহ্‌তায়ালার দান রাশির পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যেরূপ ত্রুটি করিয়া থাকে, তাহা সংখ্যাতীত। যদি আল্লাহ্ তাহাদের অত্যাচারের জন্য এই দুনইয়ায় শাস্তি প্রেরণ করিতেন, তবে ভূপৃষ্ঠে কোন জীবকে জীবিত রাখিতেন না, কিন্তু তিনি রহমতের (অনুগ্রহের) জন্য তাহাদিগের উপর বাহ্য দান বিতরণ করিতেন, তাহাদিগকে (বিবিধ বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া) বাঁচাইয়া রাখিতেছেন, ইহাই উক্ত হাদিসের মর্ম্ম। মেশ্‌কাত এবং উহার হাশিয়া, ২০৬/২০৭।

ক) হজরত জন্নুন মিসরি বলিয়াছেন, আমি একজন মদ্যপায়ীকে একটি বৃক্ষের তলে নিদ্রিত দেখিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একটি সর্প তাহাকে দংশন করার মানসে তাহার দিকে ধাবিত হইল। অন্য দিকে দেখিলাম যে, একটি বৃহৎ বৃশ্চিক নদীর অপর তীর হইতে একটি বেঙের পৃষ্ঠের উপর আরোহণ করিয়া অতি দ্রুত গতিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উক্ত সর্পকে দংশন করিল এবং সর্পটি ও উক্ত বৃশ্চিককে দংশন করিল, ইহাতে উভয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। হজরত জন্নুন (রঃ) ইহা দেখিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্, তোমার এত দয়া অনুগ্রহ যে, একজন অবাধ্য মদ্যপায়ীকে সর্পদংশন হইতে একটি বৃশ্চিকের দ্বারা রক্ষা করিলে! ইহাই রহমান শব্দের মর্ম্মের বিকাশ। তঃ কবির ১/১২৭।

খ) এমাম রাজি লিখিয়াছেন, দুইজন ফেরেশ্‌তা তোমার দুই ওষ্ঠের (ঠোঁটের) উপর থাকেন, তুমি যে দরুদ পড়িয়া থাক, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর একজন ফেরেশ্‌তা তোমার মুখে থাকেন যেন তোমার মুখের মধ্যে সর্প প্রবেশ করিতে না পারে। তোমার দুই চক্ষুর রক্ষণাবেক্ষণ হেতু দুইজন ফেরেশ্‌তা দুই চোখের উপর থাকেন। কবির, ৫/১৯২।

হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কতকগুলি ফেরেশ্‌তারক্ষক থাকিয়া যেন তাহার উপর প্রাচীর পতিত হইতে না পারে, এবং যেন কোন চতুষ্পদ তাহাকে আঘাত করিতে না পারে, ইহার তত্ত্বাবধান করেন; নির্দ্ধারিত তকদীর উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পৃথক হইয়া যান।

তেবরানি উল্লেখ করিয়াছেন, ইমানদার ব্যক্তির পক্ষে তিন শত ফেরেশ্‌তা নিয়োজিত

করা হইয়াছে, নির্দ্দিষ্ট তকদীর উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তাহার সম্মুখে সাতজন ফেরেশ্‌তা থাকেন, যেরূপ গ্রীষ্মকালে মধুপাত্র হইতে মধু মক্ষিকাকে বিতাড়িত করা হয়, সেইরূপ তাঁহারা (মনুষ্য শত্রুদিগকে) বিতাড়িত করেন। যদি উক্ত শত্রুদল তোমাদের পক্ষে প্রকাশ হইত, তবে তোমরা প্রত্যেক সমতল ভূমি ও পর্ব্বতে উহাদের প্রত্যেককে দেখিতে যে, সে দুই হাত বিছাইয়া ও মুখ বিস্তার করিয়া (তোমাদের আক্রমণের প্রতীক্ষায়) রহিয়াছেন। যদি মনুষ্যকে এক নিমিষ পরিমাণ তাহার নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত, তবে অবশ্য শয়তানেরা তাহাকে উড়াইয়া লইয়া যাইত। —রুহোল-মায়ানি, ৪/১৫৫।

গ) হজরত বলিয়াছেন, যখন কেহ কোন সৎকার্য্য (নেকি) করিতে ইচ্ছা করে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, উহার জন্য একটি নেকী লিখিয়া রাখ। আর যখন সে ব্যক্তি একটি সৎকার্য্য সমাপ্ত করে, তখন তিনি বলেন, ইহার জন্য দশ কিম্বা সাত শত, বা তদতিরিক্ত নেকি লিখিয়া রাখ। আর যখন সে ব্যক্তি কোন অসৎকার্য্য (গোনাহ) করার ইচ্ছা করে, কিন্তু উহা হইতে বিরত থাকিল, আল্লাহ্ বলেন, ইহার জন্য একটি নেকি লেখিয়া রাখ; আর যখন সে ব্যক্তি গোনাহ করিয়া ফেলে তখন গোনাহ-লেখক ফেরেশ্‌তা বলেন, আমি কি উহা লিখিব? তৎশ্রবণে নেকি-লেখক ফেরেশ্‌তা বলেন, হাঁ একটি গোনাহ লিখিয়া দাও। অন্য রেওয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কেহ একটি গোনাহ্ করিলে, বাম দিকের ফেরেশ্‌তা ডান দিকের ফেরেশ্‌তাকে বলেন, আমি কি লিখিব? তখন ইনি বলেন, বোধ হয়, এই ব্যক্তি তওবা করিবে, ইহাকে সাত ঘন্টা অবকাশ দাও। ইহার মধ্যে তওবা করিলে, সেই গোনাহ লিখিত হয় না, নচেৎ একটি গোনাহ লিখিত হয়। — মেশকাত ২০৭, কবির, ৫/১৯২ ও দাকায়েকোল-আখবার, ৫১।

ঘ) হজরত বলিয়াছেন, ইস্রায়েল বংশধরগণের মধ্যে একজন লোক মহা গোনাহ্‌গার ছিল, সে ব্যক্তি একজন তাপসকে (দরবেশকে) বলিল, আমার তওবা কবুল হইবে কি? তিনি বলিলেন, না। তৎপরে অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তদুত্তরে একজন লোক বলিলেন, তুমি অমুক অমুক গ্রামে গমন কর(এবং তথাকার দরবেশ ও আলেমগণের সঙ্গলাভ কর)। ইহা শ্রবণ করার পরে তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইল, তখন

সে ব্যক্তি উক্ত গ্রামের দিকে বক্ষঃ ঝুকাইয়া দিয়া (মৃত্যু মুখে পতিত হইল)। এমতাবস্থায় রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ ও আজাবের (শাস্তির) ফেরেশ্‌তাগণ (তাহার আত্মাকে লইয়া যাওয়ার সম্বন্ধে) বিরোধ করিতে লাগিলেন তখন আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত গ্রামের প্রতি আদেশ করিলেন যে, নিকটবর্ত্তী হইয়া যাও, আর অপর গ্রামকে হুকুম করিলেন যে, দূরবর্ত্তী হইয়া যাও। তৎপরে (ফেরেশ্‌তাগণকে) বলিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে পরিমাণ করিয়া দেখ, তাঁহারা দেখিলেন যে, উক্ত ব্যক্তি অর্দ্ধেকের এক বিঘত পরিমাণ অধিক পথ গমন করিয়াছে। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার গোনাহ্‌ মার্জ্জনা করিয়া দিলেন।— মেশকাত, ২০৩।

ঙ) আল্লাহ্‌তায়ালা ইমানদারদিগের মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ করিয়া দেন, তাহাদিগকে গোরের বিবিধ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, হাশরের দিবস সূর্য্যের কঠিন তাপ হইতে নিষ্কৃতি দিয়া আরশের ছায়াতে স্থান দান করিবেন, তাহাদের জন্য হাশরের লম্বা দিবসকে অতি সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখাইবেন, তাহাদিগকে সঙ্কটাপন্ন পোল-ছেরাতে সহজে অতিক্রম করিতে সাহায্য করিবেন। বেহেশ্‌তের বর্ণনাতীত সুখ-সম্পদ প্রদান করিবেন এবং নিজের সাক্ষাৎ লাভে গৌরবান্বিত করিবেন।

হজরত নবি করিম (সাঃ) বলিয়াছেন,—

"আল্লাহ্‌তায়ালা ইমানদারদিগের জন্য এইরূপ সম্পদ সমূহ সংস্থান করিয়া রাখিয়াছেন যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই। এবং কাহারও অন্তরে উদিত হয় নাই।" ইহাই রহিম শব্দের অর্থ।

চ) হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালার একশত রহমত আছে, তিনি তন্মধ্য হইতে একটি রহমত জমিতে নাজিল করিয়া দেন, মনুষ্য চতুস্পদ পশু পক্ষীর মধ্যে বন্টন করিয়াছেন, সেই জন্য তাহারা স্ব-স্ব শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে দয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। আর তিনি অবশিষ্ট ৯৯ টি রহমত গচ্ছিত রাখিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস (ইমানদার) বান্দাগণের মধ্যে বিতরণ করিবেন ।— মেশ্‌কাত, ২০৭।

আবু দাউদ উল্লেখ করিয়াছেন, এক সময় সাহাবাগণ হজরতের নিকট বসিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় একজন লোক চাদর পরিহিত অবস্থায় নিজের হস্তে কোন বস্তু উক্ত চাদর

দ্বারা ঢাকিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, হে রাছুলে খোদা (ছাঃ) আমি বৃক্ষরাজির নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েকটি পক্ষী ছানার শব্দ শুনিয়া উহাদিগকে ধৃত করতঃ চাদরে রাখিয়া দিলাম, তৎপরে উহাদের মাতা আসিয়া আমার মস্তকের উপর উড়িতে লাগিল। তখন আমি উহাদের উপর হইতে চাদর খানি খুলিয়া দিলাম ইহাতে পক্ষী মাতা উহাদের সহিত মিলিত হইল। আমি উহাদিগকে চাদর দিয়া ঢাকিয়া ফেলিলাম, উহারা এই আমার চাদরের মধ্যে রহিয়াছে। হজরত বলিলেন, উহাদিগকে ভূমিতে রাখিয়া দাও, আমি তাহাই করিলাম, কিন্তু পক্ষী মাতার ছানা গুলি ছাড়িয়া পলায়ন করিল না। তখন হজরত বলিলেন, ছানাগুলির প্রতি উহাদের মাতার মমতা দর্শন করিয়া তোমরা আশ্চর্যান্বিত হইতেছ, কিন্তু যে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে সত্য পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি পক্ষী মাতা শাবকগুলির উপর যেরূপ মমতা করিয়া থাকে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ বান্দাগণের প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর দয়া অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

এবনো-মাজা উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা (সাহাবাগণ) কোন যুদ্ধ উপলক্ষ্যে হজরত নবি ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অছল্লামের সঙ্গে একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইলাম, ইহাতে হজরত বলিলেন, ইহারা কোন শ্রেণী (কওম)? তদুত্তরে তাহারা বলিলেন, আমরা মুসলমান। তথায় একটি স্ত্রী লোক (উনানে) দেগ (তাম্র পাত্র বিশেষ) স্থাপন করিয়া অগ্নি জ্বালাইতে ছিল, তাহার সঙ্গে তাহার একটি সন্তান ছিল। অগ্নি খবু প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে, উক্ত মাতা সন্তানটি তফাত করিয়া রাখিল, তৎপরে স্ত্রীলোকটি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি কি রাছুল? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হাঁ। সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, আমার পিতা মাতা আপনার উপর উৎসর্গ (কোরবান) হউন। আল্লাহ্‌তায়ালা কি দয়াশীলদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দয়াশীল নহেন? হজরত বলিলেন, হ্যাঁ। স্ত্রীলোকটি বলিল, মাতা সন্তানের প্রতি যেরূপ দয়াশীল, আল্লাহতায়ালা তদপেক্ষা অধিকতর দয়াশীল নহেন কি? হজরত বলিলেন, হাঁ। পুনরায় উক্ত স্ত্রীলোক বলিতে লাগিল, মাতা সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে পারে না। তৎশ্রবনে হজরত মস্তক নত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি কলেমা পড়িতে অস্বীকার করে এবং

আল্লাহ্তায়ালার আদেশের অবাধ্যতা ও বিপক্ষতা অবলম্বন করে, তাহা ব্যতীত তিনি কোন লোককে শাস্তিগ্রস্ত করিবেন না। — মেশকাত, ২০৮।

৩) এই স্থলে যে আরবি يوم শব্দ আছে, উহার এক অর্থ সূর্য্য উদয় ও অস্তমিত হওয়ার মধ্যবর্ত্তী সময়। দ্বিতীয় অর্থ সময়, দিবস হইতে পারে, মাস হইতে পারে, বৎসর বা তদধিক কাল হইতে পারে।

আরবি دين 'দীন' শব্দের অনেক অর্থ আছে, এস্থলে হিসাব ও প্রতিফল প্রদান এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। হজরত ইস্রাফিল (আঃ) এর দ্বিতীয়বার সীঙ্গা ফুৎকার করার সময় হইতে বেহেশ্‌তে বাসিদিগের বেহেশ্‌তে ও দোজখ বাসিদিগের দোজখে প্রবেশ করা পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত সময়কে প্রতিফল প্রদান বা হিসাবের দিবস বলা হইয়াছে।

কোর-আন শরিফে উক্ত সময়কে ৫০ সহস্র বৎসর কাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা উক্ত দিবসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন। সেই দিবস সমাজপতি, রাজা বাদশাহ প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিশালী লোকদের কর্ত্তৃত্ব বি লুপ্ত হইয়া যাইবে।

হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা একটি শিঙ্গা সৃষ্টি করিয়াছেন, দুনইয়ার ন্যায় বিস্তৃত উহার একটি মুখ আছে, উহার চারিটী শাখা আছে, একটি সূর্য্য উদয় স্থলে, দ্বিতীয়টি উহার অস্তস্থলে, তৃতীয়টি সপ্তম স্তর জমিনের নিম্নদেশে এবং চতুর্থটি সপ্তম আকাশের উপরি অংশে পৌঁছিয়াছে। আত্মাদিগের শ্রেণীর অনুপাত উহার অনেকগুলি দ্বার আছে, একটি পয়গম্বরগণের আত্মাগুলির জন্য দ্বিতীয়টি জ্বেনদিগের রুহগুলির জন্য, তৃতীয়টি মনুষ্যদিগের রুহ সমূহের জন্য, এইরূপ শয়তান, হিংস্র, বন্য ও চতুষ্পদ পশু, সর্প, বৃশ্চিক, কীট ইত্যাদি ৭০ প্রকার পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক দ্বার নিৰ্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা হজরত ইস্রাফিল ফেরেশ্‌তার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি আল্লাহ্তায়ালার আদেশের অপেক্ষায় উহা মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন। তিনি উহাতে কয়েক বার ফৎকারে করিবেন। প্রথম ফুৎকারে আল্লাহ্তায়ালা যাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তদ্ব্যতীত আসমান ও জমিনের যাবতীয় বস্তু আতঙ্কিত ও বিব্রত হইয়া পড়িবে। তৎপরে তিনি উহা বহুক্ষণ ফুৎকার করিতে থাকিবেন, ইহাতে পাহাড় সমূহ বালুকাবৎ উড়িতে থাকিবে, আসমান সমূহ বিকম্পিত হইবে, নৌকা যেরূপ পানিতে

দোলায়মান হয়, জমিন সেইরূপ দোলায়মান হইবে। গর্ভিনী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাত করিয়া ফেলিবে, প্রসূতিরা সন্তানদিগের দুগ্ধ পান করান ভুলিয়া যাইবে, বালকেরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে, শয়তানের দল পলায়ন করিয়া জমি প্রান্তে উপস্থিত হইবে, তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগেকে প্রহার করিতে করিতে ফিরাইয়া দিবেন। জমি বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, তারকারাশি বিক্ষিপ্ত হইবে, সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। চন্দ্র জ্যোতিহীন হইয়া পড়িবে, জগতের সমস্ত প্রাণী প্রাণত্যাগ করিবে, কেবল হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল, আর্শবাহক অষ্টজন ফেরেশ্‌তা ও শয়তান এই ১৩ জন জীবিত থাকিবেন। সেই সময় আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আজরাইল (আঃ) কে বলিবেন, আমি সমস্ত জগদ্বাসির পরিমাণ তোমার সাহায্যকারী সৃষ্টি করিয়াছি, আসমান ও জমি বাসিদিগের যাবতীয় শক্তি তোমাকে প্রদান করিয়াছি, অদ্য আমি তোমাকে কোপের পরিচ্ছদ পরিধান করাইলাম, তুমি আরো কোপ ও পরাক্রম সহ ইবলিছের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন কর, সমস্ত জ্বেন ও মনুষ্যের মৃত্যু যন্ত্রার কয়েক গুণ তাহার উপর নিক্ষেপ কর, দোজখের ৭০ সহস্র শাস্তির ফেরেশতা উহার শৃঙ্খল রাশি সহ তোমার সহকারী থাকিবে এবং তুমি দোজখের দারোগা মালেককে উহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে বল। তৎশ্রবণে হজরত আজরাইল (আঃ) এরূপ আকৃতিতে অবতীর্ণ (নাজিল) হইবে, যদি আসমান ও জমিনের যাবতীয় জীব উহার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তবে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে তিনি ইবলিছকে এরূপ ধমক দিবেন যে, সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে এবং তাহার গলদেশ হইতে এরূপ ভয়াবহ শব্দ বাহির হইতে থাকিবে যে, আসমান ও জমিবাসিরা উহা শ্রবণ করিলে চৈতন্যরহিত হইয়া পড়ে। তৎপরে হজরত আজরাইল (আঃ) বলিবেন, হে অপবিত্র (খবিছ), তুমি দণ্ডায়মান হও, আমি তোমার প্রাণনাশ করিব, তুমি বহু আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছিলে, বহু জাতিকে ভ্রান্ত করিয়াছিলে। ইহাতে ইবলিস সূর্য্য উদয় স্থলে পলায়ন করিবে, সেখানে হজরত আজরাইল (আঃ) কে দেখিতে পাইবে, তৎপরে সূর্য্য অস্ত স্থলে পলায়ন করিয়া তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, তখন সে সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু সমুদ্র তাহাকে স্থান দিবে না। ইহাতে সে পলায়ন করিতে সাধ্য সাধনা করিবে, কিন্তু কোন আশ্রয়স্থল প্রাপ্ত হইবে না। অবশেষে দুনইয়ার মধ্যস্থলে

হজরত আদম (আঃ) এর কবরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে, হে আদম তোমার জন্যই বিতাড়িত অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়াছি। তৎপরে সে আজরাইল (আঃ) কে বলিবে, তুমি কিরূপ শাস্তিতে আমার রূহ্ বাহির করিয়া লইবে? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, দোজখের অগ্নি দ্বারা তোমার প্রাণ সংহার করিব। ইবলিস মৃত্তিকায় গড়াইতে গড়াইতে একবার চিৎকার করিতে থাকিবে এবং একবার পলায়ন করিতে থাকিবে, এমন কি যেস্থানে সে আসমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই স্থলে উপস্থিত হইবে। ভূতল অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় হইয়া যাইবে, দোজখের ফেরেশ্‌তাগণ মুদ্গর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে থাকিবে, এইরূপ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিবে। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা সাগর সমূহকে বিনষ্ট হওয়ার আদেশ করিবেন, সমুদ্র গুলি রোদন করিয়া বলিতে থাকিবে, আমাদের তরঙ্গমালা ও বিস্ময়কর বিষয়গুলি এখন কোথায়? তখন আজরাইল আজরাইল (আঃ) সমুদ্র গুলিকে ভয়াবহ ধমক দিবেন, ইহাতে তৎসমস্তের পাণি শুষ্ক হইয়া যাইবে। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আজরাইল (আঃ) কে বলিবেন, পর্ব্বতমালার আয়ু শেষ হইয়াছে, এখন তুমি তৎসমুদয়কে বিনষ্ট হইতে হুকুম কর, ইহাতে পর্ব্বতমালা ক্রন্দন করিয়া বলিতে থাকিবে, আমাদের আকৃতি ও উচ্চতা এখন কোথায়? তখন হজরত আজরাইল (আঃ) এরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ করিবেন যে, তৎসমস্ত বিগলিত হইয়া যাইবে। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা জমিকে বিধ্বস্ত হইতে হুকুম করিবেন; ইহাতে উক্ত জমি রোদন করিয়া বলিবে' আমার বাদশাহগণ, বৃক্ষারাজি, ও নদীসমূহ এখন কোথায়? হজরত আজরাইল (আঃ) ভয়ানক শব্দ করিবেন, ইহাতে উহার প্রাচীর গুলি ভূমিস্যাৎ হইবে এবং উহার পানিগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। তৎপরে তিনি আসমানের উপর আরোহণ পূর্ব্বক চিৎকার করিবেন, আসমানের তারকারাশি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবেন, কেবল হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল উক্ত চারি ফেরেশ্‌তা জীবিত থাকিবেন, তৎপরে হজরত আজরাইল উক্ত তিন ফেরেশতার প্রাণ বিনাশ করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে প্রকান্ড পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইবেন। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, হে 'মালাকোল

মওত', তুমি বেহেশত ও দোজখের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নিজের প্রাণ নিজে বাহির কর, তিনি তাহাই করিবেন, তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন, لمن الملك اليوم 'অদ্য কাহার রাজত্ব?'' তিনি তিনবার এইরূপ বলিয়া অবশেষে নিজেই বলিবেন,

لله الواحد القهّار

"অদ্বিতীয় পরাক্রান্ত আল্লাবই রাজত্ব।" উপরোক্ত সময়কে প্রলয় কাল বলা যাইতে পারে।

তৎপরে হজরত জিবরাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল(আঃ) জীবিত হইবেন। হজরত ইসরাফিল (আঃ) আরশ হইতে সুর গ্রহণ করিয়া বেহেশতের দারোগা রেজওয়ানকে বলিবেন, তুমি বেহেশত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার উম্মতের জন্য সজ্জিত কর। হজরত জিবরাইল (আঃ) বোরাক, প্রশংসা পতাকা (লেওয়াওল হামদ) ও বেহেশতী পোষাকসহ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইবেন। হজরত আজরাইলের ডাকে তিনি সমুত্থিত হইবেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে বেহেশতী পোষাক প্রদান করিবেন। ইহাতে তিনি বলিবেন, হে জিবরাইল, ইহা কোন দিবস? তিনি বলিবেন, ইহা কিয়ামতের দিবস। পরিতাপ ও দুঃখের দিবস। হজরত বলিবেন, হে জিবরাইল, আমাকে সুসংবাদ প্রদান কর। তিনি বলিবেন, আমার নিকট বোরাক প্রশংসা পতাকা ও টুপি আছে। হজরত বলিবেন, আমি ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তিনি বলিবেন, আপনার জন্য বেহেশত সজ্জিত করা হইয়াছে ও দোজখের দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে। হজরত বলিবেন আমি এতৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, গোনাহ্গার উম্মতের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, বোধ হয় তুমি তাহাদিগকে পোলছেরাতের উপর ত্যাগ করিয়াছ। হজরত ইসরাফিল (আঃ) বলিবেন; আল্লাহ্তায়ালার শপথ করিতেছি, হে মোহাম্মদ আমি এখনও সুরে ফুৎকার করি নাই। ইহাতে হজরত বলিবেন, এক্ষণে আমার অন্তর আনন্দিত ও শান্তিপ্রাপ্ত হইল ও চক্ষু শীতল হইল। তখন তিনি টুপি মস্তকে ধারণ করতঃ বোরাকে আরোহণ করিবেন। মনুষ্যের একখন্ড অস্থি স্থায়ী থাকিবে, তদুপরে আরশের নিম্নদেশ হইতে বারিপাত হইতে থাকিবে, ইহাতে তাহাদের সমস্ত দেহ গঠিত হইবে। সেই সময় হজরত ইসরাফিল (আঃ) সুরে ফুৎকার করিয়া বলিবেন,

হে আত্মা সকল তোমরা আপন আপন দেহে প্রবেশ কর। ইহাতে সমস্ত মনুষ্য ও জীব জীবিত হইয়া যাইবে। উভয় সুর ফুৎকারের মধ্যে ৪০ বৎসর কাল ব্যবধান হইবে।

লোকে উলঙ্গ অবস্থায় সমুত্থিত হইবে, কিন্তু কেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থায় লোকে আত্মহারা হইয়া যাইবে, কেহ কাহারও লজ্জা স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে সাহসী হইবে না, বরং আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবে। লোক গোর ভেদ করিয়া উঠিলে, একটি অগ্নি তাহাদিগকে হাসরের ময়দানের দিকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া যাইবে। শামের ছাহেরা নামক স্থানে সকলেই সমবেত হইবে, একদল লোক কোন যানের উপর আরোহণ করিয়া, একদল পদব্রজে এবং তৃতীয় দল মুখের উপর ভর করিয়া হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে। সেই সময় সূর্য্য মস্তকের এক মাইল নিকটে আনয়ন করা হইবে, লোকের আমলের পরিমাণ ঘর্ম্ম বাহির হইবে, কাহারও পদদ্বয় অবধি কাহারও কোমর, বুক বা গলা অবধি ঘর্ম্মে ডুবিয়া যাইবে। কাফেরেরা উহাতে নিমজ্জিত প্রায় হইবে। লোকে সূর্য্যের তাপে তৃষ্ণার্ত হইয়া যাইবে, ভীষণ ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ও ভয়াবহ শব্দ শুনিয়া বিব্রত হইতে থাকিবে, সহস্র বৎসর এইরূপ অতিবাহিত হইয়া যাইবে।

লোকে অস্থির হইয়া একত্রিত ভাবে পরপরে হজরত আদম, নূহ, ইবরাহিম, মুছা ও ইছা আলায়হেমোচ্ছালামের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং উপরোক্ত বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সুপারিশ করিতে অনুরোধ করিবেন, তাঁহারা সকলেই অস্বীকার করিয়া বসিবেন। হজরত ইছা (আঃ) বলিবেন, তোমরা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট গমন কর, তিনিই এই কার্য্যের উপযুক্ত পাত্র। তখন লোকে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবেন, আপনিই খোদাতায়ালার প্রেমস্পদ ও শেষ নবি আপনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সুপারিশ করিয়া আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। তিনি বলিবেন, অদ্য ইহা আমারই কার্য্য। তখন তিনি বোরাকে আরোহণ করিয়া আরশের নীচে 'মকামে-মহমুদ' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া ছেজদায় মস্তক রাখিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার এরূপ প্রশংসাবলী প্রকাশ করিবেন, যাহা অন্য কেহই

করিতে পারে নাই। তখন আল্লাহতায়ালা বলিবেন, হে মোহাম্মদ তুমি মস্তক উত্তোলন কর, তোমার কথা শ্রবণ করা যাইবে, তোমার যাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাইবে এবং তোমার সুপারিশ গৃহীত হইবে। হজরত মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিবেন, খোদা তোমার জিবরাইল তোমার এই ওয়াদা আমার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি অদ্য আমাকে রাজি করিবে। আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন, হ্যাঁ জিবরাইল সত্য কথা বলিয়াছিলেন। আমি তোমাকে রাজি করিব। তুমি চলিয়া যাও, আমি প্রত্যেকের হিসাব লইয়া প্রত্যেকের কার্য্যের প্রতিফল দিব। হজরত জমিতে অবতরণ করিলে, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, খোদাতায়ালা আমাদের জন্য কি হুকুম করিয়াছেন? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, আল্লাহ্তায়ালা প্রত্যেকের হিসাব লইয়া প্রতিফল প্রদান করিবেন। এমতাবস্থায় একটি বৃহৎ জ্যোতিঃ ভয়ঙ্কর শব্দ সহ আসমান হইতে জমিতে অবতরণ করিবে, সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহা কি আল্লাহ্তায়ালার জ্যোতিঃ? ফেরেশতাগণ বলিবেন, আল্লাহ্ এইরূপ আকৃতি হইতে পবিত্র (পাক),তিনি জ্যোতিঃ হইতে পারেন না। আমরা প্রথম আসমানের ফেরেশতা শ্রেণী। তাঁহারা জমিনের এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক আসমানের ফেরেশ্তাগণ জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করিয়া ভয়াবহ শব্দ করিতে করিতে জমিতে নামিয়া জমি প্রান্তে সারি সারি দণ্ডায়মান হইবেন। অবশেষে আরশের চারি পার্শ্বের ফেরেশ্তাগণ অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন। তৎপরে আল্লাহ্ হজরত ইস্রাফিলকে সুরে ফুৎকার করিতে বলিবেন, হজরত মুসা (আঃ) ব্যতীত সমস্ত মনুষ্য অচৈতন্য হইয়া পড়িবেন। এমতাবস্থায় আটজন ফেরেশতা আরশকে ধরিয়া জমির নিকট আনয়ন করিবেন। পুনরায় আল্লাহ্তায়ালা ইস্রাফিল ফেরেশ্তাকে সুর ফুৎকার করিতে হুকুম করিবেন, সুর ফুৎকার করিলে প্রথমে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) চৈতন্য প্রাপ্ত হইবেন, তৎপরে সমস্ত লোক চৈতন্য লাভ করিবেন। সেই সময় লোকে ফেরেশ্তা, জ্বেন, হুর, বেহেশ্তে, দোজখ, আরশ্, নেকী, বদী সমস্তই দেখিতে পাইবে। তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের আলোক থাকিবে না, আল্লাহ্তায়ালা অন্য একটি জ্যোতিঃ সৃষ্টি করিবেন, উহাতে আসমান ও জমি আলোকময় হইয়া যাইবে। তৎপরে প্রথমে খোদাতায়ালা ফেরেশতাগণের উপর হুকুম করিবেন যে, তাঁহারা বান্দাগণকে চুপ করিতে বলুন। সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া যাইবেন। তখন আল্লাহ্ বলিবেন, হে বান্দাগণ, তোমরা আদমের জামানা হইতে দুনইয়ার শেষ পর্য্যন্ত রাত্র দিবা

ভালমন্দ বহু কথা বলিয়াছ, আমি শ্রবণ করিতাম এবং আমার ফেরেশ্তাগণ লিপিবদ্ধ করিতেন, এক্ষণে তোমরা আমার একটি কথা শ্রবণ কর, "—অদ্য তোমাদের উপর অত্যাচার করা হইবে না, তোমাদের কার্য্যগুলি তোমাদিগকে প্রদর্শন করান হইবে এবং তৎসমস্তের প্রতিফল প্রদান করা হইবে। যদি কেহ সুফল প্রাপ্ত হয় তবে খোদাতায়ালার প্রশংসা করা তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর যদি কেহ অন্য প্রকার দর্শন করে, তবে সে যেন নিজেক তিরস্কার করে"। সেই সময় বেহেশত ও দোজখকে উপস্থিত করা হইবে, বেহেশতকে অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করিয়া আনায়ন করা হইবে। দোজখকে সত্তর সহস্র শৃঙ্খল দ্বারা আকর্ষণ করা হইবে, প্রত্যেক শৃঙ্খল ৭০ সহস্র ফেরেশতা ধরিয়া টানিবেন। দোজখ হইতে অট্টালিকার ন্যায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকিবে। উক্ত দোজখ আল্লাহ্তায়ালার তছবিহ্ পড়িতে পড়িতে হুহুঙ্কার নাদে ভীষণ গর্জ্জন সহকারে তাঁহার নিকট জ্বেন, মনুষ্য ও প্রতিমা ইত্যাদি হইতে নিজের খাদ্য প্রার্থনা করিবে, তাহার এই ভীষণ গর্জ্জন ও কোপ দর্শনে সমস্ত লোক ত্রাসিত বিকম্পিত হইয়া হাটু পাতিয়া ভু-পতিত হইয়া যাইবেন। উহার তাপ ও দুর্গন্ধ ৭০ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে থাকিবে। প্রত্যেকে উহার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া ধারণা করিবে যে, যদি সে দুন্ইয়ায় ৭০ জন নবীর নেকীর কার্য্য করিত, তবু এই দিবসের জন্য যথেষ্ট হইবে না।

তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা আমল নামাগুলি (নেকী বদীর খাতাগুলি) উড়াইয়া দিতে ফেরেশতাগণের উপর আদেশ করিবেন, ইমানদারগণ সম্মুখের দিক হইতে ডাহিন হস্তে ও কাফেরগণ পশ্চাতের দিক হইতে বাম হস্তে স্ব-স্ব আমল নামা প্রাপ্ত হইবেন। আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদিগের অহদানিয়ত ও শেরেক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, তাহারা অস্বীকার করিয়া বলিবে যে, আমরা কখনও শেরেক করিয়াছিলাম না। তখন তাহারা যে জমিনের উপর শেরেক কোফর করিয়াছিল, সেই জমিনকে, আছমানের যে অংশের নিচে উপরোক্ত কার্য্য করিয়া ছিল, সেই অংশকে, চন্দ্র, সুর্য্য, ও তারকারাশিকে, হজরত আদম (আঃ) কে, ও নেকী বদী লেখক ফেরেশতাগণকে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করা হইবে, কিন্তু উক্ত কাফেরেরা তাহাদের সাক্ষী অগ্রাহ্য করিবে। অবশেষে আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দাতা স্থির করিবেন, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বলিবে হ্যাঁ, আমাদের দ্বারা এই এই কার্য্য করা হইয়াছিল, তখন

তাহারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলির প্রতি অভিসম্পাত করিয়া বলিবে, আমরা তোমাদের জন্য এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম আর এখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিলে। তদুত্তরে উহারা বলিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে তোমাদের অনুগত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার আদেশে বাক্ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া সত্য কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছি। তোমরাই অত্যাচারী হইয়া নিজের মালিকের বিরুদ্ধাচারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বিপন্ন করিলে; আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে যে তোমাদের অনুগত করিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলে না এবং ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলে না। আমরা সত্য কথা ব্যতীত কিছুই বলিতে পারি না। ইহাতে তাহারা নিরুত্তর হইয়া শেরেক ও কোফরের একরার করিবে বটে, কিন্তু আবার অন্য প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে আমরা তোমার হুকুম অবগত হইতে না পারিয়া এইরূপ করিয়াছি। তখন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, আমি প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী (মো'জেজা) সহ পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা অতি সাবধানে অবিকল আমার হুকুম তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, এক্ষেত্রে তোমরা কিরূপে উহা অনবগত ছিলে?

তখন তাহারা বলিবে, আমাদের নিকট কোন পয়গম্বর আগমন করেন নাই বা কোন সংবাদ পৌঁছাইয়া দেন নাই। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথমে হজরত নূহ (আঃ) কে তাঁহার স্বজাতির বিরুদ্ধে সাক্ষী স্বরূপ পেশ করিবেন, তিনি বলিবেন, আমি বহু প্রকারে ৯৫০ বৎসর প্রকাশ্যভাবে ও নির্জ্জনে স্পষ্ট স্পষ্ট দলীল ও নিদর্শন সহ খোদাতায়ালার অহ্‌দানিয়ত ও আমার পয়গম্বরির সংবাদ তোমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি এবং তোমাদিগকে দোজখের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছি, আমি এসম্বন্ধে সাধ্য সাধনা করিতে একটু মাত্র ত্রুটী করি নাই। আমি অমুক অমুক সভায় তোমাদিগকে এই এই রূপ কথা বলিয়াছিলাম, আর তোমরা এই এই প্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছিলে। কাফেরেরা স্পষ্ট অস্বীকার করিয়া বলিবে, আমরা আপনাকে জানি না এবং আপনার নিকট কোন সংবাদ শ্রবণ করি নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, হে নুহ! তুমি যে তাহাদের নিকট আমার হুকুম পৌঁছাইয়াছিলে, ইহার সাক্ষী আনয়ন কর, তিনি বলিবেন, হে খোদা, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মত আমার সাক্ষী।

তখন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উম্মতের আলেম, ছিদ্দিক ও শহিদগণকে উপস্থিত

করা হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, নূহ নবি নিজের উম্মতকে আমার হুকুম পৌঁছিয়াছিলেন কিনা, এসম্বন্ধে তোমরা কিছু জান কি? তাঁহারা বলিবেন, হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি। কোর-আন মজিদে আছে যে, হজরত নূহ ৯৫০ বৎসর তোমার হুকুম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উম্মতেরা উহা অমান্য করিয়া মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হইয়াছিল। কাফেরেরা বলিবে তোমরা আমাদের জামানায় ছিলে না। আমাদের অবস্থা পরিদর্শন কর নাই এবং আমাদের কথা শ্রবণ কর নাই, এক্ষেত্রে তোমাদের সাক্ষ্য আমাদের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় হইতে পারে না। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বলিবেন, আমার উম্মতেরা সত্য কথা বলিতেছেন, ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি এসম্বন্ধে আমার উপর অহি নাজিল করিয়াছিলে, তাহারা উক্ত অহির দ্বারা উহা অবগত হইয়াছিলেন। ইহাতে কাফেরেরা নিরুত্তর হইয়া যাইবে। এইরূপ অন্যান্য পয়গম্বরের উম্মতেরা নিরুত্তর হইবে। অবশেষে তাহারা আর এক প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে, প্রকৃতপক্ষে আমরা বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ ভ্রম করিয়াছি, কিন্তু ইহা শয়তানের চক্রে পড়িয়া করিয়াছি, উক্ত শয়তানকে ইহার শাস্তি প্রদান কর, আমাদিগকে পুনরায় দুনইয়ায় প্রেরণ কর, আমরা, তোমার হুকুম মান্য করিব। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, আমি তোমাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইয়াছি এবং অনেক কাল অবকাশ দিয়াছি, এখন তোমাদের দুনইয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা অসম্ভব, তোমাদের কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না। তখন কাফেরদিগের সমস্ত সৎকার্য্য বাতীল্ করা হইবে।

তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদম (আঃ) কে বলিবেন, হে আদম, তুমি নিজ বংশধরগণের মধ্য হইতে দোজখের খাদ্য বাহির করিয়া দাও। তৎশ্রবণে তিনি বলিবেন, কি পরিমাণ লোক বাহির করিয়া দিতে হইবে? ইহাতে আল্লাহ্‌ বলিবেন, প্রত্যেক সহস্র হইতে (একজনকে বেহেশতের জন্য রাখিয়া) ৯৯৯ জনকে দোজখের জন্য বাহির করিয়া দাও। ইহা শ্রবণে বালকেরা বৃদ্ধ হইয়া যাইবে।

তৎপরে জাহান্নাম হইতে একটি গ্রীবা বাহির হইবে, উহার দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ ও একটি রসনা থাকিবে, সেই গ্রীবাটী মোশরেক, অহঙ্কারী প্রাণহত্যাকারী ও মূর্ত্তি নির্ম্মাণকারী, এই কয় শ্রেণীকে মুখে করিয়া লইয়া দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা তন্মধ্যে একদলকে বলিবেন, তোমরা নিজেদের উপাস্য দেবতাগণের নিকট হইতে নিজেদের কার্য্যকলাপের প্রতি ফল চাও। ইহাতে ধর্ম্মদ্রোহীরা শয়তানের নিকট উপস্থিত হইবে, শয়তান অগ্নিস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া বলিবে, তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌তায়ালা ছিলেন, তাঁহার হুকুম সত্য ছিল। আমি তোমাদের ও তোমাদের পিতৃগণের শত্রু, আমি যদিও তোমাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিলাম তথাচ আমি কাহারও প্রতি বল প্রয়োগ করি নাই, তোমরা নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আমার কুমন্ত্রণা সত্য বুঝিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলে। এখন তোমরা আমার প্রতি ধিক্কার দিও না, নিজেদের উপর ধিক্কার দাও। আমার দ্বারা পরিত্রাণ লাভের আশা করিও না। তাহারা নিরাশ হইয়া তাহার উপর ধিক্কার দিতে থাকিবে তখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিবেন।

এমাম রোখারি ও মোছলেম উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন, যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার উপর আত্মনির্ভর করে, মন্ত্র পাঠকারীকে আহ্বান করে না এবং কোন জন্তু উড়িয়া যাইতে দেখিয়া বা উহার শব্দ শুনিয়া অশুভের লক্ষণ ধারণা করে না, এইরূপ ৭০ সহস্র লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

তেরমজি ও আহমদ ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, প্রত্যেক সহস্রের সহিত আরও ৭০ সহস্র করিয়া বিনা হিসাবে বেহেশতে দাখিল হইবে। আবুনইম, তেবরানি, আবু ইয়ালি ও বয়হকী উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নোক্ত কয়েক দল বিনা হিসাবে হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবেন ;— ১। সহিদগণ। ২। যাহারা অহোরাত্র আল্লাহ্‌তায়ালা জেকরে নিমগ্ন থাকেন। ৩। যাহারা তাহাদের নামাজ পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন। ৪। যাহারা অত্যাচার গ্রস্ত হইলে, ধৈর্য্য ধারণ করিতেন, কাহারও দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত হইলে মার্জ্জনা করিতেন, কেহ অভদ্রতা করিলে সহ্য করিয়া লইতেন। ৫। যাহারা বিপদ কালে ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। ৬। যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করিতেন, তাঁহার জন্য সং ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন ও তাঁহার পথে সদ্ব্যয় করিতেন। যাহারা বিপদে সম্পদে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রশংসা করিতেন। যাহারা কঠিন ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছেন।

তৎপরে লোক শ্রেণী শ্রেণী হইয়া এক স্থানে সমবেত হইবেন। নামাজিরা এক স্থানে, রোজাদারেরা এক স্থানে, এইরূপ প্রত্যেক সৎসকার্য্যকারী দল এক স্থানে সমবেত হইবেন। অত্যাচারিরা একস্থানে, সুদখোরেরা এক স্থানে এইরূপ পাপানুষ্ঠানকারিরা এক স্থানে সমবেত হইবেন। এইরূপ প্রত্যেক উম্মত নিজ নিজ নবির নিকট উপস্থিত হইবে। এমতাবস্থায় নেকী বদী ওজন করার জন্য পাল্লা স্থাপন করা হইবে এবং লোকের নিকট হইতে হিসাব লওয়া হইবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, আমি সেই দিবস ন্যায় বিচারের পাল্লা স্থাপন করিব, কোন প্রাণীর উপর এক বিন্দু পরিমাণ অত্যাচার করা হইবে না।

যদি কেহ একটি সরিষা পরিমাণ আমল করিয়া থাকে, তবে আমি উহার প্রতিফল প্রদান করিব।

বিচার দিবসে একটি লোককে আয়নয় করা হইবে, তাহার একটি নেকীর অভাব হইবে, এজন্য সে ব্যতিব্যস্ত হইবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, তোমার একটি নেকী আমার নিকট গচ্ছিত আছে। একরাত্রে তুমি নিদ্রিতাবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করা কালে ঈষৎ চৈনত্য লাভ করিয়া 'আল্লাহ্' বলিয়াছিলেন তৎপরে তোমার উপর নিদ্রা প্রবল হইলে, তুমি উক্ত জেকর ভুলিয়া গিয়াছিলে। সেই জেকরের নেকী তাহার পাল্লায় স্থাপন করা হইলে, নেকীর পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে এবং সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত প্রাপ্ত হইবে।

একজনের নেকী বদীর পাল্লা সমওজন হইবে, আল্লাহ্ বলিবেন, এক দিবস এই লোকটী নিজের মাতার সমক্ষে 'আহা' এই শব্দটি বলিয়াছিল। ইহাতে তাহার মাতার অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, এই গোনাহ্‌টি বদীর পাল্লায় স্থাপন করা হউক, এই জন্য উক্ত পাল্লা ঝুকিয়া যাইবে এবং তাহাকে দোজখে যাওয়ার হুকুম করা হইবে,।

যাহার নেকী বদীর উভয় পাল্লা সম ওজন হইবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যদেশে আ'রাফ নামক স্থানে আবদ্ধ থাকিবে।

এক দিবস হজরত (ছাঃ) বলিতেছিলেন, হে আল্লাহ্ তুমি আমার বিচার সহজ করিও। হজরত আয়েশা (রাঃ) তাঁহাকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে

তিনি বলিলেন, আমল-নামা পরিদর্শন করিয়া যাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব সহজ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হিসাব কালে যাহার নিকট কইফিএত তলব করা হইবে, সে ব্যক্তি শাস্তি গ্রস্ত হইবে। এই হাদিছটী এমাম আহমদ উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, নামায় আ'মাল তিন প্রকার, এক প্রাকারে শেরক (কোফর) থাকিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে লোকের উপর অত্যাচারের গোনাহ্ থাকিবে, যতক্ষণ একে অন্যের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে খোদার হুকুম অমান্য করার গোনাহ্ থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইচ্ছা করিলে ইহার শাস্তি দিতে পারিবেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে, উহা মার্জ্জনা করিয়া দিতে পারিবেন, এই হাদিসটী বয়হকী বর্ণনা করিয়াছেন।

একজন লোক হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, আমার কতকগুলি গোলাম (দাস) আছে, তাহারা আমার সহিত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আমার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকে এবং আমার অবাধ্যতা করিয়া থাকে, আমিও তাহাদিগকে গালি দিয়া থাকি ও প্রহার করিয়া থাকি, ইহাতে আমাদের পরিণাম কি হইবে?

হজরত বলিলেন, তোমার অত্যাচার ও তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ সমান হইলে, কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না। আর তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ তোমার অত্যাচার অপেক্ষা সমধিক হইলে, তুমি সেই অনুপাতে তাহাদের নিকট হইতে নেকী প্রাপ্ত হইবে। আর তোমার অত্যাচার তাহাদের ক্ষতি অপেক্ষা অধিকতর হইলে, তাহারা তোমার নিকট হইতে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। এমাম তেরমজি এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, আদম-সন্তান কেয়ামতের দিবস যতক্ষণ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসিত না হইবে, ততক্ষণ এক পদ ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। ১) বয়সটি কি কার্য্যে নষ্ট করিয়া ছিল। ২) যৌবনটি কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিল। ৩) টাকা কড়ি

তিনি বলিলেন, আমল-নামা পরিদর্শন করিয়া যাহার গোনাহ্ মাফ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব সহজ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। হিসাব কালে যাহার নিকট কইফিএত তলব করা হইবে, সে ব্যক্তি শাস্তি গ্রস্ত হইবে। এই হাদিছটী এমাম আহমদ উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, নামায় আ'মাল তিন প্রকার, এক প্রাকারে শেরক (কোফর) থাকিবে, আল্লাহ্তায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে লোকের উপর অত্যাচারের গোনাহ্ থাকিবে, যতক্ষণ একে অন্যের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্তায়ালা উহা মার্জ্জনা করিবেন না। আর এক প্রকারে খোদার হুকুম অমান্য করার গোনাহ্ থাকিবে। আল্লাহ্তায়ালা ইচ্ছা করিলে ইহার শাস্তি দিতে পারিবেন, আর তিনি ইচ্ছা করিলে, উহা মার্জ্জনা করিয়া দিতে পারিবেন, এই হাদিসটী বয়হকী বর্ণনা করিয়াছেন।

একজন লোক হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল, হুজুর, আমার কতকগুলি গোলাম (দাস) আছে, তাহারা আমার সহিত মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, আমার অর্থ অপহরণ করিয়া থাকে এবং আমার অবাধ্যতা করিয়া থাকে, আমিও তাহাদিগকে গালি দিয়া থাকি ও প্রহার করিয়া থাকি, ইহাতে আমাদের পরিণাম কি হইবে?

হজরত বলিলেন, তোমার অত্যাচার ও তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ সমান হইলে, কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবে না। আর তাহাদের ক্ষতির পরিমাণ তোমার অত্যাচার অপেক্ষা সমধিক হইলে, তুমি সেই অনুপাতে তাহাদের নিকট হইতে নেকী প্রাপ্ত হইবে। আর তোমার অত্যাচার তাহাদের ক্ষতি অপেক্ষা অধিকতর হইলে, তাহারা তোমার নিকট হইতে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। এমাম তেরমজি এই হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, আদম-সন্তান কেয়ামতের দিবস যতক্ষণ নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয় জিজ্ঞাসিত না হইবে, ততক্ষণ এক পদ ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। ১) বয়সটি কি কার্য্যে নষ্ট করিয়া ছিল। ২) যৌবনটি কি ভাবে অতিবাহিত করিয়াছিল। ৩) টাকা কড়ি

কি ভাবে উপার্জ্জন করিয়াছিল। ৪) উহা কি ভাবে ব্যয় করিয়াছিল। ৫) শরিয়ত অবগত হইয়া কি কার্য্য করিয়া ছিল। তেরমজি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

হজরত বলিয়াছেন, দরিদ্র হেজরতকারিগণ অর্থশালী হেজরতকারী দল অপেক্ষা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বেহেশ্‌তে গমন করিবেন। সাধারণ অর্থশালী মুসলমানগণ, দরিদ্রদিগের বেহেশ্‌তবাসী হওয়ার ৫ শত বৎসর পরে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবেন।

এই হাদিছটী মোছলেম ও তেরিমজি বর্ণনা করিয়াছেন।

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, হে রাছুল, আপনি কি কেয়ামতে পরিজনদিগকে স্মরণ রাখিবেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তিন সময় কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না।

১) পাল্লা স্থাপনের সময় যতক্ষণ না বুঝিতে পারে যে, তাহার (নেকীর) পাল্লা হালকা হয় কিম্বা ভারি হয়। ২) আমলনামা প্রাপ্তির সময় যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, উহা ডাহিন হাতে প্রাপ্ত হইবে কিম্বা পৃষ্ঠের দিক হইতে বাম হাতে প্রাপ্ত হইবে। ৩) যে সময় দোজখের পৃষ্ঠের উপর পোলছেরাত স্থাপন করা হইবে। আবু দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সময় দুইটি লোক উপস্থিত হইবে, একটি লোকের একটী নেকীর অভাব হইবে, দ্বিতীয় লোকটীর কেবল একটী নেকী থাকিবে, আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথম লোকটিকে হুকুম দিবেন যে, কোন লোকের নিকট হইতে একটি নেকী আনয়ন করিতে পারিলে, তুমি উদ্ধার পাইবে। সে ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের নিকট একটী নেকী যাচ্ঞা করিবে, কিন্তু কেহই তাহাকে উহা দিতে রাজি হইবে না। অবশেষে দ্বিতীয় লোকটি বলিবে, আমি আমার নেকীটি তোমাকে প্রদান করিলাম। আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ (রহমত) করিয়া উভয়কে মার্জ্জনা করিয়া বেহেশ্‌ত প্রদান করিবেন।

তেরমজি রেওয়ায়েত করিয়াছেন, একটি লোককে আনয়ন করা হইবে, ৯৯টি গোনাহ্ কার্য্যের খাতা যাহার এক একটি দৃষ্টিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে, তাহার নিকট প্রকাশ করা যাইবে। তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিবেন, তুমি কি এই সমস্তের মধ্যে কোন একটি গোনাহ্ অস্বীকার কর? আমার লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার উপর

অত্যাচার করিয়াছেন? তোমরা কি কোন আপত্তি আছে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, না। আল্লাহ্ বলিবেন, অদ্য আমি কাহারও প্রতি অত্যাচার করিব না, আমার নিকট তোমার একটি নেকী আছে, তখন একখানা পত্র বাহির করা হইবে, উহাতে সাহাদাৎ কলেমা লিখিত থাকিবে। তৎপরে ৯৯টি দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশিষ্ট খাতা এক পাল্লাতে, আর সেই কলেমা লিখিত পত্রখানা অপর পাল্লাতে স্থাপন করা হইবে, ইহাতে সমস্ত পাপের খাতা হালকা ও কলেমা লিখিত ভারি হইয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালার নামের সম ওজন কোন বস্তু হইতে পারে না। এমাম বোখারি এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন,— 'দুইটি কলেমা পাল্লাতে সমধিক ভারি হইবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

এমাম মোসলেম এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন,— "ছোবহানাল্লাহ" পাল্লার অর্দ্ধেক হইবে, আর " আলহামদো লিল্লাহ" উহা পূর্ণ করিয়া দিবে।"

আবুইয়ালি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা বিচার দিবসে সমস্ত লোককে একত্রিত করিবেন, লেখক ফেরেশতাগণ যাহা স্মরণ রাখিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আনয়ন করিবেন। আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন, এখন তোমরা তদন্ত কর, আর কিছু বাকী আছে কি? তাঁহারা বলিবেন, আমরা যাহা যাহা অবগত হইয়াছি এবং স্মরণ রাখিয়াছি, তৎসমস্ত আয়ত্ত্ব ও লিপিবদ্ধ করিতে ত্রুটী করি নাই। আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন, আমার নিকট উহার একটি নেকী আছে, তোমরা অবগত নও, আমি উহার একটি সুফল প্রদান করিব। উহা অস্পষ্ট (খপি) জেক্র।

বাজ্জাজ, তেবরাণি, ও দারকুৎনি উল্লেক করিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস অনেকগুলি মোহর করা আমল-নামা আনয়ন করিয়া আল্লাহ্তায়ালার সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে, তিনি বলিবেন, এই গুলি নিক্ষেপ কর, আর এইগুলি গ্রহণ কর। ফেরেশ্তাগণ বলিবেন, আমরা তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, উক্ত ব্যক্তি যাহা করিয়াছে, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন, এইগুলি আমার সন্তোষ লাভের জন্য করিয়াছিল

না, (বরং পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছিল) এই ব্যক্তি যাহা আমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে করিয়াছে অদ্য আমি তাহাই মঞ্জুর (গ্রহণ) করিব।

তেরমিজি, এবনে-মাজা এবনো-হাব্বান, ও বয়হকী এই হাদিসটি উল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্ যে সময় কেয়ামতে সমস্ত লোক একত্রিত করিবেন, সেই সময় একজন ঘোষণাকারী ফেরেশ্‌তা ঘোষণা করিয়া বলিবেন, যে ব্যক্তি কোন সংকার্য্য লোকের নিকট সম্মান লাভ করনেচ্ছায় করিয়াছে সে ব্যক্তি যেন উহার প্রতিফল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট চেষ্টা করে।

সহিহ মোসলেমে আছে, প্রথমেই কেয়ামতের দিবস একজন শহিদের বিচার করা হইবে, খোদাতায়ালা তাহাকে আনয়ন পূর্ব্বক নিজের দানরাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিবেন, তুমি এই সমুদয়ের কিরূপে ব্যবহার করিয়াছিলে? তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করিতে গিয়া শহীদ হইয়া ছিলাম। খোদাতায়ালা বলিবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়াছ, লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিবে, এজন্য তুমি জেহাদ করিয়াছিলে। লোকে তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। তখন তাঁহার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তংপরে তিনি একজন আলেম, ক্বারী উপস্থিত করিয়া নিজ দানরাশির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি তংসমস্তের কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলে? তংদুত্তরে তিনি বলিবেন, আমি কোর-আন পাঠ করিয়া ছিলাম, এল্‌ম (ধর্ম্ম বিদ্যা) শিক্ষা করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছিলাম। আল্লাহ্ বলিবেন, লোকে তোমাকে আলেম ও কারী বলিবে। এই ধারণায় উহা করিয়াছিলে, তোমার সেই স্বার্থ সিদ্ধি হইয়াছে। তখন তাঁহার আদেশে উক্ত ব্যক্তিকে অধোমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

তংপরে একজন সম্পদশালী দাতাকে উপস্থিত করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি আমার দানরাশি পাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়া ছিলে? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি তোমার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক উপর্যুক্ত স্থলে অর্থ দান করিয়াছি। আল্লাহ্ বলিবেন লোকে তোমাকে দাতা বলিবে, এই ধারণায় তুমি উহা করিয়াছিলে; তংপরে তাহাকে ঐ অবস্থায় দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে।

এবনে-মারদাওয়হে উল্লেখ করিয়াছেন, এক ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিবস আনয়ন করা হইবে তাহার নামায় আমলে পাহাড় তূল্য নেকী থাকিবে। সে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালাকে বলিবে, খোদা, আমি অমুক অমুক নামাজ ও রোজা করিয়াছি, তৎশ্রবণে আল্লাহ্তায়ালা বলিবেন, তুমি লোকের নিকট সম্মান প্রাপ্তির আশায় এই সমস্ত করিয়াছিলে আমি খোদা, আমা ব্যতীত বন্দিগী (উপাসনার) যোগ্য আর কেহ নাই, আমার দীন বিশুদ্ধ (খাঁটি), তখন তাহার নেকী গুলি বিনষ্ট করা হইবে। সেই সময় লেখক ফেরেশ্তাদ্বয় বলিবেন তুমি আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে এই কার্য্যগুলি করিয়াছিলে।

হিসাব ও নেকী বদী ওজন করার পরে দোজখের পৃষ্ঠের উপর পোলছেরাত স্থাপন করা হইবে। উহা ১৫ সহস্র বৎসরের পথ। উহা কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও তরবারির অপেক্ষা সমধিক তীক্ষ্ম ধার বিশিষ্ট। এক শ্রেণীর লোক বিদ্যুৎতের ন্যায়, এক শ্রেণীর লোক প্রবল বায়ুর ন্যায়, কেহ ঘোটক বা উষ্ট্রের গতিতে, কেহ ধীর গতিতে উহা অতিক্রম করিবে; কেহ মহাকষ্ট সহকারে উহা অতিক্রম করিবে। কাহারও কতক শরীর দগ্ধীভূত হইতে থাকিবে। যাহার নেকীর পরিমাণ যত বেশী, সে ব্যক্তি তত অধিক সহজে ও দ্রুত গতিতে উহা অতিক্রম করিবে। উহার দুইপার্শ্বে আকর্ষণী রাশি থাকিবে, ফাসেক পাপিদ্দিগকে তদ্দ্বারা দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। প্রথমেই হজরত নবি করিম (ছাঃ) ও তাঁহার সৎ উম্মত দল উহা অতিক্রম করিয়া, যাইবেন। পয়গম্বরেরা ও ফেরেশ্তারা সৎ বান্দাদিগের জন্য "ছাল্লেম" "ছাল্লেম" বলিতে থাকিবেন। উহার দুইপার্শ্বে গচ্ছিত ও আত্মীয়তা উপস্থিত হইয়া বলিবে, যে কেহ গচ্ছিত নষ্ট আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছে, সে যেন উহা অতিক্রম করিতে না পারে। কোরবানীর জীব বোরাক হইয়া সৎ লোকদিগকে পার করিয়া দিবে উহার নিম্নদেশ হইতে অগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকিবে, নামাজ, রোজা, দান উক্ত লোককে উক্ত অগ্নি হইতে রক্ষা করিবে সৎ লোকেরা পোলছেরাত অতিক্রম করা কালে দুই দুইটি জ্যোতিঃ (মশাল) পাইবেন, কিন্তু মোনাফেক (কপট) দল আলোক না পাইয়া বলিবে, হে ইমানদারগণ, তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমরা তোমাদের আলোক হইতে আলোক জ্বালাইয়া লইব, তাঁহারা বলিবেন, তোমরা পশ্চাদ্দিক হইতে জ্যোতিঃ সংগ্রহ করিয়া লও। ইহারা পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইয়া গাঢ়তম অন্ধকারে পতিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে এবং দেখিতে পাইবে উভয় দলের মধ্যস্থলে

একটি প্রাচীর স্থাপিত হইয়াছে। তখন ইহারা বলিতে থাকিবে, আমরা কি তোমাদের সহচর ছিলাম না, অদ্য কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ? তাঁহারা বলিবেন, হ্যাঁ সহচর ছিলে, কিন্তু অন্তরে সন্দেহ স্থা ন দিয়াছিলে এবং শরিয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলে না, এইজন্য অদ্য তোমরা বিপন্ন হইয়াছ। এমতাবস্থায় দোজখের অগ্নি তাহাদিগকে ধরিয়া নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিবে।

হজরত নবি (ছাঃ) বেহেশতবাসী হওয়ার পরে কয়েকবার খোদার অনুমতি লইয়া গোনাগার উম্মতকে শাফায়াত করিয়া দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন।— বদুরোছ-ছাফেরা, মেশকাত।

এই পর্য্যন্ত বিচারের দিবস বলা হইয়াছে।

এই সুরায় আল্লাহ্‌তায়ালা নিজের পাঁচটি নামোল্লেখ করিয়াছেন, আল্লাহ্‌ রব, রহমান,রহিম ও মালেক। ইহাতে যেন আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, এইজন্য আমি তোমাদের উপাস্য খোদা, তোমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছি, এইজন্য আমি রব। তোমরা গোনাহ্‌ করিয়াছ, আমি উহা ব্যক্ত করিয়া দিই নাই, এইজন্য আমি রহমান। তোমরা তওবা করিয়াছ এবং আমি মার্জ্জনা করিয়াছি, এইজন্য আমি রহিম। আমি তোমাদের কার্য্যের প্রতিফল প্রদান করিব, এইজন্য আমি মালেক।

একজন অন্যের যোগ্যতার জন্য বর্ত্তমান উপকার ও ভবিষ্যৎ উপকার লাভ উদ্দেশ্যে বা প্রকোপের ভয়ে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে, এস্থলে আল্লাহ্‌তায়ালা সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হওয়ার জন্য, ইহ জগতে তাঁহার দানরাশির কৃতজ্ঞতার জন্য, পরজগতের তাঁহার মহা দান লাভের বাসনায় ও তাঁহার ভীষণ শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ ধারনায় তাঁহার প্রশংসা করা মানবের একান্ত কর্ত্তব্য।

৪) চতুর্থ আয়তে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত কাহারও এবাদত (উপাসনা) করা সিদ্ধ (জায়েজ) নহে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কাহাকেও প্রকৃত সাহার্য্যকারী ধারণা করা জায়েজ নহে।

এবাদতের অর্থ শ্রেষ্ঠতম সম্মান (তা'জিম) প্রদর্শন করা ইহা কয়েক প্রকার হইতে পারে। রসনার এবাদত আল্লাহ্‌তায়ালার জেকর করা, কোরআন পাঠ করা, দরুদ পাঠ

করা, তছবিহ্ ও কলেমা পাঠ করা দোওয়া করা অজিফা পাঠ করা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত উহা দ্বারা অন্যের মানস, না করা। চক্ষুর এবাদত কা'বা শরিফ ও মছজিদের দিকে দৃষ্টিপাত করা, কোরআন দেখিয়া পাঠ করা, হাদিস, তফসির ও ফেকহের কেতাবগুলি দর্শন করিয়া পাঠ করা, নবি ও অলিগণের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা, শহীদ ও সৎলোকদিগের কবরের দর্শন লাভ করা, আসমান, চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাশি, সমুদ্র বৃক্ষ ও নৌকা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আল্লাহ্তায়ালার মহাশক্তি, হেকমত ও অহদানিয়তের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। কর্ণের এবাদত কোরআন শরিফ, ওয়াজ ও জেকের শ্রবণ করা, সঙ্গীত, বাদ্য ও অপর যুবতী স্ত্রী লোকদিগের শব্দ শ্রবণ হইতে বিরত থাকা।

হস্তের এবাদত কোরআন, হাদিস ও আল্লাহ্তায়ালার নাম লিখন, কোন প্রার্থীর পত্র লিখিয়া দেওয়া, কাহারও বিনাসুদের দলীল লিখিয়া দেওয়া, কাহাকেও কোন দোয়া লিখিয়া দেওয়া এবং দরিদ্রদিগকে দান করা।

মস্তকের এবাদত খোদার জন্য রুকু ও ছেজদাতে উহা অবনত করা ও তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য অবনত করিয়া রুকু ছেজদা না করা।

পদদ্বয়ের এবাদত মছজিদে যাওয়া, হজ্জ ও অলি বোজর্গগণের গোর জিয়ারতের জন্য যাওয়া, জেহাদে যাওয়া, ওয়াজ শ্রবণ ও এলম শিক্ষা করিতে গমন করা, ও নিরুপায় লোকদিগের সাহায্য করিতে যাওয়া। অন্তরের এবাদত আল্লাহ্তায়ালার নিদর্শনাবলীতে, কোর-আন শরিফের মর্ম্ম ও শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে গাঢ় চিন্তা করা।

নফছের এবাদত নামাজ, রোজা ওজু, গোছল ইত্যাদি কার্য্য গুলির কষ্ট সহ্য করা, হারাম কার্যগুলি হইতে বিরত থাকা, সন্তান বিয়োগে উচ্চ শব্দে ক্রন্দন না করা, কোন অযথা কথা না বলা, বক্ষে চপেটাঘাত না করা ও চাদর পিরহান ছিন্ন না করা।

কল্বের (হৃৎপিণ্ডের এবাদাত আল্লাহ্তায়ালার বন্ধুদিগকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা, তাঁহার শত্রুদিগের সহিত শত্রুতা করা, তাঁহার অনুগ্রহের (রহমতের) আশা রাখা ও তাঁহার শাস্তির ভয় করা।

রুহের (আত্মার) এবাদত মোকাশাফা ও মোশাহাদার জ্যোতিঃ দর্শন করা।

ছের্রের (তৃতীয় লতিফার) এবাদত আল্লাহ্‌তায়ালার মা'রেফাতে নিমগ্ন থাকা।

অর্থের এবাদাত জাকাৎ, ফেৎরা, কোরবাণি ও খয়রাত করা।

উপরোক্ত আয়তের এই অংশের মর্ম্ম এই যে, হে, আল্লাহ্ আমরা দেহ, প্রাণ, অন্তর, ও অর্থকে তোমার সন্তোষের পথে নিবিষ্ট করিতেছি — তঃ আজিজি।

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা এরূপভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদাত কর যেন তোমরা তাঁহাকে দেখিতেছ আর যদি তোমরা দেখিতে না পাও তবে ধারণা কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন।

এবাদতের মধ্যে নামাজ শ্রেষ্ঠতম এবাদত, যেহেতু ইহাতে অন্তর আল্লাহ্‌তায়ালার খেয়ানে, রসনা তাঁহার জেকরে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি তাঁহার সেবায় নিবিষ্ট থাকে। একটি সর্প ছাত হইতে পতিত হইয়াছিল, ইহাতে লোকেরা পলায়ন করিয়াছিল, কিন্তু এমাম আবুহানিফা (রহঃ) নামাজে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি এই ব্যাপারের কিছুই জানিতে পারেন নাই।

হজরত ওরওয়া বেনে জোবাএরের কোন অঙ্গে সংক্রামক জখম হইয়াছিল, লোকে উক্ত অঙ্গটী কাটিয়া ফেলা আবশ্যক বুঝিলেন। তিনি নামাজ আরম্ভ করিলে, তাহারা উক্ত অঙ্গ কাটিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতে পারিলেন না। হজরত নবি (ছাঃ) যখন নামাজ পড়িতেন, তখন লোকে তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে উত্তপ্ত দেগের ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইতেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক হজরত ইউছফ (আঃ) এর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া নিজেদের হস্তগুলি কাটিয়া ফেলিয়াছিল, আর যাহার অন্তরে খোদাতায়ালার মহিমা (আজমত) প্রবল হয়, সে ব্যক্তি এই দুন্‌ইয়া ভুলিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ কি আছে? তঃ কঃ।

ক) এস্থলে 'আমি এবাদত করিতেছি' না বলিয়া 'আমরা' এবাদত করিতেছি' বলা হইয়াছে, ইহার কয়েকটি কারণ আছে — ১) ইহাতে জামায়েতে নামাজ পাঠ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হজরত বলিয়াছেন, একা নামাজ পাঠ অপেক্ষা জামায়েতের

নামাজে ২৭ বা ৫০০ গুণ বেশী লাভ হয়। ২) নামাজি যেন বলিতেছে, যদিও প্রকাশ্যভাবে আমি একা এবাদত করিতেছি তথাচ ফেরেশ্‌তাগণ আমার সঙ্গে এবাদত করিতেছেন। ৩) বান্দা যেন বলিতেছে, হে খোদা, আমার এবাদত অসম্পূর্ণ আমি উহা এবাদত বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইতে পারি না। সেই জন্য সমস্ত ফেরেশ্‌তা নবী এবং ওলীর এবাদতের সঙ্গে যোগ করিয়া নিজের এবাদতের উল্লেখ করিতেছি। যদি কেহ কাহারও নিকট হইতে দশটি গোলাম ক্রয় করে, তবে হয় সমস্তকে গ্রহণ করিবে, না হয় সমস্তকে ত্যাগ করিবে, কতককে গ্রহণ করা ও কতককে ত্যাগ করা সিদ্ধ হইতে পারে না। এস্থলে বান্দা যখন নিজের এবাদতকে ফেরেশ্‌তা, পয়গম্বর এবং অলিগণের এবাদতের সহিত যোগ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে পেশ করিয়াছে, তখন আল্লাহ্‌তায়ালা যে কতককে মঞ্জুর ও কতককে না মঞ্জুর করিবেন, ইহা আশা করা যায় না। যেন বান্দা বলিতেছে, ইয়া আল্লাহ্ আমার এবাদত অনুপযুক্ত হইলেও আমি পীর বোজর্গগণের এবাদতের অছিলায় মঞ্জুর হওয়ার আশা করি। তঃ কবির, আজিজি ও বয়জবি।

খ) এই আয়তের অবশিষ্টাংশে সমস্ত কার্য্যে বা এবাদত কার্য্যে কেবল খোদাতায়ালার নিকট সাহায্য চাওয়ার হুকুম করা হইতেছে। হজরত আইউব (আঃ) পীড়িত হইলে, শয়তান নিজের শিষ্যদিগকে বলিতে লাগিল, ইনি কিছুতেই আমার চক্রজালে আবদ্ধ হইলেন না, এখন কি করা কর্ত্তব্য? তাহারা বলিতে লাগিল, তুমি যে ভাবে আদমের উপর চক্রের জাল বিস্তার করিয়াছিলে, সেই ভাবে ইহার উপর চক্রের জাল বিস্তার কর। যে পথ দিয়া হজরত আইউব (আঃ) এর স্ত্রী গমন করিতেছিলেন, শয়তান চিকিৎসকের রূপ ধরিয়া ঔষধের বাক্স সহ ঠিক সেই পথে বসিয়া থাকিল। হজরত রহিমা বিবি তাহাকে চিকিৎসক ধারণা করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৃদ্ধ, আমার স্বামী পীড়িত হইয়াছেন, তুমি কি ইহার ঔষধ জান? শয়তান বলিল, আমার নিকট একটি পরীক্ষিত ঔষধ আছে, কিন্তু উহার শর্ত্ত এই যে, পীড়িত ব্যক্তি উহা সেবন করিয়া বলিবে যে, হে ঔষধ, তুমিই আমাকে নিরাময় করিয়াছ। হজরত রহিমা (আঃ) হজরত আইউব (আঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই ঘটনা উল্লেখ করিলেন। তখন তিনি বলিলেন, ঐ ব্যক্তি শয়তান, সে ইচ্ছা করে যে, আমি খোদা ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাহিয়া তাঁহার দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়া যাই। তুমি কেন তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছিলে,

খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি সুস্থ হইলে, তোমাকে শত কশাঘাত করিব। তঃ মায়ালেম।

যে সময় নমরূদ হজরত এবরাহিম (আঃ) এর হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় বন্ধন করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই সময় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ রোদন করিয়া বলিলেন, হে খোদা জগতে তোমার খলিল (বন্ধু) এবরাহিম ব্যতীত তোমার এবাদতকারী আর কেহ নাই, সেই খলিল শত্রু কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, আমাদিগকে তাঁহার সাহায্যের অনুমতি প্রদান করুন, তদুত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, এবরাহিম আমার একমাত্র খলিল, তাঁহা ব্যতীত আমার অন্য কেহ খলিল (বন্ধু) নাই, আমি তাঁহার একমাত্র মা'বুদ (উপাস্য আল্লাহ্)। যদি তিনি তোমাদের কাহারও নিকট উদ্ধার প্রার্থনা করেন, অথবা মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আবদার করেন,তবে তোমরা তাঁহার সহায়তা কর। আমি ইহার অনুমতি প্রদান করিলাম। আর যদি তিনি আমা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট সাহায্য না চাহেন, তবে আমিই তাঁহার সহয়তাকারী রক্ষক। তোমরা তাঁহাকে আমার উপর ন্যস্ত কর। তখন পানি ও বায়ু পরিচালক ফেরেশতাদ্বয় বলিলেন, হে খলিল, আমরা ইচ্ছা করিলে, অগ্নিকে নিৰ্ব্বাপিত বা স্থানান্তরিত করিয়া দিতে পারি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা একমাত্র কর্ত্তা, তাঁহার উপর আত্ম নির্ভর করিতেছি, আপনাদের নিকট আমি উদ্ধার প্রার্থনা করি না। হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, এবরাহিম, তোমার কিছু মনবাসনা আছে কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আপনার নিকট উদ্ধারের প্রার্থনা করিব না। ইহাতে তিনি বলিলেন, তবে আপনার প্রতি পালককে ডাকুন। হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, খোদা আমার অবস্থা জানিতেছেন; কাজেই যাচ্ঞা করার কি আবশ্যক? সেই সময় খোদা অগ্নিকে নিৰ্ব্বাপিত হওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন। তঃ খাজেন।

গ) এই আয়তে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করার কথা উল্লেখ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহার কয়েকটি কারণ আছে— মনুষ্য কোন কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, পীড়াগস্থ হইলে বা কোন আকস্মিক বাধা প্রাপ্ত হইলে, আর উহা শেষ করিতে পারে না, এই জন্য বলা হইতেছে,

হে খোদা, আমরা তোমার এবাদত আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু যেন উপরোক্ত প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হইয়া উহা সমাপ্ত করা হইতে বঞ্চিত না হই, এই জন্য তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

দ্বিতীয়—মনুষ্য এবাদতে নিমগ্ন হয়, কিন্তু তাহার অন্তর উক্ত কার্য্যের প্রতি নিবিষ্ট থাকে না, এই জন্য উক্ত কার্য্যের সম্পূর্ণ ফল (ছওয়াব) লাভে সমর্থ হয় না, এই কারণে বলা হইতেছে, হে খোদা, আমি তোমার এবাদতে সংলিপ্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার অন্তর ইতস্ততঃ বিচলিত হইতেছে, তজ্জন্য মনের স্থিরতা সাধন করে তোমার নিকট সাহায্য চাহিতেছি।

তৃতীয় — এবাদতকারী (তাপস) অনেক সময় এবাদতের গরিমা করিয়া থাকে, কিন্তু নফছ খোদাতায়ালার এবাদতে নিবিষ্ট হওয়া তাঁহার সাহায্যেই হইয়া থাকে, কাজেই গরিমা করার কোন কারণ নাই, এই জন্য বলা হইতেছে যে, খোদা, এই এবাদত কার্য্যে তোমার সাহায্যের দরকার, ইহাতে এবাদতকারীর অন্তরে গরিমা স্থান পাইতে পারিবে না।

ঘ) উপরোক্ত আয়তে খোদাতায়ালার একত্ব (অহ্‌দানিয়ত) সপ্রমাণ হইতেছে। যাহারা প্রস্তর ও মৃত্তিকাজাত প্রতিমার, গো-বৎস বা গোজাতির, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশির ফেরেশ্‌তা, হজরত ওজাএর ও হজরত ইছা (আঃ) এর জ্বেন দৈত্য জাতির কিম্বা আহরেমানের (শয়তানের) উপাসনা করে বা তাহাদিগকে উদ্ধার কর্ত্তা বিধাতা, সৃষ্টিকর্ত্তা, পালন কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের মত সমূহের অসারতা প্রকাশিত হইতেছে। এইরূপ যাহারা পীর বোজর্গগণকে সর্ব্বজ্ঞ ও উদ্ধারকর্ত্তা ধারণা করে, তাহাদের এই শেরকমূলক মতের ঘোর প্রতিবাদ উক্ত আয়তে প্রকাশিত হইতেছে।

উপরোক্ত আয়তে আরও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও জন্য রুকু ছেজদা করা জায়েজ নহে, এমাম হোছাএনের নামে আ'শুরার রোজা রাখা কা'বা শরিফের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করার ন্যায় কোন কবর বা গৃহের তওয়াফ করা, কাহারও নামে কোন জন্তু মানসা মানা ও ভোগ দেওয়া একেবারে হারাম। এইরূপ অন্য কাহাকেও মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারী ও বিপদ উদ্ধারকারী বলিয়া বিশ্বাস করা হারাম।

ঙ) উপরোক্ত আয়তে জবরিয়া ও কদরিয়া নামক দুইটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের কুমত খণ্ডন করা হইতেছে। জবরিয়া দল বিশ্বাস করে যে, মনুষ্য প্রস্তর ও কাষ্ঠের ন্যায় অক্ষম। কদরিয়া দল ধারণা করে যে মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে সম্পূণ সক্ষম। তৃতীয় সত্যপরায়ণ সুন্নত জামায়াত শ্রেণী, ইহারা বলিয়া থাকেন, আমারা এবাদত করি, কিন্তু উহা শেষ করিতে খোদার নিকট প্রার্থনা করি। 'আমরা খোদার এবাদত করিতেছি' ইহাতে জবরিয়া দলের মত খণ্ডন হইয়া গেল, আর ''আমরা তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিতেছি'', ইহাতে কদরিয়া দলের মত খণ্ডন হইয়া গেল।

হজরত আলি (রাঃ) কে একটী লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মনুষ্য সক্ষম কি অক্ষম ? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ''মনুষ্য একখানি পা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু একেবারে দুইখানি পা তুলিয়া শূন্য পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না, তাহা হইলে সে কিয়দংশ সক্ষম হইলেও সম্পূর্ণ সক্ষম বা অক্ষম নহে''।

এইরূপ মনুষ্যের সদসৎ কার্য্য করিতে নিজের প্রদত্ত শক্তি পরিচালন করার স্বাধীনতা আছে, ইহাকে আরবিতে 'কছব' বলা হয়। আর মনুষ্য কোন কার্য্য করিতে গেলে, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিচালিত করা ও যাবতীয় বাধা বিঘ্ন দূর করা আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্তাধীনে আছে, ইহাকে 'খলক' (সৃষ্টি) নামে অভিহিত করা হয়।

চ) এস্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, মুসলমানেরা একে অন্যের নিকট পানি চাহিয়া থাকেন, চিকিৎসকের নিকট ঔষধের জন্য গমন করিয়া থাকেন এবং বাদশাহ ও আমিরের নিকট কিছু চাহিয়া থাকেন, ইহা নিষিদ্ধ হইবে কি ?

উত্তরে ঃ—

সাহায্য প্রার্থনা করা দুই প্রকারে হইয়া থাকে। প্রথম এই যে, সাহায্যকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালার সাহায্যের অবলম্বন স্বরূপ বুঝিয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রকৃত সাহায্যকারী ধারণা করে। চিকিৎসক ও তাহার ঔষধকে অবলম্বন স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌তায়ালাকে প্রকৃত আরোগ্য দানকারী ধারণা করে, ইহাতে কোন দোষ নাই। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, সাহায্যকারীকে প্রকৃত সাহায্যকারী জানে, চিকিৎসক ও ঔষধকে প্রকৃত আরোগ্য প্রদাতা ধারণা করে, ইহাই নিষিদ্ধ ও হারাম। — আজিজি।

৫) আরবি اهد 'ইহদে' শব্দ هداية হেদাএত' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই হেদাএতের দুই প্রকার অর্থ আছে;— প্রথম পথ প্রদর্শন করা, দ্বিতীয় গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া। খোদার হেদাএত কয়েক প্রকারে হইতে পারে; — প্রথম আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে কোন কথা অন্তরে এল্হাম (নিক্ষিপ্ত) হওয়া, যেরূপ শিশুর দুগ্ধ পান করা ও রোদন করিয়া নিজের বেদনার অবস্থা প্রকাশ করা, বৃক্ষের জমির পানি চোষণ করিয়া বর্দ্ধিত হওয়া, ফল পুষ্প প্রকাশ করা ও শাখাগুলির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়া।

কোর-আন শরিফে এই অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে —

"তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

দ্বিতীয় বাহ্যইন্দ্রিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় এবং বিবেক প্রদান করিয়া হিত সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া।

তৃতীয় সত্য, বাতীল হিত অহিত এবং কল্যাণ অশান্তি প্রভেদ করিতে প্রমাণ সমূহ পেশ করা।

চতুর্থ কেতাব (ধর্ম্মগ্রন্থ) ও রাছুলগণকে প্রেরণ করা?

পঞ্চম মনুষ্যের অন্তরের কালিমাময় আবরণগুলি দূরীভূত করিয়া আত্মিক জগতের (রুহানি আলমের) জ্যোতিঃ প্রদর্শন করা এবং এলহাম এ অহি দ্বারা কিম্বা স্বপ্নযোগে প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ(হকিকত) প্রকাশ করা, ইহা হেদাএতের শেষ সীমা, ইহা নবী এবং ওলিগণের বিশিষ্ট বিষয়। তফছির বয়জবি।

আরবি صراط 'ছেরাত' শব্দের অর্থ পথ مستقيم 'মোস্তাকিম' শব্দের অর্থ সরল (সোজা), এই সরল পথের মর্ম্ম কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এবনে কছির ও এবনে জরির উহার মর্ম্ম কোরআন বা ইসলাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, এবনে কছির উহার তৃতীয় মর্ম্ম সত্য পথ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম রাজি বলেন, ইহার পরবর্ত্তী আয়তের জন্য এই প্রথম ও দ্বিতীয় মর্ম্মটি বাতীল বলিয়া বোধ হয়।

এস্থলে প্রশ্ন এই হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার এবাদতে নিমগ্ন হয় সে ব্যক্তি

ইসলামবলম্বী বা সত্যপথগামী হইয়া থাকে, এক্ষেত্রে "খোদা আমাদিগকে সত্যপথ দেখাও, এইরূপ প্রার্থনা করা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলা যাইবে যে, এই আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে, হে খোদা আমাদিগকে সত্যপথে স্থির প্রতিজ্ঞ রাখ, কিম্বা সত্যপথে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকিতে বিবেক বুদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া দাও, কোরআন ও দলীল সমূহের মর্ম্ম বুঝিতে সমধিক ক্ষমতা প্রদান কর। আর যদি কোন অলিউল্লাহ উহা পাঠ করেন, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, হে খোদা, তুমি আমাদিগকে মোকাশাফা, মোশাহাদা, ফানা ও বাকার পদ প্রদান কর। — এবনে জরির, এবনে কছির, কবির ও শেখ জাদা।

৬) আরবি انعمت 'আনয়ামতা' انعام 'ইনয়াম' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'ইনয়াম' শব্দের অর্থ তুষ্টিকর বস্তু (নেয়ামত) প্রদান করা। আল্লাহ্‌তায়ালার এই দান অসংখ্য, সাধারণতঃ উহা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, পার্থিব (দুনইয়াবি) ও পারলৌকিক (ওখরাবি), পার্থিব নেয়ামত যেরূপ আত্মা, বুদ্ধি, বাকশক্তি, শরীর উহার শক্তি, স্বাস্থ্য, অর্থ ও গৌরব ইত্যাদি।

পারলৌকিক নেয়ামত, যেরূপ — গোনাহ মার্জ্জনা হওয়া, আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষলাভ ও ফেরেশ্‌তাগণের সঙ্গে 'ঈল্লীনে' স্থানাধিকার করা। — বয়জবি।

এমাম রাজি উহা এইরূপ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, পার্থিব দান ও দীনি (ধর্ম্ম সংক্রান্ত) দান, দীনি দানের মধ্যে 'ঈমান' শ্রেষ্ঠতম, কেননা ইহা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় দান অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। পঞ্চম আয়তে বলা হইয়াছে, " হে খোদা ! তুমি আমাদিগকে সত্য পথে পরিচালিত কর," কিন্তু সত্য পথ কি তাহা এই ষষ্ঠ আয়তে প্রকাশ করা হইয়াছে, যাহাদের উপর তুমি সন্তুষ্ট হইয়াছ, যাহাদিগকে তুমি ঈল্লীনে স্থান দান করিয়াছ এবং যাহাদ্গিকে ঈমানরূপ জ্যোতিতে আলোকিত করিয়াছ, তাঁহাদের পথে আমাদ্গিকে পরিচালিত কর ও স্থির প্রতিজ্ঞ রাখ। এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, আল্লাহ্‌তায়ালা কোন কোন শ্রেণীকে এইরূপ দানরাশিতে বিভূষিত করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা নেছার নিম্নোক্ত আয়তে তাঁহাদের পরিচয় দিয়াছেন।

ومن يطع الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولئك رفيقا

"আর যাঁহারা রাছুলের আদেশ পালন করেন, তাঁহারা ঐ লোকদিগের সঙ্গে থাকিবেন যাঁহাদের উপর আল্লাহ্ অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা নবী, ছিদ্দিক, শহীদ এবং সৎলোক সকল, তাঁহারা উৎকৃষ্ট সহচর।"

ক) খোদাই শক্তি যাঁহাদের সহায়তাকারী, যাঁহাদের আত্মা (রুহ) পাকির (পবিত্রার) সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাঁহারাই নবী নামে অভিহিত। যাঁহারা মা'রেফাতে (খোদাপ্রাপ্তি জ্ঞানে) নবীগণ অপেক্ষা নিম্ন, তাঁহারাই সিদ্দিক। যাঁহারা দলীল প্রমাণ দ্বারা খোদাপ্রাপ্তি-জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারাই শহিদ। যাঁহারা অন্যের কথার প্রতি অকাট্য বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই ছালেহ শ্রেণীভুক্ত। তঃ রুঃ মাঃ।

খ) প্রথম — যাঁহারা ধর্ম্ম জ্ঞান (এল্ম) ও ধর্ম্ম কার্য্যে (আমলে) সিদ্ধ (কামেল) হইয়াছেন, এবং উম্মতকে কামেল করার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা নবী নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় — যাঁহারা একবার দলীল ও প্রমাণ সমূহে গবেষণা করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আর একবার আত্মশুদ্ধি ও এবাদতে সাধ্য সাধনা দ্বারা মা'রেফাতের (খোদাপ্রাপ্তির) উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, এমন কি অনেক (অদৃশ্য) বস্তুর অবস্থা অবগত হইয়া তৎসমস্তের গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ছিদ্দিক শ্রেণীভুক্ত।

তৃতীয় — যাঁহাদের হৃদয়ে এবাদতের আগ্রহ ও সত্য প্রকাশের চেষ্টা বলবৎ হয়, এমন কি খোদার হুকুম উন্নত করিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারাই শহীদ নামে বিখ্যাত।

চতুর্থ — যাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালনে জীবন অতিবাহিত এবং তাঁহার সন্তোষ লাভে অর্থরাশি ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই ছালেহ্ (সাধক) শ্রেণীভুক্ত।

গ) যেরূপ কেহ বাদশাহের সঙ্গ লাভ করিতে গেলে, নিম্নের দারোগা জমাদার হইতে আমির ও মন্ত্রিদিগের সঙ্গ লাভ করা নিতান্ত জরুরী, সেইরূপ নবীগণের সঙ্গ লাভ করিতে গেলে, ছালেহ্ (সাধক), শহীদ ও ছিদ্দিকগণের সঙ্গ লাভ করা আবশ্যক; কেননা পয়গম্বরগণ আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে সত্য পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ছিদ্দিকগণ তাঁহাদের নিকট হইতে, শহীদগণ তাঁহাদের নিকট হইতে এবং ছালেহ্গণ তাঁহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই হেতু ওলিউল্লাহ্ 'শ্রেণীর তরিকায় দাখিল হওয়া

মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট উৎকৃষ্ট বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে — তঃ আজিজি ৯/১০।

উপরোক্ত আয়তের মর্ম্ম এই যে, হে আল্লাহ্ ! নবী, ছিদ্দিক, শহীদ ও সাধকগণকে তুমি ইমানের আলোকে আলোকিত করিয়াছ, তাঁহাদিগকে সত্য পথে পরিচালিত করিয়াছ, আমাদিগকে তাঁহাদের পথে পরিচালিত কর, সাধক, শহীদ ও ছিদ্দিক দলের অন্তর্ভুক্ত কর।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা এই আয়তে ছিদ্দিকগণের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

হজরত আবুবকর (রাঃ) যে ছিদ্দিকগণের শিরোভূষণ ছিলেন, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই। ইহাতেই হজরত আবুবকর (রাঃ) -র এমাম ও খলিফা হওয়া সপ্রমাণ হইল। তঃ কবির, ১/১৪১।

প্রশ্ন; — উপরোক্ত আয়তে পয়গম্বরগণের পথের অনুসরণ করা ফরজ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের পথ (দীন) ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এইরূপ ছিদ্দিক, শহীদ ও সৎলোকদিগের পথের অনুসুরণ করা ফরজ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের পথও (তরিকাও) ভিন্ন ভিন্ন ছিল, অথচ ইহার পূর্ব্বে আয়তে সে সত্য পথের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এক; কাজেই সমস্ত পয়গম্বর বা উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পথ কিরূপে এক হইবে।

ইহার উত্তরে মোহাদ্দেছ দেহলবী মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব বলিয়াছেন, শরীয়তের মূল আকায়েদে সমস্ত পয়গম্বর এক মতাবলম্বী ছিলেন, যদিও তাঁহারা লোকদিগের যোগ্যতা ও সময়ের উপযোগিতা অনুসারে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা মূল বিষয়গুলিতে অভিন্ন ও এক মতাবলম্বী ছিলেন। এইরূপ ছিদ্দিক, শহীদ ও অলিউল্লাহ্গণের তরিকাগুলি প্রকাশ্য ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অনুমতি হইলেও তাঁহাদের মূল এক, তাঁহারা সকলেই এক পথাবলম্বী। তঃ আজিজি, ৪৪। লেখক বলেন, উপরোক্ত আয়তেই বুঝা যায় যে, চারি এমামের মজহাব এক সত্যপথ।

৭। উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, সমস্ত পয়গম্বরের পথ, সমস্ত ওলি, ছিদ্দিক ও শহীদের পথ সত্য, আর য়িহুদী ও খ্রীষ্টান দল আপনাদিগকে হজরত মুছা ও ইছা (আঃ) এর মতাধারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন, কিন্তু য়িহুদী ও খৃষ্টান দল প্রকৃতপক্ষে উভয়

পয়গম্বরের পথ ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপ শিয়া রাফিজিরা নিজেদিগকে আহলে-বয়েতভুক্ত (হজরত নবী ছাল্লাল্লাহো-আলায়হে অছাল্লামের বংশ সম্ভূত) এমামগণের অনুসরণকারী বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন এবং এইরূপ মাদারিয়া, জালালিয়া, নাস্তিক ও কাফের ফকিরেরা নিজেদিগকে ছাহারওয়ারদী, কাদেরীয়া ও চিস্তিয়া ফকির বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, অথচ এই শিয়ারা ও শরীয়ত হীন ফকিরেরা উপরোক্ত এমাম ও পীরগণের অনুসরণকারী নহেন, এইরূপ দাবীকারিগণের দাবী খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তায়ালা এই আয়তে বলিতেছেন, উল্লিখিত অনুগ্রহ ও দান প্রাপ্ত লোকেরা, কোপগস্ত ও ভ্রান্ত নহেন। ইহাতে যাবতীয় বাতীল মতাবলম্বীগণের পথের অনুসরণ করা হারাম (নিষিদ্ধ) সপ্রমাণ হইয়া গেল। তঃ আজিজি, ১/১২।

এস্থলে ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, কোপগ্রস্ত ও ভ্রান্ত কাহারা হইবে। এবনে-জরিরের ১/৬১—৬৩ পৃষ্ঠায় ও দর্রোল-মনছুরের ১/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, হাদিছ শরিফে য়িহুদীদিগকে কোপগস্ত সম্প্রদায় ও খ্রীষ্টানদিগকে ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলা হইয়াছে।

একদল তফছির কারক বলিয়াছেন, কোরআন মজিদে এইস্থলে কোপগ্রস্ত ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় কাহারা হইবেন, তাহাদের বিশিষ্ট কোন লক্ষণের কথা উল্লিখিত হয় নাই, হজরত নবী (ছাঃ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ কেবল য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায় না জগতের অন্যান্য কোপগস্ত ও ভ্রান্ত দল এই আয়তের অন্তর্ভূক্ত নহে।

তফছিরে কবিরের ১/১৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, কোপগ্রস্ত শব্দে কদাচারী (ফাছেক) অর্থ এবং ভ্রান্ত শব্দে বাতীল মতাবলম্বী অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কোপগ্রস্ত শব্দে কাফের ও ভ্রান্ত শব্দে মোনাফেক (কপট) অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তফছিরে বয়জবির ১/৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, গোনাহ্গার (পাপী) দলকে কোপগ্রস্ত ও যাহারা আল্লাহ্তায়ালার অস্থিত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তহাদিগকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে। তফছিরে আজিজির ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতায় (কাফেরিতে) হঠকারিতা প্রকাশ করে এবং জানিয়া শুনিয়া আল্লাহ্তায়ালার হুকুমগুলি অমান্য করে কিম্বা ভেদ করিয়া গোনাহ্ অনুষ্ঠান করে, যেরূপ য়িহুদী দল, তাহাদিগকে কোপগ্রস্ত বলা

হইয়াছে। যাহারা পূর্ব্ব পুরুষগণের অনুসরণ করার জন্য বা বুদ্ধির ত্রুটিতে কাফেরিতে পতিত হয়, যেরূপ খ্রীষ্টানগণ, কিম্বা খোদার মার্জ্জনা ও দয়ার প্রতি ভরসা করিয়া অসংকার্য্য করে তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে।

হাক্কানির ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, উপরোক্ত শব্দদ্বয়ে যাবতীয় কাফের, মোশরেক ও বেদয়াত ও বাতীল মতাবলম্বী দলের রীতি নীতি ও মতের পরিত্যাজ্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তফসিরে রুহল-মায়ানির ১/৮১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, مغضوب 'মাগদুব' শব্দ আরবি غضب শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'গজব' শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। মেশকাতের টীকায় লিখিত হইয়াছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাফ্‌ছের (রিপুর) উত্তেজনাকে 'গজব' বলা হয়। মাকাছেদের টীকায় লিখিত আছে যে, রিপুর যে ভাবটীতে হৃৎপিণ্ডের রক্ত উথলিয়া উঠে এবং জীবাত্মা কোন অসহ্য কার্য্যের প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে নিজের ক্রিয়া শরীরের বাহ্য অংশে প্রকাশ করে, তাহাকেই 'গজব' বলা হয়।

হাদিছ শরিফে আছে, " তোমরা ক্রোধ হইতে বিরত থাক, কেননা উহা একটি অগ্নিশিখা , যাহা মানুষের অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া থাকে। তোমরা কি ক্রোধকারীর শিরা স্ফীত হওয়ার ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত কর না?' "এইরূপ অর্থে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর 'গজব' শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইহা একটি মানবীয় ভাব, আল্লাহ্‌তায়ালার এইরূপ ভাব হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মল। এই আয়তে আল্লাহ্‌তায়ালার যে 'গজব' (কোপ) করার কথা আছে, উহার অর্থ কি হইবে? কাশ্যাফে আছে, যেস্থলে আল্লাহতয়ালার 'গজব' (কোপ) করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও শাস্তি প্রদান করা হইবে।

মির্জ্জা বশিরদ্দিন কাদিয়ানি ইংরাজি অনুদিত কোরআনের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -

"সুরা ফাতেহার সপ্তম আয়তে একজন মছিহ্‌র আগমন বার্ত্তা উল্লিখিত হইয়াছে, মুসলমানেরা তাঁহাকে অস্বীকার করিলে, য়িহুদী বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত মছিহ্ ইতিপূর্ব্বে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার নাম মির্জ্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি।"

মির্জ্জা বশিরদ্দিন সাহেব এস্থলে একটি অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া কোর-আন শরিফের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। কোন প্রাচীন তফছিরে এইরূপ অমূলক মত লিখিত হয় নাই, এমন কি তাঁহার দলভুক্ত মিষ্টার মোহাম্মদ আলী ও ডাক্তার আবদুল হাকিম সাহেব দ্বয় তাঁহার এই বাতীল মতের সমর্থন করেন নাই।

নামাজে এই সুরা পাঠের নিয়ম।

হজরত বলিয়াছেন, " যে ব্যক্তি এরূপ নামাজ পড়িল যে, উহাতে সুরা ফাতেহা পড়িল না, সেই নামাজ অসম্পূর্ণ (নাকেছ)" । উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, নামাজে উক্ত সুরা পাঠ করা ওয়াজেব।

এমাম আবু হানিফা, মালেক, আহমদ, ছফ্ইয়ান, জুহরী, এবরাহিম, কাছেম, আবু ইউছুফ, এবনোল-মোবারক, আবু ইউছফ ও মোহাম্মদ প্রভৃতি বড় বড় এমাম ও মোহদ্দেছ বলিয়াছেন, মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে সুরা ফাতেহা না পড়িয়া চুপ করিয়া থাকিবে। তাঁহাদের দলীল এই ; —

১) কোর-আন সুরা আ'রাফ ;—

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ☆

" এবং যে সময় কোর-আন পাঠ করা হয়, তোমরা মনোনিবেশ পূর্ব্বক উহা শ্রবণ কর এবং চুপ করিয়া থাক, বিশেষ সম্ভব তোমাদের উপর অনুগ্রহ (রহমত) করা হইবে"।

২) সহিহ্ মোসলেমে আছে ;—

وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا

" এবং এমাম যে সময় কোর-আন পড়েন, তোমরা চুপ করিয়া থাক।"

এই মসলার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত 'নাছরোল-মোজতাহেদিন' প্রথম খন্ডের ৩২ — ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

আমিন পড়ার মস্‌লা

'আমিন শব্দের অর্থ কবুল কর। সহিহ্‌ বোখারিতে উল্লিখিত হইয়াছে, আ'তা বলিয়াছেন, ইহা একটি দোয়া। ইহা কোর-আন শরিফের অংশ নহে।

সুরা ফাতেহা শেষ করিয়া আমিন পড়া সুন্নত। হজরত বলিয়াছেন;— "এমাম যে সময় সুরা ফাতেহা শেষ করেন, তোমরা 'আমিন' পড়, কেননা যাহার 'আমিন' পাঠ ফেরেশ্‌তাগণের 'আমিন'পাঠের সহিত ঐক্য হয়, তাহার পূর্ব্বের গোনাহ্‌ মার্জ্জনা হইয়া যাইবে"।

এমাম মালেক, আবু হানিফা প্রভৃতি এমামগণ বলিয়াছেন, উক্ত আমিন চুপে চুপে পড়িতে হইবে। তাঁহাদের প্রবল দলীল কোর-আন শরিফের নিম্নোক্ত আয়ত;—

اُدْعُوْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً

" তোমরা কাতরভাবে এবং চুপে চুপে তোমাদের প্রতিপালকে নিকট দোয়া কর"। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত মস্‌লা খন্ড প্রথম ভাগে লিখিত হইয়াছে।

টিপ্পনী

ক) সেল সাহেব দ্বিতীয় আয়তের অসম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়াছেন, ও রহিম রহমান এই দুই শব্দের দুইটি অর্থ লেখা উচিত ছিল, তিনি তাহা না করিয়া কেবল (**most merciful**) 'বড় দয়াশীল' বলিয়া অনুবাদ করিয়াাছেন, ইহা একটি শব্দের অনুবাদ ধরিয়া লইলেও দ্বিতীয় শব্দের অনুবাদ কোথায়? এই রূপ তিনি 'বিছ্‌মিল্লাহ্‌ের রহমানের রহিম' এর ' রহমান' ও 'রহিম' এই দুইটি শব্দের মধ্যে একটি শব্দের অনুবাদ করিয়াছেন।

সেল সাহেব ও রড্‌ওয়েল সাহেব তৃতীয় আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,— "বিচার দিবসের রাজা"। পামার সাহেব উহার অর্থ 'বিচার দিবসের শাসনকর্ত্তা লিখিয়াছেন।

আরবি مالك 'মালেক' শব্দের অর্থ রাজা নহে, বরং অধিপতি, কর্ত্তা ও প্রভু উহার প্রকৃত অনুবাদ। মিষ্টার মোহাম্মদ আলি, মির্জ্জা বশিরদ্দিন, ডাক্তার আবদুল হাকিম, গোল্ড সেক প্রভৃতি সাহেবগণ এবং বাবু গিরিশচন্দ্র সেন উহার অনুবাদ 'বিচার দিবসের অধিপতি বলিয়া ঠিক অনুবাদ করিয়াছেন।

সেল সাহেব, পামার সাহেব, বাবু গিরিশচন্দ্র সেন, ডাক্তার আবদুল হাকিম সাহেব, গোল্ড সেক সাহেব, মির্জ্জা বশিরদ্দিন সাহেব ও স্যার সৈয়দ আহমদ ৭ ম আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন,— "যাহাদিগের প্রতি আক্রোশ হইয়াছে এবং যাহারা পথভ্রান্ত তাহাদের পথ নয়।"

এইরূপ অনুবাদ ভ্রান্তিমূলক ইহার প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "যাহাদের প্রতি আক্রোশ করা হয় নাই এবং যাঁহারা পথ ভ্রান্ত নহেন।" তফছির এবনে জরির, কবির, বয়জবি, রুহোল-বায়ান, রুহোল-মায়ানি, শাএখজাদা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

রড্ওয়েল সাহেব উহার প্রকৃত অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাবু গিরিশচন্দ্র সেন ফুটনোটে 'রহমান' শব্দের অর্থ "প্রলয়ান্তে চরম কালে পুনর্ব্বার মানবীয় অস্তিতের প্রদাতা" বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ পরকালের অস্তিত্ব প্রদাতা নহে, বরং উহার দুইটি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে ;— প্রথম পৃথিবীতে সমস্ত লোকের কল্যাণ প্রদাতা, দ্বিতীয় পৃথিবীতে ও পরকালে কল্যাণ দাতা। তফছির রুহোল-মায়ানি, কবির ও বয়জবি ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

সেল ও রড্ সাহেবদ্বয় প্রথম আয়তের অনুবাদ লিখিয়াছেন, (**Praise be to God**) "আল্লাহ্তায়ালার জন্য প্রশংসা হউক।" এইরূপ গোল্ড সেক সাহেব ও লিখিয়াছেন।

এস্থলে দুইটি ভুল হইয়াছে, প্রথম الحمد 'আলহামদো' শব্দের 'আলেফলাম' এর অর্থ সমস্ত প্রকার, এক্ষেত্রে উহার প্রকৃত অনুবাদ, সমস্ত প্রকার প্রশংসা' হইবে। পূর্ণ আয়তের এইরূপ অর্থ হইবে, "সর্ব্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য উপযুক্ত বা বিশিষ্ট।" বা এইরূপ অনুবাদ করিলেও চলিতে পারে, 'আল্লাহ্রই সর্ব্ববিধ প্রশংসা।"

পামার সাহেব উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন,— (**Praise belongs to God**) " প্রশংসার প্রকৃত মালিক আল্লাহ্।" এই অনুবাদটি প্রায় ঠিক হইয়াছে, কেবল 'প্রশংসা' স্থলে 'সর্ব্ববিধ প্রশংসা হইবে। মিষ্টার মোহাম্মদ আলী ছাহেবের অনুবাদটি সুন্দর হইয়াছে। (**All) praise is due to Allah,)** কিন্তু **All** 'সমস্ত' শব্দটি বন্ধনীর মধ্যে হইবে না।

সেল ও পামরা সাহেবদ্বয় دين 'দীন' শব্দের অর্থ **Judment** 'বিচার' বা (দণ্ড) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রড্ওয়েল সাহেব উহার অর্থ **Reckoning** 'হিসাব' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মিষ্টার মোহাম্মদ আলী সাহেব উহার অর্থ **Re-quital** (প্রতিদান বা প্রতিফল) লিখিয়াছেন। মির্জ্জা বশিরদ্দিন সাহেব উহার অর্থ **Retribution** (পুরস্কার ও দণ্ড) লিখিয়াছেন। তফসিরে রুহোল-মায়ানির ১।৭১ পৃষ্ঠায়, আজিজির ৬ পৃষ্ঠায় ও বয়জবির ১।২৮ পৃষ্ঠায় 'দীন' শব্দের অর্থ جزاء প্রতিফল (পুরস্কার ও দণ্ড) লিখিত হইয়াছে, ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে, কোর-আন শরিফের শব্দের হিসাবে মিষ্টার মোহাম্মদ আলী ও মির্জ্জা বশিরদ্দিন সাহেবদ্বয়ের অনুবাদটি সমধিক সঙ্গত হইয়াছে।

পামার সাহেব ৪র্থ আয়তের অনুবাদ লিখিয়াছেন, " আমরা তোমার এবাদত (উপাসনা) করি এবং তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি; কিন্তু প্রকৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে, "আমরা কেবল তোমার এবাদত করি এবং কেবল তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।" রডওয়েল সাহেব ও মির্জ্জা বশিরদ্দিন সাহেব উহার ঠিক অনুবাদ করিয়াছেন।

সেল, পামার ও রডওয়েল সাহেবগণ ষষ্ঠ আয়তের অনুবাদে লিখিয়াছেন— "যাহাদের প্রতি তুমি সদয় হইয়াছ তাহাদের পথ। আর মিষ্টার মোহাম্মদ আলি ছাহেব লিখিয়াছেন;— যাহাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছ।" শব্দের হিসাবে এই অনুবাদটি সমধিক সুন্দর হইয়াছে, যেহেতু انعمت শব্দটি সকর্ম্মক ক্রিয়া আর প্রথমোক্ত সাহেবত্রয় অকর্ম্মক ক্রিয়া দ্বারা উহার অনুবাদ করিয়াছেন।

খ) গোল্ড সেক সাহেব কোর-আন শরিফের আলেফ, 'লাম মিম পারার বঙ্গ-অনুবাদের ১ পৃষ্ঠায়, সেল সাহেব কোর-আন শরিফের ইংরাজি অনুবাদের উপক্রমণিকার ৪৬ পৃষ্ঠায় ও রডওয়েল সাহেব উহার অনুবাদের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— 'বিছমিল্লাহ (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর বহু পূর্ব্বে য়িহুদী ও অগ্নিপূজকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত। কেতাবোল-আগানির ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে সে, তায়েফের উমাইয়া বেনে জল্‌ত শাম দেশের য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উক্ত বাক্য শিক্ষা করিয়া কোরেশদিগকে শিক্ষা দেন। পারশিকদিগের দসাতিরে-আসমানী গ্রন্থের উক্ত বাক্য

بنام یزدان بخشا ینده بخشا یشگر مهربان دادگر

"দানশীল, ক্ষমাকারী, মেহেরবান ও ন্যায়বান আল্লাহ্‌র নামে।" এইভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) ঐ সকল লোকের মুখে 'বিছমিল্লাহ্‌' শুনিয়া ও বাক্যটি উত্তম মনে করিয়া নিজ কোরআনে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আমাদের উত্তর

আল্লাহ্‌তায়ালা প্রথমে হজরত আদম (আঃ) কে পয়গম্বরী প্রদান করিয়া তাঁহার উপর শরিয়ত নাজিল করেন, তম্মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার অহদানিয়ত (একত্ব) ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্মের মূল বিষয় ছিল, এরূপ বিষয়গুলি অপরিবর্ত্তনীয়, আর কতকগুলি রীতি নীতি আচার পদ্ধতি ছিল, ইহা সময়ের উপযোগিতা অনুসারে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারে। তৎপরে হজরত নূহ, এবরাহিম, দাউদ, মুছা, ইছা ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) পয়গম্বররূপে আগমন করিয়াছিলেন। সমস্ত পয়গম্বর আল্লাহ্‌তায়ালর একত্ব(অহদানিয়ত), পরকালের বেহেশ্‌ত দোজখ ও হিসাব ইত্যাদি বিষয়ে একমত ছিলেন, আর কতকগুলি ক্রিয়াকলাপে তাঁহাদের মধ্যে মতানৈক্য হইলেও এই শ্রেণীর অনেক বিষয়ে তাঁহারা এক মতাবলম্বী ছিলেন। মিথ্যা কথা বলিও না, নর হত্যা করিও না, ব্যাভিচার করিও না, চুরি করিও না , লোকের উপর অত্যাচার করিও না,এইরূপ আহকামে (ব্যবস্থাগুলিতে) সমস্ত নবী একমতাবলম্বী ছিলেন। যাহাদের প্রতি নূতন শরিয়ত অবতীর্ণ (নাজিল) হইয়াছিল, তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি উপরোক্ত মত ও আহকাম আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে নাজিল হইয়াছিল, এস্থলে একথা বুঝিতে হইবে না যে, হজরত নূহ (আঃ) হজরত আদম (আঃ) এর কথা ছাটকাট করিয়া একটি মত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বা হজরত ইব্রাহিম, মুছা ও ইছা (আঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের মতগুলি ছাটকাট করিয়া নিজ নিজ মতগুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অবশ্য অগ্নি পূজক (মজুছি) জাতিগণের বাতীল মতের সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে, তাহারা প্রাচীন কোন কোন আসমানি কেতাবের মতগুলি ছাটকাট করিয়া নিজেদের রচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ

করিয়াছিলেন, কোন সত্য শরিয়তধারী রাছুলের প্রতি এইরূপ কথা প্রয়োগ করিলে, তাহার প্রতি অযথা অপবাদ করা হইবে।

হজরত ইছা (আঃ) তওরাত (পুরাতন নিয়ম) পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক কথা ও উপদেশ পুরাতন নিয়মের কথা ও উপদেশের সহিত সম্পূর্ণ মিল রাখে। প্রচলিত বাইবেলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

মথির ৫ অধ্যায় ২১/২৭/৩৩/৩৮/৪৩ পদে লিখিত আছে;—

"পূর্ব্বকালীন লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, তুমি নর হত্যা করিও না। তুমি ব্যাভিচার করিও না। তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না। চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু ও দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত। তোমার প্রতিবাসীকে প্রেম করিবে।"

পামার সাহেব কোর-আন শরিফের বঙ্গানুবাদের উপক্রমণিকার ৫৩/৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

'ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আপত্তি করা হইয়া থাকে যে, উহার ধর্ম্মমত ও আচার পদ্ধতি কোনটিই মৌলিক (আসল) নহে। নিশ্চয় কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম পুস্তক সম্পূর্ণরূপে মৌলিক নহে! যদি ধর্ম্ম পুস্তকগুলি মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী হয়, তবে তৎসমস্তের মধ্যে প্রধান প্রধান নৈতিক বিধান সমূহ ও সর্ব্বজনীন নির্ম্মল মতগুলি উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক। লেখকেরা যে ধরণের প্রত্যাদেশ (অহি) প্রাপ্ত হউন না কেন, যদি তাঁহারা যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, কিম্বা পড়িয়াছেন, তাহার কোন বিষয় তাহাদের লিখিত পুস্তক সমূহে উল্লেখ না করেন, তবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে। ইহা অতি স্পষ্ট কথা যে, নূতন ধর্ম্ম পুস্তকে (প্রচলিত ইঞ্জিলে) এরূপ অনেক কথা আছে যাহা মৌলিক নহে। জনৈক প্রতিচ্যাবিদ পণ্ডিত একবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, নূতন ধর্ম্ম পুস্তকের অনেক গল্প ইত্যাদি (য়িহুদীদিগের) তালমুদে (হাদিসে) পাওয়া যায়। আমরা ইহাও জানি যে, সেন্টপল তাঁহার অধিকাংশ মনাকর্ষক উক্তি প্রাচীন গ্রীক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি মিনাণ্ডার মামক প্রহসন লেখকের পার্থিব জ্ঞান উদ্ধৃত করিতে ঘৃণা বোধ করেন নাই। স্টেছি কোরাছ নিজ পালিনোডিয়া নামক পুস্তকে যে ঘটনা উপলক্ষে তাহার ডায়স্কবি উপাসনায় ব্রতী হওয়ার কথা উল্লেখ

করিয়াছেন, আর সেন্টাপল নূতন (খ্রীষ্ট) ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যেরূপ অন্ধ হইয়া পুনরায় আরোগ্য লাভ করেন' এই উভয় বিবরণীয় ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে আশ্চর্য্য জনক মিল দেখা যায়। যীশু খ্রীষ্টের আল্লাহ্ প্রেমের ভাবপূর্ণ প্রার্থনা এইরূপ ছিল ;— "হে আল্লাহ্, যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধ করে, আমরা যেরূপ তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি, সেইরূপ তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। হোমারের লিখিত ইলিয়াডের প্রথম পুস্তকে নেষ্টার কর্তৃক ক্রোধান্বিত একিলিকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, উপরোক্ত প্রার্থনা ও উপদেশের শব্দগুলি প্রায় সমান।

আমরা অন্য ধর্ম্মের বিচার করিতে গিয়া যে তৌল দাঁড়ির ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা বিচার করিতে গেলে, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রচারিত ধর্ম্ম খুব আশ্চর্য্যরূপে নূতন ও মৌলিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে ; কেননা তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার দেশের লোকের সম্মুখে আল্লাহ্তায়ালার একত্বের (তওহিদের) মহত্ব উপস্থিত করেন, তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা পিতা ইব্রাহিম (আঃ) এর ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তাহাদের নানারকম কুসংস্কার উহা চাপা দিয়া রাখিয়াছিল।

উপরোক্ত বিবরণে সপ্রমাণ হইতেছে যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অধিকাংশ রীতি নীতি য়িহুদীদিগের রীতি নীতির সহিত মিল রাখে, পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্ম্মে এরূপ অনেক বিষয় আছে যাহা প্রাচীন য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের অনেক মতের বিপরীত।

এক্ষেত্রে রড্ওয়েল, সেল ও গোল্ডসেক সাহেবগণ ইহা বলিবেন কি যে, হজরত ইছা (আঃ) য়িহুদীদিগের মত ছাট্কাট্ করিয়া একটি মত গঠন করিয়াছেন?

কোরআন শরিফের ২৫ সুরার ৬০ আয়তে লিখিত আছে যে ;— "যখনতাহাদিগকে (কোরেশদিগকে বলা হইত যে, তোমরা রহমানকে ছেজদা্ কর, (তখন) তাহারা বলিত রহমান কে?

আরও ষষ্ঠ হিজরীতে মুসলমানও কোরেশদিগের মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছি,ল উহার প্রথম শব্দ মুসলমান পক্ষ হইতে 'বিসমিল্লাহের-রহমানের রহিম' লিখিত হইয়াছিল, ইহাতে কোরেশ পক্ষ হইতে ছোহাএল উক্ত শব্দগুলি লিখিতে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমরা ইহা জানি না। তখন সেই সন্ধিপত্রে প্রথমে 'বিসমেকা

আল্লাহোম্মা' সর্ব্বসম্মতিক্রমে লিখিত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদি উমাইয়া বেনে জল্‌ত শামের য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া কোরেশদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকিতেন, তবে তাহারা 'রহমান' শব্দ জানিতেন না বলিয়া প্রকাশ করিলেন কেন?

সেল সাহেব উপক্রমণিকার ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, য়িহুদীরা 'প্রভুর নামে' কিম্বা 'মহান আল্লাহ্‌তায়ালার নামে' এই শব্দগুলি ব্যবহার করিতেন। আর খ্রীষ্টানেরা 'পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে' এই শব্দগুলি ব্যবহার করিতেন। ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কোরআন শরিফে যেরূপ বিসমিল্লাহ্ লিখিত আছে, উহা য়িহুদী এবং খ্রীষ্টানদিগের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই এবং উমাইয়া বেনে জল্‌তের য়িহুদীদিগের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করার দাবী বাতীল।

ইংলণ্ড ফ্রান্স ও অন্যান্যস্থানে যত নূতন নিয়ম (প্রচলিত ইঞ্জিল) মুদ্রিত হইয়াছে, উহার কোনটিতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত নাই, কেবল তাঁহাদের আরবি অনুবাদিত ইঞ্জিলে "পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে" এই শব্দগুলি লিখিত আছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এই অনুবাদক আরবি ভাষা জানিতেন, তিনি কোরআন শরিফের বিছমিল্লাহ দেখিয়া অন্য শব্দে উহা লিখিয়া দিয়াছেন। যদি আমাদের এই দাবি সত্য বলিয়া কোন খ্রীষ্টান স্বীকার না করেন, তবে তাহাদের অন্যান্য ভাষার ইঞ্জিল হইতে উক্ত বিসমিল্লাহ্ আমাদের সমক্ষে পেশ করুন।

হজরত নবী (ছাঃ) কখনও ইরাণে পদাপর্ণ করেন নাই, অগ্নি পূজকদিগের কোন মাদ্রাসায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, আরবে তাহাদের কোন পুস্তকাগার বা মাদ্রাসা ছিল না, তিনি তাহাদের মত সংক্রান্ত কিছুই জানিতেন না। তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পূর্ণ প্রচারিত হইয়া ছিল না, যাহা দুই একখানা ছিল, তাহাও তাহাদের পন্ডিতেরা অন্য জাতি হইতে গোপন করিয়া রাখিতেন। এক্ষেত্রে হজরত (ছাঃ) কিরূপে তাহাদের কেতাব হইতে উহা উদ্ধৃত করিবেন?

হজরতের নবুয়ত (প্রেরিতত্ব) লাভের সময় বিস্‌মিল্লাহ সহ সুরা ফাতেহা নাজিল হইয়াছিল, ইহার ১৩ বৎসর পরে হজরত মদিনা শরিফে হেজরত করিয়া যান, হিজরীর

দ্বিতীয় বৎসর পরে হজরত ছালমান পার্সি মদিনা শরিফে হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হজরত ছালমান পার্সির ইস্‌লাম গ্রহণের ১৫ বৎসর পূর্ব্বে হজরত নবি (ছাঃ) বিস্‌মিল্লাহের রহমাতের রহিম প্রচার করিয়াছিলেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত নবী (ছাঃ) উহা উক্ত ছালমান পার্সির নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, খ্রীষ্ঠানদিগের এইরূপ দাবি একেবারে বাতীল।

ইসলাম প্রচারের পূর্ব্বে পারসিকদিগের 'দাছাতির' কেতাবের কোন অনুলিপিতে বিসমিল্লাহ্ লিখিত ছিল না, ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহারা মুসলমানগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া কিছু পরিবর্ত্তন সহ উহা নিজেদের গ্রন্থে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন।

তৃতীয় কোরআন শরিফের বিসমিল্লাহ্ পৃথক ও পারসিকদিগের বিসমিল্লাহ্ পৃথক, ইহাদের কেতাবে যে বিসমিল্লাহ্ লিখিত আছে, উহাতে এক অর্থবাচক দুইটী শব্দ উল্লেখ হইয়াছে, بخشا بنده 'বাখশায়েন্দাহ' ও بخشا یشگر 'বাখাশায়েশগার, এই উভয় শব্দের অর্থ মার্জ্জনাকারী, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য নাই। দ্বিতীয় داد گر "দাদগার'' শব্দ আছে, উহার অর্থ ন্যায় বিচারক, পক্ষান্তরে কোরআনের উল্লিখিত বাক্যে রহমান ও রহিম দুইটি শব্দ আছে, প্রথমটির অর্থ ইহজগতে সমস্ত লোকের সর্বাধিক কল্যাণদাতা, দ্বিতীয়টার অর্থ পরজগতে ইমানদারগণের সর্ব্ববিধ কল্যাণদাতা এক্ষণে কোরআনের বিসমিল্লাহ্ পৃথক এবং 'দাছাতির' লিখিত বিসমিল্লাহ্ পৃথক; কাজেই কোরআনের বিসমিল্লাহ্ পারসিকদিগের দাছাতির হইতে গৃহিত হইয়াছে, এইরূপ খ্রীষ্টানদিগের দাবি একেবারে অর্থশূন্য কথা।

আব যদি স্বীকার করিয়া লই যে, য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও জরোয়াস্ত্রীয়দিগের গ্রন্থ গুলিতে এক এক প্রকার বিসমিল্লাহ্ লিখিত ছিল, এক্ষেত্রে যীশুখ্রীষ্ঠ, য়িহুদী ও জরোয়াস্ত্রীদিগের গ্রন্থ হইতে উক্ত শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কেহ দাবি করিলে, সেল, বড্ওয়েল ও গোল্ডসেক সাহেবগণ ইহার কি উত্তর দিবেন?

গ) গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অনুবাদের ১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন; — সুরা ফাতেহা বা অন্যান্য সুরা মক্কা বা মদিনাতে কোন কোন স্থানে নাজিল হইয়াছিল, এতৎসম্বন্ধে অনেক

মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু কোন আয়েত পূর্ব্বে কোন্ আয়েত পরে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে না জানিলে, মুসলমানগণ কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে, কোরআনের অমুক আয়েত দ্বারা অমুক আয়েত মনসুখ হইয়াছে।

আমাদের উত্তর

১। সূরা ফাতেহা মক্কা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, ইহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, সুরা হেজরে উল্লিখিত হইয়াছে, — "অবশ্য অবশ্য আমি তোমাকে 'ছাবয়োল মাছানি' (সুরা ফাতেহা) প্রদান করিয়াছি।" আর সুরা হেজরে যে মক্কা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই; কাজেই সুরা ফাতেহা যে মক্কা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হইল। এমাম মোজাহেদ যে উহার মদিনা শরিফে নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা একেবারে বাতীল। — তঃ কবির, ১/৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এইরূপ প্রত্যেক সুরা প্রত্যেক আয়ত কোন্ কোন্ সময় বা কোন্ কোন্ স্থানে নাজিল হইয়াছিল, তাহা হাদিস ও তফছির সমূহে বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। অবশ্য নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি সুরার নাজিল হওয়ার সময় ও স্থানে মতভেদ থাকিলেও প্রত্যেক স্থলে সমধিক সত্য (সহিহ) এক একটি মত আছে, তদ্দ্বারা মুসলমানগণ নাছেখ ও মনছুখ স্থির করিয়া লইতে পারিয়াছেন।

দ্বিতীয় হজরত নবী (ছাঃ) এর কথা বা কার্য্য দ্বারা সাহাবাগণ নাছেখ মনছুখ স্থির করিয়া লইয়াছেন, হজরতের কথা ও কার্য্য ব্যতীত বিদ্বানগণ উহা স্থির করেন নাই।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, তিনি নিশ্চিতরূপে আয়ত নাজিল হওয়ার স্থান ও সময় অবগত ছিলেন। কাজেই পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ কোন সুরা ও আয়ত নাজিল হওয়ার সময় ও স্থান সম্বন্ধে সন্দিহান থাকিলেও, নাছেখ মনছুখ নির্ণয় করিতে মুসলমানদিগকে কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

ঘ) গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ১/২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— "জালালউদ্দিন ছিউতির ইত্তিকানের ৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সরহ-উল বোখারি মধ্যে ইবন হজর

বলিয়াছেন, সাহাবা প্রবর হজরত এবনো-মছউদ সুরা ফাতেহাকে কোরআনের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। উহা কোরআন হইতে খারিজ করিয়াছিলেন। ইবনো-হাব্বান বলিয়াছেন, উক্ত সাহাবা সুরা নাছ ও ফালাককে কোরআনে লিপিবদ্ধ করেন নাই।

আমাদের উত্তর।

এমাম রাজি, তফছিরে-কবিরের ১/১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;— "কোন কোন পুরাতন (অপ্রসিদ্ধঃ কেতাবে লিখিত আছে যে, হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) সুরা ফাতেহা, সুরা নাছ ও ফালাককে কোরআন শরিফের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতেন না, কিন্তু ইহা একেবারে অসম্ভব, কেননা উপরোক্ত সুরা ফাতেহা যে কোনআন শরিফের অংশ, তাহা সাহাবাগণের সর্ব্ববাদী সম্মত মত, ইহার অকাট্য প্রমাণ আছে, এক্ষেত্রে হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) উহা অবগত ছিলেন। (আমাদের) প্রবল ধারণা এই যে, (হজরত) এবনো-মছউদ হইতে যে মত বর্ণনা করা হইয়াছে, উহা মিথ্যা বাতীল। এমাম নাবাবী 'মোহাজ্জাব' এর টীকায় লিখিয়াছেন ;—

اجمع المسلمو على أن المعوذتين و الفاتحة من القرآن وان من جحد منها شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود غير صحيح (اتقان)

"মুসলমানগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে সুরা নাছ, ফালাক ও ফাতেহা কোরআনের অংশ, আর যে ব্যক্তি তন্মধ্যে কিছু অস্বীকার করিবে, কাফের হইবে। (হজরত) এবনো-মছউদ হইতে যে মত উল্লিখিত হইয়াছে, উহার সত্য প্রমাণ নাই।

আল্লামা-এবনো-হজম 'মোহাল্লা' কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

هذا كذب على ابن مسعود وموضوع وانما صح عند قراءة عاصم عن زرعة و فيها المعوذتان و الفاتحة

" কোন মিথ্যাবাদী জাল করিয়া ইহা এবনো-মছউদের (রাঃ) মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সত্য প্রমাণে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, (এমাম) আ'ছেম, (এমাম) জোর্র হইতে, তিনি উক্ত (হজরত) এবনো-মছউদ হইতে কেরাত তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, উক্ত কেরাতে সুরা নাছ, ফালাক ও ফাতেহা উল্লিখিত হইয়াছে।

'উক্ত আল্লামা-এবনে-হাজম 'আলফাছলো-ফিলমিলাল অন্নিহাল' কেতাবের ৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

" লোকের এই ধারণা যে, এবনো-মছউদের কোরআন আমাদের কোরআনের বিপরীত ছিল, একেবারে বাতীল ধারণা ও মিথ্যা অপবাদ। (এমাম) আ'ছমের কেরাত নিশ্চয় উক্ত হজরতের কোরআন ছিল, আর ইহা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের সমস্ত মুসলমানের নিকট প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, আমরাই উহা পাঠ করিয়া থাকি।"

আল্লামা বাহরুল উলুম 'মোছাল্লামোছ্ ছবুতের টীকায় লিখিয়াছেন,—

" (হজরত) এবনো-মছউদ যে উক্ত সুরা তিনটি কোরআন বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এই রেওয়াএতটি জাল ও বাতীল।"

আর যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই যে, তিনি উক্ত তিনটী সুরা কোরআনে লিপিবদ্ধ করেন নাই, বা উহা কোরআন হইতে বিলোপ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি, তিনি ধারণা করিতেন যে, কোরআন শরিফ লোকের অন্তর হইতে বিস্মৃত হইয়া যাইবে, এজন্য উহার লিপিবদ্ধ করার আবশ্যক হইয়াছিল। আর উক্ত তিনটি সুরা অনবরত নামাজে পাঠ করা হয়, এজন্য উহা ভুলিয়া যাওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না, কাজেই উহা কোরআন শরিফে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করিতেন না। ইহাতে বুঝা যায় না যে তিনি উক্ত সুরাগুলি কোর-আন বলিয়া স্বীকার করিতেন না কাজি আবুবকর, এবনো কেতায়বা ও আল্লামা আলুছি ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।—তঃ এতকান, ১/৮১/৮২ পৃষ্ঠায় রুহোল-মায়ানি, ১/২২ পৃষ্ঠায়।—দ্রষ্টব্য।

ঙ) গোল্ডসেক সাহেব উক্ত অনুবাদের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"খোদা যেন ভক্তকে আপনার অনুগৃহীত লোকদিগের পথে চালান, এই প্রার্থনা অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। কোর-আনের অন্যান্য স্থানে সেই 'সরল পথের' পরিচয়, মুছা, দায়ুদ, ইছা ইত্যাদি নবীগণ যে পথে চলিয়াছেন, উহা সেই পথ। তবে সেই পথের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তৌরৎ, জবুর ও ইঞ্জিল পাঠ করা দরকার।"

আমাদের উত্তর।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, যে কোরআন শরিফে যাবতীয় পয়গম্বর, ছিদ্দিক, শহিদ ও সৎলোক এই চারি শ্রেণীকে অনুগৃহীত লোক বলা হইয়াছে।

আর সমস্ত পয়গম্বরের পথের নিদর্শন সুরা আল-এমরাণে লিখিত হইয়াছে ;—

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
اَنْ لاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ☆

" বল (হে মোহাম্মদ), হে গ্রন্থধারিগণ, তোমরা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যটি সমতুল্য, সেই দিক আগমন কর, উহা এই যে, আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত (কাহারও) এবাদত (উপাসনা) করিব না, তাঁহার সহিত কোন বস্তুকে অংশী (শরিক) স্থাপন করিব না এবং আমাদের মধ্যে একজন যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে মালিক (খোদা) স্থির না করিয়া লয়"।

এই আল্লাহ্তায়ালার একত্ব ও এবাদত সমস্ত নবীর সরল পথ।

কোরআন শরিফের অন্যান্য আয়তে আছে, য়িহুদীরা হজরত ওজায়ের (আঃ) কে

খোদার পুত্র ও খ্রীষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ) কে তাঁহার পুত্র ধারণায় পূজা করিয়া পয়গম্বরগণের সত্য পথ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোরআন শরিফে

من لعنه الله وغضب عليه এই আয়তে য়িহুদীদিগকে আক্রোশগ্রস্ত এবং

قد ضلوا من قبل এই আয়তে খ্রীষ্টানগণকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে।

সুরা ফাতেহার শেষ আয়তে এই আক্রোশগ্রস্ত ও ভ্রান্তদলের বিকৃত মত প্রাচীন নবীগণের পথ নহে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; কাজেই তাহাদের বিকৃত ধর্ম্মগ্রন্থ মুসলমানগণের পাঠ করা আবশ্যক নহে, বরং অনুচিত।

সুরা বাকারাহ্ بقره

এই সুরা মদিনা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, ইহাতে ২৮৬ টি কিম্বা ২৮৭ টি আয়ত, ৪০ টি রুকু, ৬০২১ টি শব্দ ও ২৫৫০ টি অক্ষর আছে। ইহা কোরআনের শ্রেষ্ঠতম সুরা।

শানে নজুল।

যে সময় মক্কা শরিফে ও উহার চতুর্দিকে ইসলামের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল এবং নবী (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ পৌত্তলিকদিগের অত্যাচারে মদিনা শরিফে আগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় উক্ত শহরে বা চতুর্দ্দিকে য়িহুদী ও খ্রীষ্টান জাতি অবস্থিতি করিতেন। এই সম্প্রদায়দ্বয় সেই সময় বাতীল ও ভ্রান্তিমূলক মত সমূহের জন্য পয়গম্বরগণের সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ মদিনা শরিফে সত্য ইসলাম রবি উদিত হইল এবং মহা প্রেরিত পুরুষ হজরত মোহাম্মাদ (ছাঃ) এর প্রাণস্পর্শী উপদেশবাণী তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। কয়েকজন ধর্ম্ম পরায়ণ লোক ব্যতীত তাহারা ইসলাম ও কোরআন মজিদে সত্যতা উপলব্ধি করিয়াও পক্ষপাতিত্ব ও জাতি বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত মহা পয়গম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইয়া গেলেন।

ইতিপূর্ব্বে য়িহুদী সম্প্রদায় হজরত ইছা (আঃ) এর সহিত এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। নিরক্ষর আরবেরা এই য়িহুদীদিগকে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ধারণা করিত, কাজেই তাহাদের অসৎ পরামর্শ ও কুট চক্রের বশবর্ত্তী হইয়া ইসলাম ধ্বংসের নানাপন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল, উক্ত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা তাহাদের সহায়তায় ইসলামের ঘোরতর শত্রুতা আরম্ভ করিলেন। এদিকে মদিনার অন্যতম নেতা আবদুল্লা এবনে ওবাই, প্রভৃতি পার্থির স্বার্থ রক্ষা কল্পে প্রকাশ্যভাবে ইসলামে দীক্ষিত হইয়া ছিল, কিন্তু অন্তরে ইসলামের প্রবল বৈরী ছিল, তাহারা উপরোক্ত ইসলাম বৈরী দল সমূহের সহযোগিতা করিতে লাগিল, ইহাতে ধর্ম্মদ্রোহী আরবদিগের সাহস অধিক হইতে অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। কাজেই উপরোক্ত তিন দলের বাতীল সমালোচনা গুলির সংশোধন,তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জন এবং বিবিধ প্রকার সদুপদেশ প্রদান উপলক্ষে এই সুরাটি নাজিল হয়। যদিও বিশিষ্ট বিশিষ্ট কয়েকটি আয়ত বিশিষ্ট বিশিষ্ট কারণে নাজিল হইয়াছিল, তথাচ উল্লিখিত কারণটি সমস্ত সুরার নাজিল হওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই সুরার ফজিলত

১) হজরত ওছাএদ বেনে হোজাএর রাত্রিতে সুরা বাকারাহ্ পড়িতে ছিলেন, তাঁহার ঘোটকটী তাঁহার অনতিদূরে আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ উক্ত ঘোটক চঞ্চল হইয়া উঠিল, ইহাতে তিনি কোরআন পাঠ রহিত করিলেন, এদিকে ঘোটকটী স্থির হইয়া গেল। দ্বিতীয় বার তিনি উহা পাঠ করিতে লাগিলেন, অমনি সেই ঘোড়াটি লাফালাফি করিতে লাগিল। এবারও তিনি কোরাণ পাঠ বন্ধ করিলেন, আর তৎসঙ্গেই ঘোড়াটি স্থির হইয়া গেল। তিনবার এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল যে, তাঁহার এহ্ইয়া নামক পুত্রটি উহার সন্নিকটে রহিয়াছে, পাছে সেই ঘোড়াটী তাহাকে আঘাত করে। এইজন্য তিনি পুত্রকে স্থানান্তরিত করিয়া আসমানের দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া একটি সামিয়ানার ন্যায় দেখিতে পাইলেন, উহার মধ্যে প্রদীপের ন্যায় কতকগুলি জ্যোতিষ্মান পদার্থ রহিয়াছে। প্রভাতে তিনি হজরত নবী (ছাঃ) এর নিকট এই ঘটনা

উল্লেখ করিলে, তিনি বলিলেন, ফেরেশ্‌তাগণ তোমার কোরআন পাঠ শ্রবণ করার জন্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি তুমি প্রভাত অবধি কোরআন পাঠ করিতে, তবে তাঁহারও প্রভাত পর্যন্ত থাকিয়া যাইতেন। লোকে তাহাদিগকে দর্শন করিতেন, তাঁহারা ইহাদের নিকট হইতে অদৃশ্য হইতেন না। মেশকাত, ১৮৪ পৃঃ।

২) হজরত বলিয়াছেন, তোমরা কোরআন পাঠ কর, কেননা উক্ত কোরআন কেয়ামতের দিবস কারিদিগের জন্য শাফায়াতকারী হইয়া উপস্থিত হইবে। তোমরা বাকারাহ্ ও আল-এমরান এই দুইটি উজ্জ্বল সুরা পাঠ কর, কেননা কেয়ামতের দিবস উক্ত সুরাদ্বয় দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় উহা পাঠকারিগণের জন্য শাফায়াতকারী হইয়া আসিবে। তোমরা সুরা বাকারাহ্ পাঠ কর, কেননা উহা পাঠে বরকত (আত্মিক শান্তি) লাভ হয় এবং উহা ত্যাগ করিতে আক্ষেপ হয়।

৩) হজরত বলিয়াছেন, যে গৃহে সুরা বাকারাহ্ পাঠ করা হয়, জ্বেন শয়তান তথা হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। মেশকাত; ঐ পৃষ্ঠা।

৪) যাহার বসন্ত রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহার সাক্ষাতে একজন কারী উক্ত সুরা 'তরতিল' সহ পাঠ করিয়া উক্ত ব্যক্তির শরীরে ফুক দিবেন, সুরা পাঠের সময় আড়াই পোয়া চাউলের অন্ন ও কিছু পরিমাণ চিনি ও দধি কোন দরিদ্রকে সেই স্থানে ভক্ষণ করিতে দিবে। প্রভাতে কারী ও রোগীর কিছু না খাওয়ার অগ্রে এইরূপ তদবির করিতে হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সেই ব্যক্তি বসন্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, আর যদিও উহা বাহির হয়, তবু অতি সামান্যই বাহির হইবে এবং উহা ক্ষতিকর হইবে না। ইহা অতি পরিক্ষীত ব্যবস্থা। আজিজি, ৬৬।

এই সুরার নামকরণ।

বাকারাহ্ শব্দের অর্থ একটি গরু। ইহাতে একটি গো-জবাহ্ করিয়া উহার মাংস দ্বারা একটি মৃতকে জীবিত করার আশ্চর্য্যজনক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে, এইজন্য এই

সুরাটি উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

১ম রুকু।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

" আল্লাহ্ রহমান রহিমের নামে (পাঠ করিতেছি)"।

(١)الٓمّٓ ج(٢)ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ

(٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

يُنْفِقُوْنَ ۙ (٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ

مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ط(٥)اُولٰٓئِكَ عَلٰى

هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ(٥)

অনুবাদ ;—

(১) আলিফ-লাম-মিম।

(২) এই কেতাব—উহাতে কোন সন্দেহ নাই, উক্ত ধর্ম্মভীরুগণের পথ প্রদর্শক।

(৩) যাহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেন ও নামাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আমি তাহাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছি তন্মধ্যে হইতে কিছু দান করেন।

(৪) এবং যাহারা উক্ত কেতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন যাহা তোমার প্রতি অবতারণ (নাজিল) করা হইয়াছে ও যাহা তোমার পূর্ব্বে অবতারণ করা হইয়াছে এবং তাহারা পরকালের (আখেরাতের) উপর দৃঢ় বিশ্বাস করেন।

(৫) তাহারা আপন প্রতিপালকের সত্যপথে আছেন এবং তাহারাই মুক্তির অধিকারী।

(১) আলিফ, লাম, মিম এই তিনটী অক্ষরকে 'হরফে-মোকাত্তা' নামে অভিহিত করা হয়। কোরআন শরিফের ২৯টি সুরায় এইরূপ কতকগুলি অক্ষর উল্লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ অক্ষরগুলি পূর্ণ আয়ত কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। কুফার কারিগণ বলেন, ১) আলিফ্, লাম, মিম। ২) আলিফ্, লাম, মিম, ছাদ। ৩) কাফ, হা, ইয়া, আএন, ছাদ। ৪) তা, হা ৫) তা, ছিন, মিম। (৬) তা, ছিন। ৭) ইয়া, ছিন। ৮) হা, মিম। এই অষ্ট স্থলের অক্ষরগুলি পূর্ণ একটি আয়ত। হা, মিম, আএন, ছিন, কাফ দুইটি আয়ত। অবশিষ্ট স্থলের উপরোক্ত প্রকার অক্ষরগুলি পূর্ণ আয়ত নহে। অন্যান্য স্থলের কারিগণের মতে যাবতীয় স্থলের মোকাত্তা অক্ষরগুলি পূর্ণ এক এক আয়ত নহে। — তঃ বঃ।

উপরোক্ত অক্ষরগুলির মর্ম্ম কি, ইহাতে মতভেদ ইহয়াছে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, উহা গুপ্ত এল্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব।

হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক কেতাবে এক এক প্রকার নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, উক্ত অক্ষরগুলিতে কোরআন শরিফের নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক কেতাবে এক এক প্রকার বিশিষ্ট তত্ত্ব আছে, কোরআন শরিফের বিশিষ্ট তত্ত্ব উক্ত অক্ষরগুলির মধ্যে আছে। কোন মারে'ফাত-পন্থী পীর বলিয়াছেন, সমুদ্র হইতে মহানদী, মহানদী হইতে নদী, নদী হইতে খাল এবং খাল হইতে হাওজ প্রবাহিত হয়। যদি মহানদীর পানিগুলি খালে প্রবাহিত হয়, তবে খালটি প্লাবিত ও নষ্ট হইয়া যাইবে। আর যদি সমুদ্রের পানিগুলি মহানদীতে প্রবাহিত হয়, তবে মহানদী বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আল্লাহ্তায়ালার নিকট এল্মের সমুদ্র রহিয়াছে। তিনি তন্মধ্যে হইতে মহানদীর পরিমাণ এল্ম রাছুলগণকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা তন্মধ্যে হইতে নদীর পরিমাণ এল্ম আলেমগণকে প্রদান করিয়াছেন। আলেমগণ তন্মধ্যে হইতে খালের পরিমাণ এল্ম সাধারণ লোককে শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ লোকেরা তাহাদের পরিজনদিগকে তন্মধ্য হইতে হাওজের পরিমাণ এলম শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য ইহা কথিত হইয়াছে যে, আলেমগণ, খলিফাগণ, নবিগণ ও ফেরেশ্তাগণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গুপ্ততত্ত্ব প্রদান করা হইয়াছে, সকলের পরে আল্লাহ্তায়ালার নিকট স্বতন্ত্র গুপ্ততত্ত্ব সমূহ রহিয়াছে। যদি নিরক্ষর লোকেরা আলেমগণের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহের অনুসন্ধান পাইত, তবে ইহারা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিত।

যদি আলেমগণ খলিফাগণের নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহের সন্ধান পাইতেন, তবে প্রথমোক্ত

দল শেষোক্ত দলের বিপক্ষতাচরণ করিতেন। এইরূপ নবীগণ ও ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সংরক্ষিত নিগূঢ় তত্ত্বগুলির অনুসন্ধান পাইতেন, তবে তাঁহারা হতজ্ঞান ও বিনষ্ট হইয়া যাইতেন। ইহার কারণ এই যে, যেরূপ চামচিকার চক্ষু সূর্য্যের কিরণ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ দুর্ব্বল জ্ঞান মহা মহা তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত্ব করিতে সক্ষম হয় না। পয়গম্বরগণের বিবেক বুদ্ধি আধিক্য বশতঃ তাঁহারা নবুয়তের (প্রেরিততত্ত্বের) নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন। আলেমগণ প্রখর বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইজন্য সাধারণ লোকেরা যে নিগূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে সহর্থ হইয়াছেন। এইরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান শরিয়তের আলেমগণের জ্ঞানের অগোচর, মা'রেফাত পন্থী আলেমগণ তাহা অবগত হইতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এমাম শা'বি, উল্লিখিত অক্ষরগুলির মর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার গুপ্ত ভেদ, তোমরা উহার মর্ম্ম অনুসন্ধানের চেষ্টাবান হইও না। হজরত আবদুল্লাহ্ বেনোল আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ তৎসমস্তের মর্ম্ম অবগত হইতে অক্ষম হইয়াছেন। হোছাএন বেনোল-ফজল উহা মোতাশাবেহ (অব্যক্ত মর্ম্মবাচক) বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

উপরোক্ত কথাগুলির মর্ম্ম এই যে, এই নিগূঢ় তত্ত্বগুলি কেবল হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) অবগত ছিলেন, তাঁহা ব্যতীত অন্য কেহ উহা অবগত হইতে পারেন নাই।— তঃ, কঃ ও বঃ।

আকায়েদ তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, উক্ত অক্ষরগুলির লোকের বোধগম্য এক এক প্রকার মর্ম্ম আছে।

১। উক্ত অক্ষরগুলি কতকগুলি সুরার নাম, ইহা অধিকাংশ বিদ্বানের মত। খলিল ও ছিবাওয়হে ইহা মনোনীত মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কাফ্‌ফাল বলিয়াছেন, আরবেরা আরবি বর্ণমালা দ্বারা কতকগুলি বিষয়ের নামকরণ করিয়াছেন। তাহারা হারেছের পিতাকে 'লাম', তাম্রকে 'ছাদ' স্বর্ণ, রৌপ্যকে 'আএন' মেঘকে 'গাএন' একটি পর্ব্বতকে 'কাফ' ও মৎস্যকে 'নূন' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এইরূপ কোরআন শরিফের কয়েকটী সুরাকে উপরোক্ত অক্ষরগুলির দ্বারা নামকরণ

করা হইয়াছে। এবনো-জরির উহা জয়েদ বেনে আছলামের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২। উক্ত অক্ষরগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার নাম।

এবনো-জরির উহা হজরত এবনো-আব্বাছ ও শা'বির মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দোর্রোল-মনছুরে হজরত এবনো-মছউদ ও ছোদি হইতে উপরোক্ত মত উল্লিখিত হইয়াছে। কবিরে উহা হজরত আলি (রাঃ) র মত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। উক্ত অক্ষরগুলি কোরআন শরিফের নাম।

তফছির তাবারি ও দোর্রোল-মনছুরে উহা এমাম মোজাহেদ, কাতাদা ও এবনো-জোরাএজের মত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। আহমদ বেনে এহইয়া বলিয়াছেন, আরবেরা একটী কথা শেষ করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করা কালে চিহ্ন স্বরূপ এইরূপ কিছু বলিয়া থাকেন। এস্থলেও একটী সুরা শেষ করিয়া দ্বিতীয় সুরা আরম্ভ করার চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অক্ষরগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। দোর্রোল-মনছুর ও তাবারিতে উহা মোজাহেদ ও হাছান বাছারির মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

৫। উক্ত সুরাগুলি আল্লাহ্‌তায়ালার নাম কিম্বা ছেফাতের প্রথম অক্ষর।

কখন কখন একটী শব্দের কোন একটী অক্ষর উল্লেখ করা হয়, অথচ সম্পূর্ণ শব্দটী লক্ষ্যস্থল হইয়া থাকে। তাবারির ১/৬৯ পৃষ্ঠায় ইহার কয়েকটি উদাহরণ লিখিত হইয়াছে

একজন আররি কবি বলিয়াছেন ;—

قلنا لها قفى لنا قالت قاف ☆

এস্থলে কাফ قاف অক্ষরটী وقفت 'অকাফতো' স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ولا اريدالشر الاان تا ☆

আর একজন কবি বলিয়াছেন,—

এস্থলে তা' অক্ষর বলিয়া تشاء 'তাশায়ো' 'অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরূপ আলিফ বলিয়া আহাদ, আওয়ল, আখের, আজালি, আবাদি এই নামগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অদ্বিতীয়, প্রথম, শেষ, অনাদি ও অনন্ত উক্ত নামগুলির মর্ম্ম।

লাম বলিয়া লতিফ (নির্ম্মল) এবং মিম বলিয়া মালেক (বাদশাহ), মজীদ (গৌরবান্বিত) ও মান্নান (অনুগ্রহ বিতরণকারী) এই নামগুলির প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা হজরত এবনো-আব্বাছের একমত। তাঁহার দ্বিতীয় মতে উহার অর্থ

انا الله اعلم আনাল্লাহো আ'লামো " আমি আল্লাহ্ শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞ।"

৬। জোহাক বলিয়াছেন, আলিফ হইতে আল্লাহ্ লাম হইতে জিবরাইল, ও মিম হইতে মোহাম্মদ, অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, অথার্ৎ আল্লাহ্ জিবরাইল কর্ত্তৃক মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর কোরাণ নাজিল করিয়াছেন।

৭। আলিফ্ গলার নিম্নদেশ হইতে উচ্চারিত হইয়া থাকে, উহা আরবি অক্ষরগুলির প্রথম মখ্‌রেজ (উচ্চারণ স্থল)। লাম জিহ্বার একপার্শ্ব হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা মধ্যম মখরেজ। মিম ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, ইহা শেষ মখ্‌রেজ। এই তিনটি অক্ষর উল্লেখ করিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মনুষ্যের বাক্যাবলীর প্রথম মধ্যম ও শেষ ভাগ আল্লাহ্‌রই নাম হওয়া উচিত।

৮। কতক তরিকত পন্থী উহার অর্থে বলিয়াছেন;—

انا لى منى 'আনা, লি, মিন্নি, অর্থাৎ আমার অস্তিত্ব সমস্ত জগতে প্রকাশ রহিয়াছে, আমি প্রত্যেক বস্তুর মালিক এবং প্রত্যেক বস্তু আমা হইতে সৃজিত হইয়াছে। — কঃ, আঃ, তাঃ দাঃ।

এমাম রাজিঃ ও কাজী বয়জবী বিদ্বানগণের আরও কয়েক প্রকার অর্থ লিখিয়া তৎ সমস্তকে সুরার নাম বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এবনো জরির তাবারি লিখিয়াছেন, আরবি অনেক শব্দ বহু অর্থ বাচক আছে; যথা— امة 'উম্মত' শব্দ একদল লোক, উত্তম সময়, দরবেশ, ধর্ম্ম ও মজহাব ইত্যাদি অর্থগুলিতে ব্যবহৃত হয়।

دين 'দীন' শব্দ প্রতিশোধ প্রদান, বাদশাহ্, আনুগত্য ও হিসাব ইত্যাদি অর্থগুলিতে ব্যবহৃত হয়। আলিফ লাম, মিম এইরূপ মোকাত্তা অক্ষরগুলি বহু অর্থবাচক, উক্ত অক্ষরগুলি কয়েকটী সুরার নাম হইলেও তৎসমুদয়ের কয়েক প্রকার অর্থ থাকা অসম্ভব নহে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, একদল সাহাবা ও তাবেয়ী মোকাত্তা' অক্ষরগুলিকে মোতাশাবেহাত শ্রেণীর অন্তর্গত ধারণা করিয়া বলিয়াছেন যে, তৎসমস্তের নিগূঢ় তত্ত্ব আল্লাহ্ ও রাছুল ব্যতীত আর কেহই জানেন না। আর একদল সাহাবা ও তাবেয়ী তৎসমস্তের এক এক প্রকার মর্ম্ম করিয়াছেন।

লেখক বলেন, হজরত নবি (আঃ) বলিয়াছেন ;—

لكل آية منها ظهر وبطن

"উহার প্রত্যেক আয়তের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট (দুই প্রকার) অর্থ আছে"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, অন্যান্য আয়তে যেরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট দুই প্রকার অর্থ আছে, সেইরূপ মোকাত্তা অক্ষরগুলির স্পষ্ট মর্ম্ম থাকিলেও এইরূপ অস্পষ্ট মর্ম্ম আছে যাহা হজরত রাছুলে-খোদা (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহেন।

টীপ্পনী ;—

মিষ্টার সেল সাহেব উপক্রমণিকার ৪৭ পৃষ্ঠায় পামার সাহেব উপক্রমণিকার ৬৫ পৃষ্ঠায়, রডওয়েল সাহেব ইংরাজি অনুবাদের ৩২ পৃষ্ঠায় ও গোল্ডসেক সাহেব কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদের ২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

"আলিফ, লাম, মিম ইত্যাদি অক্ষরগুলির প্রকৃত কোরআন নহে, এই সমস্ত অক্ষর কোরআন লেখকগণের নাম সমূহের চিহ্ন স্বরূপ। গোলিয়াছ সাহেব বলিয়াছেন,— "আলিফ, লাম,মিম" এই অক্ষরগুলির মর্ম্ম 'আম্‌র-লি, মোহাম্মদ' অর্থাৎ মোহাম্মদের আদেশ। নল্ডেক সাহেব বলিয়াছেন ;— আলিফ, লাম, রা এই অক্ষরগুলি 'আজ্জোবা এর' নামের পরিবর্ত্তে, আলিফ, লাম, মিম রা' এই অক্ষরগুলি 'আলমোগায়রা' নামের

পরিবর্ত্তে এবং 'তা, হা' অক্ষরদ্বয় তালহা নামের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। মূলকথা হজরত জয়েদ বা কোরআন শরিফের অন্যান্য লেখকগণ যে যে অংশটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই সেই অংশে তাঁহাদের নামগুলির চিহ্ন স্বরূপ উক্ত অক্ষরগুলি লেখকগণ কর্ত্তৃক সংযোগ করা হইয়াছে।

উত্তর।

গোলিয়াছ সাহেব 'আলিফ, লাম, মিম' অক্ষরত্রয়ের যেরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কোন সত্য প্রমাণ নাই, দ্বিতীয় আরবি ব্যাকরণের হিসাবে 'আম্‌র-লি মোহাম্মদ' একেবারে ভ্রান্তিমূলক, আরবি ব্যাকরণের হিসাবে 'বে-আম্‌রে-মোহাম্মদ প্রকৃত বাক্য হইবে, কিন্তু ইহাতে আলিফ, লাম এই অক্ষরদ্বয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা যাইতে পারে না।

তৃতীয় উক্ত অক্ষরগুলির কোরআন শরিফের অংশ না হওয়া এবং হজরতের জামানায় পরে লেখকগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হওয়ার মত একেবারে বাতীল মত, কেননা স্বয়ং হজরত নবী (ছাঃ) উক্ত অক্ষরগুলি পাঠ করিতেন এবং লোককে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

তফছিরে-এবনো-জরিরের ১/৭০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, —

مرابو ياسر بن اخطب برسول الله ﷺ

وهو يتلو فاتحة سورة البقرة الٓمٓ (١) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ

فِيْهِ :. فاتي اخاه حيى بن اخطب في رجال من يهود فقال

تعلمون الخ

'আখ্‌তাবের পুত্র আবুইয়াছের (হজরত) রাছুল্লাহ্ (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইলেন, যে সময় তিনি সুরা বাকারার প্রথমাংশ ''আলিফ, লাম, মিম জালিকাল, কেতাবো

লারায়বা ফিহ্।'' পাঠ করিতেছিলেন। তখন তাহার ভ্রাতা হোয়াই-বেনে-আখ্‌তাব কতকগুলি য়িহুদীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা জান? খোদার শপথ, অবশ্য অবশ্য আমি মোহাম্মদ (দঃ) কে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা তাঁহার উপর নাজিল করিয়াছেন তন্মধ্যে হইতে 'আলিফ, লাম, মিম পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

মেশকাত, ১৮৬ পৃষ্ঠায় ;—

قال رسول الله ﷺ من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة

والحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف الف حرف

ولام حرف وميم حرف (رواه الترمذى)

''রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোরআন মজিদের একটী অক্ষর পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি দশটী নেকী পাইবে, আমি বলি না যে, আলিফ, লাম, মিম, একটী অক্ষর, বরং আলিফ একটী অক্ষর লাম একটী অক্ষর ও মিম একটী অক্ষর।

ইহাতে উক্ত অক্ষরগুলির কোরআন শরিফের অংশ না হওয়ারও লেখকগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত হওয়ার অপবাদ একেবারে খণ্ডন হইয়া গেল।

খ) মিষ্টার সেল ও পামার সাহেবদ্বয় 'আলিফ,লাম, মিম অক্ষরত্রয়কে ' এ, এল্, এম' লিখিয়া মহাভ্রম করিয়াছেন।

২। এই কেতাব সন্দেহ শূন্য, ধর্ম্মভীরুগণের পথ প্রদর্শক।

ক) কোরআন শরিফ যে আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে কোরআনের সত্যতার কোন প্রমাণ প্রয়োগ করা হয় নাই। যেহেতু অতি প্রকাশ্য সত্যের সত্যতার প্রমাণের আবশ্যক হয় না।

কোরআন শরিফের শব্দবিন্যাস ও ভাষার মাধুর্য্য এরূপ অপূর্ব্ব যে, আরবের মহা মহা পণ্ডিত উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই উহার খোদাতায়ালার বাক্য হওয়ার অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় কোরআনের প্রমাণ ও যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি এরূপ জ্বলন্ত সত্য যে, কোন বিবেক সম্পন্ন ন্যায় বিচারক লোক তৎসমস্তের আল্লাহ্‌তায়ালার বাক্য হওয়ার প্রতি সন্দেহ করিতে পারেন না।

এস্থলে আরবি 'জালেকা শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ১/১৬৫/১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,— "জালেকা" শব্দের অনুবাদ মূল আভিধানিক মর্ম্মের হিসাবে 'এই' হইবে, আর ব্যবহারিক মর্ম্মের হিসাবে 'ঐ' হইবে।

কোরআন শরিফের 'জালেকা' শব্দ 'এই' অর্থে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(١)فَاخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَّخْشٰى

(٢)وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ (الى) اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِيْنَ

(٣)فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى(٤)وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَامُوْسٰى ☆

উপরোক্ত চারি আয়তে 'জালেকা' শব্দের অর্থ 'এই' এবং 'হাজা' শব্দের 'ঐ' হইবে।

পাঠক, এক্ষণে দ্বিতীয় আয়তের প্রথম অংশের অনুবাদ ঐ কেতাবে কোন সন্দেহ নাই বা 'এই কেতাবে কোন সন্দেহ নাই'। এই উভয় প্রকার হইতে পারে।

১) এই সুরাটী মদিনা শরিফে নাজিল হইয়াছিল, আর ইতিপূর্ব্বে মক্কা শরিফে অনেক সুরা নাজিল হইয়াছিল, উক্ত সুরা সমূহে আল্লাহ্‌তায়ালার অহদানিয়তের (একত্বের) প্রমাণ, অংশীবাদিতার (শেরকের) দোষ, নবুয়ত (প্রেরিতত্ব) ও পরকালের প্রমাণ উল্লিখিত হইয়াছে। এইজন্য বলা হইয়াছে, উক্ত কোরআন যাহা মক্কা শরিফে নাজিল হইয়াছে,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২) সুরা মোজাম্মেলে উল্লিখিত হইয়াছে,—

انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ☆

"সত্যই আমি তোমার প্রতি গুরুতর বাক্য নাজিল করিব।"

এই আয়তে আল্লাহ্ হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির সময় অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর এরূপ কেতাব নাজিল করিবেন যাহা কেহই বিনষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না হজরত এই সংবাদ উম্মতের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। এস্থলে সেই অঙ্গীকৃত কেতাবের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঐ কেতাবে কোন সন্দেহ নাই।

৩) এই সুরার অধিকাংশ আয়ত য়িহুদী, খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলিতে শেষ পয়গম্বরের প্রতি কোরআন নাজিল হওয়ার কথা উল্লিখিত ছিল, সেইজন্য এস্থলে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার সেই প্রতিশ্রুত কেতাবে কোন সন্দেহ নাই।

৪) ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ্‌তায়ালা মুসলমানগণকে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, কোরআন মজিদ 'লওহো-মহফুজে' (সুরক্ষিত ফলকে) লিখিত আছে, এইজন্য এস্থলে বলা হইতেছে যে, যে কেতাবে উল্লিখিত স্থানে লিখিত আছে, উক্ত কেতাবে কোন সন্দেহ নাই।

৫) আর যদি 'জালেকা' শব্দের মূল অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে এইরূপ অর্থ হইবে, — যে কেতাব লোকের সম্মুখে পাঠ করা হইতেছে, এই কেতাবে কোন সন্দেহ নাই।

হজরত এবনে আব্বাছ, একরামা প্রভৃতি সাহাবা ও তাবেয়িগণ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। — তঃ কঃ, ১/১৬৫ ও তাবাঃ, ১/৭৩।

কেতাব শব্দের অর্থ।

কেতাব শব্দ 'কাৎব' كتب ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে উহার অর্থ সংগ্রহ করা। সংগৃহিত বা লিখিত বিষয়কে কেতাব বলা হয়।

কোরআন শরিফের ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا এই আয়তে বা অন্যান্য আয়তে ফরজ (فرض) অর্থে কেতাব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরআন শরিফের فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقين এই আয়তে 'প্রমাণ' অর্থে وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم এই আয়তে 'নির্দিষ্ট সময়' অর্থে এবং والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم এই আয়তে 'চুক্তি' পত্র লিখন' অর্থে কেতাব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোরআন শরিফের বহু নাম আছে, তন্মধ্যে একনাম কেতাব। নিম্নোক্ত আরও কতকগুলি নাম আছে;— ১। কোরআন। ২। ফোরকান। ৩। জেকর। ৪। তাজকের ৫। জেকরা। ৬। তাঞ্জিল। ৭। মাওয়ে'জা موعظة ৮। হোক্‌ম, ৯। হেক্‌মত ১০। হাকিম। ১১। মোহকাম। ১২। শেফা। ১৩। হোদা। ১৪। হাদী। ১৫। ছেরাতল-মোস্তাকিম। ১৬। হাবল حبل ১৭। রহমত। ১৮। রুহ। ১৯। কাছাছ قصص বাইয়ান। ২০। তিবইয়ান। ২১। মোবিন। ২২। বাছাএর, ২৩। ফাছল। ২৪। নজুম। ২৫। মাছানি। ২৬। নে'মাত। ২৭। বোরহান। ২৮। বশির। ২৯। নজির نذير ৩০। কাইয়েম। ৩১। মোহায়মেন। ৩২। নুর। ৩৩ হাক। ৩৪। আজিজ, عزيز ৩৫। করিম। ৩৬। আজিম। ৩৭। মোবারক।— কঃ, ১।১৬৬—১৬৮। বঃ, ১।৪৮

টীপ্পনী।

এস্থলে পাদরী ই, এম, ওয়ারি এবং গোল্ডসেক সাহেবদ্বয় লিখিয়াছেন যে, কোরআন যে আল্লাহ্‌তায়ালার কালাম (বাক্য), ইহাতে সন্দেহ আছে, এই সন্দেহ মোচন করার জন্য হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) উহাতে সন্দেহ নাই বলিয়া দাবি করিতেছেন, যদি উহা সন্দেহ শূন্য হইত, তবে তিনি এরূপ কথা বলিবেন কেন?

আমাদের উত্তর।

ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, যখন কোন লোকের সম্মুখে তাহার বিপরীত ধর্ম্ম, মত ও রীতি উপস্থিত করা হয়, তখন সেই ব্যক্তি এই নব প্রবর্ত্তক যেরূপ সত্য ধর্ম্ম, মত

বা রীতি আনয়ন করুন না কেন, উপরোক্ত বিষয়গুলি অস্বীকার করিয়া বসেন, বরং তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। হজরত মুছা, ইছা (আঃ) হইতে জগতের বহু পয়গম্বর এইরূপ অযথা অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। য়িহুদীরা আসমানি গ্রন্থধারী হইয়াও হজরত ইছা (আঃ) এর যেরূপ বিরুদ্ধাচারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কেতাব ও নবুয়তকে যেরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন তাহা কোন পাদরীকে বলিয়া দিতে হইবে না।

খ্রীষ্টানদিগের মানিত (Proverbs VIII, 8). (Isaiah XLV, 19), (Titus III, 8), 1 Timothy IV, 9; Revelation XXII, 6.

উল্লিখিত ধর্ম্ম পুস্তক সমূহে ঠিক ঐরূপ বাক্য লিখিত আছে, তৎসমুদয় স্থলে খ্রীষ্টান পাদরিগণ উপরোক্ত প্রকার প্রশ্ন করিবেন কি?

'মোত্তাকিন' শব্দ বহু বচন, উহার এক বচন 'মোত্তাকী, উক্ত শব্দ وقى বা تقوى 'তাকওয়া' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম শব্দের আভিধানিক অর্থ অতিরিক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করা। 'তাকাওয়া শব্দের অর্থ ভয় করা।

يا ايها الناس اتقوا ربكم হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। ,, এইরূপ কয়েকটী আয়তে 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ ভয় করা। কোর-আন শরিফে والزمهم كلمة التقوى এই আয়তে 'তাকওয়া' শব্দের অর্থ ইমান আনা (বিশ্বাস স্থাপন করা)

ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا☆

এই আয়তে উক্ত শব্দের অর্থ তওবা করা।

لا اله الا انا فاتقون☆

এই আয়তে উহার অর্থ এবাদত করা।

واتوا البيوت من ابوابها و اتقوا الله

এই আয়তে উহা গোনাহ ত্যাগ করা অর্থে এবং

فانها من تقوى القلوب

এই আয়তে উহা 'শুদ্ধ সঙ্কল্প করা' (ইখলাছ) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শরিয়তের ব্যবহারে যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকে যাহা তাহার পরকালের ক্ষতিকর হয়, তাহাকে মোত্তাকী (পরহেজগার) বলা হয়। এই পরহেজগারির (তাক্ওয়ার) তিনটি শ্রেণী (দরজা) আছে, প্রথম শেরক হইতে বিরত থাকিয়া চিরশাস্তি হইতে পরিত্রাণ

লাভ করা। ইহা و الزمهم كلمة التقوى এই আয়তের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কার্য্য করাতে ও করণীয় বিষয় ত্যাগ করাতে যে গোনাহ হয়, উহা হইতে বিরত থাকা। সাধারণতঃ তাক্‌ওয়া শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কোরআন শরিফের ولوان اهل القرى أمنوا واتقوا এই আয়তে উক্ত মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। এবাদতের কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিলেও গোনাহ্ গুলি ত্যাগ করিলে, এই শ্রেণীর পরহেজগার ভুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। যাহারা ক্ষুদ্র (ছগিরা) গোনাহ্ ত্যাগ না করে, তাহারা এইপরহেজগার শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারে কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। একদল আলেম বলেন, হজরত বলিয়াছেন, "বান্দা দূষিত বিষয়ে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় যতক্ষণ (কতক) নির্দ্দোষ বিষয় ত্যাগ না করে,ততক্ষণ পরহেজগারগণের দরজা (পদ) প্রাপ্ত হইতে পারে না।

এই হাদিছের মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর পরহেজগার হইতে গেলে, ক্ষুদ্র গোনাহ্‌গুলি ত্যাগ করা আবশ্যক।

তৃতীয় সর্ব্বান্তকরণে খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিবিষ্ট হওয়া এবং নিজের অন্তরকে আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর প্রেম ও আশক্তি হইতে বিরত রাখা। ইহাই প্রকৃত পরহেজগারি। يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته এই আয়তে এই তৃতীয় শ্রেণীর পরহেজগারির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সূরা বাকারের দ্বিতীয় আয়তে যে পরহেজগারির কথা বলা হইয়াছে, উল্লিখিত তিন প্রকার মর্ম্ম উহার তফছিরে বর্ণিত হইয়াছে।

হজরত এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, "যাহারা শেরক ত্যাগ করে, ও আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করে, তাহারাই পরহেজগার হইবেন।

এমাম আ'মাশ বলিয়াছেন, যাহারা গোনাহ্ কবিরাগুলি ত্যাগ করে, তাহারা পরহেজগার শ্রেণী ভুক্ত।

এমাম হাছান বাসারি বলিয়াছেন, "যাহারা ফরজগুলি আদায় করে এবং হারামগুলি ত্যাগ করে, তাহারাই পরহেজগার হইবেন।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা সত্য পথ ত্যাগ করার শাস্তির

ভয় করেন এবং শরিয়তকে সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করার সুফলের আশা করেন, তাহারাই পরহেজগার হইবেন।

হজরত এবনো-মছউদ ও আর একদল সাহাবা ইমানদারগণকে পরহেজগার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, বারম্বার গোনাহ্ না করা ও এবাদতের প্রতি গরিমা না করাকে পরহেজগারি বলা যাইবে।

এমাম হাছান বাসারি বলিয়াছেন, "আল্লাহ্‌তায়ালার (সন্তোষ লাভ) ব্যতীত অন্য কাহারও সন্তোষ লাভকে সমধিক পছন্দ করিবে না এবং সমস্ত কার্য্য আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্বাধীনে বুঝিবে, ইহাকে পরহেজগারি বলা হয়।

পীর এবরাহিম আদহাম বলিয়াছেন, যদি লোকে তোমার রসনায় (জবানে), ফেরেশতাগণ তোমার ক্রিয়াকলাপে এবং আরশের ফেরশতা তোমার অন্তরে কোন দোষ দেখিতে না পান, তবে তুমি পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে।

ওয়াকেদী বলিয়াছেন, তাক্‌ওয়ার অর্থ এই যে, তুমি যেরূপ নিজের বাহ্যরূপকে লোকদের জন্য সজ্জিত করিয়াছ, সেইরূপ নিজের অন্তরকে আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য সজ্জিত কর।

অন্য কেহ বলিয়াছেন, পরহেজগারির অর্থ এই যে, খোদাতায়ালা যে পথে গমন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছেন, যেন তিনি তোমাকে সেই পথে না দেখেন। মোত্তাকী ঐ ব্যক্তি হইবে যে, হজরত রসুলে-খোদা (সাঃ) এর পথে গমন করে, দুনইয়াকে পশ্চাতের দিকে নিক্ষেপ করে, শুদ্ধ সংকল্প (খাঁটি নিয়ত) ও অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে নিজেকে বাধ্য করে এবং হারাম ও অত্যাচার হইতে বিরত থাকে।

হাছান বাসারি বলিয়াছেন, পরহেজগারগণ সর্ব্বদা পরহেজগারি করিতে থাকেন,এমন কি হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় বহু হালাল কার্য্য ত্যাগ করিয়া থাকেন। এবনো-মোবারক বলিয়াছেন, যদি কেহ শত গোনাহ্ ত্যাগ করিয়া থাকে, আর একটী গোনাহ্ করিতে থাকে, তবে সে ব্যক্তি পরহেজগার শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। আওন বেনে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছেন, লোককে নিজের বুদ্ধি ও বিদ্যার উপর নির্ভর না করিয়া সর্ব্বদা

পরহেজগারির শর্ত্তগুলি অবগত হওয়ার জন্য সাধ্য সাধনা করা কর্ত্তব্য। ইহাই পরহেজগারির শর্ত্ত।

রাজা বলিয়াছেন, উপবিষ্ট উটের উপর যে কেহ্ আরোহণ করে, সে তাহাকে স্থান দিয়া থাকে, যে কেহ্ পরহেজগার হওয়ার বাসনা করে, তাহাকে তদপেক্ষা সমধিক নত হওয়া উচিত।

অহাব বেনে কায়ছান বলিয়াছেন, নিম্নোক্ত চিহ্নগুলিতে পরহেজগারের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, — বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা, আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে রাজি হওয়াত তাঁহার দানের কৃতজ্ঞতা এবং কোরআনের আদেশকে নতশিরে মান্য করা।

হজরত দাউদ (আঃ) তাঁহার পুত্র ছোলায়মান (আঃ) কে বলিয়াছিলেন, নিম্মোক্ত তিনটী কার্য্যে লোকের পরহেজগারির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম আল্লাহ্তায়ালার উপর সমস্ত কার্য্যে নির্ভর করা তাঁহার প্রদত্ত দানে রাজি হওয়া এবং নষ্ট বিষয়গুলির আক্ষেপ না করা।

মাদেন বলিয়াছেন, পরহেজগারির লক্ষণ এই যে, সর্ব্বদা তোমার রসনা আল্লাহ্তায়ালা জেকরে সংলিপ্ত থাকে। হজরত ইছা (আঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বান্তকরণে আল্লাহ্তায়ালার প্রেম কর, সাধ্যানুসারে সৎকার্য্য কর, যেরূপ তুমি নিজের আত্মার উপর দয়া করিয়া থাক। সেইরূপ আদম সন্তানদিগের উপর দয়া কর, তোমার প্রতি অন্যের যেরূপ ব্যবহার তুমি পছন্দ কর না, তুমি অন্যের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিও না। এইরূপ করিতে পারিলে, তুমি প্রকৃত পক্ষে খোদা ভীরু বলিয়া গণ্য হইবে।

ওমার বেনে আবদুল আজিজ (রঃ) বলিয়াছেন, দিবসের রোজা ও রাত্রি জাগরণ পরহেজগারি নহে, আল্লাহ্তায়ালার হারামকে ত্যাগ করা ও তাঁহার ফরজগুলি আদায় করাকে পরহেজগারি বলা হয়। ময়মুন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যেরূপ অংশীদারের নিকট হইতে হিসাব লইয়া থাকে, সেইরূপ দৈনিক নিজের নিকট হইতে হিসাব লইতে না থাকে, যে ব্যক্তির খাদ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ হালাল অর্থ বা হারাম অর্থ দ্বারা হইয়াছে, ইহার তদন্ত না করে, তাহাকে পরহেজগার বলা যাইতে পারে না।

হজরত মোয়াজ বলিয়াছেন, লোক কেয়ামতের দিবস এক বৃহৎ প্রান্তরে আবদ্ধ থাকিবেন, এমতাবস্থায় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিয়া বলিবে, পরহেজগার দল কোথায় ? তখন তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার আরশের ছায়ায় উপস্থিত হইবেন, তৎপরে বেহেশ্‌তে চলিয়া যাইবেন।

কোরআন শরিফে আছে, "যাহারা পরহেজগার হইয়াছেন এবং যাহারা পরোপকারী হইয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালার সহায়তা তাহাদের সহকারী হইবে।"

আরও কোরআন শরিফে আছে,— " তোমাদের মধ্যে পরহেজগার ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শরিফ (ভদ্র)।"

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ শরিফ হইতে বাসনা রাখে, সে ব্যক্তি যেন আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করে। তঃ কবির, ১/১৭০। বয়ঃ ১/৪৮/৪৯ ও তাবারি, ১/৭৬।

এস্থলে পরহেজগার শ্রেষ্ঠ এমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের কিছু পরহেজগারির বর্ণনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এমাম আবু হানিফা (রঃ) নিজের পক্ষে এই নিয়ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন যে, কথা প্রসঙ্গে শপথ (কছম) করিলে, এক দেরম দান করিতেন। অবশেষে তিনি এক দীনার দান করার নিয়ম স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। দেরম ও দীনার আরবের মুদ্রা বিশেষের নাম।

যে সময় তিনি আপন পরিজনকে কোন খাদ্য প্রদান করিতেন, সেই সময় তত্তুল্য ছদ্‌কা প্রদান করিতেন। যে সময় তিনি তাহদিগকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইতেন, সেই সময় তিনি উহার মূল্যের পরিমাণ বস্ত্র আলেমগণকে পরিধান করাইতেন। যে সময় তাঁহার সম্মুখে খাদ্য রাখা হইত, সেই সময় তিনি উহার দ্বিগুণ খাদ্য লইয়া রুটীর উপর রাখিয়া দিতেন, তৎপরে তিনি উহা দরিদ্রকে দান করিতেন। হাছান বেনে এমারা উক্ত এমামের লাশকে গোসল দেওয়ার সময় বলিয়াছিলেন,— "আল্লাহ্‌তায়ালা আপনার উপর রহমত (অনুগ্রহ) করুন এবং আপনার গোনাহ্ মার্জ্জনা করুন, আপনি ৩০ বৎসর (দিবা ভাগে) এফ্‌তার করেন নাই (রোজা রাখিয়াছিলেন) এবং ৪০ বৎসর রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন।"

এমাম আবু ইউছুফ (রঃ) বলিয়াছেন, আমি এমাম আবু হানিফার সঙ্গে গমন করিতে ছিলাম, হঠাৎ শুনিলাম, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলিতেছে, এমাম আবু হানিফা রাত্রিতে নিদ্রিত হন না, ইহাতে উক্ত এমাম বলিলেন, আমি যাহা না করিয়াছি, লোকে যেন তাহা না বলে, সেই হইতে তিনি রাত্রি জাগরণ করিতেন। আছাদ বেনে আম্‌র বলিয়াছেন, (এমাম) আবু হানিফা ৪০ বৎসর যাবত এশার ওজুতে ফজর পড়িয়াছিলেন। তিনি অধিকাংশ রাত্রে একই রাক্‌য়াতে সমস্ত কোরআন খতম করিতেন। তিনি মৃত্যুস্থানে (কারাগারে) ৭ সহস্র বার উহা খতম করিয়াছিলেন।

এবনো মোবারক বলিয়াছেন, আমি কুফাতে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তথাকার অধিবাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরহেজগার কে আছেন? তাঁহারা বলিলেন, (এমাম) আবু হানিফা, তিনি একটী দাসী ক্রয় করিতে দশ কিম্বা বিশ বৎসর যুক্তি পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি সন্দেহ শূন্য বন্দিগণের মধ্য হইতে উহা ক্রয় করিতে এরূপ সাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন।

হাছান বেনে জিয়াদ বলিয়াছেন খোদার শপথ, তিনি আমির বাদশাহের পারিতোষিক ও উপঢৌকন (তোহফা) গ্রহণ করেন নাই। তিনি কোন অংশীর নিকট কতকগুলি বাণিজ্য দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একখানা দুষিত বস্ত্র ছিল। তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন যে, যেন উক্ত ব্যক্তি উহার দোষ প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করেন, কিন্তু তিনি বিক্রয় করা কালে ভ্রমবশতঃ উহা প্রকাশ করেন নাই এবং ক্রেতা অপরিচিত লোক ছিল। (এমাম) আবুহানিফা (রঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া উক্ত বাণিজ্য দ্রব্যের ৩০ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। কতকগুলি অপহৃত ছাগল কুফার ছাগলের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ছাগল কতকাল জীবিত থাকে? তাঁহারা বলিলেন, সাত বৎসর। সেই হইতে তিনি সাত বৎসর ছাগলের মাংস ভক্ষণ করেন নাই। একসময় তিনি দেখিয়াছিলেন যে, একটী সৈন্য মাংস খাইয়া উহার উচ্ছিষ্ট (ঝুঠা) কুফার নদীতে নিক্ষেপ করিতেছে। তখন তিনি মৎস্যের বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকে বলিল এত বৎসর। তিনি সেই সময় অবধি মৎস্য ভক্ষণ করেন নাই।

এজিদ বেনে হারুন বলিয়াছেন, একদিবস আমি উক্ত এমামকে একজন লোকের

(কাফেরেরা) তদ্দ্বারা লাভবান হইবে না, এইজন্য এস্থলে ধর্ম্মভীরুদিগের পথপ্রদর্শক বলা হইয়াছে।

মূল কথা, কোরআন স্বাস্থ্যদায়ক ঔষধ হইলেও যে পীড়িত ব্যক্তি উহা ব্যবহার করিবে, সেই আরোগ্যলাভ করিবে, আর যে পীড়িত উহা ব্যবহার না করিবে, সে উহার উপকার হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

এমাম রাজি বলিয়াছেন, 'হেদাএত' শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে;— প্রথম পথ প্রদর্শন করা, দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে-পথে পৌঁছাইয়া দেওয়া। এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিলে আয়তের অর্থ এইরূপ হইবে, কোরআন সমস্ত লোকের পথপ্রদর্শক হইলেও কেবল ধর্ম্মভীরুগণকে উদ্দেশ্য পথে পৌঁছাইয়া দিয়া থাকে। এসূত্রে উপরোক্ত প্রশ্নের খণ্ডন হইয়া যায়।

তফছিরে আজিজিতে আছে, মোত্তাকী পাঁচ শ্রেণীর লোককে বলা হয়, প্রথম 'ছাবেকিন', দ্বিতীয় 'আছহাবোল এমিন', ছাবেকিন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন ;— এক মহবুব (প্রেমাস্পদ) ও দ্বিতীয় মোহেব্ব (প্রেমিক), এই দুই শ্রেণী অলিউল্লাহ্ নামে অভিহিত। আর আছহাবোল এমিন তিন ভাগে বিভক্ত, একদল যাবতীয় সৎকার্য্য করিয়া খোদার নিকট ছওয়াব (সুফল) প্রাপ্ত হইবেন, দ্বিতীয় দল কিছু গোনাহ্ করিলেও মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইবেন। তৃতীয় দল শাস্তিগ্রস্থ মুসলমান, তাহারও শাফায়াতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবেন; ইহাতে বুঝা যায় যে মোত্তাকিদিগের কয়েক শ্রেণী আছে। কোরআন নিম্ম শ্রেণীর মোত্তাকিকে উন্নত শ্রেণীর পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর পরহেজগারির সংখ্যাতীত দরজা আছে, তাঁহারা এক দরজা লাভ করিলে, অন্য উর্দ্ধতন দরজা লাভের আকাঙ্খী হইয়া থাকেন, ইহার পথ প্রদর্শক একমাত্র কোরআন।

৩) এই আয়তে আল্লাহ্তায়ালা পরহেজগারগণের প্রধান প্রধান তিনটী গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন;—

ক) প্রথম — তাঁহারা অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেন (ইমাম আনেন)।

ইমান শব্দের অর্থ।

ইমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা।

যে সমস্ত বিষয় দীন ইসলামের জরুরি বিধান বলিয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশুদ্ধ অন্তরে বিশ্বাস করাকেই ইমান বলা হয়; ইহাই ইমানের শরিয়ত সঙ্গত অর্থ।

মুসলমানগণের মধ্যে ইমানের মর্ম্ম লইয়া মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন, অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক অঙ্গীকার ও আমল (কার্য্যানুষ্ঠান) এই তিনটি বিষয়কে ইমান বলে, ইহা মো'তাজেলা খারেজি, জয়দিয়া ও হাদিস তত্ত্ববিদগণের মত।

একদল বলেন, অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক একরারকে ইমান বলা হয়, ইহা এমাম আবু হানিফা, আবুল হাছান আশয়ারি ও অধিকাংশ ফেকহতত্ত্ববিদের মত। একদল বলেন, কেবল অন্তরের বিশ্বাসকে ইমান বলে, আর একদল বলেন, মৌখিক একরারকে ইমান বলা হয়।

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ১/৭৩ পৃষ্ঠায় ও কাজি বয়জবি তফছিরের ১/৫৪/৫৫ ও আল্লামা আলুছি রুহোল মায়ানির ১/৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ইমান যে অন্তরের বিশ্বাসকে বলা হয় এবং আমল যে ইমানের অংশ নহে, ইহার কয়েকটী প্রমাণ আছে;—

কোরআন শরিফে আছে ;—

اولئک کتب فی قلوبهم الایمان☆

"তাঁহাদের অন্তর সমুহে ইমান অঙ্কিত হইয়াছে।'

আর কোরআন শরিফে আছে ;—

وقلبه مطمئن بالایمان☆

"এবং তাহার অন্তর ইমান দ্বারা শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

আরও উল্লিখিত হইয়াছে;—

ولما يدخل الايمان في قلوبكم☆

"তোমাদের অন্তরে ইমান কখনও প্রবেশ করে নাই।"

উপরোক্ত আয়তগুলিতে বুঝা যায় যে, ইমান অন্তর নিহিত বিষয়, উহা আমল হইতে পারে না।

কোরআন শরিফে আছে;—

ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات☆

"নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে।"

এইরূপ বহু আয়তে ইমানের পরে আমলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতেও বুঝা যায় যে, ইমান পৃথক বস্তু এবং আমল পৃথক।

কোরআন শরিফে আছে ;—

وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

"যদি দুইদল ইমানদার যুদ্ধে লিপ্ত হয়।"

এইরূপ অনেকস্থলে গোনাহগারকে ইমানদার বলা হইয়াছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, আমল ইমানের অংশ নহে।

অবশ্য শরিয়তের আহকাম জারি করিবার জন্য মৌখিক একরারকে ইমানের শর্ত্ত বলা হইয়াছে। পূর্ণ ইমানের জন্য সৎ কার্য্য করা জরুরী। যে ব্যক্তি ইসলামের জরুরী বিষয় গুলিকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে, ইহার প্রতি মৌখিক একরার করে এবং সৎকার্য্য গুলি করে, সে ব্যক্তি সকলের নিকট ইমানদার হইবে। আর যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করে এবং মৌখিক একরার করে, কিন্তু সৎকার্য্য করে না, সে ব্যক্তি প্রায় সমস্ত সুন্নত জামাতের নিকট ইমানদার হইবে, কিন্তু গোনাহগার বলিয়া শাস্তির উপযুক্ত হইবে। খারিজি নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় উপরোক্ত ব্যক্তিকে কাফের বলিয়া থাকেন। মো'তাজেলা ও শিয়া এই ভ্রান্ত সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়া থাকেন যে, উক্ত ব্যক্তি ইমানদার নহে এবং কাফের নহে।

মেশকাত ৪৯০ পৃষ্ঠায় হজরতের শাফায়াতের হাদিসে আছে যে, যাহাদের ইমান ব্যতীত অন্য কোন সৎকার্য্য ছিল না, তাহারাও বহু যুগ শাস্তি ভোগ করার পরে হজরতের

শাফায়াতে বা খোদার দয়াতে নিষ্কৃতি পাইবে। ইহাতে খারিজি ও মো'তাজেলা দলের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে না, তাহাকে কাফের বলা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মৌখিক একরার করে, তাহাকে মোনাফেক বলা হয়।

এই আয়তে ইমান শব্দের পরে আরবি 'বে' অক্ষর উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে উহার অর্থ বিশ্বাস করা হইবে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

গায়েব غيب শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;— প্রথম যে বিষয়টি মানব চক্ষুর অগোচর, তাহাকে গায়েব বলা হয়। দ্বিতীয় অনুপস্থিত। প্রথম অর্থের হিসাব গায়েব বলিয়া আল্লাহ্, ফেরেশ্তাগণ, বেহেশ্ত, দোজখ, মৃত্যুর পরে গোরে বা পরকালে (কেয়ামতে) পুনর্জ্জীবিত হওয়া, আখেরাত, তকদীর, নেকী বদী ওজন ও পোল ছেরাত ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। হজরত নবী (ছাঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে যে কোরআন বা শরিয়ত আনয়ন করিয়াছেন, তাহাও অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য যেহেতু উহা যে আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে নাজিল হইয়াছে, ইহার অবস্থা পয়গম্বর ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে অজ্ঞাত।

প্রথম মর্ম্মের হিসাবে আয়তের এইরূপ মর্ম্ম হইবে;—

"পরহেজগারগণের প্রথম চিহ্ন এই যে, তাহারা উপরোক্ত অদৃশ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে এইরূপ মর্ম্ম হইবে যে, তাঁহারা (যেরূপ ইমানদারগণের সম্মুখে ইমান আনেন), সেইরূপ অনুপস্থিতাবস্থায় ইমান আনিয়াছেন, তাঁহারা মোনাফেকদের তুল্য নহেন, যাহারা ইমানদারগণের সাক্ষাতে বলে যে, আমরা ইমান আনিয়াছি, আর তাহাদের সহিত মিলিত হইলে, বলে যে আমরা তোমাদের সহকারী, আমরা (মুসলমানগণের সহিত) বিদ্রুপকারী। কেহ কেহ বলেন গায়েব শব্দের মর্ম্ম অন্তর, এক্ষেত্রে আয়তের উক্ত অংশটুকুর এইরূপ মর্ম্ম হইবে;— পরহেজগারগণ অন্তরের সহিত ইমান আনিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত কপটদিগের তুল্য নহেন যাহারা মুখে ইমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে ইহার বিপরীত ভাব পোষণ করে। একদল উহার অর্থ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) গ্রহণ করিয়াছেন, এই হিসাবে

এইরূপ মর্ম্ম হইবে, যাহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে না দেখিয়া তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছেন, তাহারা বিশিষ্ট পরহেজগার।

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা বলিতে পার যে, অতি আশ্চর্য্যজনক ইমানদার কাহারা হইবেন? শ্রোতাগণ বলিলেন, ফেরেশ্‌তাগণ। হজরত বলিলেন, তাঁহারা ত আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা অবগত হইয়া ইমান আনিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে কিরূপে? তাঁহারা বলিলেন, পয়গম্বরগণ। হজরত বলিলেন, তাঁহাদের উপর আসমান হইতে অহি নাজিল হইয়াছিল, কাজেই তাঁহাদের ইমান বিস্ময়কর হইবে কিরূপে? তাঁহারা বলিলেন, আপনার সাহাবাগণ,হজরত বলিলেন, তাঁহারা ত আমার অবস্থা পরিদর্শন করিয়া আমার উপর ইমান আনিয়াছেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক হইবে কিরূপে? যাহারা আমার পরে আগমন করিবেন, আমাকে না দেখিয়া কোরআন পাঠ করিয়া আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহারাই আশ্চর্য্যজনক ইমানদার। তাঃ, দোঃ, কবির, রুহোল-মাঃ, মায়াঃ ও বয়ঃ।

খ) পরহেজগারের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, তাঁহারা নামাজ কায়েম করেন, ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে; প্রথম এই যে তাঁহারা ফরজ, ওয়াজেব, সুন্নত ও মোস্তাহাব সহ এবং অন্তরকে খোদাতায়ালার ধেয়ানে নিবিষ্ট করিয়া নামাজ আদায় করিবেন।

কোরআন শরিফের অন্যত্রে আছে, যাহারা বিনীতভাবে বা একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়েন, তাহারাই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মেশকাতের ৭৫ পৃষ্ঠায় আছে;—

"এক ব্যক্তি রুকু ও সেজদা হইতে সোজা ভাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল না, এই জন্য হজরত বলিয়াছেন, তোমার নামাজ হয় নাই।"

আরও ইহার ৮৩ পৃষ্ঠায় আছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে রুকু ও ছেজ্‌দা করে না, সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা কদর্য্য চোর।

হজরত হোজায়ফা একজন লোককে এইরূপ করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যদি

শাফায়াতে বা খোদার দয়াতে নিষ্কৃতি পাইবে। ইহাতে খারিজি ও মো'তাজেলা দলের মত সম্পূর্ণ খণ্ডন হইয়া যায়। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে না, তাহাকে কাফের বলা হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস করে না, কিন্তু মৌখিক একরার করে, তাহাকে মোনাফেক বলা হয়।

এই আয়তে ইমান শব্দের পরে আরবি 'বে' অক্ষর উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে উহার অর্থ বিশ্বাস করা হইবে, ইহাতে কাহারও মতভেদ নাই।

গায়েব غَيْب শব্দের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে ;— প্রথম যে বিষয়টি মানব চক্ষুর অগোচর, তাহাকে গায়েব বলা হয়। দ্বিতীয় অনুপস্থিত। প্রথম অর্থের হিসাব গায়েব বলিয়া আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তাগণ, বেহেশ্‌ত, দোজখ, মৃত্যুর পরে গোরে বা পরকালে (কেয়ামতে) পুনর্জ্জীবিত হওয়া, আখেরাত, তকদীর, নেকী বদী ওজন ও পোল ছেরাত ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। হজরত নবী (ছাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে যে কোরআন বা শরিয়ত আনয়ন করিয়াছেন, তাহাও অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য যেহেতু উহা যে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে নাজিল হইয়াছে, ইহার অবস্থা পয়গম্বর ব্যতীত অন্য লোকের পক্ষে অজ্ঞাত।

প্রথম মর্ম্মের হিসাবে আয়তের এইরূপ মর্ম্ম হইবে;—

"পরহেজগারগণের প্রথম চিহ্ন এই যে, তাঁহারা উপরোক্ত অদৃশ্য বিষয়গুলির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন। দ্বিতীয় অর্থের হিসাবে এইরূপ মর্ম্ম হইবে যে, তাঁহারা (যেরূপ ইমানদারগণের সম্মুখে ইমান আনেন), সেইরূপ অনুপস্থিতাবস্থায় ইমান আনিয়াছেন, তাঁহারা মোনাফেকদের তুল্য নহেন, যাহারা ইমানদারগণের সাক্ষাতে বলে যে, আমরা ইমান আনিয়াছি, আর তাহাদের সহিত মিলিত হইলে, বলে যে আমরা তোমাদের সহকারী, আমরা (মুসলমানগণের সহিত) বিদ্রুপকারী। কেহ কেহ বলেন গায়েব শব্দের মর্ম্ম অন্তর, এক্ষেত্রে আয়তের উক্ত অংশটুকুর এইরূপ মর্ম্ম হইবে;— পরহেজগারগণ অন্তরের সহিত ইমান আনিয়া থাকেন, তাঁহারা উক্ত কপটদিগের তুল্য নহেন যাহারা মুখে ইমানের কথা প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে ইহার বিপরীত ভাব পোষণ করে। একদল উহার অর্থ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) গ্রহণ করিয়াছেন, এই হিসাবে

তুমি এই অবস্থায় মরিয়া যাও তবে ইসলামের নিয়ম বহির্ভূত হইয়া মরিবে।

তৃতীয় অর্থ এই যে, পরহেজগারেরা সর্ব্বদা নিয়মিত সময়ে উক্ত নামাজ সম্পাদন করেন।

মেশকাতের ৫৮/৫৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী লিখিত আছে;—

" যে ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে নামাজ পড়িতে থাকে, উক্ত নামাজ তাহার পক্ষে ইমানের চিহ্ন জ্যোতিঃ ও মুক্তির কারণ হইবে, আর যে ব্যক্তি উহা নিয়মিত সময়েপাঠ না করে, নামাজ তাহার পক্ষে ইমানে চিহ্ন জ্যোতি ও মুক্তির কারণ হইবে না, বরং সে ব্যক্তি কারুন, হামান, ফেরয়াওন ও ওবাইবেনে খালাফের সহিত (দোজখে) থাকিবে।

তৃতীয় অর্থ পরহেজগারগণ বিনা ক্রটি ও শৈথল্যে উহা আদায় করিতে সাধ্য সাধনা করেন।

চতুর্থ অর্থ, পরহেজগারগণ উহা আদায় করিতে থাকেন।

এস্থলে আরবি 'ছালাত' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, আরবেরা বলেন صليت العصا "যষ্ঠির অগ্নির তাপে সোজা করিয়াছি।" আর বলেন, صليت العود "কাষ্ঠকে নরম করিয়াছি।" ঘোড়া দৌড়ান কালে অগ্রগামী ঘোটকের পশ্চাতে পশ্চাতে যে ঘোটকটী গমন করে; তাহাকে 'মোছাল্লি' বলা হয়। পৃষ্ঠের দুইটি শিরাকে 'ছালাওয়াএন' বলা হয়। ইহার অন্য অর্থ দোয়া, রহমত, মার্জ্জনা প্রার্থনা হয়। এস্থলে নিয়ত, কেরাম, (দাড়ান), কুরু, ছেজদা, কোরআন পাঠ ইত্যাদি কয়েকটি রোকনকে 'ছালাত' বলা হইয়াছে, ফার্সি ভাষাতে উহাকে নামাজ বলা হয়। যেরূপ অগ্নির তাকে যষ্ঠি সোজা করা হয়, সেইরূপ নামাজের মধ্যে নামাজি নিজের অন্তর বাহিরকে সোজা করিতে সাধ্য সাধনা করে। নামাজি কাষ্ঠের ন্যায় নিজেকে নত ও নরম করে। ইমান ইস্‌লামের অগ্রগণ্য বিষয়, উহার পশ্চাতে পশ্চাতে নামাজ ধাবিত হইতে থাকে। নামাজে রুকু, ছেজদা, কালে পৃষ্ঠের শিরাদ্বয় দৃষ্টিগোচর হয়। উহার মধ্যে দোয়া করা হয়। এই সমূহ কারণে নামাজের নাম 'ছালাত' রাখা হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় উহার প্রতিশব্দ নাই। গিরিশ বাবু উহার অনুবাদে 'উপসনা' লিখিয়াছেন। সেল, পামার, রডওয়েল, ডাক্তার

আব্দুল হাকিম, মিষ্টার মোহম্মদ আলি ও মির্জ্জা বশিরুদ্দীন সাহেবগণ ছালাতের অনুবাদ Prayer (উপাসনা, প্রার্থনা) করিয়াছেন, ইহা ঠিক অনুবাদ হয় নাই, কারণ নামাজ, রোজা হজ্জ, জাকাত ইত্যাদি সমূহ এবাদতকে উপাসনা বলা যায়।

গ) পরহেজগারদিগের তৃতীয় চিহ্ন এই যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালার প্রদত্ত অর্থ হইতে কিছু অংশ ব্যয় করেন। অর্থাৎ তাহারা জাকাত, ফেৎরা নিজের, পরিজনের ও আত্মীয় স্বজনের খোরপোষ ইত্যাদি ফরজ, ওয়াজেব, ও নফল সমস্ত প্রকার দান ও ছদকা বাবদ সঞ্চিত অর্থের কতকাংশ ব্যয় করিয়া থাকেন। যিনি উহার অর্থ জাকাত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি উহার শ্রেষ্ঠ প্রকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়তে প্রদত্ত অর্থের কিছু অংশ দান করিতে বলিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অর্থ অপব্যয় করা নিষিদ্ধ।

অন্য আয়াতে আছে, —

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

وكان بين ذلك قواما☆

"উক্ত ধর্ম্ম পরায়ণ বান্দারা যে সময় অর্থ ব্যয় করেন, অপব্যয় করেন না এবং কৃপণতা করেন না এবং এতদুভয়ের মধ্যে স্থির প্রতিজ্ঞ থাকেন।"

আর এক আয়তে আছে ;—

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين

"নিশ্চয় অপব্যয়কারিরা শয়তানদিগের ভ্রাতা।"

হজরত বলিয়াছেন, — যে তিনটি কার্য্যে লোকে মুক্তির অধিকারী হইবে, তন্মধ্যে একটি দরিদ্র ও ধনবান এই উভয় অবস্থার মধ্যম ধরণে ব্যয় করা।

উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, গান, বাদ্য, বাজি, ইত্যাদিতে অর্থ ব্যয় করা হারাম এবং বিবাহ শাদীতে অতিরিক্ত ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

কাজি বয়জবি উহার ব্যাপক অর্থ লইয়া এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন — পরহেজগারগণ আল্লাহ্‌তায়ালার প্রদত্ত যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তরিক দান (লোককে) বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এলমে জাহেরী শিক্ষা করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়া থাকেন ও মা'রেফাতের নূরে আলোকিত হইয়া অন্যদিগকে উহা বিতরণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিয়া উহা প্রচার না করেন, তাহার এলম উক্ত ধন ভাণ্ডারের ন্যায় যাহা ব্যয় করা না হয়। এই হাদিসটি উপরোক্ত ব্যাপক অর্থের সমর্থন করে।

মূল কথা, এই আয়তে বুঝা যায় যে, ইসলামের প্রধান অঙ্গইমান, ইহাকে আকায়েদ বলা হয়। দ্বিতীয় অঙ্গ করণীয় এবাদত, ইহা শারীরিক ও আর্থিক দুই প্রকার হইয়া থাকে। তৃতীয় অঙ্গনিষিদ্ধ বিষয়গুলি ত্যাগ করা। তাকওয়া বলিয়া তৃতীয় অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ইমান আনার কথা বলিয়া প্রধান অঙ্গের প্রতি এবং নামাজ ও দান করার কথা বলিয়া দ্বিতীয় অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। খাজেন তাবাঃ, কঃ, দোঃ, বয়ঃ।

৪। এই আয়তে পরহেজগারগণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি যে কোরআন শরিফ নাজিল করা হইয়াছে এবং প্রাচীন পয়গম্বরগণের উপর যে আসমানি কেতাব বা ছহিফাগুলি নাজিল করা হইয়াছিল, তৎসমুদয়ের প্রতি ইমান আনেন, তাঁহারাও পরহেজগারগণের মধ্যে গণ্য হইবেন।

আব্দ বেনে হোমাএদ ও এবনে-আছাকের বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা ১০৪ খানা কেতাব নাজিল করিয়াছিলেন, হজরত আদম (আঃ) এর প্রতি ১০ খানা, হজরত শিশ (আঃ) প্রতি ৫০ খানা, হজরত ইদরিছ (আঃ) এর প্রতি ৩০ খানা, হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর প্রতি ১০ খানা, হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি তওরাত, হজরত দাউদ (আঃ) এর প্রতি জবুর, হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি ইঞ্জিল ও হজরত মোহাম্মদ

(সাঃ) এর প্রতি কোরআন নাজিল করিয়াছিলেন। —তঃ কবির, তাঃ ও এবনে কছির।

আল্লামা তিবি আরও দশ খানা কেতাবের উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক বলেন, প্রাচীন নবীগণের উপর কত সংখ্যক কেতাব নাজিল হইয়াছিল, তাহা কোরআন মজিদ বা অকাট্য সহিহ হাদিসে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কাজেই মুসলমানগণের পক্ষে উক্ত কেতাবগুলির সংখ্যা নিরূপণ না করিয়া খোদাতায়ালা যে সমস্ত কেতাব পয়গম্বরগণের প্রতি নাজিল করিয়াছিলেন' যদিও আমরা তৎসমস্তের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অবগত নহি, তথাচ তৎসমুদয়কে তাঁহার প্রেরিত কেতাব বলিয়া বিশ্বাস করা ফরজ।

নাজিল করার অর্থ কি তাহাই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ্তায়ালার কালাম 'লওহো-মহফুজে' (সুরক্ষিত ফলকে) লিখিত ছিল, হজরত জিব্রাইল (আঃ) উহা পাঠান্তে স্মরণ করিয়া লইয়া জমিতে নামিয়া হজরতের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, কিম্বা (যেরূপ আল্লাহ্তায়ালার তুর পর্ব্বত উপরিস্থ বৃক্ষকে বাক্শক্তি প্রদান করিয়া নিজের কালাম প্রকাশ করিয়াছিলেন) সেইরূপ লওহো-মহফুজে কোন বস্তুদ্বারা নিজের কালাম প্রকাশ করিয়াছিলেন, হজরত জিব্রাইল (আঃ) উক্ত শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক স্মরণ করিয়া লইয়া হজরতের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। —তঃ কঃ, ১/১৭৭। নায়হাঃ ১/১৩৫/১৩৬।

হজরত এবনো-আব্বাছ, এবনো-মছউদ প্রভৃতি সাহাবাগণ বলিয়াছেন, যে আয়তের এই অংশটুকু আবদুল্লাহ্-বেনে ছালাম প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থধারিগণের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। এসূত্রে উহার এইরূপ অর্থ হইবে;— যে প্রাচীন গ্রন্থধারিগণ প্রাচীন নবীগণের প্রতি প্রেরিত কেতাবগুলিকে এবং শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি প্রেরিত কোরআনকে আল্লাহ্তায়ালার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মভীরু ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের মধ্যে গণ্য হইবেন। পক্ষান্তরে যে য়িহুদীরা হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি প্রেরিত কেতাবকে খোদার কেতাব বলিয়া স্বীকার করেন না, এইরূপ যে খ্রীষ্টানেরা হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি প্রেরিত কোরআনকে খোদার প্রেরিত কেতাব বলিয়া স্বীকার করেন না, উক্ত দুইদল লোক ও মুক্তিপ্রাপ্ত হইতে পারেন না।

একদল আলেম বলেন, পূর্ব্ব আয়ত বর্ণিত অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদল এবং এই আয়ত বর্ণিত আসমানী কেতাবগুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী দল বলিয়া

একই ইমানদার সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

এই আয়তে 'আখেরাত' শব্দের উল্লেখ হইয়াছে।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) উহার অর্থ পরকাল পুনর্জীবিত হওয়া বিচার প্রান্তরে দণ্ডায়মান হওয়া, হিসাব, নেকী বদীর পাল্লাস্থাপন, বেহেশত ও দোজখ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আয়তের শেষাংশের অর্থ এই যে, এই ধর্ম্মভীরুদের দ্বিতীয় শ্রেণী (যেরূপ সমস্ত বর্ত্তমান ও প্রাচীন আসমানী কেতাবগুলির প্রতি বিশ্বাস করেন।) সেইরূপ পরজগতের পুনরুত্থান, বিচার, বেহেশত ও দোজখের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন। — তঃ তাঃ, কঃ, রুঃ মাঃ।

এই আয়তে ব্রাহ্ম সমাজের বা হিন্দুদিগের মত খণ্ডন হইয়া গেল, যেহেতু তাহারা এই পৃথিবীকে নেকী ও বদীর প্রতি ফল প্রাপ্তির স্থান ধারণা করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের মত পোষণ করিয়া থাকেন।

৫। এই আয়তের 'মোফলেহুন' শব্দ বহুবচন, উহার এক বচন 'মোফ্‌লেহ', উহা এফ্‌লাহ (ফালাহ) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া এবং বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা। এস্থলে এফ্‌লাহ শব্দের অর্থ বেহেশত প্রাপ্ত হওয়া এবং দোজখ হইতে মুক্তি লাভ করা।

এই আয়তের মর্ম্ম এই যে, উপরোক্ত দুই শ্রেণী ধর্ম্মভীরু ইহ জগতে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দ্ধারিত সত্য পথ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পর জগতে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত বেহেশতের অধিকারী হইবেন।

টিপ্পনী।

ক) মির্জ্জা বশিরদ্দিন কাদিয়ানি সাহেব ৪র্থ আয়তের টীকার লিখিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, পারশিকদিগের জেন্দাবেস্তা ও হিন্দুদিগের বেদ আল্লাহ্‌তায়ালার অবতারিত কেতাব। ইহার প্রমাণে তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা সুরা ফাতের ও নহলে বলিয়াছেন, আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাছুল বা ভীতি প্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছি।

আমাদের উত্তর।

আমরা মির্জ্জা সাহেবকে বলি কোরআন শরিফের উপরোক্ত আয়তে এতটুকু বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে খোদাতায়ালা পয়গম্বর প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন বিদ্বানগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে; কেবল বিশিষ্ট কয়েকজন পয়গম্বরের উপর আসমানী কেতাব নাজিল হইয়াছিল, প্রত্যেক নবীর উপর কেতাব নাজিল হয় নাই, বরং অনেক নবী প্রাচীন নবীগণের শরিয়ত ও কেতাবের অনুসরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমরা যদি স্বীকার করিয়া লই যে, হিন্দুস্থানে নবীগণ প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইহাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁহাদের উপর আসমানি কেতাব সমূহ নাজিল হইয়াছিল।

দ্বিতীয় সুরা নহলে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت

"সত্যসত্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাছুল প্রেরণ করিয়াছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের পূজা হইতে বিরত থাক"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌তায়ালার নবী খোদা ব্যতীত অন্যের পূজার ঘোর প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। আর আসমানি কেতাব সমূহে প্রতিমা, নক্ষত্র ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের পূজার অসারতা প্রকাশ করা হইয়াছে। হিন্দুদিগের বেদে প্রতিমা, নক্ষত্র, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির পূজা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ পারশিকদিগের দাছাতিরে অগ্নি ও নক্ষত্রের উপাসনা ও সেজদা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে ও সূর্য্যের পূজার তাকিদ করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা মির্জ্জা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বেদ ও দাছাতিরের শেরক প্রচারিত প্রণেতা কি নবী হইতে পারেন? উক্ত শেরক মূলক পুস্তকদ্বয় কি আসমানি কেতাব হইতে পারে?

হিন্দুদিগের চারি বেদের মধ্যে ঋক বেদ খানা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহাতে প্রাচীন দেবতাদিগের প্রশংসা সূচক কতকগুলি শ্লোক আছে, উক্ত শ্লোকগুলি কয়েকজন ঋষির রচিত বলিয়া বোধ হয়, স্থল বিশেষে তাহাদের নামগুলি লিখিত আছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর

হয়। ইহাতে কবিদের অতিরঞ্জিত বাক্যাবলী আছে, স্থল বিশেষে উপদেশ মূলক কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং স্থল বিশেষে বাতীল গল্প লিখিত আছে। ইহার বহুকাল পরে যজুর্ব্বেদ রচিত হয় কেহ উহাতে অগ্নি, বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, চন্দ্র ও সূর্য্য পূজার নিয়মাবলী যজ্ঞ করার বিধান ও মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছেন, অনেক স্থলে প্রশংসা স্থলে ঋক বেদের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনেক কাল পরে পণ্ডিতেরা যজুর্ব্বেদকে নূতন ধরণে লিপিবদ্ধ করিলেন এবং উহার টীকা লিখিয়া অন্য একখানি গ্রন্থ সাম বেদ নামে অভিহিত করিলেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের নিকট অথর্ব্ব বেদের নাম গন্ধ ছিল না, মনুসংহিতার ২৩০/৭৬ অধ্যায়ের শ্লোক হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। স্বয়ং মনু উহাকে বেদ বলিয়া মান্য করেন নাই, বরং অনেক কাল পরে কোন লোক উপরোক্ত তিনখানা বেদ হইতে কিছু কিছু মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া অথর্ব্ব বেদ নামে অভিহিত করিলেন। বেরিলিতে যে তত্ত্ব বর্দ্ধনী হিন্দু মহা সভা আহুত হয়, উহাতে বিচক্ষণ হিন্দু পন্ডিতেরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"পুরাণের মতে লিখিত আছে যে, বেদ ব্রহ্মার চারিমুখ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। কেননা বেদ তত্ত্ববিদ পন্ডিতেরা বিশেষরূপ অবগত আছেন যে কোন বেদ এক সময়ে একজন লোকের মুখ হইতে প্রকাশিত হয় নাই, সমস্ত বেদের পৃথক পৃথক অংশ ভিন্ন ভিন্ন ঋষি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে, বরং স্থানে স্থানে বেদ রচক ঋষিগণের নাম পাওয়া যায়"।

যখন হিন্দুদিগের পন্ডিতেরা বেদের ব্রহ্মমুখ নিসৃত হওয়ার মত বাতীল বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, তৎসমুদয়ের প্রণেতা এক দুইজন নহেন, বরং কতকগুলি অপরিচিত লোক, তখন তৎসমূদয়কে কিরূপে এলহামি কেতাব ও খোদার কালাম বলিয়া স্বীকার করা যাইবে?

ব্যাস মুনি কিছু দিবস বালাখ দেশে অগ্নি উপাসক জরতস্ত্রের নিকট গিয়াছিলেন, ইহা বিচিত্র নহে যে, তিনি উক্ত ব্যক্তির নিটক হইতে নক্ষত্র, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির পূজা শিক্ষা করিয়া বেদে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইহার পরেও অন্য পন্ডিতেরা উহাতে আরও কিছু যোগ করিয়াছিলেন। যদি ব্যাস মুনিকে উহার রচক স্থির করা হয়, তবে

আমি বলি, তিনি ত এল্‌হাম প্রাপ্ত লোক ছিলেন না, তবে উহাকে আসমানী কেতাব বলা যাইবে কিরূপে? বেদ কোন্ নবীর উপর নাজিল হইয়াছিল? কোন্ সময় নাজিল হইয়াছিল? ইহার ধারাবাহিক ছনদ পেশ করিতে না পারিলে মির্জ্জা সাহেব কিছুতেই উহাকে আসমানি কেতাব বলিয়া দাবি করিতে পারেন না। খ্রীষ্টানেরা অনেক জাল ইঞ্জিল প্রচার করিয়াছিলেন। হজরত নবী (ছাঃ) এর পরে প্রায় ৩০ জন লোক মিথ্যারূপে নিজদিগকে নবী বলিয়া দাবি করিয়া কতকগুলি মত প্রচার করিয়াছিলেন।

মির্জ্জা সাহেব উক্ত জাল ইঞ্জিল ও জাল নবীদের প্রেরিত কথাকে কি আসমানী কেতাব বলিয়া স্বীকার করিবেন?

পার্সিদের দাছাতির নামক কেতাবে ১৫টি লোকের ১৫খানা উপদেশ পুস্তক আছে। যদি সেকেন্দারের উপদেশ পুস্তক উহার অন্তর্গত বলিয়া ধরা হয় তবে ১৬টি উপদেশ পুস্তক হইবে। নওশেরওয়ান রাজার পৌত্র খছরু পরবেজের রাজত্বকালে পঞ্চম ছাছান উক্ত পুস্তকগুলিকে পাজিন্দি ভাষা হইতে দরি (বিশুদ্ধ ফার্সি) ভাষায় অনুবাদ করেন। উক্ত কেতাব পাঠ করিলে, বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিকদিগের কতকগুলি মত এবং নক্ষত্র ও অগ্নি পূজার রীতি লিপিবদ্ধ করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থ নামে অভিহিত করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা অনুসন্ধান করা উচিত যে, উহার রচক কাহারা ছিলেন? তাহারা এলহাম দ্বারা উহা লিখিয়াছিলেন কি না? উহার মর্ম্ম কিরূপ?

উক্ত 'দাছাতির' পঞ্চম ছাছান কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে, ইনি নিজ পুস্তকের ৩৯ পদে এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছেন যে, চিরকাল তাহার বংশে পয়গম্বর সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা একেবারে মিথ্যাকথা। উহাতে আরও কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে সমস্তের মিথ্যা হওয়াতে কাহারও সন্দেহ নাই।

তিনি উহার ২৫/২৬ পদে লিখিয়াছেন ;— " যে আরবেরা পারস্য অধিকার করিবেন, তাঁহারা কদাচারী ও নিজ পয়গম্বরের অবাধ্য হইবেন।"

ইহাও একেবারে মিথ্যা, কেননা হজরতের দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমারের (রাঃ) জামানায় হজরত ছা'দ বেনে অক্কাছ (রাঃ) ইরান অধিকার করেন। উক্ত যুদ্ধে অনেক সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এই সাহাবাগণ এরূপ সৎলোক ছিলেন এবং নিজ

পয়গম্বরের এরূপ বাধ্য ও অনুগত ছিলেন যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি উহার ৩০ পদে লিখিয়াছেন, — সহস্র বৎসর পরে দীন ইসলাম একেবারে অস্তিত্বশূন্য হইয়া যাইবে। ইহাও মিথ্যা কথা।

তিনি উহার ৭৩—৮০ পদে লিখিয়াছেন, আরবদের পরাক্রান্ত হওয়ার পরে প্রথম ছাছানের বংশধরগণের মধ্য হইতে একজন পয়গম্বর হইবেন যিনি ইরাণবাসিদিগের বিনষ্ট রাজত্ব পুনরুদ্ধার করিবেন। মুসলমানেরা ইরাণবাসীদিগের দেশ হইতে এরূপভাবে পলায়ন করিবেন যেরূপ ইন্দুর বিড়ালের ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে, এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে মিথ্যা।

তিনি উহাতে খসরু পরবেজের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, এমন কি তাহাকে ফেরেশতার তুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন, অথচ উক্ত ব্যক্তি হজরত নবী (ছাঃ) এর প্রেরিত পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দুরাদৃষ্টের নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিল এবং অগ্নিপূজা ও অসৎ রীতির পরিচালক ছিল। ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, পঞ্চম ছাছান উক্ত পুস্তক এলহাম কর্তৃক লিপিবদ্ধ করেন নাই।

উহাতে আবা অখশুর, জয় আফরাম, শাইকিলিউ, পাছান, গেলশাহ্, ছিয়ামোক, হোসাঙ্গ, তহমুরাছ, জমসেদ, ফেরিদুন, মনুচাহর কয়খছরু, জারতোশত, সেকেন্দার' প্রথম ছাছান ও পঞ্চম ছাছান এই ১৬ জন লোকের পুস্তক বর্তমান রহিয়াছে। তাহাদের মত উহাতে লিখিত আছে। অগ্নিপূজক গ্রন্থকারেরা পয়গম্বর ছিলেন না, অবশ্য তাহারা দর্শন বিজ্ঞানের সুপন্ডিত ও রাজা ছিলেন। এইজন্য তাহারা সমাজের নেতারূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

প্রথম ছাছানের ১৯ পদে জন্মান্তরবাদের কথা লিখিত আছে। পাছানের পুস্তকের ৫৮ পদে অগ্নি ও নত্রকে ছেজ্‌দা ও পূজা করার কথা লিখিত হইয়াছে। ছিয়ামতের পুস্তকের ৩ পদে বৃহস্পতি গ্রহের স্তুতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তহমুরাছ পুস্তকে সূর্য্য পূজার বিশেষ তাকিদ করা হইয়াছে। জমশেদ পুস্তকে শুক্র গ্রহের স্তব স্তুতির কথা আছে।

ব্যাসমুনি তাহার শিক্ষক জারতস্তকে কেতাবের সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া হিন্দুস্থানে বেদ নামে অভিহিত করিয়া প্রচার করিয়াছেন। এইজন্য পারশিকদিগের দাছাতির ও হিন্দুদিগের বেদে একই প্রকার গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি ইত্যাদির পূজা ও জন্মান্তরবাদের কথা লিখিত আছে। তওরাত, ইঞ্জিল, জবুর ইত্যাদি কোন আসমানী কেতাবে উপরোক্ত শেরেক ও কাফেরীমূলক মত নাই।

এইরূপ শেরক ও কাফেরির খনি বেদ ও দাছাতির কি আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত কেতাব হইতে পারে?

খ) গোল্ডসেক সাহেব তৃতীয় আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, এই আয়াতে মুসলমানেরা অদৃশ্য ও অবোধ্য বিষয়ে ইমান আনিতে উৎসাহিত হইতেছেন। না বুঝিলেও যাহা, "মুতাশাবীহ" তাহাতে ইমান আনিতেই হইবে। তবে ইঞ্জিল প্রকাশিত ত্রিত্ব ইসা-মসীহে ঈশ-পুত্রত্ব প্রভিতি কি এইরূপ "মুতাশাবীহ" নহে? ফলতঃ ইসা মসীহের ঈশ-পুত্রত্ব বুঝা যায় না বলিয়া তাহাতে মুসলমানদিগকে কিছুতেই অবিশ্বাস করা উচিত নহে। এই আয়ত দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায়।

আমাদের উত্তর।

গায়েব শব্দের অর্থ বাহ্য দৃষ্টির অগোচর, ইহার অর্থ অবোধগম্য নহে। সেল সাহেব ইহার অনুবাদে যে Mysteries of faith (অবোধগম্য মত) লিখিয়াছেন, ইহা তাঁহার ভ্রান্তিমূলক অনুবাদ।

মুসলমান টীকাকরেরা গায়েব শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লাহ, ফেরেশ্‌তা, পুনরুত্থান, বেহেশ্‌ত দোজখ ইত্যাদি লিখিয়াছেন, তৎসমস্ত অদৃশ্য বিষয় হইলেও অবোধগম্য বা জ্ঞানের বহির্ভূত নহে। কাজেই গোল্ডসেক সাহেবের দাবি যে, এই আয়তে অবোধ্য বিষয়ের ইমান আনিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে, একেবারে বাতীল দাবি আর তাঁহার এস্থলে 'মোতাশাবিহ' আয়তের প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও অন্যায়, কারণ এই আয়তে 'মুতাশাবিহ্' আয়তের প্রতি ইমান আনার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই।

দ্বিতীয় সুরা আল-এমরানে আছে ;—

"তিনিই তোমার উপর কেতাব নাজিল করিয়াছেন, উহার মধ্যে কতকগুলি স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক আয়ত আছে, এই আয়তগুলি কেতাবের মূল অপর কতকগুলি 'মুতাশাবেহ' আয়ত আছে (যাহার অর্থ প্রত্যেকে অবগত নহে)।"

ইহাতে দুইটি কথা বুঝা যায় যে, কেতাবের স্পষ্ট মর্ম্মবাচক আয়তগুলি মূল দলীল, "মোতাশাবেহ" আয়তগুলি তৎসমস্তের পৃষ্ঠ পোষক, কিছুতেই তৎসমস্তের বিপরীত হইতে পারে না। দ্বিতীয় মুতাশাবিহ্ আয়তের অর্থ সকলে অবগত নহেন, ইহাতে বুঝা যায় না যে, মুতাশাবিহ্ আয়তের মর্ম্ম অবোধ্য ও জ্ঞানের অগোচর।

যখন কোরআন শরিফের স্পষ্ট মর্ম্ম বাচক আয়তে ত্রিত্ব বা ইসা মসীহের খোদার পুত্রত্বের ঘোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে, তখন কোন মুতাশাবিহ্ আয়তে ইহার বিপরীত মত উল্লিখিত হইতে পারে না।

(٦) اِنَّ الَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا سَوَآءٌ عَلَیۡهِمۡ ءَاَنۡذَرۡتَهُمۡ اَمۡ لَمۡ تُنۡذِرۡهُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ

৬) নিশ্চয় যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী (কাফের) হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন কর বা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন না কর, তাহাদের পক্ষে সমান, তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।

৭) আল্লাহ্ তাহাদের অন্তর সমূহে এবং তাহাদের কর্ণে মোহরঙ্কিত করিয়াছেন এবং তাহাদের চক্ষু সমূহের উপর আবরণ রহিয়াছে ও তাহাদের জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে।

টীকা;—

ষষ্ঠ আয়তে কোফর শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, উহা কাফ্‌র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কাফ্‌র শব্দের অর্থ আচ্ছাদন করা, রাত্রিকে কাফের বলা হয়, যেহেতু উহা জগতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কৃষককে কাফের বলা হয়, যেহেতু সে বীজকে জমির মধ্যে ঢাকিয়া ফেলে। কর্পূরকে কাফুর বলা হয়, যেহেতু উহা দুর্গন্ধ নাশ করিয়া ফেলে। মুকুলকে কাফুর বলা হয়, যেহেতু উহা পুষ্পকে ঢাকিয়া রাখে। অকৃজ্ঞতাকে

কোফর বলা হয়, কেননা উহা যেন পরোপকারকে ঢাকিয়া ফেলে।

এস্থলে কোফরের অর্থ হজরতের শরিয়ত, নবুয়ুত ও তওহিদ এনকার করা।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, কাফেরেরা হজরতের উপদেশ শ্রবণে কখনও ইমান আনিবে না, অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করে যে, অনেক কাফের হজরতের উপদেশে ইমান আনিয়া মুসলমান হইয়াছিল। তদুত্তরে বলা যাইবে যে, এই আয়ত বিশিষ্ট কয়েক জন লোকের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে য়িহুদীরা হজরত নবী (ছাঃ) কে জগতের সমস্ত জাতির পয়গম্বর জানিয়া ও তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা কথিত হইয়াছে।

আর একদল টীকাকর বলিয়াছেন, আবুলাহাব, আবুজাহল অলিদ বেনে মোগায়রা ইত্যাদি আরবের মোশরেকদিগের সম্বন্ধে উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছে। মূলকথা যে য়িহুদী বা কাফেরেরা জানিয়া শুনিয়া হজরত মোহাম্মদ ও তাঁহার প্রচারিত ইসলামকে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে পরজগতের শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিলেও ফলোদয় হইবে না বা তাহারা ইমান আনিবে না।

এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করেন যে, যখন আল্লাহ্তায়ালা একদল লোকের ইমান আনার সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তখন তাহাদের ইমান না আনা অসম্ভব। তৎপরে এই দলকে ইমান আনার জন্য আহ্বান করা হইতেছে, ইহাতে মনুষ্যের উপর সাধ্যাতীত হুকুম করা হইল। কাজি বয়জবি তদুত্তরে বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা সৎ অসৎ কার্য্য করার ক্ষমতা মনুষ্য জাতিকে প্রদান করিয়াছেন, তাহারা এই ক্ষমতা অনুযায়ী ভাল মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা অনাদিকাল হইতে সমস্ত বিষয় অবগত আছেন, এই জন্য তিনি সংবাদ দিয়াছেন যে, অমুক অমুক ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতায় এইরূপ কার্য্য করিবে; যদি তিনি এই সংবাদ না দিতেন, তবু ইহারা উক্ত প্রকার কার্য্য করিত। আল্লাহ্তায়ালার এই সংবাদ প্রদানে তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করা হয় নাই বা তাহাদিগকে ইমান না আনিতে বাধ্য করা হয় নাই। কাজেই বয়ঃ, ১।৬৭—৭০। এবনো-কছির, ১।৭৮। কঃ, ১।১৮২।১৮৩

৭। হজরত বলিয়াছেন, "যখন কোন ইমানদার কোন গোনাহ্ করে, তখন একটী কাল তিলক তাহার হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়, আর যদি অধিক পরিমাণ গোনাহ্ করে, তবে উক্ত কাল তিলকটী বিস্তৃতি লাভ করে, ইহাই অন্তরে মরিচা পড়িবার অর্থ। আল্লাহ্ বলিয়াছেন, তাহারা যে কার্য্য করিত, তাহাই তাহাদের অন্তরে মরিচারূপে প্রকাশিত হইয়াছে।"

উপরোক্ত আয়তে যে অন্তরে মোহর করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে, ধর্ম্মদ্রোহিরা ধর্ম্মোদ্রোহিতা করিতে করিতে তাহাদের হৃদয় উক্ত পাপের কালিমায় কালিমাময় হইয়া যায়, এমন কি উহা আবরণ স্বরূপ হইয়া উহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই ধর্ম্মদ্রোহিতা কাফেরদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, আর আল্লাহ উহার প্রতিফলে তাহাদের অন্তর কালিমাময় করিয়া দেন। এইরূপ তাহাদের কর্ণে ও চক্ষুতে এক একটি কালিমাময় আবরণ সৃষ্টি করা হয়। মরিচা প্রথম অবস্থায় হয়, উহার শেষ অবস্থাকে মোহরঙ্কিত করা বলা হয়। এবনো কছির, ১/৮০ তাঃ ১/৮৬।

মনুষ্য নিজের মানসিক শক্তিকে পরিচালিত না করিলে, ক্রমান্বয় উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, আর উহা পরিচালিত করিতে থাকিলে, ক্রমান্বয়ে উহা সমধিক তীক্ষ্ন হইয়া পড়ে, এইরূপ কোন অঙ্গ অনেক কাল ব্যবহৃত না হইলে, উহা ও অকর্ম্মা হইয়া পড়ে। ইহাই প্রাকৃতিক বিধান।

যে ধর্ম্মদ্রোহিতা অনেক কাল অবধি সত্যপথ অন্বেষণে নিজের চক্ষু, কর্ণ ও অন্তর পরিচালিত না করে, তাহাদের উক্ত যন্ত্রগুলি একেবারে শক্তিহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কোরআন শরিফের সুরা আ'রাফের ১৭৯ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে, "তাহাদের অন্তর আছে—যদ্দ্বারা তাহারা অনুভব করিতে পারে না, তাহাদের চক্ষু আছে-তদ্দ্বারা তাহারা দেখিতে পারে না এবং তাহাদের কর্ণ আছে—তদ্দ্বারা তাহারা শ্রবণ করিতে পারে না।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, লোকে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতে থাকিলে, আল্লাহ তাহাদের অনুভব শক্তিকে বিনষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, খোদাতায়ালা কাফেরদিগকে ইমান আনার প্রতিবন্ধকতায় তাহাদের অন্তরে পূর্ব্ব হইতে মোহরাঙ্কিত

করিয়াছেন।

সেল সাহেব ইংরাজি অনুদিত কোরআনের ভূমিকায় এই আয়ত এবং অদৃষ্ট নির্দ্ধারণের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দোষারোপ করিয়াছেন। যদি তিনি তাঁহাদের মানিত পুরাতন নিয়মের নিম্নোক্ত পদগুলি পাঠ কতিেন, তবে আর কোরআন শরিফের প্রতি দোষারোপ করিতে সাহসী হইতেন না।

যাত্রা পুস্তক, ১০/১/২ পদ;— সদা প্রভু মোসিকে কহিলেন, তুমি ফরৌনের নিকটে যাও, কেননা আমি ফরৌনের ও তাহার দাসগণের হৃদয় ভারী করিলাম।"

আরও ১১/১০;—মোশি ও হারোন ফরৌনের সাক্ষাতে এই সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিল, তথাপি সদা প্রভু ফরৌনের হৃদয় কঠিন করাতে সে আপন দেশ হইতে ইস্রায়েলের সন্তানদিগকে ছাড়িয়া দিল না।"

পৌলের ২য় করিন্থীয়, ৪/৪ পদ;—

"এই জগতের ঈশ্বর অবিশ্বাসিদিগের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ করিয়াছেন, পাছে.........তাহার তেজঃ প্রকাশক সুসমাচার রূপ দীপ্তি তাহাদের প্রতি বিরাজমান হয়।"

২য় রুকু, ১৩আয়েত।

أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(৮) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ .

(৯) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَخْدَعُونَ

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

(١٠)فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ لا فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ

৮) মনুষ্যদিগের মধ্যে এরূপ কতক লোক আছে, যাহারা বলিয়া থাকে যে আমরা আল্লাহ্ ও পর জগতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, অথচ তাহারা ইমানদার নহে। ৯) তাহারা আল্লাহ্‌কে এবং যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে প্রবঞ্চণা করিতেছে, অথচ তাহারা নিজেদিগকে ব্যতীত প্রতারণা করিতেছে না এবং তাহারা বুঝিতেছে না। ১০) তাহাদের অন্তর সমূহে ব্যাধি আছে, তৎপরে আল্লাহ্ তাহাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে, যেহেতু তাহারা মিথ্যা বলিত।

টীকা ;—

৮) অষ্টম আয়ত হইতে ২০ আয়ত পর্য্যন্ত গ্রন্থধারী মোনাফেক দলের সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছে, তন্মধ্যে আবদুল্লাহ্ বেনে ওবাই, মোতাব বেনে কোশএর ও জদ্দ বেনে কয়েছ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহারা অন্তরে বিশ্বাস করেন, কিন্তু মুখে ইমানদারি প্রকাশ করে, তাহারা মোনাফেক নামে অভিহিত। মোনাফেক প্রতারণা করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে স্পষ্ট কাফের প্রতারণা করে না। দ্বিতীয় মোনাফেক মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু স্পষ্ট কাফের উহা বলিতে রাজি হয় না। তৃতীয় মোনাফেক কাফের স্বত্তেও বিদ্রুপ করিয়া থাকে, স্পষ্ট কাফের ইহা করে না, এই সমূহ কারণে একদল বিদ্বান কাফের অপেক্ষা মোনাফেককে সমধিক কদর্য্য ধারণা করিয়াছেন। কোরআন শরীফে আছে ;—

"মোনাফেকেরা দোজখের সর্ব্ব নিম্নস্তরে থাকিবে।"

ان المنافقين في الدرک الاسفل من النار

আর এক প্রকার মোনাফেক আছে তাহারা কাফের না হইলেও ফাছেক (গোনাহগার)

শ্রেণীভুক্ত। হজরত বলিয়াছেন, যাহার মধ্যে চারিটী স্বভাব আছে, সে ব্যক্তি খাঁটি মোনাফেক হইবে। ১। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলিয়া থাকে। ২। যদি তাহার নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখা যায়, তবে সে উহা নষ্ট করিয়া ফেলে এবং মালিককে ফেরত দেয় না। ৩। যদি সে ওয়াদা করে, তবে উহা খেলাফ করিয়া বসে। ৪। যদি সে বচসা করে, তবে কটু কথা বলে।

আয়তের মর্ম্ম এই যে কপট দল মুখে প্রকাশ করে যে, তাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহাদের অন্তরে এইরূপ বিশ্বাস নাই।

এস্থলে এই প্রশ্ন হয় যে, কয়েকজন য়িহুদী এই মোনাফেক শ্রেনীভুক্ত ছিল, তাহারা ত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়ত (প্রেরিতত্ব) অবিশ্বাস করিত, কিন্তু আল্লাহ্ ও পরকাল সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস ছিল, এক্ষেত্রে তাহাদিগকে আল্লাহ্ ও পরকালে অবিশ্বাসকারী বলা কিরূপে ঠিক হইবে?

এমাম রাজি এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, যদি এই মোনাফেকেরা মোশরেক দলভুক্ত হয়, তবে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, যেহেতু তাহাদের অধিকাংশ আল্লাহ্ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং পুনরুত্থান ও পরজগতে অবিশ্বাসকারী ছিল। আর যদি তাহারা য়িহুদী শ্রেণীভুক্ত হয় তবে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা খোদাতায়ালাকে অবয়বধারী ধারণা করিত — হজরত ওজাএর (আঃ) কে খোদার পুত্র বলিয়া দাবি করিত এবং তাহারা বলিত যে, য়িহুদীরা চল্লিশ দিবস ব্যতীত দোজখে থাকিবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা প্রকৃত আল্লাহ্ ও পরকালের উপর বিশ্বাস করিত না, এই জন্য তাহাদ্দিগকে উক্ত বিষয়দ্বয়ে অবিশ্বাসকারী বলা হইয়াছে।

এস্থলে পরকাল বলিয়া 'পুনরুত্থান হইতে অনন্তকাল' অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিম্বা পুনর্জীবিত হওয়ার সময় হইতে সৎলোক দিগের বেহেশতে প্রবেশ ও অসৎ লোকদিগের দোজখে প্রবেশ করার সময় পর্য্যন্তকে পরকাল বলা হইয়াছে। — কঃ, ১/১৯৬/১৯৭।

৯) মোনাফেকেরা আল্লাহ্ ও ইমানদারগণকে প্রতারণা করিত, ইহার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ্তায়ালা মোনাফেক দিগের অন্তরের ভাব অবগত ছিলেন, তবে

কিরূপে খোদাতায়ালার সহিত তাহাদের প্রতারণা সম্ভব হইবে? দ্বিতীয় তাহারা বিশ্বাস করিত না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের নিকট রাছুল পাঠাইয়াছেন, এ সূত্রে তাহাদের কপট ভাব অবলম্বনে খোদাতায়ালার সহিত কিরূপে প্রতারণা করা হইবে?

এতদুত্তরে এমাম রাজি বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালার রাছুলের সহিত প্রতারণা করাতে অবিকল আল্লাহ্তায়ালার সহিত প্রতারণা করা হয়, এই জন্য বলা হইয়াছে, যে তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত প্রতারণা করিত।

দ্বিতীয় তাহারা প্রকৃত কাফের হইয়াও যে ইমানের ভাব প্রকাশ করে, ইহা প্রতারকের রীতি। আর আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের অবস্থা জানিয়াও যে তাহাদের উপর মুসলমানদিগের আহকাম (ব্যবস্থা) জারি করিতেছিলেন এবং মুসলমানগণ আল্লাহ্তায়ালার আদেশ মান্য করিয়া যে তাহাদের সহিত মুসলমানদিগের আহকাম জারি করিতেছেন, এই প্রকাশ্য ভাবটীতে যেন আল্লাহ্ ও ইমানদারগণকে প্রতারণা করা হইতেছে।

এক্ষণে মোনাফেকেরা কিজন্য কপটাচরণ করিত, তাহাই বিচার্য্য। ১) তাহারা ধারণা করিত যে, যদি তাহারা মুখে ইমান প্রকাশ করে, তবে হজরত নবী (ছাঃ) ও ইমানদারগণ তাহাদিগকে অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় সমাদর সম্বর্দ্ধনা করিবেন। ২) তাহারা হজরত নবী (ছাঃ) ও সাহাবাগণের গুপ্ত কথা শ্রবণ করিয়া কাফের শত্রুদিগের নিকট প্রকাশ করিবে। ৩) তাহারা প্রাণ হত্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ৪) তাহারা লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ প্রাপ্ত হইবে।

আয়তের শেষাংশে আছে, তাহারা নিজেদিগকে বঞ্চনা করিতেছে, কিন্তু তাহারা ইহা জানে না। ইহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ১) আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে ইহার শাস্তি প্রদান করিবেন, কাজেই ইহাতে নিজেদিগকে প্রতারণা করা হইল।

(২) আল্লাহতায়ালা মুসলমানদিগকে তাহাদিগকে প্রতারণার ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি দিবেন এবং উক্ত ক্ষতি উক্ত মোনাফেকদিগের দিকে ফিরাইয়া দিবেন।

আহমদ যেনে মণি দুর্ব্বল ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, একজন লোক বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, পরকালে কিসে উদ্ধার পাইব? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তুমি আল্লাহ্তায়ালাকে প্রতারণা করিও না। সে ব্যক্তি বলিল, খোদাকে প্রতারণা করার অর্থ

কি? হজরত বলিলেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যে কার্য্যের আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তুমি তাহা অন্যের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিলে, খোদার সহিত প্রতারণা করা হয়, তুমি এইরূপ রিয়াকারী হইতে বিরত থাক, কেননা ইহা (অস্পষ্ট) শেরক। কেয়ামতের দিবস সমস্ত লোকের সাক্ষাতে রিয়াকারকে বলা হইবে, হে কাফের, হে গোনাহ্‌গার, হে ক্ষতিগ্রস্ত, হে প্রতারক, তোমার আমল (সৎকার্য্য) ভ্রষ্ট হইয়াছে এবং তোমার নেকীর ছওয়াব (সুফল) বাতিল হইয়া গেল। অদ্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তোমার কোন (সুফলের) অংশ নাই, হে প্রতারক, তুমি যাহার জন্য সৎকার্য্য করিয়াছিলে, তাহার নিকট সুফল চেষ্টা কর। তৎপরে হজরত এই আয়ত পাঠ করিলেন, যে ব্যক্তি তাহার প্রতিপালকের সাক্ষাতের আশা রাখে, সে ব্যক্তি যেন সৎকার্য্য করে এবং তাহার প্রতিপালকের এবাদতে কাহাকেও শরিক না করে। তঃ দোঃ, ১/৩০/ কঃ,১/১৯৮।

১০) মোনাফেকদিগের অন্তরে যে ব্যাধি ছিল, উহা কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ইহার কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে।

১) তাহাদের অন্তরে সন্দেহ ছিল, তাহারা হজরত নবী (ছাঃ) ও তাঁহার শরিয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিত না। তৎপরে শরিয়তের আহকাম যতই অধিক নাজিল হইতে লাগিল,ততই তাহাদের সন্দেহের মাত্রা অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল।

২) তাহাদের দুঃখ ও মনকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। হজরত (ছাঃ) মদিনা শরিফে গমন করার পূর্ব্বে লোকে আবদুল্লাহ্ বেনে ওবাইকে মদিনার নেতৃত্বে বরণ করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল, তিনি মদিনা শরিফে পদার্পণ করিলে, হজরতের প্রভুত্ব ও সম্মান দর্শন করিয়া উক্ত দলের মনকষ্ট উপস্থিত হয় তাহাদের সেই আশা ভরসা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। তৎপরে দিন দিন হজরতের শক্তি সামর্থ দৃঢ় ও তাঁহার পদমর্যাদা অধিক হইতে দেখিয়া তাহাদের মনকষ্ট বহুগুণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

৩) তাহাদের অন্তরে কাপুরুষতা ও দুর্ব্বলতা ছিল, মোনাফেকেরা প্রথম অবস্থায় হজরতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে এবং বিরোধ ভাব প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছিল, তৎপরে তাহাদের শক্তি সামর্থ বিনষ্ট হইলে, ভয়ে পড়িয়া কপট ভাব অবলম্বন করিল, অবশেষে হজরতের শক্তি সামর্থ অজেয় হইলে, তাহাদের কাপুরুষতা ও অন্তরের দুর্ব্বলতা

অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল।

৪) তাহাদের অন্তরে হিংসার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, হজরতের পদমর্যাদা সমধিক হইলে, তাহাদের অন্তর হিংসানলে একেবারে দগ্ধীভূত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়।

মোনাফেকেরা ইমানদার না হইয়াও নিজদিগকে মিথ্যাভাবে ইমানদার বলিয়া প্রকাশ করিত, এই মিথ্যা কথা বলার জন্য তাহারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক প্রকার মিথ্যা হারাম।

কাতাদা বলিয়াছেন, তোমরা মিথ্যা হইতে বিরত থাক, কেননা উহা মোনাফেকের রীতি। মিথ্যা কিম্বা অহঙ্কার মনুষ্যের অন্তরকে যেরূপ সত্বরে নষ্ট করিয়া ফেলে, এরূপ অন্য কোন অনিষ্টকারী বস্তু দেখি নাই। — দোঃ ১/৩১, কঃ ১/১৯৮/১৯৯

(١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ لا قَالُوْا إِنَّمَ نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ (١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِن

لَّا يَشْعُرُوْنَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوْا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ (١٤) وَإِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قَالُوْا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْا إِنَّا مَعَكُمْ لا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُوْنَ

(١٦) اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ○

(١٧) أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ○

○

১১) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, তোমরা ভূমিতে অশান্তি উৎপাদন করিও না, (তখন তাহারা বলে, আমরা শান্তি স্থাপনকারী ব্যতীত নহি।

১২) সাবধান! নিশ্চয় তাহারাই অশান্তিকারী, কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না।

১৩) এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, লোকে যেরূপ ইমান আনিয়াছে (বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে), তোমরা সেইরূপ ইমান আন, তখন তাহারা বলেন, নির্ব্বোধেরা যেরূপ ইমান আনিয়াছে, আমরা কি সেইরূপ ইমান আনিব? সাবধান! নিশ্চয় তাঁহারাই নির্ব্বোধ কিন্তু তাহারা জানিতেছে না।

১৪) এবং যখন তাহারা উক্ত ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করে, যাহারা ইমান আনিয়াছে, (তখন) তাহারা বলে, আমরা ইমান আনিয়াছি। আর যখন তাহারা আপন শয়তানগণের (নেতাগণের, সহিত নির্জ্জনে অবস্থিতি করে, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, আমরা উপহাসকারী ব্যতীত নহি।

১৫) আল্লাহ্ তাহাদিগকে উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাহাদিগকে তাহাদের অবাধ্যতায় এই ভাবে অবকাশ দিয়া থাকেন, যে, তাহারা বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে (অন্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে)।

১৬) ইহারা ঐ শ্রেণীর লোক যাহারা সত্য পথ প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে কিন্তু তাহাদের ব্যবসা লাভজনক হয় নাই এবং তাহারা সুপথগামী হয় নাই।

টীকা ;—

১১) ফাছাদের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। ১) হজরত মছউদ ও একদল সাহাবা বলেন, এস্থলে উহার অর্থ কাফেরি ও গোনাহ্ করা। কাফফাল বলিয়াছেন, লোকে শরিয়তের আহকাম পালন করিলে, যুদ্ধ, বিরোধ ও রক্তপাতের অবসান হয়, শক্রতা বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর উহা ত্যাগ করিলে, অশান্তি বিভ্রাট উপস্থিত হয়।

২) কাফেরদিগের সহিত মিলিত হওয়া ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাহাদের নিকট মুসলমানগণের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা, ইহাকে এস্থলে ফাছাদ বলা হইয়াছে, কেননা প্রকাশ্য ভাবে ইমানদার হইয়া কাফের দিগের সহিত মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপন করিলে

হজরত রাছুল ও তাঁহার সাহাবগণের দুর্ব্বলতার সন্দেহ উৎপাদন করে, ইহাতে কাফেরদিগের শক্রতা প্রকাশ ও সংগ্রাম করার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া যায়, ইহা মহা অশান্তি।

৩) তাহারা গোপনে লোকদিগকে হজরতের প্রতি অসত্যারোপ করিতে, ইসলাম ধর্ম্ম অস্বীকার করিতে পরামর্শ দিত এবং তাহাদের অন্তরে নানাবিধ সন্দেহ উৎপাদন করিয়া দিত।

আয়তের মর্ম্ম এই যে, যখন রাছুল অথবা ইমানদারগণ মোনাফেক দিগকে বলেন, তোমরা কাফেরি ও গোনাহ্ করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না, তখন তাহারা উক্ত কাফেরি ও গোনাহ্ কার্য্যকে উত্তম কার্য্য ধারণা করিয়া বলিয়া থাকে যে, আমরা শান্তি স্থাপন করিয়া থাকি।

কিম্বা যখন রাছুল কিম্বা ইমানদারগণ বলেন, তোমরা কাফের দিগের সহিত মিলিত হইও না ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিও না, তখন তাহারা বলে, আমরা মুসলমান ও কাফের এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়া থাকি।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, মোনাফেকগণ নিশ্চয় অশান্তি স্থাপনকারী, কিন্তু তাহারা অজ্ঞতা বশতঃ উহা বুঝিতে পারিতেছে না।

১৩) যে সময় মোনাফেকদিগকে বলা হয় যে, যেরূপ হজরতের সাহাবাগণ কিম্বা কেতাবধারী ইমানদারগণ আল্লাহ্, ফেরেশ্‌তাগণ, রাছুলগণ কেতাব সমূহ, মৃত্যুর পরে গোরে এবং কেয়ামতে পুনর্জীবিত হওয়া, বেহেশত দোজখ ইত্যাদির প্রতি ইমান আনিয়াছেন, তোমরা সেইরূপ ইমান আন এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলিতে আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ পালন কর, তখন তাহারা সাহাবাগণের মতিভ্রম ঘটিয়াছে ধারণা করিয়া বা বেলাল, ছোহাএব ইত্যাদি দরিদ্রগণের অবস্থার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কিম্বা আবদুল্লাহ বেনে ছালাম প্রভৃতি কেতাবধারী ইমানদারগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়া থাকে যে, নিরক্ষর লোকেরা বা নির্ব্বোধেরা না জানিয়া না বুঝিয়া যেরূপ ইমান আনিয়াছে, আমরা কি সেইরূপ ইমান আনিব? মোনা-ফেকেরা নিজেরে দলের মধ্যে

এইরূপ উত্তর প্রদান করিত।

আল্লাহ্ বলিতেছেন, মোনাফেকেরা নির্ব্বোধ, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিতেছে না। — এবনে কছির, ১/৮৭। খাজেন, ১/২৯। সেরাজল মনির , ১/২৩।

আরবি 'আলা' শব্দের অর্থ 'সাবধান' কিন্তু সেল, পামার ও রডওয়েল সাহেবগণ Are-not (নহে কি?) উহার এইরূপ ভ্রান্তিমূলক অর্থ লিখিয়াছেন।

১৪) এই আয়তে যে শায়াতিন শব্দ আছে, উহার একবচন শয়তান, এস্থলে শয়তানের অর্থ কি, তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

ধর্ম্মদ্রোহিতার নেতা ও অসৎ কার্য্যের পরিচালক, ভ্রান্তকারী বা অবাধ্য। তঃ এবনো কছির, ১।৮৮ ও দোঃ, ১।৩১।

এস্থলে য়িহুদীদিগকে গালি দেওয়া হয় নাই বা এই শব্দ গালি অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু সেল সাহেব শয়তান শব্দের অর্থ অবগত হইতে না পারিয়া লিখিয়াছেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) বিদ্বেষবশতঃ য়িহুদী ও খ্রীষ্টানদিগকে শয়তান বলিয়া গালি দিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগের মানিত বাইবেল যীশুখ্রীষ্ট য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে কি বলিয়াছেন, তাহাও শুনুন ;— মথি, ১২ অধ্যায় ৩৮/৩৯ পদে আছে, "কয়েকজন শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরিশী উত্তর করিল, হে গুরো, আমরা আপনা হইতে দূরে কোন অভিজ্ঞান দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩৯। তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারি লোকেরা অভিজ্ঞানের অন্বেষণ করে। আরও ১৬/২৩, "তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, রে শয়তান, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

আরও ২৩/১৪, " হে কপটী শাস্ত্রাধ্যাপক ও ফরিশিগণ, তোমরা সন্তাপের পাত্র।"

আরও ২৩।৩৩ ;— রে সর্পেরা ও কাল সর্পের বংশ।"

যীশু খ্রীষ্টের এই মুখর আলাপ শ্রবণ করিয়া খ্রীষ্টানদের তৃপ্তি হইবে কি?

উপরোক্ত আয়ত নাজিল হওয়ার কারণ এই যে, একদল সাহাবা এক দিবস (মোনাফেক) আবদুল্লাহ বেনে ওবাই ও তাহার সহচর দিগকে উপদেশ দিতে তাহাদের নিকট গমন করিয়াছিলেন, ইহাতে আবদুল্লাহ বেনে ওবাই স্বজাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া

বলিল, তোমরা দেখ, আমি কিরূপে এই নির্ব্বোধদিগকে ফিরাইয়া দেই। তৎপরে সে (হজরত) আবুবকরের (রাঃ) হস্ত ধরিয়া বলিল, মারহাবা (ধন্যবাদ), হে ছিদ্দিক, বেনি তমিমের নেতা, ইসলামের পীর, ছওর নামক গর্ত্তে হজরতের সহচর ও হজরতের জন্য নিজের প্রাণ ও অর্থ সমর্পণকারী। তৎপের সে (হজরত) ওমারের হস্ত ধরিয়া বলিল, মারহাবা (সাবাস), হে ফারুক, আদি বংশের নেতা, ধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও হজরতের জন্য নিজের অর্থ ও প্রাণ সমর্পণকারী। তৎপরে সে হজরত আলীর হস্ত ধরিয়া বলিল, মারহাবা, হে হাশিমি বংশের নেতা, হজরতের চাচাতে ভাই (পিতৃব্যতনয়) ও জামাতা। তৎশ্রবণে হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন হে, আবদুল্লাহ, তুমি আল্লাহ্তায়ালার ভয় কর এবং কপটাচরণ করিও না। তদুত্তরে আবদুল্লাহ্ বলিলেন, হে আলি আমাকে বলিতে দিন, খোদার শপথ আমি এইজন্য উহা বলিতেছি যে, আমাদের ইমান আপনাদের ইমানের তুল্য। তৎপরে সাহাবাগণ চলিয়া গেলেন। তখন আবদুল্লা নিজের সহচরগণকে বলিতে লাগিল, তোমরা আমাকে কিরূপ করিতে দেখিলে? যখন তোমরা তাহাদিগকে দেখিবে, তখন আমি যেরূপ করিলাম, তোমরা সেইরূপ করিবে। ইহাতে এইদল তাহার প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, আপনি যতদিবস জীবিত থাকিবেন, তত দিবস আমরা শান্তিতে থাকিব। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়। এমাম ওয়াহেদী জইফ ছনদ সহ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

এবনোজরির উল্লেখ করিয়াছেন, মোনাফেকেরা মুসলমানদিগের সাক্ষাতে বলিত, আমরা তোমাদের সহচর রাছুল (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আনিয়াছি, আর তাহারা নিজেদের য়িহুদী নেতার নিকট গিয়া বলিত, আমরা তোমাদের মতে আছি, আমরা উপহাস করিয়া মুসলমানদিগকে এরূপ বলিয়াছি। — তাঃ, ১/৯৯—১০১। দোঃ ১/৩০/৩১। সেরাজোল-মনির, ১/২৫। জোমাল, ১/১৯/২০।

১৫) আল্লাহ্তায়ালা মোনাফেকদিগের এই উপহাসের প্রতিফল প্রদান করিবেন। হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে সময় ইমানদারেরা বেহেশতের মধ্যে এবং কাফেরেরা দোজখের মধ্যে প্রবেশ করিবে, সেই সময় আল্লাহ্তায়ালা দোজখের সংলগ্ন বেহেশতের একটী দ্বার খুলিয়া দিবেন। মোনাফেকদিগকে বেহেশতে প্রবেশ

করিতে হুকুম করা হইবে, ইহাতে তাহারা অগ্নি সন্তরণ করিয়া বেহেশতের দিকে অগ্রসর হইবে। ইমানদারগণ বেহেশতে সিংহাসনের উপর বসিয়া তাহাদের এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে থাকিবেন। উক্ত মোনাফেকেরা বেহেশতের দরওয়াজার নিকট উপস্থিত হইলে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তখন বেহেশতবাসিরা ইহা দর্শন করিযা হাস্য করিতে থাকিবেন।

কোরআন শরিফে আছে ;— " যে দিবস মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক স্ত্রীলোকেরা ইমানদারদিগকে বলিবে, তোমরা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমরা তোমাদের জ্যোতিঃ হইতে জ্যোতিঃ আকর্ষণ করিব। ইমানদারগণ (কিম্বা ফেরেশ্‌তাগণ) বলিবেন, তোমরা তোমাদের পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্যোতিঃ অন্বেষণ কর। তৎপরে মোনাফেকদিগের ও ইমানদারদিগের মধ্যে একটী প্রাচীর স্থাপন করা হইবে, উহার একটী দ্বার আছে, উহার মধ্যদেশে রহমত ও উহার বহির্দ্দেশে শাস্তি থাকিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীতে মোনাফেকদিগকে তাহাদরে কাফেরি ও অবাধ্যতায় ছাড়িয়া রাখিয়াছেন।

আর একটী আয়তে আছে, যাহারা কাফের হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে অবকাশ দিয়া রাখিয়াছি, তুমি ধারণা করিও না যে ইহা তাহাদের পক্ষে শুভ। আমি এইজন্য তাহাদিগকে অবকাশ দিয়াছি যে, যেন তাহারা অধিক গোনাহ্ করে এবং তাহাদের জন্য দুর্গতি জনক শাস্তি আছে।

হাদিস শরিফে আছে, সত্য সত্য আল্লাহ্‌তায়ালা অত্যাচারীকে ছাড়িয়া দিয়া রাখেন, এমন কি যখন তিনি তাহাকে ধৃত করেন, তখন অবকাশ দেন না।

মোনাফেকেরা কোফর ও ভ্রান্তিতে বিব্রত হইয়া বেড়াইবে, উহা হইতে বাহির হওয়ার সুযোগ পাইবে না, যেহেতু তাহাদের অন্তর চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির ও অন্তর মোহরাঙ্কিত হইয়াছে। — এবনো-কছির, ১/৮৯/৯০, দোঃ, ১/২১, কবির, ১/২০২/২০৩।

১৬) মোনাফেকেরা ইমান ত্যাগ করিয়া কাফেরি গ্রহণ করিল, ইহাতে তাহাদের

কোন লাভ হইল না তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইল না।

(١٧) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٨) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

১৭) তাহাদের দৃষ্টান্ত উক্ত ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল, অনন্তর যখন উক্ত অগ্নি তাহার চতুর্দ্দিগস্ত বস্তুগুলি আলোকিত করিল (তখন) আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে এরূপ অন্ধকারে ত্যাগ করেন যে, তাহারা দেখিতে পায় না।

১৮) (তাহারা) বধির, বোবা, অন্ধ কাজেই তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

টীকা ;—

১৯) এই আয়তের কয়েক প্রকার অর্থ হইতে পারে,— প্রথম এই যে, একদল লোক হজরত নবী (ছাঃ) এর মদিনা শরিফে আগমন করার পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, এই ইমান গ্রহণ করার জন্য তাহার জ্যোতিঃ সংগ্রহ করিয়াছিল, তৎপরে তাহারা মোনাফেক হইয়া উক্ত জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত করিয়া দিল এবং ভ্রান্তির নিম্নস্তরে পড়িয়া এরূপ দিশাহারা হইল যে, কখন ও পথ প্রাপ্ত হইবে না।

দ্বিতীয়, মোনাফেকেরা মৌখিক কলেমা পাঠ করিয়া নিজেদের প্রাণ অর্থ রক্ষা করিল, মুসলমানদিগের সহিত বিবাহ করায়, তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির বা যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ করিয়া লইল এবং ইসলামের অন্যান্য আহকামের উপসত্ব ভোগ করিতে লাগিল, ইহা ইমানের জ্যোতি স্বরূপ। তাহাদের মৃত্যুর পর হইতে প্রকাশ্য ইমানের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে এবং তাহারা অনন্ত অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া বিব্রত হইতে থাকিবে।

তৃতীয়, মোনাফেকেরা ইমানের কলেমা প্রকাশ করিয়া ইমানদার গণের নিকট সম্মান ও গৌরব লাভ করিয়াছিল, ইহা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার তুল্য।

তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা, হজরত নবী ও তাঁহার সাহাবগণকে তাহাদের কপটভাব অবগত করাইয়া দিলেন। ইহাতে তাহারা মোনাফেক নামে অভিহিত হইল, তাহাদের পূর্ব্ব সম্মান ও গৌরব একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, যেন তাহ্যরা এরূপ অন্ধকারের সম্মুখীন হইল যে, কখনও উহা অতিক্রম করিয়া জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইবে না।

চতুর্থ, তাহারা সত্য পথ ত্যাগ করিয়া কুপথ বরণ করিয়া লইল, এমন কি তাহাদের অন্তর মোহরঙ্কিত হইয়া গেল. সত্য পথটী জ্যোতির তুল্য। কুপথটি অন্ধকারের তুল্য এবং তাহাদের অন্তর মোহরাঙ্কিত হওয়ায় তাহারা এরূপ অন্ধকারে পতিত হইল যে, যাহার অবসান হইবে না।

পঞ্চম, তাহারা অশান্তির অনল দিক্‌দিগন্তে প্রজ্জ্বলিত করিতে এবং সর্ব্বব্যাপী সংগ্রামের তুমুল আন্দোলন করিতে সাধ্য সাধনা করিতেছিল, কিন্তু আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের এই সমস্ত ষড়যন্ত্র এরূপ ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন যে, আর কখনও অঙ্কুরিত হইতে পারিবে না।

ষষ্ঠ, য়িহুদীরা আরবের মোশরেকদিগের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য হজরত রাছুল (সাঃ) এর প্রকাশ হওয়ার অপেক্ষা করিতেছিল, ইহা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার অর্থ। তৎপরে তিনি মদিনা শরিফে গমন করিলে, তাহারা তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া বসিল; তাহাদের অন্ধকারে পতিত হওয়ার অর্থ।—তঃ কঃ, ১/২০৪/২০৫।

হজরত এবনো মছউদ ও একদল সাহাবা বলিয়াছেন, একজন লোক অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহার চারি পার্শ্বের কন্টক ইত্যাদি যন্ত্রনাদায়ক বস্তু দেখিয়া লইয়া কোন্ পথে চালিত হইবে স্থির করিয়া লইল, এমতাবস্থায় তাহার সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় সে কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহা স্থির করিতে পারে না। এইরূপ কতকগুলি লোক হজরতের মদিনা শরিফে পৌছিবার পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়া হালাল, হারাম, সৎ, অসৎ সমস্তই বুঝিতে পারিল, তৎপরে অন্তরে কাফের হইয়া উপরোক্ত বিষয় গুলি

অবগত হইতে অক্ষম হইল। ইহাই উক্ত দৃষ্টান্তের সার।

এবনো জরির লিখিয়াছেন, মোনাফেকেরা প্রকাশ্য ইমান স্বীকার করার জন্য এই পৃথিবীতে এক প্রকার আলোক সংগ্রহ করিয়া লইল, কিন্তু কেয়ামতের দিবস আর তাহাদের এই আলোক থাকিবে না, তাহারা গাঢ়তম অন্ধকারে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া যাইবে।

কোরআন শরিফে আছে,— মোনাফেক পুরুষ ও মোনাফেক স্ত্রীলোকেরা সেই দিবস ইমানদার গণকে বলিবে, তোমরা আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমরা তোমাদের জ্যোতি হইতে জ্যোতি আকর্ষণ করিব। তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা তোমাদের পশ্চাদ্দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জ্যোতিঃ সন্ধান কর। তখন উভয় দলের মধ্যে একটী প্রাচীর স্থাপন করা হইবে।"

তৎপরে তাহারা দোজখের অন্ধকারময় স্থানে পতিত হইবে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের জ্যোতিঃ নির্ব্বাপিত করিবেন, ইহাই তাহার অর্থ। তাঃ ১/১০৯/১১১।

সেল সাহেব এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন ;—

"এই আয়তের মর্ম্ম অসম্পূর্ণ।" কিন্তু পাঠক, আপনি বুঝিতে পারিলেন যে, আয়তটি একটি পূর্ণ বাক্য, ইহার মর্ম্মে অসম্পূর্ণতার লেশমাত্র নাই, কাজেই তাহার উপরোক্ত দাবি একেবারে বাতীল।

আরও তিনি লিখিয়াছেন ;—

الذي استوقد نارا

এই বাক্যে এক বচন মূলক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হইয়াছে,

ذهب الله بنورهم وتركهم

এস্থলে বহুবচনমূলক সর্ব্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে, ইহা ব্যাকরণের ভুল। তদুত্তরে আমরা বলি, الذي শব্দ কখন কখন বহুচন স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা —

وخضتم كالذي خاضوا

এস্থলে অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী বলিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী শ্রেণী মর্ম্মগ্রহণ করা হইয়াছে, এইজন্য বহুবচন মূলক সর্ব্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। তৃতীয় একজন লোক অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়া থাকে, তৎপরে উহার আলোক দ্বারা তাহার দল লাভবান হইয়া থাকে, এস্থলে প্রধান মোনাফেক ইমান আনিয়া বা যুদ্ধ উপস্থিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়াছিল, তৎপরে তাহার দলের সমস্ত লোক উহার ফলাফল ভোগ করিয়াছিল। এইজন্য এক স্থলে একবচন, অন্য স্থলে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে।

১৮) তাহারা কোরআন ও সত্য প্রাপ্তির দলীল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না, এই জন্য বধির, আর উহার উত্তর দিতে সক্ষম হয় নাই, এই জন্য বোবা এবং সত্য পথ দেখিতে প্রয়াসী হয় না, এই জন্য অন্ধ নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। তাহারা উক্ত কষ্ট ভাব ও ভ্রান্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না।

অথবা তাহারা সত্য পথ হইতে এতদূরে পড়িয়াছে যে, তাহারা সত্য কথা শ্রবণের, সত্য কথা বলার ও সত্য পথ দেখার অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য তাহাদিগকে বধির, মূক ও অন্ধ বলা হইয়াছে। তঃ, কঃ, ১/২০৬।

اَوْكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ وَّ رَعْدٌ وَّبَرْقٌ

يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِيْ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ

وَاللّٰهُ مُحِيْطٌ بِالْكَافِرِيْنَ (٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ

اَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ق لا وَاِذَا اَظْلَمَ

عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْشَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِهِمْ

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১৯) অথবা (তাহাদের দৃষ্টান্ত) আসমান হইতে (পতিত) বৃষ্টির ন্যায় যাহাতে অন্ধকার, গর্জ্জন এবং বিদ্যুৎ আছে, তাহারা গর্জ্জন শব্দে মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের কর্ণ সমূহে অঙ্গুলীগুলি স্থাপন করে; এবংআল্লাহ্ অবিশ্বাসিদিগের পরিবেষ্টনকারী।

২০) সত্বরেই বিদ্যুৎ তাহাদের দৃষ্টিশক্তি কাড়িয়া লইবে ; যখন উক্ত বিদ্যুৎ তাহাদের জন্য আলোকিত হয়, তখন তাহারা উহাতে চলিতে থাকে, আর যখন উহা তাহাদের প্রতি অন্ধকারময় হইয়া পড়ে, তখন তাহারা দাঁড়াইয়া পড়ে ; এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্য তাহাদের শ্রবণ ও দর্শন শক্তি নষ্ট করিতে পারেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর প্রতি ক্ষমতাশীল।

টীকা

১৯) ''ছাইয়েব'' صيب শব্দের দুই প্রকার অর্থ আছে, অনেকে উহার অর্থ বৃষ্টি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আর কেহ কেহ উহার অর্থ মেঘ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

আরবি ছামা سماء শব্দের কয়েকটি অর্থ আছে, প্রথম আসমান দ্বিতীয় মেঘ, তৃতীয় ছাদ ইত্যাদি প্রত্যেক উপরিস্থিত বস্তু।

আরবি রা'দ رعد শব্দের অর্থ কি, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে একদল আলেম বলিয়াছেন, রা'দ একজন ফেরেশতার নাম, তিনি তছবিহ পাঠ করিয়া মেঘ পরিচালিত করিয়া থাকেন। যখন একটী মেঘ অপরের সহিত বিরোধ করে, তখন তিনি শব্দ করিয়া থাকেন। উক্ত শব্দটিকে গর্জ্জন বলা হয়।

একদল বিদ্বান বলেন, মেঘমালার নিম্নদেশে বায়ু সজোরে ধাক্কা দিয়া উর্দ্ধগামী হওয়াকালে যে শব্দ বাহির হয়, উহাকে রা'দ বলা হয়। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, মেঘ চালক ফেরেশতার শব্দকে রা'দ বলা হয়।

বার্ক برق শব্দের অর্থ বিদ্যুৎ। একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, মেঘ পরিচালক ফেরেশতার হস্তে যে অগ্নিময় যষ্ঠি আছে, তদ্দ্বারা মেঘের উপর আঘাত করিলে, যে জ্যোতি প্রকাশিত হয়, উহাকে বিদ্যুৎ বলা হয়।

'ছায়েকা' বজ্রকে বলা হয়। একদল বিদ্বান বলেন, মেঘ পরিচালক ফেরেশতা

মহা রাগম্বিত হইলে, তাঁহার মুখ হইতে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহাকে বজ্র বলা হয়। হজরত এবনে-আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন ফেরেশতা সজোরে মেঘমালা পরিচালিত করেন, তখন উহা বিকম্পিত হইয়া একটী অন্যটির প্রতি ধাক্কা দেয়, উহার মধ্য হইতে বজ্র বাহির হয় — তাঃ, ১/১১৫ -১১৭। বাহরে-মুহিত , ১/৮৩,৮৪।

বৈজ্ঞানিক পন্ডিতেরা বলেন, বাস্পরাশি ধূমসহ উর্দ্ধগামী হইলে, বায়ুস্তরে পৌঁছিয়া বাস্পরাশি শৈতাধিক্য বশতঃ জমিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। উক্ত ধূমরাশি মেঘের মধ্য হইতে উপরের কিম্বা নীচের দিকে সজোরে বাহির হওয়ার কালে যে শব্দ বাহির হয়, উহাকে মেঘ গর্জ্জন বলা হয়, আর উক্ত ধূমের মধ্যে যে তৈলাক্ত অংশ থাকে, যদি উহা তরল ভাবে থাকে, তবে উক্ত ধূম বাহির হওয়ার কালে উহা আলোকিত হইয়া উঠে, ইহাকে বিদ্যুৎ বলা হয়। আর যদি উহা গাঢ় ভাবে থাকে, তবে উহা প্রজ্জ্বলিত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দে ভূমির দিকে পতিত হয়, ইহাকে বজ্র নামে অভিহিত করা হয়। ইহা উপরোক্ত পন্ডিতগণের মত, কিন্তু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে, বুঝা যায় যে, এই সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার কেবল উপরোক্ত কারণ নহে, বরং তদ্ব্যতী আরও কারণ আছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তৎসমস্ত প্রস্তুত করিতে ফেরেশ্‌তাকে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের চেষ্টায় তৎসমস্ত প্রস্তুত নচেৎ অনেক সময় এইরূপ বাস্প ও ধূম উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ সমস্ত পদার্থ সৃজিত হইতে দেখা যায় না, ইহার কি কারণ স্থির করা যাইবে?

বৈজ্ঞানিক পন্ডিতদিগের এই যুক্তি সমূহ কাল্পনিক, ইহার অকাট্য প্রমাণ নাই। এক্ষেত্রে এই মতগুলিকে প্রাচীন সাহাবা ও তাবেয়ি দিগের মত অপেক্ষা অগ্রগণ্যতর বলিয়া ধারণা করা যাইতে পারে না। যদি তাহারা ইহার অকাট্য প্রমাণ পেশ করিতে পারেন, তবে আমরা বলিব, মেঘমালার সংঘর্ষণে যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাহাই ফেরেশতাগণের শব্দ, তথা হইতে প্রকাশিত বিদ্যুৎ তাহাদের যষ্টির জ্যোতিঃ এবং প্রকাশিত বজ্র তাহাদের মুখ নিঃসৃত অগ্নি।

আল্লামা আলুছি, 'রুহোল-মায়ানির' ১/১৪৫/১৪৬ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত উভয় মতের মধ্যে সমতা স্থাপন করিয়া দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে আয়তের মর্ম্মের দিকে মনোনিবেশ করুন।

(১) মেঘ হইতে মুসল ধারায় বারিপাত হইলে তিনটি অন্ধকার একত্রিত হইতে পারে মেঘের অন্ধকার, বৃষ্টিপাতের অন্ধকার ও রাত্রিকালের অন্ধকার। এক্ষেত্রে বিদুৎ একবার আলোকিত হইতে ও একবার নির্ব্বাপিত হইতে থাকিলে ও ঘন ঘন মেঘমালা হইতে গর্জ্জন হইতে থাকিলে পথিকেরা বজ্রধ্বনিতে মৃত্যুর আশঙ্কায় নিজের কর্ণে অঙ্গুলী স্থাপন করে। কখন কখন বিদ্যুৎ আলোকিত হইয়া তাহাদের দৃষ্টিশক্তিকে নষ্ট করার উপক্রম করিয়া ফেলে। যখন উহা আলোকিত হয়, তখন তাহারা চলিতে থাকে এবং যখন উহা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তখন তাহারা মহা অন্ধকারে পড়িয়া দিশাহারা হইয়া যায়। কেননা যে ব্যক্তি উপরোক্ত ত্রিবিধ অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুৎতের আলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অন্ধকারে পতিত হয়, তাহার চক্ষে অন্ধকারের পরিমাণ অধিকতর বলিয়া অনুমিত হয়।

এস্থলে বৃষ্টি বা মেঘ বলিয়া ইমান ও কোরআন মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্ধকার রাশি, মেঘ গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ বলিয়া নামাজ রোজা করা, কর্ত্তৃক ত্যাগ করা, প্রাচীন ধর্ম্ম গুলি ত্যাগ করা ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর আনুগত্য স্বীকার করা ইত্যাদি কষ্টকর বিষয় মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে।

লোকে যেরূপ বৃষ্টি মহোপকারী বিষয় হইলেও উপরোক্ত ভয়াবহ বিষয়গুলির জন্য উহা হইতে পলায়ন করিতে সাধ্য সাধনা করিয়া থাকে সেইরূপ মোনাফেকেরা কোরআন শরিফ ও ইমান মহোপকারী বিষয় হইলেও উপরোক্ত কষ্টকর বিধান গুলির জন্য বর্জ্জন করিয়া থাকে। যখন তাহারা প্রাণ ও অর্থ সুরক্ষিত থাকার ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ পাওয়ার আশাযুক্ত হয়, তখন ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে, আর যখন উপরোক্ত প্রকার লাভ ভোগের আশা না থাকে, তখন ইমান ও ইসলামকে অবজ্ঞা করে।

২) বৃষ্টি উপকারী হইলেও উপরোক্ত ক্ষতিকারক বিষয়গুলির সহিত মিলিত থাকা হেতু উহার উপকার বিফল হইয়া পড়ে, সেইরূপ অন্তরের ভক্তি সহ মৌখিক ইমান প্রকাশ করাতে ফলোদয় হয় কিন্তু কপট অন্তরে উহা প্রকাশ করিলে দীনের ক্ষতিকারক হইয়া পড়ে।

৩) যে ব্যক্তি উপরোক্ত প্রকার অন্ধকার রাশির মধ্যে পতিত হইয়া বজ্রপাতে মৃত্যু আশঙ্কা করে, সেই ব্যক্তি উদ্ধার পাওয়ার আশায় কর্ণে অঙ্গুলী স্থাপন করে, কিন্তু তদ্দ্বারা মুক্তি লাভ হইতে পারে না। এইরূপ মোনাফেকেরা ইমান প্রকাশ করিয়া উপকার প্রাপ্তির আশা করে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তদ্দ্বারা কোন সুফল ফলিতে পারে না।

৪) যেরূপ লোকে কর্ণে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বজ্রপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ধারণা করে, কিন্তু ইহা বাতীল ধারণা, সেইরূপ মোনাফেকেরা মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার আশায় জেহাদে যোগদান করিতে বিরত থাকে, কিন্তু ইহাতে কি মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে ?

৫) যেরূপ উপরোক্ত লোকটি অন্ধকারে দিশাহারা ও আতঙ্কিত হইয়া থাকে, সেইরূপ মোনাফেকেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে দিশাহারা ও আতঙ্কিত হইয়া থাকে, কেননা তাহারা ধারণা করে যে, যদি কপট ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে তাহাদের প্রাণ নষ্ট হইবে, এই আতঙ্ক তাহাদের সহচর রূপে পরিগণিত হয়। — তঃ, কঃ ১/২০৭।

এক্ষণে আল্লাহ্ কাফেরদিগের পরিবেষ্টনকারী, ইহার অর্থ কি, তাহাই বুঝুন;—

১) আল্লাহ্ কাফেরদিগের অবস্থা অবগত আছেন।

২) কাফেরেরা আল্লাহ্‌তায়ালার আয়ত্তাধীনে আছে।

৩) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে বিনষ্ট করিবেন। — কঃ, ১/২০৯।

৩য় রুকু, ৯ আয়ত।

(٢١) يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ
وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٢٢) الَّذِيْ
جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَاۤءَ بِنَاۤءً وَّ اَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

২১) হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত (আরাধনা) কর — যিনি তোমাদিগকে এবং যাহারা তোমাদের পূর্ব্বে ছিলেন তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সম্ভব যে, তোমরা (দোজখের অগ্নি হইতে) নিষ্কৃতি পাইবে।

২২) যিনি তোমাদের জন্য ভুতলকে শয্যা ও আসমানকে ছাদ স্থির করিয়াছেন এবং আসমান (কিম্বা মেঘ) হইতে বারি বর্ষণ করিয়াছেন, তৎপরে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য কতক ফল বাহির করিয়াছেন। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য অংশী (শরিক) স্থির করিও না, অথচ তোমরা জানিতেছ।

টীকা

(২১ + ২২) এই দুইটি আয়তে আল্লাহ্‌তায়ালার এবাদত করার ও তাহার এবাদতে কাহারও শরিক না করার আদেশ করা হইয়াছে, আরও উহার কারণ ও প্রতিফলের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, আমি তোমাদিগকে ও তোমাদের পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদের অবস্থানের জন্য জমি শয্যারূপে প্রস্তুত করিয়াছি, তোমাদের হিতের জন্য আসমানকে ছাদরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছি, (উহাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশি প্রদীপ স্বরূপ জ্বালাইয়া দিয়াছি)। আসমান বা মেঘমালা হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য কতকফল উৎপাদন করিয়াছি।

এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা ও কল্যাণদাতা খোদাতায়ালার এবাদত করাও তাঁহার শরিক স্থির না করা তোমাদের কর্ত্তব্য। যদি তোমরা তাঁহার এবাদত কর, তবে বিশেষ সম্ভব যে তোমরা দোজখের অগ্নি হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

ক) সেরাজল-মনিরের ১/২৯ পৃষ্ঠায় উহার এইরূপ অর্থ লিখিত আছে;—

"([illegible]দের প্রতিপালকের প্রতি এবাদত কর) এই আশায় যে তোমরা ধর্ম্মভীরু (পরহেজগার) শ্রেণীভুক্ত হইতে পার।"

আল্লাহ্‌তায়ালা এস্থলে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, পরহেজগারী তরিকত পন্থীদলের শ্রেষ্ঠতম দরজা। পরহেজগারীর অর্থ আল্লাহ্ ব্যতীত সমস্ত হইতে মুখ ফিরাইয়া তাঁহার

দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করা। আরও তিনি বলিয়াছেন, এবাদতকারীর পক্ষে নিজের এবাদতের গরিমা করা অনুচিত বরং ভীত ও আশাযুক্ত হওয়া উচিত।

আল্লাহ্তায়ালা অন্যত্রে বলিয়াছেন,— "তাহারা ভয় ও আশা সহকারে নিজেদের প্রতিপালকের ডাকেন, তাঁহার দয়ার আশা করেন এবং তাঁহার শাস্তির ভয় করেন।"

তাবারির ১/১২৪ পৃষ্ঠায় উহার এইরূপ অর্থ লিখিত আছে—" যেন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর।"

দোর্রোল-মনছুরের ১/৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;— (তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর) এই আশায় যে, তোমরা দোজখের অগ্নি হইতে উদ্ধার পাইবে।"

খ) জমিনের শয্যা হওয়ার জন্য কয়েকটী বিষয় জরুরি ;— ১) জমি স্থির অচল হইবে, ২) উহা সমধিক কঠিন বা কোমল হইবে না, ৩) উহা সমধিক স্বচ্ছ হইবে না, ৪) উহা পানিতে নিমজ্জিত না থাকে। তঃ কঃ, ১/২২৩/২২৪।

গ) আল্লাহ্ আসমানকে এই দুনইয়ার ছাদ স্বরূপ করিয়াছেন, উহাকে চন্দ্র, সূর্য্য, তারকারাশি, আরশ, কুরছি, লওহো-মহফুজ, কলম ও ফেরেশতাগণ দ্বারা সজ্জিত করিয়াছেন।

ঘ) পানি কোথা হইতে পতিত হইয়া থাকে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল আলেম বলেন, পানি আসমান হইতে মেঘে উপস্থিত হয় তৎপরে মেঘ হইতে জমিতে পতিত হয়। আর একদল বলেন, বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া বায়ুস্তরে পৌছিয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, তৎপরে বারিরূপে জমিতে পতিত হয়, আর এই আয়তে যে 'ছামা' শব্দ আছে, উহার অর্থ মেঘ, অর্থাৎ মেঘ হইতে বারিপাত হয়। কেহ কেহ এই আয়তের মর্ম্ম এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, সূর্য্যের তাপে জমি উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প উর্দ্ধগামী হইয়া বায়ুস্তরে উপনীত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়, আর সূর্য্য আসমানে আছে, এই জন্য আসমানকে বারিপাতের কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে।

খালেদ বেনে এজিদ বলেন, কতক পানি আসমান হইতে মেঘে উপস্থিত হয়, আর কতক পানি সমুদ্র হইতে বাষ্প আকারে সমুত্থিত হইয়া মেঘমালায় উপস্থিত হয় উহাতে উভয় মতের মধ্যে যে বিরোধ ছিল, তাহা ভঞ্জন হইয়া গেল। দোঃ ১/৩৪। কঃ ১/২৩০, আজিজি ১২১।

ঙ) فاخرج به من الثمرات رزقا لكم

এই অংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে ;— ১) অনন্তর তিনি উক্ত পানি দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য কতক ফল বাহির করিয়াছেন। ২) অনন্তর তিনি উক্ত পানি দ্বারা ফলপুঞ্জ হইতে তোমাদের উপজীবিকা বাহির করিয়াছেন। তঃ কঃ, ১/২৩০।

চ) জগতে এরূপ অনেক জাতি আছে, যাহারা খোদার সহিত শরিক করিয়া থাকে পারশিক শ্রেণী বলিত যে, সৎকার্য্যের বিধাতা আল্লাহ্ এবং অসৎকার্য্যের বিধাতা শয়তান। একদল নক্ষত্রমালাকে ভাগ্য বিধাতা বলিয়া তৎসমুদয়ের পূজা করিয়া থাকে। একদল হজরত ইছা (আঃ) কে, অন্যদল হজরত ওজাএর (আঃ) কে খোদার শরিক স্থির করিয়া থাকে। হিন্দুরা জ্বেন, দৈত্য, তৃণলতা ইত্যাদি বহু পদার্থের উপাসনা করিয়া থাকে।

পীর পূজকেরা বলিয়া থাকে যে, একজন বোজর্গ ব্যক্তি কঠোর সাধ্য সাধনা ও বন্দিগী করিয়া এরূপ পদ প্রাপ্ত হন যে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার দোয়া ও সুপারিশ গ্রহণীয় হইয়া থাকে। তিনি যে সময় মৃত্যু প্রাপ্ত হন, তাঁহার আত্মা মহাশক্তি সম্পন্ন ও অসীম প্রসারিত হইয়া পড়ে, এই সময় যে কেহ তাঁহার আকৃতি ধেয়ান করিতে থাকে কিম্বা তাহার উত্থান ও উপবেশন স্থলে কিম্বা তাহার গোরে ছেজদা ও অতিরিক্ত অনুনয় বিনয় করিতে থাকে, তাহার আত্মা প্রসারিত ও মুক্ত হওয়া বশতঃ উহা অবগত হইতে পারে এবং তিনি পৃথিবী ও পরজগতের এই ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করে।

কয়েক দল লোক এবাদত ভিন্ন অন্য কার্য্যে আল্লাহ্তায়ালার সহিত শরিক করিয়া থাকে, ইহাদের সংখ্যাই অধিক। একদল লোক জেকর উপলক্ষে আল্লাহ্তায়ালার সহিত অন্য লোককে শরিক করিয়া থাকে এবং নৈকট্য লাভের ধারণায় তাঁহার নামের তুলনায় অন্যদিগের নামের জেকর করে। আর একদল মানসা, জন্তু জবাহ ও কোরবাণী ক্রিয়াতে আল্লাহ্তায়ালার সহিত অন্য দিগকে শরিক করিয়া থাকে।

আর একদল নামকরণে নিজেকে অমুকের বান্দা বলিয়া অভিহিত করে, ইহা নামকরণ সংক্রান্ত শেরক। অপর একদল বিপদরাশি হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির জন্য অন্য (পীর, দেবতা) দিগকে ডাকিয়া থাকে এবং এইরূপ কল্যাণ সাধনের কর্ত্তা বোধে (পীর, দেবতা) দিগের

নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদের এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, তাহারা উক্ত পীরগণের অছিলায় আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হিত সাধন ও বিপদ মোচনের প্রার্থনা করে। অপর একদল অন্যকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হওয়া ধারণায় খোদার নামের সহিত তাহার নাম যোগ করিয়া থাকে। এবনো মাজা উল্লেখ করিয়াছেন, " এক ব্যক্তি হজরত নবী (ছাঃ) কে বলিয়াছিল " আল্লাহ্ এবং আপনি যাহা ইচ্ছা করেন।"

তৎশ্রবণে তিনি বলিয়াছিলেন, তুমি খোদার সহিত আমাকে শরিক স্থির করিলে, বরং তুমি বল, একা আল্লাহ্ যাহা ইচ্ছা করেন।"

এস্থলে জানা উচিত যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের এবাদত প্রত্যেক ক্ষেত্রে শেরেক ও কাফেরি।

যদি কেহ এরূপ ভাবে একজনের হুকুম মান্য করে যে, তাহাকে আহকাম প্রচারক ধারণা করে না এবং তাহার আদেশ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশের বিপরীত হইলেও আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে অবজ্ঞা করিয়াও তাহার হুকুম মান্য করে, ইহাতে এক প্রকার আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত শরিক স্থাপন করা হয়। কোরআন মজিদে এই অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে;— "তাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাহাদের বিদ্বানগণকে তাপস গণকে ও মরইয়ামের মছিহকে রব (খোদা) স্থির করিয়া লইয়াছে।"

আরও অবগত হওয়া কর্ত্তব্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ অনুযায়ী ছয় দল লোকের তাবেদারি (আদেশ পালন) করা ফরজ ;— ১) তম্মধ্যে পয়গম্বরগণ একদল, তাঁহাদের হুকুম মান্য করিলে, আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম মান্য করা হইবে।

২) শরিয়তের এমামগণ ও তরিকতের পীরগণ একদল, তাঁহাদের মধ্যে কোন একজনার হুকুম মান্য করা সাধারণ উম্মতের পক্ষে ফরজ, কেননা শরিয়ত ও তরিকতের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝা তাঁহাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হইয়াছিল।

ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন, "যদি তোমরা না জান, তবে 'আহলে জেকর' (জ্ঞাতা) কে জিজ্ঞাসা কর।"

৩) তম্মধ্যে বাদশাহ, আমির, শরিয়তের কাজি ও বিচারক এক দল, দৈনন্দিন

কার্য্যকলাপে ও কল্যাণকর বিষয়ে তাহাদের আদেস নিষেশ পালন করা প্রজাদের পক্ষে ওয়াজেব।

৪) স্বামীর আদেশ পালন করা স্ত্রীর পক্ষে ওয়াজেব।

৫) পিতা মাতার হুকুম মান্য করা ওয়াজেব।

৬) দাসের পক্ষে প্রভুর আদেশ মান্য করা সন্তানের পক্ষে ওয়াজেব।

দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ দলের হুকুম মান্য করা ওয়াজেব, কিন্তু ইহা যেন শরিয়তের আদেশ নিষেধের বিপরীত না হয়, কেননা হজরত বলিয়াছেন, "সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ লঙঘন করিয়া সৃজিত পদার্থের আদেশ পালন করা জায়েজ নহে।"

এই কয়েক শ্রেণীর হুকুম মান্য করাকে 'ইতায়াত' اطاعت বলা হয়। আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও এবাদত করা জায়েজ নহে, কিন্তু শরিয়তের আদেশ নিষেধের বিপরীত না হইলে, উপরোক্ত কয়েক দল লোকের 'ইতায়াত' করা জায়েজ, বরং ওয়াজেব। নিরক্ষরেরা এই এবাদত ও ইতায়াতের মধ্যে প্রভেদ না করিয়া মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছে।

মূল কথা, আল্লাহ্তায়ালার আদেশ পালন ব্যতীত এবাদত হইতে পারে না, আল্লাহ্তায়ালার আদেশ , কোরআন , হাদিস মোজতাহেদ গণের এজমা ও স্পষ্ট কেয়াছ দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব হয়। হাদিস, এজমা, ও কেয়াছের মূল কোরআন মজিদ। — তঃ আজিজি, ১২৬-১২৯।

(٢٣)وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآئَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ(٢٤)فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

২৩) এবং আমি যাহা আমার বান্দার (সেবকের) উপর অবতারণ করিয়াছি, যদি তাহাতে তোমরা সন্দিহান হও, তবে তত্তুল্য একটী সুরা আনয়ন কর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সহায়তাকারীগণকে আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে উহা আনয়ন কর এবং সাহায্যকারীগণকে আহ্বান করে।(১৪) অনন্তর যদি তোমরা না কর এবং কখনও করিতে পারিবে না, তবে সেই অগ্নির ভয় কর, যাহার ইন্ধন মনুষ্য ও প্রস্তররাশি হইবে, যাহা ধর্ম্ম দ্রোহিদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে।

টীকা

২৩) কোরআন শরিফ যে আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত কালাম ইহার সত্যতার জন্য আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, "আমি যে কোরআন আমার সেবক হজরত (ছাঃ) এর প্রতি নাজিল করিয়াছি, ইহা অনুপম ও অতুলনীয়। কাজেই ইহা অনুপম খোদাতায়ালার কালাম। যদি তোমরা এসম্বন্ধে সন্দিহান হও এবং দাবিতে সত্যবাদী হও, তবে এই কোরআনের তুল্য একটি সুরা আনয়ন কর। আর যদি তোমরা না পার, তবে তোমাদের সহায়তাকারীকে আহ্বান কর। কিম্বা উপস্থিত সাহিত্যিক বিদ্বানগণকে বা তোমাদের রচনা কোরআনের তুল্য হওয়ার সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদাতাগণকে আহ্বান কর।"

মূল কথা, মনুষ্যের জ্ঞান, মানব রচিত ও খোদা সৃজিত পদার্থের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে। আমাদের মস্তকের উপর এত প্রকান্ড এরোপ্লেন, জিপ্লেন, ছিপ্লেন উড়িয়া যাইতেছে, একটি বালক তৎসমস্ত দেখিলে, বুঝিতে পারিবে যে, উহা মানব রচিত। আর একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা উড়িয়া যাইতেছে, সে উহা দেখিলেই বলিতে পারিবে যে, ইহা মানব সৃজিত নহে, ইহা খোদার সৃষ্টি। এই ইলেকট্রিক আলোক দেখিতে পাইতেছেন, ইহা দেখিলেই লোকে বলিতে পারে যে, ইহা মানব নির্ম্মিত। একটি খদ্যোত (জোনাকি পোকা) উড়িতেছে দেখিলে সকলেই বলিবেন যে, ইহা মানব নির্মিত নহে, আর একটি বৃক্ষপত্র দেখিলে সকলেই বলিবেন যে ইহা, খোদার সৃজিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কি কারণে লোকে এরোপ্লেন, ইলেকট্রিক আলোক ও ট্রেনকে মানব নির্ম্মিত স্থির করিলেন, আর কি জন্যই বা মক্ষিকা, জোনাকি ও বৃক্ষপত্রকে একমাত্র খোদাতায়ালার

সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিলেন ? ইহার এক মাত্র কারণ এই যে, প্রথমোক্ত বস্তুগুলি অতুলনীয় নহে লোকে তৎসমুদয়ের তুল্য বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন, আর শেষোক্ত বস্তুগুলি অতুলনীয়। যদি জগতের সমস্ত লোক একত্রিত হইয়া তৎসমস্তের তুল্য বস্তু প্রস্তুত করিতে সাধ্য সাধনা করেন তবে তাহা কখনও পারিবেন না। এইরূপ যত গ্রন্থ আছে কোন গ্রন্থ নিজেকে অতুলনীয় বলিয়া দাবী করিতে পারে নাই, একমাত্র কোরআন মজিদ বজ্রনিনাদে নিজের অতুলনীয় হওয়াবসম্বন্ধে উপরোক্ত প্রকার ঘোষণা করিতেছে।

আরও কোরআনের সুরা বনি-ইস্রাফিলে আছে ;—

کل لئن اجتمعت الانس والجن ان یاتوا
بمثل هذا القران لا یأتون بمثله و لوکان بعضهم
لبعض ظهیرا

"তুমি বল, যদি মনুষ্য ও জ্বেন এই কোরআনের তুল্য আনয়ন করিতে সমবেত হয়, যদিও একে অন্যের সাহায্যকারী হয়, তবু উহার তুল্য আনয়ন করিতে পারিবে না।

কোরআন কি কি বিষয়ে অতুলনীয় তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

১। কোরআনের রচনা পদ্ধতি ও ভাষার লালিত্য অতুলনীয়। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আরবের কবিদিগের সম্মুখে, কাবা গৃহের দ্বারদেশে কওছর নামীয় একটী ক্ষুদ্র সুরা টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। সহস্র সাহিত্যিক কবির মধ্যে লবিদ বেনে রবিয়া শ্রেষ্ঠতম আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত সুরার বাক্য বিন্যাসের পদ্ধতি, ভাষার লালিত্য, ব্যাকরণের সামঞ্জস্য, মর্ম্মের সৌন্দর্য্য, ভাবের প্রাণ-মাতান উচ্ছ্বাস, ভাষা প্রবাহের অনুপম লহরী, ধর্ম্ম ভাবের অতুলনীয় বিকাশ ও প্রেম প্রীতির পূর্ণ উদ্বোধন দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। আত্মবিস্মৃতি কিছু হ্রাস হইলে, তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইহা মানব রচিত হইতে পারে না।

কবি ও পণ্ডিতগণ কোন বিষয় রচনা করিলে, উহার কিছু অংশ রচনা পদ্ধতি, শব্দ বিন্যাস, ভাষার মুধরতা ও ব্যাকরণের সামঞ্জস্যে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হয়, অবশিষ্ট অংশ

উহার বিপরীত হয়। কোন কবি একটী বিষয়ের রচনা পদ্ধতিতে শ্রেষ্ঠপদ লাভ করে, অপর বিষয়ে নিম্নস্থান অধিকার করে, কিন্তু কোরআন শরীফের আদ্যান্ত ও সমস্ত বিষয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও শ্রেষ্ঠতম পদের অধিকারী।—তঃ এবঃ, ১/১০৪।

২। কোরআনের শিক্ষা অতুলনীয় ইহাতে একদিকে সমস্ত বাতীল মতের অসারতা প্রকাশ করা হইয়াছে। খোদাতায়ালার প্রকৃত স্বরূপ ও গুণাবলীর চিত্র অতি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। পয়গম্বর ও ফেরেশ্‌তাগণের কলঙ্ক মোচন করা হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির সম্মান করা হইয়াছে, পরকালের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করা হইয়াছে, যাবতীয় দুষিত কার্য্য ও কুরীতির খন্ডন করা হইয়াছে, সমস্ত সাধু কার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইয়াছে। অপর দিকে সমাজ নীতি, গার্হস্থ নীতি ও রাজনীতির বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকগুলি সময়োপযোগী বা সর্ব্বজনীন নহে, ইহার ব্যবস্থাগুলি এ বিষয়ে অদ্বিতীয়। ইহা আত্মিক উন্নতির প্রধান সোপান, অন্তরের ব্যাধি ও সন্দেহ মোচন করিতে ইহা অমোঘ ঔষধ। ইহার শিক্ষাগুলি এরূপ অকাট্য সত্য যে, অদ্য ১৩ শতাব্দী হইতে চলিল, কিন্তু দর্শন বিজ্ঞান ইহার এক অক্ষরের রদবদল করিতে পারিল না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে অন্যান্য বিকৃত ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি যে দর্শন বিজ্ঞানের প্রবল তরঙ্গাঘাতে দীপ্তিহীন হইয়া গেল, কিন্তু সেই দর্শন বিজ্ঞান কোরআনের নিকট মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে। বহু যুগের পর বৈজ্ঞানিক পন্ডিতেরা যে তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা ১৩ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোরআন জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে। উক্ত কোরআন শরিফের উপদেশাবলী এরূপ প্রাণস্পর্শী যে, একজন কদাচারী মনোনিবেশ পূর্ব্বক উহা পাঠ করিলে,তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

তফছিরে-এবনে কবিরের ১/১০৪ পৃষ্ঠায় ও দোর্রেল মনছুরের ১/৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সত্যশিক্ষা প্রচারে কোরআন অতুলনীয়। যাবতীয় বিকৃত ধর্ম্ম গ্রন্থের অনেক বাতীল ও মিথ্যা কথা পুর্ণ রহিয়াছে, কিন্তু কোরআনের যাবতীয় শিক্ষা অকাট্য সত্য।

৩) কোরআন সত্যপথ প্রদর্শককরিতে অদ্বিতীয়।

সুরা কাছাছে কোরআন শরিফকে শ্রেষ্ঠতম সত্যপথ প্রদর্শক বলা হইয়াছে।

আরবেরা দস্যু, লুণ্ঠনকারী, প্রাণহত্যাকারী, নিষ্ঠুর, ব্যভিচারী, মদ্যপায়ী ও পৌত্তলিক ছিল, এরূপ কোন কুৎসিত কার্য্য ছিল না যাহা তাহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইত না, এরূপ একটী জাতিকে কোরআন বিশ বৎসরের মধ্যে এরূপ সংশোধিত ,সভ্য, শিক্ষিত, ধার্ম্মিক, আত্মিক জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান করিয়া তুলিয়াছিল যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই।

একজন ইংরেজ ''The Popular Encyclopedia'' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, কোরআনের বিস্ময়কর প্রভাব এরূপ মন মুগ্ধকর যে, উহা ২০ বৎসরের মধ্যে আরবের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল, পৌত্তলিকদিগকে একত্ববাদী, কলুষিত অন্তরও লম্পটদিগকে অপূর্ব্ব ধার্ম্মিক ও পবিত্র, ভয়ঙ্কর নির্দ্দয়দিগকে পরম দয়াশীল, অসভ্যদিগকে মহাসভ্য, কলহ প্রিয়দিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ ও জড় পিণ্ডদিগকে জীবনীশক্তি সম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

৪) কোরআন সংক্ষিপ্ত শব্দ গুলির দ্বারা বহু বিস্তৃত গবেষণা পূর্ণ নিগূঢ় মর্ম্ম প্রকাশ করিতে অদ্বিতীয়। যদি কেহ বলেন, আমি এরূপ একটী সিন্দক চাই যাহার মধ্যে গরু, ঘোটক, হস্তী, বৃক্ষ , পাহাড় ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের স্থান সঙ্কুলান হয়, আরও আবশ্যক

হইলে অন্য বস্তু রাখার জন্য কিছু স্থান খালি থাকে। তবে কোন সূত্রধর এরূপ কোন বাক্স প্রস্তুত করিতে পারিবে না, কিন্তু খোদার সৃষ্টির মধ্যে এরূপ বস্তু আছে, তোমার চক্ষু তাঁহার সৃষ্টি, যদি আকাশ, পাহাড়, নদী বা অন্য কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত কর, তবে সমস্তের রূপ তোমার চক্ষে প্রতিফলিত হইবে। তোমার অন্তর খোদার সৃষ্টি, প্রত্যেক বস্তু যে কোন আয়তনের হউক না কেন উহার প্রতিবিম্ব উক্ত হৃদয়পটে অঙ্কিত হইতে পারে। এই গুণ খোদার নির্ম্মিত বস্তু অন্য কোন বস্তুতে নাই।

যদি কেহ বলেন, অভিধান, ন্যায়শাস্ত্র, (মন্তেক) ফেক্‌হ্ বা কোন এক ফনের একখানা কেতাবের পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের বিদ্যা থাকে এবং উক্ত কেতাবের প্রথম, মধ্যম বা শেষাংশে প্রত্যেক বিষয়ের এক একখানা কেতাব থাকে, তবে সকলেই বলিবেন, প্রত্যেক ফনের (শাস্ত্রের) কেতাবে সেই ফনের আলোচনা ব্যতীত অন্য বিষয়ের আলোচনা থাকিবে কেন? কেতাবের প্রত্যেকাংশে প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা থাকিবে কিরূপে?

পক্ষান্তরে এই কোরআন, হাদিছ, ফেকহ্, তফছির, ইতিহাস দর্শন, বিজ্ঞান, মা'রেফাত

তরিকত, সমাজনীতি, রাজনীতি, গার্হস্থনীতি ও দুন্‌ইয়ার প্রত্যেক এল্‌মের ভান্ডার, উহার যে অংশে অনুধাবন করা যায়, প্রত্যেক বিষয়ের শত শত নিগূঢ় তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। কেয়ামত অবধি যাহা কিছু সংঘটিত হইবে, তৎসমুদয়ের বিধান উহাতে নিহিত রহিয়াছে, উহা জ্ঞান ভান্ডারের পূর্ণ বিকাশস্থল, নিগূঢ় তত্ত্বের অনন্ত খনি, মা'রেফাতের অফুরন্ত ঝরণা, শরিয়তের অপার সাগর, দর্শন বিজ্ঞানের অসীম সমুদ্র, সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহ্‌তায়ালার স্বরূপ ও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র কষ্টি প্রস্তর। যে দিকে দেখুন প্রত্যেক বিষয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ বিরাজমান রহিয়াছে। এই কারণে উহা অতুলনীয়।

২৪) আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, যদি তোমারা কোরআনের তুল্য একটি সুরা রচনা করিতে না পার,আর ইহা তোমরা কস্মিন কালে করিতে পারিবে না, তবে তোমরা দোজখের অগ্নির ভয় কর, যাহার ইন্ধন মনুষ্য ও প্রস্তর হইবে।

১) আল্লাহ্‌তায়ালা দোজখ সৃষ্টির সময় হইতে গন্ধকজাতীয় কাল বর্ণের একপ্রকার প্রস্তর প্রস্তুত কবিয়া রাখিয়াছেন, উহা মৃত জীব অপেক্ষা সমধিক দুর্গন্ধময়, তদ্দ্বারা দোজখের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

২) যাহারা প্রস্তরের প্রতীমা গঠন করিয়া উহার পূজা করিয়া থাকে, উক্ত লোকগুলি এবং ঐ প্রস্তরগুলি দোজখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইলে, এই লোক ও প্রস্তর গুলি উহার ইন্ধন হইবে।

৩) যে স্বর্ণ রৌপ্যের জাকাত দেওয়া হয় নাই, তদ্দ্বারা ও দোজখের অগ্নি জ্বালাইয়া লোকদিগকে শাস্তি দেওয়া হইবে।

উপরোক্ত আয়তের শেষাংশে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, দোজখ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

হজরত বলিয়াছেন, সহস্র বৎসর দোজখের অগ্নি উত্তপ্ত করা হয়, ইহাতে উহার বর্ণ লোহিত হইয়া যায়, তৎপরে দ্বিতীয় সহস্র বৎসর উহা উত্তপ্ত করা হয়,এমন কি উহার বর্ণ শ্বেত হইয়া যায়, তৎপরে তৃতীয় সহস্র বৎসর উত্তপ্ত করা হইলে, উহাকাল হইয়া যায়। উক্ত অগ্নি পৃথিবীর অগ্নি অপেক্ষা ৬৯ গুণ অধিক দহনশক্তি সম্পন্ন।

আরও হজরত বলিয়াছেন, বেহেশ্‌ত ও দোজখ পরস্পরে তর্ক করিয়াছিল, দোজখ

বলিয়াছিল, অহঙ্কারিগণ আমার খাদ্য হইবে। বেহেশ্ত বলিয়াছিল, আমার মধ্যে দুর্ব্বল, দরিদ্র ও সরলচেতা লোকেরা প্রবেশ করিবে। আল্লাহ্তায়ালা বেহেশ্তকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার অনুগ্রহ, তোমার দ্বারা যে বান্দাগণের প্রতি আমার ইচ্ছা হয় অনুগ্রহ বিতরণ কর। আর দোজখকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার শাস্তির বস্তু, তোমার দ্বারা যাহাকে ইচ্ছা করি শাস্তি প্রদান করিব।

আরও তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা বেহেশ্ত প্রস্তুত করিয়া জিব্রাইলকে বলিয়াছিলেন, তুমি উহা পরিদর্শন করিতে গমন কর তিনি উক্ত বেহেশ্ত এবং উহার মধ্যস্থিত সুখ সম্পদ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, হে খোদা, যে কেহ এই বেহেশ্তের নাম শ্রবণ করিবে, সে ব্যক্তি উহাতে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। তৎপরে তিনি নানারূপ কষ্টকর দ্রব্য দিয়া উহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া পুনরায় তাহাকে উহা পরিদর্শন করিতে যাইতে বলিলেন, তিনি দ্বিতীয় বার উহা পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আরও তিনি দোজখ সৃষ্টি করিয়া জিব্রাইলকে উহা পরিদর্শন করিতে হুকুম করিলেন, তিনি উহা পরিদর্শন করার পরে বলিলেন, হে খোদা, তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, উহার অবস্থা শ্রবণ করিলে, কেহ উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা কাম্য বস্তু সমূহ দ্বারা উহার চারিদিক পরিবেষ্টন করিয়া তাহাকে উহা দ্বিতীয় পরিদর্শন করিতে বলিলেন। তিনি উহা দ্বিতীয় বার পরিদর্শন করিয়া বলিলেন, এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, সকলেই উহাতে প্রবেশ করিবে।

আরও হজরত বলিয়াছেন, দোজখ আল্লাহ্তায়ালার নিকট অভিযোগ করিয়াছিল যে, আমার শিখাগুলির এক অংশ অন্য অংশ ধ্বংস করার চেষ্টা করিতেছে, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালা উহাকে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই সময়ে দুইটি নিশ্বাস ত্যাগ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, গ্রীষ্মের প্রচন্ড গরমি উহার তাপ এবং শীতকালের কঠিন শীত উহার নিশ্বাস। মেশকাত, ৬০/৫০৪/৫০৫।

হজরত সূর্য্যগ্রহণ কালে, মেরাজের রাত্রিতে বেহেশ্‌ত ও দোজখ দেখিয়াছিলেন, এইরূপ বহু হাদিসে বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌ত ও দোজখ প্রস্তুত রহিয়াছে।

ইহা সুন্নত জামায়াতের মত, কেবল ভ্রান্ত মোতাজেলা বলেন, বেহেশ্‌তে ও দোজখের অস্তিত্ব এখন নাই। তাহাদের এই মত কোরআন হাদিসের বিপরীত। তঃ এবনেঃ, ১/১০৬/১০৭,তঃ দোঃ ১/৩৬। কঃ ১/২২৬/২৩৭।

স্যার ছৈয়দ আহমদ ছাহেব তফছিরের ৩৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মোতাজেলাদিগের উপরোক্ত বাতীল মতাবলম্বন করিয়াছেন।

(২৫) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
أَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوا
مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا لا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ
وَأُتُوا بِهِ مُتَشٰبِهًا ط وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ لا
وَهُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝

২৫) এবং যাহারা ইমান আনিয়াছেন এবং সৎকার্য্য সমূহ করিয়াছেন, তুমি তাহাদিগকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যান সকল রহিয়াছে যাহার নিম্ন দিয়া নদী সকল প্রবাহিত হইতেছে, যখনই উহা হইতে তাহাদিগকে কোন ফল উপজীবিকা রূপে প্রদান করা হইবে, তখন তাহারা বলিবে যে, ইহাই ইতিপূর্ব্বে আমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে একই আকৃতি বিশিষ্ট উক্ত ফল প্রদান করা হইবে, এবং উহাতে তাহাদের জন্য বিশুদ্ধ স্ত্রীলোক আছে এবং তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

টীকা

২৫) যাহারা পৃথিবীতে ইমান আনিয়াছিল এবং সৎকার্য্য সমূহ করিয়াছিল, তাহারা উক্ত ইমান ও সৎকার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ বেহেশ্‌তের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রাপত হইবেন;— ১) কতকগুলি উদ্যান একটির নাম 'জান্নাতুল ফেরদাওছ' দ্বিতীয়টির নাম

আদন', তৃতীয়টির নাম 'জান্নাতুল মাওয়া', চতুর্থটির নাম 'দারুল খুলদ' পঞ্চমটির নাম দারুছ-ছালাম', ষষ্ঠটির নাম 'দারুল-মাকামাহ', সপ্তমটির নাম 'ইল্লিন' ও অষ্টমটির নাম জান্নাতে নাইম'। উক্ত বেহেশতের অট্টালিকার একখানা ইষ্টক স্বর্ণের ও দ্বিতীয়খানা রৌপ্যের উহার মৃত্তিকা জাফেরানের, উহার কঙ্কর মুক্তা ও পদ্মরাগমণির এবং উহার গারা মৃগনাভির হইবে। উহার মধ্যে একশত দরজা আছে, প্রত্যেক দুইটি দরজার মধ্যে আসমান ও জমিনের তুল্য ব্যবধান। উহার শ্রেষ্ঠ দরজা ফেরদাওছ।

২) কয়েকটি নদী সুরা মোহাম্মদে আছে যে, বেহেশ্‌তে চারিটি নদী প্রবাহিত আছে, একটি বিশুদ্ধ পানির, দ্বিতীয়টি মধুর, তৃতীয়টি দুগ্ধের ও চতুর্থটি (নেশাহীন) শরাবের। এস্থলে উপরোক্ত চারিটি নদী লক্ষ্যস্থল হইতে পারে বা কেবল পানির নদী লক্ষ্যস্থল হইতে পারে। উক্ত নদী অট্টালিকা ও বৃক্ষরাজির নিম্নদেশ হইতে বিনা পয়ঃ নালা প্রবাহিত হইতেছে, মৃগনাভির পর্ব্বতের নিম্নদেশ হইতে উহা প্রবাহিত হইতেছে।

৩) বৃক্ষের ফল। হজরত বলিয়াছেন, তছবিহ পাঠের পরিবর্ত্তে লোককে বৃক্ষ সকল প্রদান করা হইবে। বেহেশতের বৃক্ষের শাখা গুলি নত হইয়া থাকিবে; বেহেশতীগণ ইচ্ছা করিলেই উহা তাহার মুখের নিকট পৌঁছিবে। উহার একটি ফল পাড়িয়া লওয়া মাত্র অন্য একটী ফল উক্ত স্থলে প্রস্তুত হইবে।

দুন্‌ইয়ার ফলগুলির নামে বেহেশ্‌তের ফলগুলি অভিহিত হইবে। যখন ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে কোন ফল ভক্ষণ করিতে দিবেন, তখন তাহারা বলিবেন, এইরূপ ফল আমরা পৃথিবীতে ভক্ষণ করিয়াছিলাম। তৎশ্রবণে উক্ত ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, দুন্‌ইয়া ও বেহেশ্‌তের উভয় ফলের আকৃতি একই প্রকার, কিন্তু স্বাদ পৃথক পৃথক।

আর একদল বিদ্বান এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, বেহেশতিগণকে পাত্রে করিয়া ফল ভক্ষণ করিতে দেওয়া হইবে, তাহাদের উক্ত ফল ভক্ষণ করা হইলে, দ্বিতীয় পাত্রে ফল আনয়ন করা হইবে; তদ্দর্শনে তাহারা বলিবেন, আমরা প্রথমবারে এই ফলই ভক্ষণ করিয়াছি। ফেরেশ্‌তাগণ বলিবেন, উভয় ফলের রং এক প্রকার কিন্তু স্বাদ পৃথক হইবে।

৪) বিশুদ্ধা স্ত্রীলোক সকল। তাহারা বেহেশ্‌তে অনেক হুর এবং দুন্‌ইয়ার দুইটি স্ত্রী প্রাপ্ত হইবেন। তাহারা ঋতু (হায়েজ) মলমূত্র ও থুথু হইতে পবিত্রা হইবে, তাহাদের বায়ু

নির্গত হইবে না, নাশিকা হইতে শ্লেষ্মা বাহির হইবে না, বীর্য্যপাত হইবে না ও অগ্নিমন্দা হইবে না, পীড়া ব্যাধি, শোকতাপ হইবে না, পানাহার করিয়া তাহাদের উদ্গার উঠলে ও ঘর্ম্ম বাহির হইলে, উহা পরিপাক হইয়া যাইবে এবং উদ্গার ও ঘর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে মৃগনাভির সৌরভ বাহির হইতে থাকিবে। উক্ত স্ত্রী ও হুরগণের অন্তরে দ্বেষ হিংসার লেশমাত্র থাকিবে না।

বেহেশতিগণ উপরোক্ত উদ্যানে উল্লিখিত সুখ সম্পদ সহ অনন্ত কাল অবধি অবস্থিতি করিবেন। তাহারা তথা হইতে দূরীকৃত হইবে না এবং মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে না।

বেহেশতবাসিগণ বেহেশতে ও দোজখবাসিরা দোজখে প্রবেশ করিলে, মৃত্যুকে ছাগলের আকৃতিতে পোলছেরাতের উপর উপস্থিত করা হইবে, তৎপরে বেহেশতবাসিগণকে আহ্বান করা হইবে, তাহারা পাছে বেহেশত হইতে বাহির হইয়া যাইতে হুকুম করা হয় এই ভয়ে ত্রাসিত বিকম্পিত অবস্থায় বাহির হইবেন, তাহাদ্দিগকে বলা হইবে যে, তোমরা কি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ? তাহারা বলিবেন, হ্যাঁ, চিনিতে পারিতেছি, ইহা মৃত্যু। তৎপরে দোজখিদ্দিগকে ডাকা হইবে, তাহারা দোজখ হইতে বাহির হওয়ার আশায় আনন্দিত হইয়া বাহির হইবে। তাহাদ্দিগকে বলা হইবে, তোমরা কি ইহাকে চিনিতে পারিতেছ? তাহারা বলিবে, হ্যাঁ, চিনিতে পারিতেছি, ইহা মৃত্যু। তখন উক্ত ছাগলকে জবাহ করা হইবে এবং উভয় দলকে বলা হইবে, তোমাদের মৃত্যু নাই, তোমরা নিজ নিজ স্থানে চিরকাল থাকিবে।

আরও এমাম মোছলেম বর্ণনা করিয়াছেন ;—

বেহেশতবাসিদ্দিগকে একজন ঘোষণাকারী বলিবেন, তোমরা স্বাস্থ্যদেহী হইয়াছ, কখনও রোগ ব্যাধিগ্রস্ত হইবে না। জীবিত হইয়াছ, কখনও মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে না, তোমরা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছ, কখনও বৃদ্ধ হইবে না। এবং সুখ সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছ, কখনও বিপদগ্রস্ত হইবে না। — দোঃ, ১/৩৬/৪১। এবঃ১/১০৮/১০৯। তাঃ, ১৩০/১৩৫।আঃ, ১৩৬/১৩৮।

পাঠক ইহাতে আপনারা মনে করিবেন না যে, বেহেশতের সুখ সম্পদের ইহাই শেষ সীমা, ইহা ব্যতীত বর্ণনাতীত সুখ সম্পদ তথায় বিদ্যমান থাকিবে।

فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون

কোরআন শরিফে একস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে;—

"অনন্তর কোন ব্যক্তি জানেনা যে, তাহারা যাহা করিতেন তাহার বিনিময়ে চক্ষু স্নিগ্ধকর কি কি বস্তু তাহাদের জন্য গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে।"

আর একটি হাদিসে আছে;—

"আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, আমি আমার সংবান্দাগণের জন্য এরূপ বস্তু প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মনুষ্যের অন্তরে উদয় হয় নাই।" মেশকাত, ৬৯৫।

এই আয়ত ও হাদিছে আত্মিক সুখ সম্ভোগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেমলাভ, দর্শন লাভ, শান্তি লাভ ইত্যাদি আধ্যাত্মিক সুখ সম্ভোগের কথা এইরূপ কোরআনের অনেক স্থলে আছে।

পরকালের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সুখ সম্ভোগের কথা যে কেবল কোরআন শরিফে আছে, তাহা নহে, বরং প্রত্যেক ধর্ম্ম মতে ইহার কিছু না কিছু আভাষ আছে ;—

১) মথি, ২৫ অধ্যায়, ২৯ পদ ;— "আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে দিনে আমি আপন পিতার রাজ্যের তোমাদের সঙ্গে নূতন দ্রাক্ষা রস পান করিব, সেই দিন পর্য্যন্ত এই দ্রাক্ষা-ফলের রস আর কখন পান করিব না।"

লূক, ১৬/২৩/২৪, — " কিন্তু পাতালে সে (মৃত ধনবান) উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া আপনি যাতনার মধ্যে থাকিয়া দূরে আব্রাহামকে এবং তাহার ক্রোড়ে লাসরকে দেখিতে পাইল। তাহাতে সে চেঁচাইয়া কহিল, হে পিতা আব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করিয়া লাসরকে পাঠাইয়া দিউন, যেন সে অঙ্গুলির অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া আমার জিহ্বা শীতল করে; কেননা এই অগ্নি শিখাতে আমি ব্যথিত হইতেছি।"

ইয়োব, ২০/১৫-১৭; " সে যে ধন গ্রাস করিয়াছে তাহা উদগীরণ করিবে, ঈশ্বর তাহার উদর হইতে তাহা বমন করাইবেন। সে সর্পের গরল চুষিবে, বিষধরের জিহ্বা তাহাকে নষ্ট করিবে। সে (মঙ্গলের) স্রোত অর্থাৎ মধু ও দধি প্রবাহী নদী দেখিতে

পাইবে না।"

মথি, ১৯/২৮/২৯;— "যীশু কহিলেন, আমি সত্য করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, অতএব নূতন সৃষ্টিতে যখন মনুষ্য পুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন,তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবা। এবং যে কোন ব্যক্তি আমার নাম প্রযুক্ত ভ্রাতা কি ভগিনীগণ কি পিতা, কি মাতা, কি স্ত্রী কি সন্তান কি ক্ষেত্র কি বাটী পরিত্যাগ করে, সে তাহার শত গুন পাইবে।"

লুক ২২।৩০ ;— "যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার মেজে ভোজন পান কর।"

প্রকাশিত বাক্য ১৯/৭ ;— " মেষ শাবকের বিবাহ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার বাগদত্তা আপনাকে সুসজ্জিতা করিল।"

আরও উহার ২১/২২ পৃষ্ঠায় বেহেশতের উচ্চ প্রাচীর, দ্বাদশ পুরদ্বার, জীবন জলের নদী ও জীবন বৃক্ষের কথা আছে।

সেল সাহেব উপক্রমণিকার ৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, য়িহুদীরা বেহেশতের অট্টালিকা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর উদ্যান, সাতটি বেহেশত, উহার তিনটি বা দুইটি দ্বার ও চারিটি নদীর কথা স্বীকার করিতেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআনের যে উভয় প্রকার সুখ দুঃখের কথা আছে, উহা অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে সমর্থিত হইয়াছে।

সেল সাহেব উক্ত উপক্রমণিকার ৬৮/৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, —

"বিচার দিবসে দেহ ও আত্মার মধ্যে কলহ উপস্থিত হইবে, আত্মা বলিবে, হে প্রভু, আমার দেহ তোমার হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি যখন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলে, তখন ধরিবার জন্য আমার হস্ত চালবার জন্য আমার পা, দেখিবার জন্য আমার চক্ষু এবং বুঝিবার জন্য আমার বিবেক ছিল না, তৎপরে আমি এই দেহে প্রবেশ করিয়াছি, এজন্য আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়া এই দেহকে চিরশান্তিতে ধৃত কর। পক্ষান্তরে

দেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিবে, হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে একখন্ড কাষ্ঠের ন্যায় করিয়াছিলে, আমার হাত ধরিতে ও পা চলিতে সক্ষম ছিল না। তৎপরে এই আত্মার কিরণ কণা আমার মধ্যে প্রবেশ করায় আমার রসনা বাক্‌শক্তি, চক্ষু দর্শন শক্তি ও পা চলৎশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য খোদা আমাকে পরিত্রাণ দিয়া এই আত্মাকে চিরশাস্তি প্রদান কর। তখন খোদা একটি অন্ধ ও একটি খঞ্জ লোকের গল্প উত্থাপন করিবেন।

"একজন বাদশাহ্ একটি সুন্দর উদ্যান সজ্জিত করিয়া একটি অন্ধ ও একটি খঞ্জ কে উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে নিয়োজিত করিয়াছিল, উহার মধ্যে পরিপক্ক ফলপুঞ্জ ছিল। অন্ধ লোকটি ফল দেখিতে পাইত না, খঞ্জ লোকটি উহা সংগ্রহ করিতে পারিত না। এই খঞ্জ ফল দর্শন করিয়া অন্ধকে বলিল, তুমি আমাকে স্কন্ধে করিয়া উঠাইয়া লও, আমি উক্ত ফল পাড়িয়া লইব, উভয়ে তাহাই করিল এবং ফলগুলি বন্টন করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে বাদশাহ তথায় আগমন করিয়া কে ফল পাড়িয়াছে, ইহা তদন্ত করিতে লাগিলেন। অন্ধ বলিতে লাগিল আমার চক্ষু নাই, আমি কিরূপে উহা পাড়িব? খঞ্জ বলিতে লাগিল, আমার পা নাই, কাজেই আমি কি রূপে বৃক্ষের নিকট যাইব? তখন বাদশাহ খঞ্জকে অন্ধের স্কন্ধের উপর বসাইয়া উভয়কে শাস্তি দিলেন। এইরূপ আল্লাহ্‌তায়ালা আত্মাকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া উভয়কে শাস্তি প্রদান করিবেন। এই বিবরণটি যেরূপ মুসলমানদিগের কেতাবে পাওয়া যায়, সেইরূপ য়িহুদীদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়।"

পাঠক, এই জন্য কোরআনে আছে, যে পরজগতে মনুষ্যকে দৈহিক ও আত্মিক উভয় প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যদি কেবল আত্মাকে সুখ দুঃখ ভোগের করিতে হইবে। যদি কেবল আত্মাকে সুখ দুঃখ ভোগের অধিকারী করা যায়, তবে খোদাতায়ালার ন্যায় বিচারে বিঘ্ন ঘটিবে।

হাদিছে আছে,— الدنيا مزرعة الآخرة

"দুন্‌ইয়া পরকালের শষ্যক্ষেত্র। এই দুন্‌ইয়ার কার্য্যের অবিকল স্বরূপ পরকালে প্রকাশ হইবে। যদি একখানা দর্পণে মুখ দেখা যায়, তবে মুখের অবিকল আকৃতি উহাতে

পরিলক্ষিত হয়।

তুমি যদি এই দেহ দ্বারা বৈধ রমনীর সহবাস করিয়া থাক, বৈধ খাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাক, বৈধ পানীয় সেবন করিয়া থাক, তবে পরজগতে উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ তোমার দেহ বৈধ রমণীর সহবাস, বৈধ খাদ্য ভক্ষণ ও বৈধ পানীয় পান করিতে পারিবে। যদি তুমি এই আত্মা দ্বারা খোদা প্রেম ও রাছুল প্রেম লাভ করিয়া থাক, তবে পরকালে তাঁহাদের দর্শন লাভে গৌরবান্বিত হইবে।

যেরূপ এই জগতে তোমার দেহ ব্যথিত হইলে, তোমার অন্তর ব্যথিত হইয়া থাকে, তোমার অন্তর বিমর্ষ হইলে, উহার চিহ্ন তোমার দেহে প্রকাশিত হয়, সেইরূপ পরজগতে হুর সম্ভোগ, অট্টালিকা বাস, ফল ভক্ষণ ও পানি পানে যে কেবল তোমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা হইবে তাহা নহে, বরং যে সৎকার্য্যের সুফলে তুমি উপরোক্ত সম্পদ লাভ করিয়াছ, সেই কার্য্যগুলির আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ তোমার আত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হইতে থাকিবে, উহার প্রভাবে তুমি অনন্ত শান্তি অসীম আনন্দ, অফুরন্ত স্ফূর্তি উপভোগ করিতে থাকিবে।

তুমি যেরূপ নামাজে দেহখানি খোদার দরবারে অবনত করিয়াছিলে, মনপ্রাণ সেই কারুণিক খোদার প্রেমে ঢালিয়া দিয়াছিলে যুগপৎ দেহ ও আত্মা তাঁহার দাসত্বে বিক্রয় করিয়াছিলে; সেইরূপ বেহেশ্‌তে প্রত্যেক বাহ্য সুখ সম্ভোগ কালে, সেই পরম করুণাময়ের প্রেমপূর্ণ দর্শনের জ্বলন্ত আভাষ পাইতে থাকিবে।

ডাক্তার স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব উর্দ্দু তফছিরে ৩৬/৪১ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্ম রাজা রামমোহন রায়ের অনুসরণ করিয়া কোরআন, তওরাত, ইঞ্জিল ও প্রত্যেক আসমানি কেতাবে যে বেহেশত ও দোজখের বিবরণ আছে, তৎসমস্ত এককালীন অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন।

কোরআন ও হাদিছের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া কতকগুলি কাল্পনিক মত প্রকাশ করিয়া বেহেশ্‌ত ও দোজখের অস্তিত্ব একেবারে লোপ করার সাধ্য সাধন করিয়াছেন।

মিষ্টার মোহাম্মদ আলি সাহেব কোরআনের ইংরাজী অনুবাদের ২১ পৃষ্ঠায় ও উর্দ্দু

অনুবাদের ৩৬ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত সাহেবের মত সমর্থন করিয়াছেন।

জগতের কোন প্রাচীন তফছিরে তাহাদের এইরূপ ভ্রান্তিমূলক মতের অস্তিত্ব নাই। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানি সাহেব তাঁহার তফছিরের ১৪৭/১৫২ পৃষ্ঠায় ইহাদের বাতীল মতের সম্পূর্ণ খন্ডন করিয়াছেন।

গোল্ড সেক সাহেব টীকার ৭পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কোরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, মহম্মদ সাহেবের বিবেচনায় বেহেশ্‌ত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের স্থান, কিন্তু পবিত্র ইঞ্জিলে লেখা আছে, পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না এবং বিবাহিত হয় না, কিন্তু বেহেশ্‌তের ফেরেশ্‌তাগণের ন্যায় থাকে। মথি ২২/৩০।"

পাঠক, আপনারা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, খ্রীষ্টানদের প্রচলিত বাইবেলে হজরত ইছার বিবাহের, তাঁহার শিষ্যগণের শতটি স্ত্রী পাওয়ার, তাঁহার দ্রাক্ষারস পানের ও তাহার শিষ্যগণের ভোজনের কথা আছে, কাজেই সাহেবের দাবি একেবারে বাতীল।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِىٓ أَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً
فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ
بِهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ إِلَّا الْفٰسِقِيْنَ (٢٧) الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ
عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ
بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْأَرْضِ أُولٰٓئِكَ
هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

২৬) নিশ্চয় আল্লাহ্ মশক কিম্বা তদপেক্ষা বৃহৎ (প্রাণীর) কোন উদাহরণ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে না, কিন্তু যাহারা ইমান আনিয়াছে, তাহারাই জানে যে, তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে উক্ত উদাহরণ সত্য, আর কিন্তু যাহারা ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, তাহারা বলে, আল্লাহ্ এত দ্বারা উদাহরণ (দেওয়ায়) কি অভিপ্রায় করিয়াছেন? তিনি এতদ্বারা অনেককে ভ্রান্ত করেন এবং তদ্বারা অনেককে সুপথগামী করেন এবং তিনি কুক্রীয়াশীলদিগকে ব্যতীত ভ্রান্ত করেন না।

২৭) যাহারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার উহা দৃঢ় করার পরে ভঙ্গ করে এবং যাহা সম্মিলন করিতে আল্লাহ্ আদেশ করিয়াছেন তাহা বিছিন্ন করে ও ভূতলে অশান্তি স্থাপন করে, তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

টীকা

এই আয়ত দুইটি নাজিল হওয়ার সম্বন্ধে কয়েকটি কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, —

১। আল্লাহ্তায়ালা অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারী ও বারি বর্ষণ এই দুইটি উদাহরণ প্রকাশ করিলে, মোনাফেকেরা বলিতে লাগিল, আল্লাহ্তায়ালার এইরূপ উদাহরণ প্রকাশ করা অসম্ভব, সেই কারণে উক্ত আয়ত নাজিল হয়।

২) আল্লাহ্তায়ালা নিম্নোক্ত দুইটি আয়ত নাজিল করেন,

ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا
ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيأ لا يستنقذوه
منه

" নিশ্চয় তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাহাদিগকে ডাকিতেছ, তাহারা কখনও একটি মক্ষিকা সৃষ্টি করিতে পারিবে না যদিও তাহারা উহার জন্য একত্রিত হয়। আর যদি মক্ষিকা তাহাদের নিকট হইতে কোন বস্তু কাড়িয়া লয়, তবে তাহারা উহার নিকট হইতে উক্ত বস্তু উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياً كمثل
العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت
لوكانوا يعلمون

"যাহারা আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত (অন্যদিগকে) বন্ধু রূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সার তুল্য যে গৃহ রচনা করিয়াছে এবং সত্য সত্য গৃহ সমূহের মধ্যে মাকড়সার গৃহ ক্ষীণতর।"

উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের নাজিল হওয়ার পরে মোশরেকেরা বলিতে লাগিল যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মক্ষিকা ও মাকড়সার উদাহরণ কি জন্য প্রকাশ করিলেন, সেই সময় আল্লাহ্‌তায়ালা এই আয়ত নাজিল করিলেন, ঃ আল্লাহ্‌তায়ালা মশক বা তদপেক্ষা বৃহৎ মক্ষিকা বা মাকড়সা উদাহরণ প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

এস্থলে বুঝা উচিত যে কোন অপবাদ ও দুর্নামের ভয়ে লোকের অন্তরে যে সঙ্কোচভাব উপস্থিত হয়, উহাকে লজ্জা বলা হয়। আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষে এইরূপ ভাবে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। এস্থলে উহার মর্ম্ম কি তাহাই বুঝুন, লোকের লজ্জার প্রথম অবস্থা ভয় ও সঙ্কোচ ভাব এবং শেষ অবস্থা লজ্জাজনক কার্য্য ত্যাগ করা। এস্থলে আয়তের অর্থ এরূপ হইবে, আল্লাহ্‌তায়ালা মশকের মক্ষিকার বা মাকড়সার উদাহরণ ত্যাগ করেন না।

তৎপরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, ইমানদারগণ উক্ত দৃষ্টান্তটি সত্য, খোদার পক্ষ হইতে অবতারিত বলিয়া প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে মোনাফেকেরা বা মোশরেকেরা বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা কি অভিপ্রায়ে এরূপ ক্ষুদ্র বস্তুর উদাহরণ দিলেন।

তৎপরে বলিতেছেন, উক্ত উদাহরণটি সদুদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইমানদারগণ শুনিয়া বিশ্বাস করিল, কাজেই তাহাদের সুপথপ্রাপ্তির কারণ হইল, আর মোনাফেকেরা শুনিয়া উহা অবিশ্বাস ও উপহাস করিল, কাজেই তাহাদের বিপথগামী হওয়ার কারণ হইল।

তৎপরে তিনি বলিতেছেন, এই উদাহরণ উক্ত মোনাফেক ও কাফেরগণের বিপথগামী হওয়ার কারণ হইল— যাহারা নিম্নোক্ত তিনটি পাপে সংলিপ্ত রহিয়াছে, প্রথম এই যে, তাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত দৃঢ় অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করিয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা আসমানি কেতাব সমূহে ও নবীগণের মুখে নিজের যে আদেশ ও নিষেধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহারা তৎসমস্ত অমান্য করিয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে, আল্লাহ্ তওরাতে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এই দলেরা উপরোক্ত সত্য গোপন করিয়া এবং হজরত মোহাম্মদ (সঃ) কে অস্বীকার করিয়া খোদার অঙ্গীকার নষ্ট করিয়াছে। আল্লাহতায়ালা আদিকালে (রোজ মিছাকে) আদম সন্তানদিগকে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে প্রকাশ করিয়া নিজের একত্বের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এই কাফের ও মোনাফেকেরা উক্ত অঙ্গীকার ব্যর্থ করিয়াছে।

দ্বিতীয়, আল্লাহ্তায়ালা আত্মীয়স্বজন ও পিতামাতার সহিত সদ্ভাবে জীবনযাপন করিতে ও তাঁহাদের হক্ আদায় করিতে আদেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা তাহাদের সহিত বিচ্ছেদ করিয়া থাকে। লোকদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে আল্লাহ্তায়ালার আদেশ ছিল, কিন্তু ইহারা তৎপরিবর্ত্তে বিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইমানদারগণের বন্ধুত্ব ত্যাগ করিয়াছে এবং পয়গম্বরগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে তারতম্য করিয়াছে।

তৃতীয় তাহারা লোকদিগকে ইমান আনিতে বাধা প্রদান করিয়া সত্যমতের উপর বিদ্রুপ করিয়া এবং তুমুল কলহের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এইরূপ লোকের পরকাল ও সমস্ত সৎকার্য্য নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।— কঃ ১/২৪৩/২৫৩/২৫৪, বয়, ১/১২৮/১২৯, এবঃ ১/১১০/১১৪।

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيٰكُمْ
ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

"তোমরা কিরূপে আল্লাহ্তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ, অথচ তোমরা মৃত ছিলে, তৎপরে তিনি তোমাদিগকে জীবিত করিলেন, তৎপরে তোমাদিগকে নির্জীব

করিবেন, তৎপরে তোমাদিগকে জীবিত করিবেন, তৎপরে তোমাদিগকে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।”

টীকা

১) হে ধর্ম্মদ্রোহিরা, তোমরা পিতৃ ঔরষে নির্জ্জীব বীর্য্য ছিলে, তৎপরে খোদাতায়ালা তোমাদিগকে সজীব মনুষ্যরূপে পরিণত করিলেন, তৎপরে তোমাদিগকে মারিয়া ফেলিবেন, তোমাদিগকে তৎপরে গোরে জীবিত করিবেন, তৎপরে তোমরা কেয়ামতে আল্লাহ্‌তায়ালা দরবারে উপস্থিত হইবে, এক্ষেত্রে তোমরা কিরূপে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ।

২) বা হে ইমানদারগণ তোমরা অনভিজ্ঞ (এল্‌ম হীন) ছিলে, তৎপরে খোদা তোমাদিগকে সুবিজ্ঞ (আলেম) করিয়াছেন, তৎপরে তোমাদিগকে মৃত্যুগ্রস্ত করিবেন, তৎপরে তোমাদিগকে প্রকৃত জীবনদান করিবেন, তৎপরে তোমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ সম্পদলাভে সৌভাগ্যবান হইবে যাহা কোন চক্ষু দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মনুষ্যের অন্তরে উদয় হয় নাই, এক্ষেত্রে তোমাদের দ্বারা ধর্ম্মদ্রোহিতা কি সম্ভব হইতে পারে? এবঃ ১।১১৫। বঃ, ১।১৩০।১৩১।

(٢٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

২৯) তিনিই (সেই খোদাই) যাহা কিছু ভূতলে আছে সমস্তই তোমাদের হিতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে তিনি আকাশের দিকে মনযোগী হইলেন, পরে উহা শৃঙ্খলাসহ সপ্ত আসমান করিলেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ।

টীকা

২৯) আল্লাহ্ মনুষ্যজাতির হিতের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপরে আসমান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করিয়া সপ্তস্তর (তবক) করিয়া উহা সৃষ্টি করিলেন।

এক্ষণে ইহাই বিবেচ্য এই যে, প্রথমে ভূ-তল সৃষ্টি করা হইয়াছিল বা আসমান। এমাম মোজাহেদ বলিয়াছেন, আল্লাহ্তায়ালা আসমানের পূর্ব্বে জমিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,তৎপরে জমি হইতে ধূম প্রকাশিত হয়, উক্ত ধূম উর্দ্ধগামী হইলে, তদ্দ্বারা সপ্ত আসমান প্রস্তুত করেন, তৎপরে জমির পানি ও শস্য ক্ষেত্র প্রকাশ ও পর্ব্বতমালাকে স্থাপন করেন।

* কোরআন শরিফে সাত আসমানের কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সহিহ বোখারির হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি কাড়িয়া লয়, তাহাকে সাতটি জমিনের নিম্ন পর্যন্ত পুঁতিয়া ফেলা হইবে।

* হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের মস্তকের উপর প্রথম আসমান সুরক্ষিত ছাদ স্বরূপ রহিয়াছে, এই পৃথিবী হইতে পাঁচ শত বৎসরের পথ। তদুপরি আরও আসমান আছে, এরূপ তিনি সাতটি আসমান গণনা করিলেন, প্রত্যেক আসমান হইতে তদুপরিস্থ আসমান পাঁচ শত বৎসরের পথ। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমাদের এই জমিনের নীচে আরও কয়েকটি জমি আছে, তিনি সাতটি জমি গণনা করিয়া বলিলেন যে, প্রত্যেক জমি অন্যটি হইতে পাঁচ শত বৎসর দূরস্থিত।— মেশকাত, ৫১০।

আদি পুস্তক ১/১ ;— "প্রথমেই খোদা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।"

উক্ত পুস্তক, ৭/১১ ;— "আকাশের জানালাগুলি খোলা হইল।"

আদি পুস্তক, ১৯/২৪/২৫ ;— "এমন সময়ে সদাপ্রভু আপনার নিকট হইতে (অর্থাৎ আকাশ হইতে সদোমের ও থামারের উপরে গন্ধক ও অগ্নি বর্ষাইয়া সেই সমুদয় নগর ও সমস্ত প্রান্তর ও তন্নিবাসী তাবৎ লোক ও সেই ভূমিতে জাত সমস্ত বস্তুকে উৎপাটন করিলেন।"

মথি, ৩/১৬ ;— "যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ তাহার নিমিত্তে আকাশ খোলা হইল।"

লুক, ১৮/১৩ ;— " সেই করগ্রাহক দূরে দাড়াইয়া আকাশের প্রতি উর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে ও সাহস না পাইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে কহিল।"

প্রকাশিত বাক্য, ৮/১০ ;— "এক বৃহৎ তারা আকাশ হইতে খসিয়া নদ নদীর তৃতীয়াংশে ও জল প্রবাহ সকলের উপর পড়িল।"

কোরআন মজিদে আছে ;—

اذا السماء انفطرت و اذا السماء كشطت

" যে সময় আসমান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।"

" যে সময় আসমানের চর্ম্ম খোলা যাইবে।"

ولقد خلقنا السموات و الارض وما بينهما في ستة ايام

"এবং সত্য সত্য আমি আসমানগুলি, জমি এবং যাহা কিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি।"

افلم ينظروا الى السماء كيف بينها و زينها وما لها من فروج

"তাহারা কি আসমানের দিকে দেখে না, আমি কিরূপে উহা প্রস্তুত করিয়াছি, সজ্জিত করিয়াছি এবং উহার কোন ছিদ্র নাই।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সাত আসমান অনন্ত শূন্যমন্ডলের বিভিন্ন স্তর নহে। কোরআন ও বাইবেলে আসমানের দরওয়াজা খুলিবার ও আসমান চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ার কথা আছে, হাদিস শরিফে হজরতের সাত আসমানে আরোহণ করার, তৎসমুদয়ের মধ্যে কয়েকজন নবীর সহিত সাক্ষাৎলাভ করার এবং তৎসমুদয়ের দরওয়াজা উদ্‌ঘাটিত হওয়ার কথা আছে, কাজেই উহা নভোমন্ডল, শীতমন্ডল, মেঘমন্ডল, উল্কামন্ডল, নক্ষত্র মন্ডল হইবে কিরূপে? বা উহা বায়ু মণ্ডল, ইথর মন্ডল, ইলেক্‌ট্রোন মন্ডল, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, নক্ষত্রমণ্ডল, বিদ্যুৎমণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল হইবে কিরূপে? কোরআন শরিফের এই আয়ত — "যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন।" এই আয়তেই বা উপরোক্ত মর্ম্ম কিরূপে বুঝা যায়? আয়তের ত ইহাই স্পষ্ট অর্থ যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যে আসমান সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মিলিত ভাবে নহে, বরং একটি হইতে অন্যটি বহু দূরে আছে, হজরত নিজেই প্রত্যেক স্তরের দূরত্ব ৫শত বৎসরের পথ স্থির করিয়াছেন।

নভোমণ্ডল, শীতমণ্ডল, মেঘমণ্ডল ও ভূমণ্ডল কি পাঁচ পাঁচ শত বৎসর দূরে আছে?

এইরূপ বায়ু, ইথর, ইলেক্‌ট্রোন মণ্ডল ইত্যাদি কি কিপরিমাণ ব্যবধানে অবস্থিত আছে? আধুনিক ভূগোল তত্ত্ববিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করি, সপ্ত গ্রহ ও সপ্ত কক্ষ পথের কি দরওয়াজা আছে? পয়গম্বরেরা মে'রাজের রাত্রি কি তৎসমুদয়ের মধ্যে বাসস্থান স্থির করিয়া ছিলেন?

আধুনিক তফছিরকারগণ যে আরবি সাত শব্দের অর্থ বহু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, হজরত (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রিতে যে আসমান সমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সাত আসমান ব্যতীত বহু আসমান বুঝা যায় না, আর তিনি উল্লিখিত মেশকাতের হাদিছে একটি একটি করিয়া সাতটী আসমান গণনা করিয়াছিলেন, আপনারা এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন?

জনাব, যিনি সাত আসমান স্বচক্ষে দেখিতে দেখিতে আরশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিব না কল্পনার অনুচর দলের কথা শুনিব?

ছামা শব্দের অর্থ 'উচ্চ পদার্থ' স্থান বিশেষে হইয়া থাকে, তাহাই বলিয়া কি সমস্ত স্থলে এই অর্থ হইবে?

ভূপৃষ্ঠ কিরূপে ছামা হইল? ডাক্তার আবদুল হাকিম ছাহেব ''আসমানে তোমাদের রুজি আছে।'' এই আয়তের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ভূমণ্ডলকে আসমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

মিষ্টার মোহম্মদ আলি ইংরাজি অনুবাদের ২৮।২৯ পৃষ্ঠায় ও স্যার সৈয়দ আহমদ উর্দ্দু অনুবাদের ৪৪।৪৫ পৃষ্ঠায় বাতীল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন যে, কোরআনের অর্থ হজরত নবী (ছাঃ) বা তাঁহার সাহাবগণ বুঝিতে পারেন নাই। নাউজোঃ।

৪র্থ রুকু, ১০ আয়ত।

(৩০) وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (৩১) وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ (৩২) قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ (৩৩) قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝

৩০) এবং যে সময় তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্‌তাগণকে বলিলেন, নিশ্চয় আমি জমিনে খলিফা (বা একজন খলিফা) সৃষ্টি করিব, তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি উক্ত স্থলে এরূপ লোককে সৃষ্টি করিবে যে তথায় অশান্তি উৎপাদন করিবে ও রক্তপাত করিবে? অথচ আমরা তোমার প্রশংসার সহিত তছবিহ পাঠ করিতেছি (গুণ কীর্ত্তন করিতেছি) এবং তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি যাহা জানি তাহা তোমরা অবগত নও।

৩১) এবং তিনি আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন, তৎপরে তৎসমস্ত পদার্থ ফেরেশ্‌তাগণের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, পরে বলিলেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এই সকলের নামগুলি আমাকে জ্ঞাপন কর।

৩২) তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমার নির্দ্দোষিতা ঘোষণা করিতেছি; তুমি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ, তদ্ব্যতীত আমাদের জ্ঞান নাই, নিশ্চয় তুমিই মহা বিজ্ঞ কৌশলময়।

৩৩) তিনি বলিলেন, হে আদম, তুমি তাঁহাদিগকে উক্ত বস্তু গুলির নাম সমূহ জ্ঞাপন কর, অনন্তর যখন তিনি তাঁহাদিগকে উহাদের নামগুলি জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি (খোদাতায়ালা) বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে, নিশ্চয় আমি আসমান সমূহ ও জমিনের গুপ্ত বিষয় অবগত আছি এবং তোমরা যাহা প্রকাশ করিতেছ এবং গোপন করিতেছ তাহা জানি।

টীকা

৩০) ملائكة মালায়েকা বহুবচন, উহার একবচন ملك. মালাক, মালাক.মূলে ملأك মালায়াক ছিল, উহার আভিধানিক অর্থ প্রেরিত, ফার্সি ভাষাতে উহাকে فرشته ফেরেশ্‌তা বলা হয়। উহা এক প্রকার বায়ুর ন্যায় সূক্ষ জ্যোতিষ্মান পদার্থ যাহা ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিতে পারে।

হজরত বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা ফেরেশ্‌তা জাতিকে জ্যোতি হইতে, জ্বেন জাতিকে অগ্নি হইতে ও আদমকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই ফেরেশ্‌তা কয়েক প্রকার ;— ১) একদল আরশ বহন করিয়া আছেন। ২) একদল আরশের চারিদিকে আছেন। ৩) একদল নেতৃস্থানীয় ; যথা — জিবরাইল ও মিকাইল। ৪) একদল বেহেশতের রক্ষক। ৫) একদল দোজখের তত্ত্বাবধায়ক। ৬) একদল মনুষ্যদিগের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৭) একদল নেকী বদি (সদসৎ কার্য্যকলাপ) লেখক। ৮) একদল দুনইয়ার কার্য্যকলাপ পরিচালক। ফেরেশ্‌তাগণের একদল আল্লাহ্ ও পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রেরিত রূপে নিয়োজিত ছিলেন। তাহাদের একদল আরশের চতুর্দ্দিকে সারি সারি দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহ্‌তায়ালার তছবিহ পাঠ করিতেছেন। প্রথম আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ ছেজদায় থাকিয়া 'ছুবহানা-জেল মুল্‌কে অল্ মালাকুত' পড়িতেছেন, কেয়ামত অবধি এইরূপ করিতে থাকিবেন। দ্বিতীয় আসমানের

ফেরেশ্‌তাগণ কেয়ামত অবধি রুকুতে থাকিয়া 'ছুবহানা-জিল-ইজ্জাতে অলজাবারুত' পড়িতে থাকিবেন। তৃতীয় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণ কেয়ামত পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া 'ছুবহানাল-হাইয়েল-লাজি-লাইয়ামুত' পড়িতে থাকিবেন। ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ব্যতীত কিছুই করেন না, তাঁহার হুকুমের এক তিল বিন্দু বিরুদ্ধাচরণ করেন না, তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা আতঙ্কিত থাকেন।

এমাম রাজি বলেন, মনুষ্যদিগের সংখ্যা জ্বেন দিগের সংখ্যা অপেক্ষা দশগুণ অধিক। জ্বেনদিগের সংখ্যা অপেক্ষা স্থলচর পশু গুলির সংখ্যা দশগুন অধিক। তৎসমুদয়ের সংখ্যা অপেক্ষা পক্ষিদিগের সংখ্যা দশগুন অধিক, তৎসমস্তের সংখ্যা অপেক্ষা সামুদ্রিক প্রাণীগণের সংখ্যা দশগুণ অধিক। তৎসমুদয়ের সংখ্যা অপেক্ষা জমিনের ফেরেশ্‌তাগণের সংখ্যা দশগুন অধিক। এইরূপ দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশ্‌তাগণের সংখ্যা উপরোক্ত যাবতীয় বস্তুর সংখ্যা অপেক্ষা দশগুণ অধিক। এই হিসাবে আরশ পর্য্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণের সংখ্যা অনুমান করুন। তঃ কঃ, ১।২৬১।২৬৩।২৬৪।

স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব নিজের তফছিরের ৪৬।৫৫ পৃষ্ঠায় বাতীল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কতকগুলি আয়তের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি জগতের সমস্ত সাহাবা, তাবেয়ি, তাবা তাবেয়ি বা এমামের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেরেশ্‌তার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। মাওলানা আবদুল হক দেহলবী তফছিরে হাক্কানির উপক্রমণিকার ৩৩/৪৯ পৃষ্ঠায় তাহার সমস্ত বাতীল দাবির খণ্ডন করিয়াছেন।

খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি, এস্থলে খলিফা বলিয়া হজরত আদম (আঃ) এর প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে।

একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, খলিফা বলিয়া আদম বংশধরগণের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। কোরআনের অন্য স্থলে আছে ;

هو الذي جعلكم خلائف الارض

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে জমিনের খলিফা সমূহ করিয়াছেন।"

এবনে জরির উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথমে এই জমিতে জ্বেন জাতি বাস করিত, কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) এর সৃষ্টির দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এই

জমিতে বাস করিত, তাহারা এই পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল এবং একে অন্যকে হত্যা করিয়া শোণিত ধারায় ধরাকে রঞ্জিত করিয়াছিল। ইহাতে আল্লাহ্তায়ালা একদল ফেরেশ্তা ও ইবলিছকে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্বেনদিগকে সমুদ্রের দ্বীপে ও পাৰ্ব্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত করিয়া দেন। শয়তান এই জয়লাভ ব্যাপ্যারে গরিমা করিয়া বলিয়াছিল, আমি যাহা করিয়াছি তাহা আর কেহ ইতি পূৰ্ব্বে করিতে পারে না।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিয়া হজরত জিবরাইল (আঃ) কে কিছু মৃত্তিকা আনয়ন করিতে পাঠাইলেন, জমি আল্লাহ্তায়ালার নামের অছিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বলিল, অদ্য আমার কোন অংশ গ্রহণ করিও না, কল্য ইহা অগ্নির যোগ্য হইবে। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে প্রতিপালক, তোমার নাম লইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। তৎপরে তিনি মিকাইলকে প্রেরণ করেন, তিনিও ঐরূপ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অবশেষে হজরত আজরাইল (আঃ) কে প্রেরণ করেন, তিনি জমিনের দোহাই শ্রবণ করতঃ বলিতে লাগিলেন, আমি আল্লাহ্তায়ালার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব না। তিনি লাল, কাল, শ্বেত সকল বর্ণের মৃত্তিকা এবং কা'বা শরিফের নিকটের এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া আল্লাহ্তায়ালার দরবারে উপস্থিত হন এবং উহার উপর বেহেশ্তের পানি মিশ্রিত করেন, ইহাতে উহা আটাল মৃত্তিকা হইতে দুর্গন্ধময় কর্দ্দমে পরিণত হয়। ৪০ দিবস উহার উপর বারি বর্ষন হয়, তন্মধ্যে এক দিবস সুখের এবং ৩৯ দিবস দুঃখের পানি বর্ষণ করা হইয়াছিল, এই জন্য মনুষ্যের সুখের মাত্রা হইতে দুঃখের মাত্রা খুব অধিক।

তৎপরে তিনি আদমের দেহ প্রস্তুত করিয়া চল্লিশ দিবস রাখিয়া দেন। ফেরেশ্তাগণ বিশেষতঃ ইবলিস ইহা দর্শন করিয়া মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। ইবলিস উহার নিকট উপস্থিত হইয়া আঘাত করিয়া দেখিত যে, পরিপক্ক মৃত্তিকা হইতে যেরূপ শব্দ বাহির হয়, উহা হইতে সেরূপ শব্দ বাহির হইতেছে, ইহাতে সে বলিত, তুমি মহা কার্য্যের জন্য সৃজিত হইয়াছ। সেই শয়তান একদিক হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইত এবং ফেরেশ্তাগণকে বলিত তোমরা ভীত হইও না, ইহার অন্তর

শূন্য। যদি আমি উহার উপর পরাক্রান্ত হই, তবে উহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার দেহে আত্মা ফুৎকার করিয়া দিলেন। আত্মা মস্তকে উপস্থিত হইলে, তাঁহার হাঁচি হইয়াছিল, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালার শিক্ষায় তিনি আলহামদো লিল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্তায়ালা ইহার উত্তরে বলেন ইয়ারহামোকাল্লাহ। তখন তাঁহার আত্মা কোমর পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল, তখন তিনি দাঁড়াইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু তখনও তাহার প্রাণ পাদ দেশ পর্য্যন্ত পৌছিয়া ছিল না, কাজেই তিনি জমিতে পড়িয়া গেলেন। এইজন্য আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন,— মনুষ্য ব্যস্ততা সহকারে সৃজিত হইয়াছে।" আত্মা সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিলে, ফেরেশ্তাগণকে ছালাম করার আদেশ হইল, তিনি আছ্ছালামো আলায় কুম বলিলে, ফেরেশ্তাগণ উত্তরে বলিল, অ-আলায় কাছ্-ছালামো অরহমাতুল্লাহে অবরকাতুহ্। আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, ইহা তোমার ও তোমার বংশধরগণের ছালাম। তিনি বলিলেন, আমার বংশধরগণ কাহারা হইবেন? তখন তিনি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার সংবান্দাকে ও দ্বিতীয়বাবে অসংবান্দাকে বাহির করিলেন। হজরত আদম (আঃ) বংশধরগণকে সুশ্রী, কুশ্রী, ধনবান, দরিদ্র, লম্বা, বেঁটে, সর্বাঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও বিকলাঙ্গ এইরূপ বিবিধ প্রকার দর্শন করিয়া বলিলেন, হে খোদা, এই সমস্ত তোমারই বান্দা তুমি কি জন্য সকলকে সমভাবা পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিলে না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যদি ইহাদিগকে তুল্য করিতাম, তবে কেহ আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত না। সম্পদশীল লোকেরা তন্নিম্ন অবস্থাপন্ন লোকের অবস্থা দেখিয়া আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। তৎপরে পয়গম্বরদিগকে মহা জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান দেখিতে পাইলেন, তন্মধ্যে হজরত দাউদ (আঃ) তাঁহার চক্ষে অতি সুশ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেন। হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, ইহার বয়স কি হইবে? আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, ইহার বয়স ৬০ বৎসর হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার বয়স কত হইবে? আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, তোমার বয়স সহস্র বৎসর হইবে। তিনি বলিলেন, আমার বয়স হইতে ৪০ বৎসর উক্ত দাউদকে প্রদান করিলাম। তৎপরে তিনি একজন পয়গম্বরকে অন্যান্য পয়গম্বরগণ অপেক্ষা সমধিক জ্যোতিঃ বিশিষ্ট দেখিয়া বলিলেন, হে খোদা, ইনি কে? আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, ইনি তোমার পুত্র মোহাম্মদ, ইনিই প্রথমে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবেন। তৎশ্রবণে

তিনি বলিলেন, হে খোদা, আমার বংশধরগণকে বেহেশ্‌তের প্রথম দারোদ্ঘটনকারী করিবেন, তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। যখন হজরত আদম (আঃ) এর বয়স ৯৬০ বৎসর হয়, তখন মৃত্যুর ফেরেশ্‌তাগণ উপস্থিত হইলে, তিনি বলিলেন, আমার বয়স এখনও ৪০ বৎসর বাকী আছে। তাঁহারা বলিলেন, তুমি কি ৪০ বৎসর আয়ু দাউদকে প্রদান কর নাই। তিনি বলিলেন, না। হজরত আদম (আঃ) ভুলিয়া গেলেন, তাহার বংশধরগণও ভুলিয়া গেলেন।

আয়তের মর্ম্ম এই ;— "আল্লাহ্‌তায়ালা ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন, আমি জমিতে আদমকে আমার আদেশ প্রচারক বা মানব বংশীয় খলিফা শ্রেণীকে প্রেরণ করিব, তৎশ্রবণে তাহারা বলিয়াছিলেন যে, জমিতে জ্বেন জাতিরা যেরূপ অশান্তি স্থাপন ও শোনিতপাত করিয়াছিল, আদম জাতও সেইরূপ করিবে, কাজেই এইরূপ লোককে সৃষ্টি করার কি দরকার আছে? যদি তোমার গুণকীর্ত্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা ও প্রশংসা প্রচারের আবশ্যক হয়, তবে আমরাই ত যথেষ্ট আছি। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন, এই আদম বংশধরগণের মধ্যে অনেক পয়গম্বর, ছিদ্দিক, শহিদ, ওলি, দরবেশ, আলেম ও খোদা ভীরু হইবেন, তাহা আমি জানি, তোমরা অবগত নও।— এবঃ, ১/১১৮/১২২। দোঃ, ১/৪৬/৪৭। আঃ, ১৬৩/১৬৫।

৩১) আদম শব্দ اديم الارض (ভূ-পৃষ্ঠা) শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীর শক্ত ও নরম প্রত্যেক স্থান হইতে মৃত্তিকা লইয়া আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এইজন্য তাহাকে আদম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা ادمة 'ওদমা' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ গমের বর্ণ হওয়া। হজরত আদম (আঃ) উক্ত প্রকার বর্ণধারী ছিলেন, বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন।

আয়তের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদম (আঃ) কে প্রত্যেক পরিচিত বিষয়ের নামগুলি শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিংবা প্রত্যেক সজীব ও নির্জীব বিষয়গুলির নাম অথবা আরবি ফারসি রুমি ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহার সন্তানেরা উক্ত ভাষা

গুলি দ্বারা কথোপকথন করিতেন। তৎপরে তাঁহার বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাসস্থান স্থির করিয়া নির্দ্দিষ্ট এক এক প্রকার ভাষায় কথা বলিতেন অনেক দিবস অতিবাহিত হওয়ায় তাহারা অপরাপর ভাষা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

আল্লাহ্ তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ের নামগুলি শিক্ষা দিয়া ফেরেশ্তাগণকে তৎসমুদয় বিষয় উল্লেখ করিতে বলিলেন, তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, আমরা তোমার তছবিহ পাঠ করিয়া বলিতেছি, তুমি আমাদিগকে এই নামগুলি শিক্ষা প্রদান কর নাই, এক্ষেত্রে আমরা কিরূপে তৎসমুদয়ের নাম প্রকাশ করিব? তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সুকৌশলময়। তখন খোদাতায়ালা হজরত আদমকে বলিলেন, তুমি ফেরেশ্তাগণকে উক্ত বস্তুগুলির নাম শিক্ষা দাও। তিনি তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় শিক্ষা প্রদান করিলে, আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, আমি আসমান সমূহ ও জমিনের গুপ্ততত্ত্ব অবগত আছি, আদম যে সমস্ত বিষয়ের নাম অবগত হইয়া তোমাদের শিক্ষাগুরু হইবেন তাহাও আমি জানি। তোমরা প্রকাশ্য ভাবে বলিয়াছিলে যে, তুমি বিভ্রাটকারী ও শোণিত পাতকারীকে কেন সৃষ্টি করিবে? ইহাও জানি, আর ইবলিছ যে আত্মগরিমা করিয়াছিল এবং সেজদা না করার ধারনা করিয়াছিল, তাহাও জানি। আমি এরূপ অনেক গুপ্ত তত্ত্ব ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ জানি যে সমস্তের উপকারিতা লোকের জ্ঞানের অগোচর। আমি যে সময় আদমকে সৃষ্টি করি, তখন তোমরা এই ধারণা করিয়াছিলে যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম জীব সৃষ্টি করিব না। তোমাদের এই গুপ্ত কথা আমি অবগত আছি।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্তায়ালার শিক্ষা ব্যতীত কেহই অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হইতে পারে না। তিনি অন্যত্রে বলিয়াছেন, "তাঁহারই নিকট অদৃশ্য বিষয়গুলির কুঞ্জিকা সকল আছে, তিনি ব্যতীত কেহই জানেন না। (তিনি) অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, তাঁহার মনোনীত রাছুল ব্যতীত কাহারও প্রতি নিজের অদৃশ্য তত্ত্ব প্রকাশ করেন না। গণনা ও জ্যোতিষ তত্ত্ববিদের দ্বারা উহা অবগত হওয়া অসম্ভব।

এই আয়তে আরও মহা আশঙ্কা উপস্থিত হয়, কেননা কাহারও অন্তরের অবস্থা খোদার পক্ষে অব্যক্ত থাকে না, কাজেই প্রত্যেককে অন্তর শুদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লোক লজ্জায় অহিত কার্য্য ত্যাগ করা এবং আল্লাহ্তায়ালার ভয়ে উহা ত্যাগ না করা অনুচিত।

একদল লোককে বেহেশ্‌তের দিকে যাইতে হুকুম করা হইবে, তাঁহারা উহার সৌরভের ঘ্রাণ লইতে থাকিবে এবং উহার অট্টালিকা গুলি এবং আল্লাহ্ বেহেশ্‌ত বাসিদিগের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা দর্শন করিতে থাকিবে, এমতাবস্থায় ঘোষণা করা হইবে যে, ইহাদিগকে বেহেশ্‌ত হইতে ফিরাইয়া দাও, ইহাদের জন্য উহার কোন অংশ নাই, তখন তাহারা এরূপ আক্ষেপের সহিত ফিরিয়া যাইবে যে, কেহ এইরূপ ফিরিয়া যায় নাই। ইহাতে তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, যদি তুমি তোমার বন্ধু দিগের নিদ্ধারিত পুরস্কার আমাদিগকে দেখাইবার অগ্রে আমাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে , তবে, আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ হইত। ইহা বলা মাত্র ঘোষণা করা হইবে যে, আমি স্বেচ্ছায় করিয়াছি, তোমরা নির্জ্জনে বৃহৎ বৃহৎ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে এবং লোকের সাক্ষাতে প্রীতি প্রণয় ও নম্রতার ভাব প্রকাশ করিতে। তোমাদের অন্তরে যে ভাব থাকিত, লোকের নিকট তাহার বিপরীত ভাব দেখাইতে। আমার ভয় না করিয়া লোকের ভয় করিতে, আমার সম্মান না করিয়া লোকের সম্মান করিতে, আমার ভয়ে কুক্রিয়া ত্যাগ না করিয়া লোক লজ্জায় উহা ত্যাগ করিতে, আমি তোমাদের নিকট অন্যান্য দর্শক অপেক্ষা হেয় ছিলাম। এই জন্য অদ্য আমার সম্পদ তোমাদের পক্ষে হারাম করিয়া তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিব।

ছোলায়মান বেনে আলি বলিয়াছেন, যখন তুমি নির্জ্জনে গোনাহ্ কর, তখন যদি তুমি, খোদাতায়ালা তোমাকে দেখিতেছেন, এইরূপ ধারণা কর, তবে অতি দুঃসাহসের কার্য্য করিলে। আর যদি ধারণা কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতে পাইতেছেন না, তবে কাফের হইবে।

হাতেম আছাম বলিয়াছেন, তিন সময় তুমি নিজের আত্মা শুদ্ধ কর, যখন তুমি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কোন কার্য্য করিবে, তখন তুমি মনে কর যে, খোদা তোমাকে দেখিতেছেন। যখন তুমি কোন কথা বলিবে, তখন ধারণা কর যে, তিনি শুনিতেছেন। আর যখন তুমি নিস্তব্ধ ভাবে কোন চিন্তা কর, তখন মনে কর যে, তিনি তোমার অন্তরে ভাব জানিতেছেন।

মূলকথা, আল্লাহ্‌তায়ালার কার্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তিনি ব্যতীত অন্য কেহই জানেন না। ফেরেশ্‌তাগণ অশান্তি ও রক্তপাতের দিকে লক্ষ্য করিয়া মনুষ্য জাতিকে হেয় ধারণা

করিয়াছিলেন এবং ইবলিছের সৎ কার্য্য (বন্দিগি) দেখিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সমস্ত অদৃশ্যের তত্ত্ববিদ সেই আল্লাহ্ জানিতেন যে, যদিও তাহারা অশান্তি ও কুক্রিয়া করিবে, তথাচ গোনাহ্ মার্জ্জনা চাহিবে, আর ইবলিছ যদি ও সৎকার্য্য করিতেছে, কিন্তু আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবি করিবে।

হজরত আদম (আঃ) বস্তুগুলির নাম শিক্ষা করিয়া ফেরেশ্তাগণের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। হজরত খেজের (আঃ) এলমে ফেরাছত (লক্ষণ সূচক এলম) শিক্ষা করিয়া হজরত মুছা ও ইউশা (আঃ) নবীদ্বয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন, হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুত করার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজ্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, হজরত ছোলায়মান (আঃ) পক্ষীর কথা বুঝিবার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জ্বেন ও মনুষ্যের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি কোরআন, হাদিছ, তওহিদ ও শরিয়তের এলম শিক্ষা করিবে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহার কত বড় দরজা (পদমর্য্যাদা) হইবে, তাহাই চিন্তা করুন। — কঃ, ১/২৭৪/২৭৭/২৯৫/২৯৬। — রূঃ মাঃ, ১/১৮৮/১৮৯

(٣٤) وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْٓا اِلاَّ اِبْلِيْسَ
اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

৩৪) এবং যে সময় আমি ফেরেশ্তাগণকে বলিয়াছিলাম, তোমরা আদমকে 'সেজদা' কর, তখন ইবলিছ ব্যতীত তাহারা সেজদা করিলেন, সে অস্বীকার করিল এবং অহঙ্কার করিল ও কাফেরদিগের অন্তর্গত হইল।"

টীকা

ক) ইবলিছ 'এবলাছ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'এবলাছ' শব্দের অর্থ কল্যাণ হইতে দূরে পড়া ও খোদার রহমত হইতে নিরাশ হওয়া। ইবলিছ কল্যাণ হইতে একেবারে দূরীভূত হইয়াছে এবং আল্লাহ্তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইয়াছে, এই জন্য উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে।

খ) ইবলিছ ফেরেশ্তা ছিল কিম্বা জ্বেন ছিল, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বিদ্বান বলিয়াছেন যে, সে এক প্রকার ফেরেশ্তা ছিল, এই শ্রেণীর ফেরেশতাকে জ্বেন নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহা হজরত এবনে আব্বাছের (রাঃ) মত। এই

শ্রেণীর আলেমগণ বলেন, যদি ইবলিছ ফেরেশ্‌তাগণের অন্তর্গত না হইত, তবে তাহার উপর সেজদার হুকুম হইবে কেন বা সে সেজদা না করিয়া কাফের হইবে কেন ?

আর একদল আলেম বলেন যে, ইবলিছ জ্বেন ছিল, ইহার কয়েকটী প্রমাণ আছে -

(১) কোরআনের সুরা কাহাফে আছে ;— كان من الجن

"উক্ত ইবলিছ জাতি জ্বেন জাতির অন্তর্গত ছিল।"

(২) সুরা ছাবাতে আছে ;—

يوم يحشرهم جميعاثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا

يعبدون قالوا سبحنك انت ولينا من دونهم بل كانوا

يعبدون الجن

" যে দিবস তিনি তাহাদের সমস্তকে পুনর্জীবিত করিবেন, তৎপরে ফেরেশ্‌তাগণকে বলিবেন, ইহারা কি তোমাদিগের উপাসনা (বন্দিগি) করিত ? তাহারা বলিবেন, তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করিতেছি, তুমি আমাদের বন্ধু তাহারা নহে, বরং তাহারা জ্বেনদিগের উপাসনা করিত।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, ফেরেশ্‌তা ও জ্বেন পৃথক পৃথক শ্রেণী।

(৩) সুরা কাহেফে আছে,—

افتتخذونه و ذريته اولياً من دوني

" তোমরা আমাকে ব্যতীত উক্ত ইবলিছ এবং তাহার বংশধরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, ইবলিছের বংশধর আছে, কিন্তু ফেরেশ্‌তাগণের বংশধর নাই।

(৪) সুরা রহমানে আছে ;—

و خلق الجان من مارج من نار

"এবং তিনি জ্বেন জাতিকে অগ্নির শিক্ষা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

আরও সুরা আ'রাফে আছে ;— خلقتني من نار

"তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ।"

সহিহ্ মোসলেমে আছে ;—

خلقوا النور و خلق الجن من مارج من نار

"উক্ত ফেরেশ্‌তাগণ জ্যোতিঃ (নূর) হইতে সৃজিত হইয়াছেন এবং জ্বেন অগ্নির শিখা হইতে সৃজিত হইয়াছে।

(৫) কোরআনের সুরা তহরিমে আছে ;—

لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون

'উক্ত ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্ যাহা তাহাদিগকে হুকুম করিয়াছেন (তদ্বিষয়ে) তাঁহার অমান্য করেন না এবং যাহা তাহাদের উপর আদেশ করা হইয়া থাকে, তাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে ইবলিছ আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিল।

উপরোক্ত স্পষ্ট দলীলের জন্য এই দ্বিতীয় দল ইবলিছের ফেরেশ্‌তা না হওয়ার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এবনে জরির বলেন, হাছান বাসারি বলিয়াছেন, ইবলিছ ফেরেশ্‌তা নহে, যদি সে ফেরেশ্‌তা হইত, তবে তাহার সন্তান সন্ততি হইত না। শহর বেনে হাওশাব ও ছা'দ বেনে মছউদ বলিয়াছেঁন, ফেরেশতাগণ যে জ্বেন দিগের সহিত জেহাদ করিয়াছিলেন, ইবলিছ তাহাদের দলভুক্ত ছিল, তাঁহারা উক্ত ইবলিছকে ধৃত করিয়াছিলেন, সে সেই সময় বালক ছিল। সে ফেরেশ্‌তাগণের সহিত খোদার এবাদতে নিমগ্ন হইয়া আসমানে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহা এবনো-জয়েদের মত। ইবলিছ ফেরেশ্‌তাগণের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছিল, যেরূপ পিতা মাতাকে ابوين দুই পিতা ও চন্দ্র সূর্য্যকে قمرين দুইটি চন্দ্র বলা হয়। এই হিসাবে ইবলিছের উপর সেজদার হুকুম করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়, যদি দলের নেতা বা আমিরগণের উপর কাহারও অভ্যর্থনা করার হুকুম করা হয়, তবে পরোক্ষ ভাবে তাহার চাকর বা অধীনস্থ লোকদিগের উপর সেই হুকুম করা হইয়া থাকে। এই জন্য কোরআন শরিফের সুরা আ'রাফে আছে ;—

ما منعك الا تسجد اذا امرتك

"যখন আমি তোমাকে হুকুম করিয়াছিলাম, তখন তুমি কিজন্য সেজদা করিলে না।"

মূল কথা, যখন স্পষ্ট ভাবে ফেরেশ্‌তাগণের প্রতি সেজদা করার হুকুম হইয়াছিল, তখন পরোক্ষভাবে তাহাদের সঙ্গী জ্বেন শ্রেণীভুক্ত ইবলিছের প্রতি উক্ত হুকুম করা হইয়াছিল। এই হুকুম অমান্য করায় অভিসম্পাতগ্রস্ত হইয়াছিল।

(গ) সেজদা শব্দের অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। সেজদা শব্দের আভিধানিক অর্থ নম্রতা ও আনুগত্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মস্তক নত করা।

একজন কবি বলিয়াছেন ;—

ترى الاكم فيها سجدا للحوافر

"তুমি ঘোটকবৃন্দের ক্ষুরগুলির জন্য মৃত্তিকা স্তূপগুলিকে ঝুকিতে (নত হইতে) দেখিবে।"

আর একজন কবি বলিয়াছেন ;—

وقلن له اسجد لليلى فاسجد

"এবং উক্ত স্ত্রীলোকেরা তাহাকে বলিল, তুমি লাইলায় ঝুকিয়া পড়, ইহাতে সে ঝুকিয়া গেল।

আরবেরা বলেন, السفينة تسجد للريح "নৌকা বায়ুর জন্য ঝুকিয়া পড়ে" তাজোল অরুছ দ্রষ্টব্য।

কোরআন শরিফে উপরোক্ত আদেশ পালন করা অর্থে সেজদা শব্দের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

সুরা রহমানে উল্লিখিত হইয়াছে;—

وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

"এবং তৃণ ও তরু আদেশ পালন করে।"

আর ও সুরা নহলে আছে ;—

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَ مَافِى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

" যে কোন জীব আসমান সমূহে এবং ভূমিতে আছে এবং ফেরেশ্‌তা গণ আল্লাহ্‌রই আদেশ পালন করেন এবং তাঁহারা অহঙ্কার করেন না।

আরও সুরা হজ্জে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِى الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَ الْجِبَالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ

"তুমি কি দেখ নাই যে, নিশ্চয় যাহারা আসমান সমূহে এবং যাহারা জমিনে আছেন তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র, তারকারাশি, পর্ব্বতমালা, বৃক্ষ, পশুকুল এবং অনেক লোক আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ মান্য করেন।"

শরিয়তের ব্যবহারে সেজদার অর্থ মস্তক জমিতে রাখিয়া সম্মান করা।

এক্ষণে ইহাতে মতভেদ হইয়াছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ হজরত আদম (আঃ) কে কিভাবে সেজদা করিয়াছিলেন, মোহাম্মদ বেনে এবাদ বলিয়াছেন, ফেরেশ্‌তাগণ হজরত আদম (আঃ) এর জন্য মস্তক ঝুকাইয়া ছিলেন।

আবু এবরাহিম বলিয়াছেন, তাঁহারা হজরত আদম (আঃ) কে কেবলা স্বরূপ স্থির করিয়া (তাঁহার দিকে মুখ করিয়া) আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য মৃত্তিকায় মস্তক রাখিয়া সেজদা করিয়াছিলেন।

কাজি বয়জবি এই দুইটি মত মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

আল্লামা আলুছি এই দুইটি মত ব্যতীত অন্য মত দুর্ব্বল স্থির করিয়াছেন।

হজরত ইউছুপ (আঃ) কে তাঁহার ভ্রাতাগণ যে সেজদা করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ মস্তক নত করা।

পাঠক, মনে রাখিবেন, সেজদা দুই প্রকার আছে, — প্রথম এবাদতের (উপাসনার) উদ্দেশ্যে সেজদা করা, ইহা সমস্ত শরিয়তে শেরক ও কাফেরি।

কোরআন শরিফের সুরা হামিম সেজদাতে আছে ;—

لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدو لله الزي خلتهن

" তোমরা সূর্য্যকে বা চন্দ্রকে সেজদা করিও না এবং যিনি উহা দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে সেজদা কর।"

মথি ৪র্থ অধ্যায়, ১০/১২ পদ ;—

" আর তাহাকে কহিল, তুমি যদি ভুমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব। তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও শয়তান, কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।"

দ্বিতীয় প্রকার সম্মানসূচক সেজদা কোরআন ও হাদিছ শরিফে তাহাও হারাম প্রমাণ হইয়াছে ;—

" যে সময় একজন সাহাবা বলিয়াছিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, য়িহুদীরা নিজেদের জমিদারগণকে সেজদা করিয়া থাকে, আমরা কি আপনাকে সেজদা করিব না? তদুত্তরে তিনি কিছু না বলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুমের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় উপরোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হয় ;—

اَيَاْ مُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

" তোমরা মুসলমান হইয়াছ, ইহার পরে তিনি কি তোমাদিগকে কোফরের (ধর্ম্মদ্রোহিতার) হুকুম করিতে পারেন?"

এই আয়তে একজন মনুষ্যের অন্য মনুষ্যকে সেজদা করা কাফেরি কার্য্য বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তঃ হোছায়নি দ্রষ্টব্য।

আরও সুরা জ্বেনে আছে ;—

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

"এবং নিশ্চয় সেজদার স্থানগুলি আল্লাহ্তায়ালার জন্য এইজন্য আল্লাহ্তায়ালার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না।"

এই আয়তে বুঝা যায় যে, মস্তক, হস্ত ইত্যাদি স্থান দ্বারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও সেজদা করা হারাম।— তঃ খাজেন ৪/৩৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ঘ) ফেরেশ্তাগণ হজরত আদম (আঃ) কে কোন্ সময় ছেজদা করিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে।

এই আয়তে বা অন্যান্য কয়েকটী আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত আদম (আঃ) এর ফেরেশ্তাগণকে নামগুলি শিক্ষা দেওয়ার পরে তাঁহারা আদম (আঃ) কে সেজদা করিয়াছিলেন।

আর যে সমস্ত আয়তে বুঝা যায় যে, তাঁহার দেহে আত্মা ফুংকার করার পরে সেজদা করা হুকুম হইয়াছিল, উহাতে একথা বুঝা যায় না যে, আত্মা ফুংকার করার অব্যবহিত পরেই ইহা সংঘটিত হইয়াছিল। কাজেই উভয় প্রকার আয়তগুলির মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিল না।

(ঙ) এই আয়তে বুঝা যায় যে, বড় বড় ফেরেশ্তাগণ অপেক্ষা পয়গম্বরগণের দরজা অধিক।

(চ) এই আয়তে হিংসা ও অহঙ্কারের মহা দুষিত বিষয় হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। হিংসা ও অহঙ্কার প্রথমে শয়তান কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।

(ছ) আয়তের শেষাংশের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, প্রথম এই যে, ইবলিছ কাফেরদের দলভুক্ত হইয়া গেল।

দ্বিতীয় আল্লাহ্তায়ালা অবগত ছিলেন যে, সে কাফের হইবে।

(জ) এবনে আবিদ্দুনিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তান হজরত মুছা (আঃ) এর

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, হে মুছা, আল্লাহ্ রেছালাত (পয়গম্বরি) দ্বারা তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। আমি যদি তওবা করার ইচ্ছা করি, তবে তুমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমার জন্য সুপারিশ করিবে কি ? তিনি বলিলেন হ্যাঁ, তৎপরে তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার দোয়া মঞ্জুর করিলাম। হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার প্রতি আদমের গোর সেজ্দা করিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহাতে তোমার তওবা কবুল হইয়া যাইবে। তৎশ্রবণে ইবলিছ অহঙ্কার ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, যখন আমি আদমকে তাঁহার জীবদ্দশায় সেজদা করি নাই, তখন তাঁহার মৃত অবস্থায় কিরূপে তাঁহাকে সেজদা করিব ? তৎপরে উক্ত ইবলিছ বলিল, হে মুছা, যখন তুমি আমার জন্য তোমার খোদার নিকট সুপারিশ করিয়াছ, তখন আমার পক্ষে তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আমাকে তিন সময়ে মনে করিও, তাহা হইলে আমি তোমাকে নষ্ট করিতে পারিব না। — ১) যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন আমাকে স্মরণ করিও, কেননা সেই সময় আমি রাগান্বিত ব্যক্তির শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকি। ২) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াকালে আমার কথা মনে করিও, কেননা আমি সেই সময় আদম সন্তানের অন্তরে তাহার সন্তান ও স্ত্রীর প্রেম-মমতা উদয় করিয়া দিয়া থাকি, ইহাতে সে তথা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৩) অপর স্ত্রীলোকের সহিত উপবেশন করিও না, কেননা সেই সময় আমি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যস্থ হইয়া থাকি।

(٣٥) وَ قُلْنَا يَآ دَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ

وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٦) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ

عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, হে মুছা, আল্লাহ্ রেছালাত (পয়গম্বরি) দ্বারা তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। আমি যদি তওবা করার ইচ্ছা করি, তবে তুমি আল্লাহ্তায়ালার নিকট আমার জন্য সুপারিশ করিবে কি? তিনি বলিলেন হ্যাঁ, তৎপরে তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার দোয়া মঞ্জুর করিলাম। হজরত মুসা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্তায়ালা তোমার প্রতি আদমের গোর সেজদা করিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহাতে তোমার তওবা কবুল হইয়া যাইবে। তৎশ্রবণে ইবলিছ অহঙ্কার ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিল, যখন আমি আদমকে তাঁহার জীবদ্দশায় সেজদা করি নাই, তখন তাঁহার মৃত অবস্থায় কিরূপে তাঁহাকে সেজদা করিব? তৎপরে উক্ত ইবলিছ বলিল, হে মুছা, যখন তুমি আমার জন্য তোমার খোদার নিকট সুপারিশ করিয়াছ, তখন আমার পক্ষে তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আমাকে তিন সময়ে মনে করিও, তাহা হইলে আমি তোমাকে নষ্ট করিতে পারিব না।— ১) যখন তুমি রাগান্বিত হও, তখন আমাকে স্মরণ করিও, কেননা সেই সময় আমি রাগান্বিত ব্যক্তির শিরায় শিরায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হইয়া থাকি। ২) যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়াকালে আমার কথা মনে করিও, কেননা আমি সেই সময় আদম সন্তানের অন্তরে তাহার সন্তান ও স্ত্রীর প্রেম-মমতা উদয় করিয়া দিয়া থাকি, ইহাতে সে তথা হইতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া থাকে। ৩) অপর স্ত্রীলোকের সহিত উপবেশন করিও না, কেননা সেই সময় আমি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যস্থ হইয়া থাকি।

(٣٥) وَ قُلْنَا يَآ دَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ

وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (٣٦) فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ

عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ و قُلْنَا اهْبِطُوْا

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ (٣٧) فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه

كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ط اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ (৩৮)

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ج فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ

هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُوْنَ ◎ (৩৯) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ◎ ع

(৩৫) এবং আমি বলিলাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী বেহেশ্‌তে অবস্থিতি কর এবং উহা হইতে যে স্থানে তোমরা ইচ্ছা কর সুখে প্রচুর পরিমাণ ভক্ষণ কর এবং এই বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইও না, নচেৎ তোমরা অত্যাচারিগণের অন্তর্গত হইবে।

(৩৬) অনন্তর শয়তান তাহাদের উভয়কে তথা হইতে পদস্খলিত করিল, পরে তাহারা যাহাতে (যে সম্পদে) ছিল তাহা হইতে উভয়কে বাহির করিয়া দিল এবং আমি বলিলাম, তোমরা নীচে নামিয়া যাও, তোমাদের একে অন্যের শত্রু এবং তোমাদের জন্য এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভূমিতে বাসস্থান ও উপসত্ত্ব ভোগ হইবে।

(৩৭) অনন্তর আদম আপন প্রতিপালকের নিকট হইতে কতকগুলি বাক্য শিক্ষা করিয়া লইলেন, তখন তিনি তাহাকে মার্জ্জনা করিলেন, নিশ্চয় তিনিই মহা ক্ষমাকারী মহা দয়াশীল।

(৩৮) আমি বলিলাম, তোমরা সকলে এই স্থল হইতে নীচে নামিয়া যাও, পরে যদি আমার নিকট হইতে সত্য ধর্ম্ম (হেদাএত) উপস্থিত হয়, ইহাতে যে ব্যক্তি আমার

সত্য ধর্ম্মের আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহাদের পক্ষে কোন ভয় নাই এবং তাহারা শোকগ্রস্ত হইবে না।

(৩৯) এবং যাহারা ধর্ম্মদ্রোহী হইয়াছে এবং আমার নিদর্শন কারির প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে, তাহারা দোজখের অধিবাসী তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

টীকা

(৩৫) শয়তান অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া আসমান হইতে বিতাড়িত হইয়া বলিল, খোদা, তুমি যখন আদমের জন্য আমাকে বিতাড়িত করিলে, তখন আমি তাহাকে ও তাহার সন্তান সন্ততিদ্দিগকে যে কোন প্রকারে হউক ভ্রান্ত করিব। তৎপরে হজরত আদম (আঃ) সঙ্গীহীন অবস্থায় এই পৃথিবীতে মনের অশান্তিতে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, দ্বিতীয় শুক্রবারে তিনি নিদ্রিত ছিলেন, এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালার আদেশে ফেরেশ্তাগণ তাঁহার বাম পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া তথাকার একখানা অস্থি হইতে হজরত হাওয়া (আঃ) কে প্রকাশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একটি অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্না রূপবতী রমণীতে পরিণত হইলেন, এদিকে হজরত আদম (আঃ) এর পার্শ্বদেশে নূতন মাংস পূর্ণ হওয়ায় উহা সুস্থ হইয়া গেল। তিনি ইহাতে কোন প্রকার বেদনা অনুভব করিতে পারিলেন না। হজরত আদম (আঃ) চৈতন্য লাভ করিয়া নিজের শিরদেশে একটি রমণীকে উপবিষ্টা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কে? আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটি আমার দাসী, ইহার নাম হাওয়া, আমি তোমার শান্তির জন্য ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছি। হজরত আদম (আঃ) তাহাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা করিলেন। আল্লাহ্তায়ালার হুকুম হইল যে, তুমি যতক্ষণ ইঁহার দেনমোহর পরিশোধ না কর ততক্ষণ ইহাকে স্পর্শ করিতে পার না। তিনি বলিলেন, ইহার মোহর কি? আল্লাহ্ বলিলেন, (হজরত) মোহাম্মদ ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি ১০ বার দরুদ পাঠ কর। তিনি বলিলেন, মোহাম্মদ কে? আল্লাহ্ বলিলেন, তিনি তোমার বংশধর ও শেষ পয়গম্বর। যদি আমি তাঁহাকে সৃষ্টি না করিতাম তবে তোমাকে সৃষ্টি করিতাম না। তিনি ১০ বার দরুদ পাঠ করিলে, ফেরেশ্তাগণের সাক্ষ্যে তাহাদের উভয়ের মধ্যে নিকাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। ফেরেশ্তাগণ হজরত আদম (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহার নাম কি? তদুত্তরে

তিনি বলিয়াছিলেন, 'হাওয়া' তাঁহারা বলিলেন, হাওয়া শব্দের অর্থ কি ? তিনি বলিলেন, "জীবিত হইতে সৃজিত।" শুক্রবারের শেষ সময়ে ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের উভয়কে নানাবিধ মূল্যবান পারিচ্ছদ বেশ ভূষাতে সজ্জিত করিয়া সুবর্ণের আসনে বসাইয়া বাদশাহগণের ন্যায় জাঁকজমকের সহিত বেহেশ্‌তের মধ্যে পৌঁছাইয়া দেন। ইহা একদল বিদ্বানের মত।

অন্য একদল বলেন, হজরত হাওয়াকে বেহেশ্‌তের মধ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সে যাহা হউক। আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত আদম (আঃ) কে পৃথিবীর খেলাফত ও আবাদ করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু বেহেশ্‌তের মধ্যে অবস্থিতি করা ব্যতীত খেলাফত ও আবাদ করার নিয়ম পদ্ধতি অবগত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব ছিল, কাজেই তিনি বলিলেন, হে আদম তুমি আপন স্ত্রী সহ এই বেহেশতে কিছুকাল বাস কর এবং পৃথিবীতে গমন করিয়া বেহেশ্‌তের স্বরূপ (হকিকত) লোকদিগের নিকট উত্তম রূপে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে, এই জন্য যেরূপে যে সময়ে যেস্থানে ইচ্ছা হয় প্রচুর পরিমাণে বেহেশ্‌তের ফল ভক্ষণ করিতে থাক, কেবল একটি নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের নিকটবর্ত্তী হইওনা এবং উহার ফল ভক্ষণ করিও না। সেই নিষিদ্ধ ফল কি, উহার নাম কোরআন শরিফে উল্লিখিত হয় নাই, একদল বিদ্বান উহা গম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যেরা খোর্ম্মা, আঙুর, আঞ্জির ইত্যাদি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু যখন উক্ত মতগুলির মধ্যে কোন একটির অকাট্য প্রমাণ নাই, তখন তৎসমুদয়ের কোন একটি নির্দ্দেশ না করা কর্ত্তব্য।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে একটি ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেন তাঁহারা বেহেশতে এই নিষেধাজ্ঞা পালনে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে পৃথিবীতে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নিষেধাজ্ঞা পালন করা সহজ সাধ্য হইবে।

কাতাদা বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা যেরূপ হজরত আদম (আঃ) কে একটি ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়া পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। সেইরূপ ইতিপূর্ব্বে ফেরশতাগণকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। আল্লাহ্ যে কোন বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উপর নিজের এবাদতের ভার অর্পণ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, যদি তোমরা উভয়ে এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ কর, তবে

নিজেদের ক্ষতি সাধন করিবে ও গৌরব ও সম্মান নষ্ট করিয়া ফেলিবে। —খাজেন, বঃ,১/১৪২/ এবঃ তাঃ কঃ।

(৩৬) শয়তান হজরত আদম ও হাওয়া (আঃ) কে কুমন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বেহেশ্‌তের মধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু রক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে তথায় প্রবেশ করিতে বাধা প্রদান করিলেন। তৎপরে সে তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে লইয়া যাইতে বারম্বার অনেক পশুর নিকট অনুরোধ করিল, কিন্তু কেহই স্বীকৃত হইল না। অবশেষে শয়তান সর্পকে বলিল যদি সে তাহাকে বেহেশ্‌তের মধ্যে লইয়া যায়, তবে উক্ত শয়তান তাহাকে আদম সন্তানদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে। ইহাতে সর্প তাহাকে মুখের মধ্যে করিয়া লইয়া বেহেশ্‌তের মধ্যে আদম ও হাওয়ার নিকট উপস্থিত হইল। শয়তান এরূপ মোহিনী স্বরে রোদন করিতে লাগিল যে, তৎশ্রবণে তাঁহাদের উভয়ের অন্তর বিচলিত হইয়া পড়িল। হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, তুমি রোদন করিতেছ কেন? সে বলিল, তোমরা এই সুখ সম্পদ ত্যাগ করতঃ মৃত্যুর কবলে পতিত হইবে, এই জন্য আমি রোদন করিতেছি। ইহাতে উভয়ের মনে চিন্তার উদ্রেক হইল। শয়তান তথা হইতে চলিয়া গেল। তৎপরে একসময় শয়তান তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, তোমাদিগকে উক্ত বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে কি নিষেধ করা হইয়াছে তাহা তোমরা জান কি? উহা ভক্ষণ করিলে তোমরা চিরজীবি হইবে অথবা তোমরা ফেরেশ্‌তা হইয়া যাইবে, এই জন্য তোমাদিগকে উহা ভক্ষণ করিতে কি জন্য নিষেধ করা হইয়াছে। হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, যদি ইহা সত্য হয় তবে আল্লাহ্‌তায়ালা কি জন্য উহা ভক্ষণ করিতে আমাদিগকে নিষেধ করিলেন? শয়তান আল্লাহ্‌তায়ালার শপথ করিয়া বলিল, আমি সত্য সত্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী। তাঁহারা উহার এই কথায় প্রতারিত হইলেন এবং সে যে শপথ করিয়া মিথ্যা কথা বলিবে ইহা তাহাদের ধারণায় আসে নাই। প্রথমেই হজরত হাওয়া উক্ত ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিলেন এবং হজরত আদম (আঃ) উহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন, অমনি তাঁহাদের বেহেশ্‌তী পরিচ্ছদ খসিয়া পড়িল, তাঁহারা উলঙ্গ অবস্থায় আঞ্জিরের পত্র দ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হজরত আদম (আঃ) পলায়ন করিতে

লাগিলেন, আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কি আমার নিটক হইতে পলায়ন করিতেছ? তিনি বলিলেন না, কিন্তু তোমার লজ্জায় এইরূপ করিতেছি। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতে নিষেধ করি নাই? শয়তান তোমাদের স্পষ্ট শত্রু ইহা কি তোমাদিগকে বলি নাই? হজরত আদম (আঃ) বলিলেন হে, খোদা, হাওয়া আমাকে ভক্ষণ করাইয়াছে। আল্লাহ্ বলিলেন, হে হাওয়া তুমি কেন তাহাকে উহা ভক্ষণ করাইলে? তিনি বলিলেন, সর্প আমাকে উত্তেজিত করিয়াছিল। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি কেন এরূপ করিলে? সে বলিল, ইবলিছ আমাকে উত্তেজিত করিয়াছে। আল্লাহ্ বলিলেন, শয়তান অভিসম্পাতগ্রস্ত বিতাড়িত। তুমি হাওয়া যেরূপ বৃক্ষের ফল পাড়িয়া উহাকে রক্তাক্ত করিয়াছ, সেইরূপ তুমি প্রত্যেক মাসে ঋতু (হায়েজ) দ্বারা কলুষিত হইবে, কষ্ট সহকারে গর্ভ ধারণ করিবে এবং কষ্ট সহকারে সন্তান প্রসব করিবে। হে সর্প, তোমার চারি হস্তপদ বিনষ্ট হইল, তুমি বক্ষ ও পেটের উপর ভর করিয়া চলিবে এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ করিবে। হে আদম তুমি বেহেশ্তের বর্ণনাতীত সুখ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া মহা পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য ইত্যাদি করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করিবে।

তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন ‘তোমরা বেহেশ্ত হইতে নামিয়া যাও ইহাতে হজরত আদম (আঃ) হিন্দুস্থানের সিংহলে (ছারান্দিপে) ও হজরত হাওয়া (আঃ) জেদ্দাতে পতিত হইলেন এবং সর্প ইসপেহানে (হিস্পানিয়ায়) ও ইবলিছ বাসোরার বায়ছান নামক স্থানে পতিত হইল।

আর ও খোদা বলিলেন, তোমরা একে অপরের শত্রু হইয়া জীবন যাপন করিবে।

শয়তান আদম সন্তানদিগকে ভ্রান্ত (গোমরাহ) করিতে সাধ্য সাধনা করিবে। আদম সন্তানগণ তাহাকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিবে। আদম সন্তানগণ সর্পের মস্তককে প্রস্তররাঘাতে চূর্ণ করার চেষ্টা করিবে, পক্ষান্তরে সর্প আদম সন্তানগণকে দংশন করার চেষ্টা করিবে।

আরও আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা জীবন অবধি জমিতে অবস্থিতি করিবে ও মৃত্যু অবধি পার্থিব বস্তু সমূহের উপসত্ব ভোগ করিতে থাকিবে।

হজরত আদম (আঃ) বেহেশ্ত হইতে চারি প্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ, ৩০ প্রকার ফল,

স্বর্ণ, রৌপ্য, কয়েক জোড়া পশু, জমি কর্ষণ করার যন্ত্রাদি সঙ্গে লইয়া নামিয়াছিলেন। হজরত আদম ও হাওয়া উলঙ্গ অবস্থায় ভূতলে নামিয়া আসিয়াছিলেন, কেবল বেহেশ্‌তী কয়েকটি পত্রদ্বারা লজ্জাস্থান ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) তুলা আনিয়া হজরত হাওয়াকে সুতা কাটিবার নিয়ম ও হজরত আদম (আঃ) কে বস্ত্র বয়ন করিবার নিয়ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বস্ত্র বয়ন করিয়াছিলেন এবং কৃষিকার্য্য করিতেন, কর্ম্মকারের পেশা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হজরত ইদরিছ (আঃ) দরজিগিরি করিতেন, হজরত নূহ (আঃ) সূত্রধর ছিলেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) কৃষক ছিলেন, হজরত হুদ (আঃ) ও হজরত ছালেহ (আঃ) ব্যবসায়ী ছিলেন, হজরত লুত (আঃ) কৃষিকার্য্য করিতেন। হজরত শোয়াএব (আঃ) ও মুসা (আঃ) ছাগল চরাইতেন, হজরত দাউদ (আঃ) জেরা প্রস্তুর করিতেন, হজরত সোলায়মান (আঃ) 'জাম্বিল' বিছানা ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন।

হজরত আদম (আঃ) বেহেশ্‌ত হইতে 'হাজারে-আছওয়াদ' নামক প্রস্তর ও মুছা (আঃ) এর যষ্টি আনয়ন করিয়াছিলেন, তিনি হজ্জ করার পরে 'হাজারে-আছওয়াদ' আবু কোবাএছ পর্ব্বতের উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা বরফ অপেক্ষা সমধিক শ্বেত বর্ণ বিশিষ্ট ছিল। ঋতুবতী স্ত্রীলোকেরা ও অশুচি লোকেরা স্পর্শ করায় উহা কাল হইয়া গিয়াছে। ইসলাম প্রকাশের চারি বৎসর পূর্ব্বে কোরেশগণ উহা আবু কোবাএছ পর্ব্বত হইতে নামাইয়া কা'বা গৃহের এক কোণে স্থাপন করিয়াছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) এর যষ্টি (আশা) দশ হাত লম্বা ছিল, উহা বেহেশতের 'আছ' বৃক্ষের শাখা হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তিনি বেহেশ্‌ত হইতে সুগন্ধি বস্তু লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বেহেশ্‌তের বীজগুলি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শয়তান যেগুলি স্পর্শ করিয়াছিল, সেইগুলি অকর্ম্মা হইয়া গিয়াছিল। দোঃ, ১/৫৩—৫৮ তাঃ, ১/১৮১—১৮৩ ও খাজেন; ১/৪২/৪৩।

৩৭। হজরত আদম (আঃ) দুনইয়ায় পতিত হইয়া বেহেশতের সুখ সম্পদ নষ্ট হওয়ার জন্য ৩০০ বৎসর ক্রন্দন করিয়াছিলেন, ৪০ দিবস পানাহার করেন নাই। তিনি ৪০ বৎসর আসমানের দিকে মস্তক উত্তোলন করেন নাই। যদি হজরত দাউদ ও সমস্ত

আদম সন্তানের ক্রন্দনকে হজরত আদম (আঃ) এর ক্রন্দনের সহিত তুলনা করা যায়, তবে এই হজরতের ক্রন্দনের মাত্রা অধিক হইবে। তাঁহার অশ্রুধারা জগতের সমস্ত আদম সন্তানের অশ্রুধারা অপেক্ষা অধিক হইবে।

হজরত আদম (আঃ) অনেক ক্রন্দন করার পরে বলিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি কি আমাকে নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি কর নাই? আমার মধ্যে কি আত্মা ফুৎকার কর নাই? তোমার দয়া কি কোপ অপেক্ষা অগ্রগণ্য নহে? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ। তৎপরে তিনি বলিলেন, যদি আমি তওবা করিয়া চরিত্র সংশোধন করিয়া লই, তবে কি তুমি পুনরায় আমাকে বেহেশত দান করিবে না? আল্লাহ্ বলিলেন, হ্যাঁ।

হজরত আদম (আঃ) আশুরার দিবস কা'বা শরিফ সাতবার তাওয়াফ করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া নিম্নোক্ত দোয়া পড়িলেন ;—

(১) رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ
تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (২) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ
سِرِّيْ وَ عَلَانِيَتِيْ فَاقْبَلْ مَعْذِرَتِيْ فَاَعْطِنِيْ
سُؤْلِيْ وَ تَعْلَمُ مَافِيْ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ اَللّٰهُمَّ
اِنِّيْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَ يَقِيْنًا صَادِقًا

حَتّٰى اَعْلَمَ اِنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلاَّ مَا كَتَبْتَ لِيْ وَ الرِّضَا
بِمَا قَسَمْتَ لِيْ (٣) لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَ يُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ
لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهٗ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ رَبِّ اِنِّيْ
ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ عَمِلْتُ السُّوْءَ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَ كَرَامَتِهٖ عَلَيْكَ اَنْ تَغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ

সেই সময় আল্লাহ্ বলিলেন, হে আদম, এই মোহাম্মদ নাম তোমাকে কে শিক্ষা দিয়াছে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যে সময় তুমি আমার দেহে প্রাণ ফুৎকার করিয়াছিলে, সেই সময় আমি আরশের উপর তোমার নামের সহিত উপরোক্ত নাম লিখিত দেখিয়াছিলাম, ইহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ন্যায় তোমার নিকট গৌরান্বিত আর কেহ নাই। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, তোমার দোষ ত্রুটি মার্জ্জনা করিলাম। তোমার বংশধরগণের মধ্যে যে কেহ এই দোয়া করিবে, তাহার গোনাহ্ মার্জ্জনা করিব।

উপরোক্ত বাক্যগুলি হজরত আদম (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার এলহামে বা অহি দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া গোনাহ মার্জ্জনা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

খতিব জইফ ছনদে উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করিয়া পৃথিবীতে পতিত হওয়ার পরে তাহার শরীরের চর্ম্ম কাল হইয়া যায়, ইহাতে জমি ক্রন্দন ও চীৎকার করিয়া উঠে। আল্লাহ্‌তায়ালা এজন্য তাঁহাকে চন্দ্রমাসের ১৩ ই তারিখে একটি রোজা রাখিতে উপদেশ দেন, ইহাতে তাহার শরীরের এক তৃতীয়াংশ সাদা হইয়া যায়। তৎপর দিবস আর একটি রোজা রাখিতে হুকুম করা হয়, ইহাতে উহার দুই-তৃতীয়াংশ সাদা হইয়াছে, অবশেষে ১৫ই তারিখে রোজা করার হুকুম করা হয়, ইহাতে তাঁহার শরীরের অবশিষ্টাংশ সাদা হইয়া যায়, এই জন্য এই তিন দিবসের রোজাকে আইয়্যাম বিজের রোজা বলা হইয়া থাকে।

হজরত আদম (আঃ) বেহেশতে ৫০০ বৎসর ছিলেন, তিনি দুনইয়ায় অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে বিহিদানা ভক্ষণ করেন, তৎপরে যখন তাঁহার পায়খানার বেগ হয়, তখন ইতস্ততঃ বিব্রত হইতে থাকেন, এমতাবস্থায় হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে পায়খানা করার নিয়ম শিক্ষা প্রদান করেন, তৎপরে তিনি বিষ্ঠার গন্ধ বুঝিতে পারিয়া অনেক কাল ক্রন্দন করেন।

যখন তিনি পৃথিবীতে নাজিল হন, তখন জমিতে শকুন ও সমুদ্রে মৎস্য বাস করিত। শকুন এই সংবাদ মৎস্যের নিকট পৌঁছিয়া দিল যে, অদ্য জমিতে এরূপ এক প্রাণী অবতীর্ণ হইয়াছে, যাহা দুই পা দ্বারা গমন করিয়া ও দুই হাত দ্বারা ধরিয়া থাকে।

তৎশ্রবণে মৎস্য বলিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে না সমুদ্রে আমি উদ্ধার পাইব না তুমি জমিতে উদ্ধার পাইবে!

তিনি বেহেশ্‌তে আরবি কথা বলিতেন, তৎপরে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করার পরে তাঁহার আরবি ভাষা ভুলাইয়া দেওয়া হয়, তওবা মঞ্জুর হওয়ার পরে পুনরায় তাঁহাকে আরবি শিক্ষা দেওয়া হয়।

তিনি দুনইয়ায় পতিত হইলে, আল্লাহ্ তাঁহাকে চারিটি কথা স্মরণ করিয়া রাখিতে হুকুম করেন — ১) তুমি খোদার শরিক করিও না। ২) তুমি যে কার্য্য করিবে, আমি তাহার প্রতিফল দিব, বিন্দুমাত্র তৎসম্বন্ধে অত্যাচার করা হইবে না। ৩) তুমি দোয়া করিলে, আমি কবুল করিব। ৪) তুমি লোকের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাওয়ার আশা কর লোকের সহিত সেইরূপ ব্যবহার কর।

হজরত আদম (আঃ) এর তওবা কবুল হইলে, হজরত জিবরাইল (আঃ) নাজিল হইয়া বলিলেন, হে জমিনের যাবতীয় পশুকুল, আল্লাহ্‌তায়ালা তোমাদের জন্য আদমকে খলিফা স্থির করিয়াছেন, তোমরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার কর। সামুদ্রিক পশুকুল মস্তক সকল উচ্চ করিয়া নিজেদের আনুগত্য প্রকাশ করিল। স্থলচর পশুরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি উহাদিগের মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলেন, ইহারা পালিত পশুদিগের অন্তর্গত হইল, আর যাহারা দূরে থাকিল, তাহারা বন্য পশু শ্রেণীভুক্ত হইল।

হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, হে খোদা, এই ইবলিছ আমাদের পরম শত্রু, যদি তুমি আমাকে ও আমার বংশধরগণকে সাহায্য না কর, তবে আমরা উহার প্রতিযোগীতায় দণ্ডায়মান হইতে পারিব না। আল্লাহ্ বলিলেন, আমি তোমার প্রত্যেক বংশধরের সহিত এক এক জন ফেরেশতা নিয়োজিত করিব। তিনি বলিলেন, খোদা ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাহি। আল্লাহ্ বলিলেন, একটি গোনাহ কার্য্যের পরিবর্ত্তে একটি গোনাহ্ আর একটি নেকীর পরিবর্ত্তে দশটি লিখাইয়া দিব। তিনি বলিলেন, খোদা, আরও কিছু বেশী চাহি। আল্লাহ্ বলিলেন, যতক্ষণ তোমার বংশধরগণের দেহে আত্মা (রুহ) থাকিবে, ততক্ষণ তাহাদের জন্য তওবার দ্বার খুলিয়া রাখিব। তিনি বলিলেন, এবার যথেষ্ট হইয়াছে।

শয়তান ইহা অবগত হইয়া বিনয় সহকারে বলিতে লাগিল, খোদা আমার শত্রুকে এইরূপ সাহায্য করিলে, এক্ষণে আমাকেও সাহায্য কর, আল্লাহ্ বলিলেন, প্রত্যেক আদম সন্তানের সহিত তোমার এক একটি সন্তান থাকিবে। শয়তান বলিল, আমি ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাহি। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি আদম সন্তানের রক্ত, শিরা ও বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। শয়তান বলিল, ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বেশী চাহি। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি সমস্ত পদাতিক ও আরোহী সৈন্য সামন্ত লইয়া প্রত্যেক দিক হইতে তাহাদের উপর আক্রমণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের অর্থ ও সন্তান গণের অংশীদার হইতে পারিবে।

হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, হে খোদা, আমার ইচ্ছা ছিল যে, তোমার প্রশংসা বর্ণনা ও তছবিহ পাঠে নিজের জীবনের সমস্ত অংশ অতিবাহিত করি, কিন্তু তুমি আমার উপর কৃষিকার্য্য বা অন্যান্য ব্যবসায়ের ভার অর্পণ করিলে, এক্ষণে তুমি এরূপ কোন বিষয় শিক্ষা দাও — যাহা সমস্ত সৃষ্টির তছবিহ পাঠের পরিমাণ হয়, তখন আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি এই অহি প্রেরণ করিলেন যে, প্রত্যেক প্রভাত ও সন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার পাঠ করিবে ;—

الحمد لله رب العلمين حمدا يوافي نعمه و يكافي مزيده كرمه ●

এই আয়তে তওবা শব্দের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তওবার অর্থ কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

পীর জন্নুন মিসরি বলিয়াছেন, ছয়টি বিষয়কে তওবা বলা হয়, ১) অতীত গোনাহ্গুলির প্রতি অনুতাপ করা, ২) ভবিষ্যতে গোনাহ্ না করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া, ৩) যে সকল ফরজ ছুটিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় পূর্ণ করন, ৪) মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার হক (স্বত্ব) আদায় করা, ৫) হারাম খাদ্যে যে মাংস রক্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা কঠোর সাধ্য সাধনা দ্বারা শুষ্ক করা, ৬) যে প্রকার গোনাহ্ সমূহের আস্বাদন গ্রহণ করা হইয়াছে, নেকী করিবার জন্য তদধিক কষ্ট স্বীকার করা। — দোঃ, আঃ, আঃ, তাঃ, খাঃ।

টিপ্পনী

হজরত আদম (আঃ) যে, বেহেশ্‌তে গমন করিয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, এবনে-কছিরের ১/১৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, মো'তাজেলা ও কদ্‌রিয়া এই সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়াছেন যে, জমিনের কোন উদ্যানকে বেহেশ্‌ত বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন যে, আসমানের উপরিস্থ প্রকৃত বেহেশ্‌তকে এস্থলে বেহেশ্‌ত বলা হইয়াছে।

এমাম রাজি, তফছিরে কবিরের ১/৩১৬ পৃষ্ঠায় ও নায়ছাপুরির ১/১৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, অধিকাংশ সুন্নত জামায়াতের মতে উহা প্রকৃত বেহেশতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

তফছিরে আজিজির ১৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সমধিক সহিহ মতে প্রকৃত বেহেশত হজরত আদম (আঃ) এর অবস্থিতি স্থল ছিল। বহু হাদিছ ও সাহাবাগণের মত এই মতের সত্যতা সপ্রমাণ করে।

তফছিরে হাক্কানির ১৭৯/১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, প্রায় সমস্ত সুন্নত জামায়াতের মতে প্রকৃত বেহেশতকে এস্থলে বেহেশ্‌ত বলা হইয়াছে। হজরত নবী (ছাঃ) মে'রাজের রাত্রে উক্ত বেহেশ্‌তে গমন করিয়াছিলেন। বাইবেলে উল্লিখিত আছে যে, হজরত ইলইয়াছ (আঃ) ফেরেশতাগণের ও আধ্যাত্মিক জগতের সহিত মিলিত হইয়া ছিলেন। সহিহ হাদিছ ও সাহাবাগণের মতে ইহার প্রমাণ আছে। কোরআন শরিফের ভাষা প্রবাহ ও শব্দ হইতে ইহা বুঝা যায়। এই আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে, —

و لكم فى الارض مستقر

(তোমরা বেহেশথ হইতে নামিয়া যাও) এবং (মৃত্যুকাল অবধি) জমি তোমাদের স্থিতিস্থল হইবে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, বেহেশ্‌ত জমিতে ছিল না, নচেৎ এরূপ কথা বলা ঠিক হইত না।

(খ)

সুন্নত জামায়াতের মতে পয়গম্বরগণ বেগোনাহ (নিষ্পাপ) হইয়া থাকেন। হজরত আদম (আঃ) এই কার্য্য বেহেশতের মধ্যে করিয়াছিলেন, আর বেহেশ্‌ত শরিয়ত প্রতিপালনের স্থান নহে, দুনইয়াই শরিয়তের আহকাম প্রতিপালনের স্থান।

দ্বিতীয় তিনি সেই সময় নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না, এই জন্য তিনি গোনাহগার হন নাই, কারণ এই আয়তেই তাঁহার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার পরে বলা হইয়াছে;—

فاما يا تينكم مني هدي فمن تبع هداى الخ

"যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ হইতে হেদাএত (কেতাব) আসে, অনন্তর যে ব্যক্তি আমার হেদাএতের অনুসরণ করে, তবে তাহাদের উপর ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিত হইবেন না।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি দুনইয়ায় পতিত হওয়ার পূর্ব্বে নবুয়ত প্রাপ্ত হন নাই। আর যদি স্বীকার করি যে, তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তবে বলি যে, ভ্রম বশতঃ এইরূপ করিয়াছিলেন।

সুরা তাহার ১১৫ আয়তে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

وَ لَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا

"আর সত্য সত্যই আমি আদম হইতে অঙ্গীকার করিয়া লইয়াছিলাম, অনন্তর সেই আদম ভুলিয়া গেল এবং আমি তাহাকে স্বেচ্ছায় (এই কার্য্যে লিপ্ত হইতে) প্রাপ্ত হই নাই।" আর ভ্রম বশতঃ কোন কার্য্য করার জন্য তাহাকে গোনাহগার বলা যাইতে পারে না।

আর যদি স্বীকার করিয়া লই যে, তিনি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিয়া ছিলেন, তবে বলি যে, ইহা হারামসূচক নিষেধ ছিল না, বরং তাঁহাদের নিজেদের হিতজনক নিষেধাজ্ঞা ছিল, এই জন্য হজরত আদম (আঃ) বলিয়াছিলেন, আমরা আমাদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি অর্থাৎ নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছি।

দ্বিতীয় পয়গম্বরগণ গোনাহ্ শূন্য কার্য্যকে গোনাহ্ ধারণা করিয়া রোদন করিয়া থাকেন, কাজেই ইহাকে গোনাহ্ বলা যাইতে পারে না। ইহাতে গোনাহ্ হইয়াছে বলিয়া তিনি বেহেশ্ত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ছিলেন তাহা সপ্রমাণ হয় না, বরং নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের মল-মূত্রের আবশ্যক হইয়া থাকে, আর বেহেশ্তে মল-মূত্রের স্থান নহে, এই জন্য তিনি তথা হইতে বহিস্কৃত হইয়াছিলেন। — কঃ,বঃ, খাঃ।

(গ)

কোন কাদিয়ানি টীকাকর লিখিয়াছেন, — "নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলের অর্থ হজরত হাওয়ার বিকাশোম্মুখ যৌবন চিহ্ন, ফল ভক্ষণের অর্থ উভয়ের দাম্পত্য সম্মিলন, বেহেশতী পরিচ্ছদ অন্তর্হিত হইয়া লজ্জিত হওয়ার অর্থ — উক্ত সম্মিলনের সময় বস্ত্রহীন হওয়া এবং উভয়ের অন্তরের পবিত্র ভাব বিলুপ্ত হওয়ায় লজ্জা অনুভব করা, শয়তানের প্ররোচনার অর্থ-- যৌবন সুলভ কাম প্রবৃত্তির উন্মাদনা।"

এইরূপ বাতীল ব্যাখ্যা কোন প্রাচীন বা তৎপবরর্ত্তী তফছিরে নাই। শরিয়তহীন ফকিরেরা এইরূপ শরিয়তের যাবতীয় কার্য্যের বাতীল ব্যাখ্যা করিয়া ইসলামের মহা ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। হজরত নবী (ছাঃ) এইরূপ লোকদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ٥

"যে ব্যক্তি নিজ মনোক্তি মতে কোরআনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের স্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

৩৮। তৎপরে আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা সকলেই বেহেশ্‌ত হইতে নামিয়া যাও। তোমাদের নিকট সত্য ধর্ম্ম ও কেতাব নাজিল হইলে, যে কেহ উহার অনুসরণ করিবে, সে ব্যক্তি পরজগতে আতঙ্কিত হইবে না এবং মৃত্যুকালে দুঃখিত হইবে না।

আর এই আয়তটি তাঁহার বংশধরগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কথিত হইতে পারে, এসূত্রে এইরূপ মর্ম্ম হইবে হে আদম সন্তানগণ, তোমাদের নিকট রাছুল ও নবীগণ আগমন করিলে, তোমাদের যে কেহ তাহাদের অনুসরণ করিবে, সেই ব্যক্তি পরজগতে ও মৃত্যুকালে ভীত ও দুঃখিত হইবে না।

এই হুকুম নাজিল হইলে, ইবলিছ বলিতে লাগিল যে হে খোদা, আদম (আঃ) কে গৌরবান্বিত করার অঙ্গীকার করিলে, তাঁহার বংশধরগণের জন্য কেতাব, রাছুল, এল্‌ম, বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় ও মিষ্টস্বর দান করিলে। আমাকে কি কি বিষয় দান করিলে? খোদা বলিলেন, তোমার কেতাব গোদানি দেওয়া, তোমার কোরআন কবিতা, তোমার রাছুল গণকশ্রেণী, তোমার এলম জাদু, তোমার খাদ্য মৃতজীব, তোমার পানীয় মদ,

তোমার বাসস্থান গোছলখানা, তোমার কথা অমূলক কাহিনী, তোমার আজানদাতা গীতবাদ্য, তোমার মছজিদ বাজার, তোমার শব্দ ঘণ্টার আওয়াজ এবং তোমার ফাঁদ স্ত্রীলোকেরা। ইবলিছ শ্রবণ করিয়া বলিল, ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। — দোঃ, কঃ, খাঃ।

৩৯) এই আয়তে যে 'আয়াত' শব্দ আছে, উহার মর্ম্ম আসমানি কেতাব সমূহ, পয়গম্বরগণ, কোরআন বা নিদর্শন সমূহ হইতে পারে। আয়তের মর্ম্ম এই : — যাহারা উপরোক্ত বিষয়গুলিকে অন্তরে অবিশ্বাস করে এবং তৎসমুদয়ের প্রতি মৌখিক অসত্যারোপ করে, তাহারা চিরকাল দোজখবাসী হইবে।

পঞ্চম রুকু, ৭ আয়ত।

(٤٠) يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِيْٓ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَ اِيَّايَ فَارْهَبُوْنَ (٤١) وَاٰمِنُوْا بِمَآ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَ لَا تَكُوْنُوْٓا اَوَّلَ كَافِرٍۢ بِهٖ ص وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَّاِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ (٤٢) وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤٣) وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ (٤٤) اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۰ (٤٥) وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ لا ۰ (٤٦) الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ع

৪০) হে ইস্রায়িল বংশধরগণ, আমি যে সুখ সম্পদ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি, তাহা তোমরা স্মরণ কর এবং তোমরা আমার সহিত (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের (সহিত কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করিব এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর।

৪১) এবং তোমাদের সহিত যাহা আছে তাহার সত্য প্রমাণকারী যে (কেতাব) আমি অবতারণা করিয়াছি, উহার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমরা উহার প্রথম অমান্যকারী হইও না। এবং তোমরা আমার আয়ত সমূহের পরিবর্ত্তে সামান্য মূল্য গ্রহণ করিও না। এবং তোমরা আমাকেই ভয় কর।

৪২) এবং তোমরা সত্যকে অসত্যের সহিত মিশ্রিত করিও না এবং তোমরা সত্যকে গোপন করিও না অথচ তোমরা জানিতেছ।

৪৩) এবং তোমরা নামাজ সুন্দর রূপে সম্পন্ন কর ও জাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারিদিগের সহিত রুকু কর।

৪৪) তোমরা কি লোকদিগকে সৎকার্য্যের জন্য আদেশ করিতেছ এবং নিজেদের সম্বন্ধে ভুলিয়া যাইতেছ অথচ তোমরা কেতাব (ধর্ম্মগ্রন্থ) পাঠ করিতেছ, তোমরা কি বুঝিতেছ না।

৪৫) এবং তোমরা ধৈর্য্য ও নামাজ সহ সাহায্য প্রার্থনা কর এবং সত্য সত্যই উক্ত নামাজ কঠিন, কিন্তু উক্ত বিনয়দিগের প্রতি নহে।

৪৬) যাহারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তাহারা তাহাদের প্রতি পালকের সাক্ষাৎকারী এবং নিশ্চয় তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী।

টীকা

৪০। ইস্রাইল اسرائیل 'ইস্রা' এবং 'ইল' এই দুইটি ইব্রীয় শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'ইস্রা' শব্দের অর্থ বান্দা এবং 'ইল' শব্দের অর্থ আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা, ইহা আরবি আবদুল্লাহ্ শব্দের ভাষান্তর মাত্র। কেহ কেহ ইস্রাইলের অর্থ আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই ইস্রাইল হজরত ইয়া'কুব (আঃ) এর দ্বিতীয় নাম। ইনি হজরত ইস্‌হাকের ও তিনি হজরত ইব্রাহিমের পুত্র। বেনি ইস্রাইল শব্দদ্বয়ের

অর্থ (হজরত) ইয়াকুবের বংশধরগণ। হজরত ইয়াকুবের বারটি পুত্র ছিল, উক্ত বারটি পুত্রের নামে বারটি শ্রেণীর নামকরণ করা হইয়াছে, য়িহুদ এক পুত্রের নাম, এই বংশে হজরত মুসা, ইসা, দাউদ ইত্যাদি বড় বড় পয়গম্বর আবিভূত হইয়াছিলেন।

আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে ইস্রাইল বংশধরগণ আমি তোমাদিগকে যে সুখ-সম্পদ দান করিয়াছিলাম, ইহার জন্য তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

আল্লাহ্তায়ালা মনুষ্য জাতিকে অসংখ্য সুখ-সম্পদ দান করিয়াছেন, বিশেষতঃ ইস্রাইল, বংশধরগণের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ফেরয়াওনের অত্যাচার ও দাসত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া বাদশাহ নবী ও ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শত্রুকূলকে ধ্বংস করিয়া ইহাদের জমি, অর্থ ইত্যাদি তাহাদের অধিকারভুক্ত করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপর বড় বড় আসমানি কেতাব নাজিল করিয়াছিলেন, 'তিহ' প্রান্তরে তাঁহাদিগের উপর মেঘমালার ছায়া দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি 'মান্ন' ও 'ছালওয়া' নামক খাদ্যদ্বয় নাজিল করিয়াছিলেন; তাহাদের জন্য প্রস্তর হইতে ঝরণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, তোমরা আমার সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, তাহা পূর্ণ কর, তাহা হইলে আমি তোমাদের সহিত যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম তাহাও পূর্ণ করিব।

তাঁহাদের কয়েকটি অঙ্গীকারের কথা নিম্নে লিখিত হইতেছে, ১) যদি তাহারা নামাজ পড়েন, জাকাত দেন, রাছুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং বিনা স্বার্থে ধন দান করেন, তবে আল্লাহ্ তাহাদের গোনাহ্গুলি মার্জ্জনা করিবেন এবং বেহেশতের মধ্যে তাহাদের স্থান দান করিবেন। ইহা সুরা মায়েদাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

২) যদি তাহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আনেন, তবে আল্লাহ্ তাহাদের উপর যে কষ্টসাধ্য ব্যবস্থাগুলির বিধান করিয়াছিলেন, তাহা রহিত করিয়া দিবেন এবং তাহাদের গোনাহ্গুলি মার্জ্জনা করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বেহেশ্তে স্থান দিবেন। এই অঙ্গীকারের কথা প্রাচীন কেতাব সমূহে ও কোরআন মজিদে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

কোরআনের সুরা আ'রাফে ১৫৬/১৫৭ আয়তে আছে ;—

"এবং আমার অনুগ্রহ প্রত্যেক বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, অচিরে আমি তাহা উক্ত ব্যক্তিদের জন্য লিখিয়া দিব যাহারা পরহেজগারি করেন, জাকাত দেন এবং আমার আয়তগুলির প্রতি ইমান আনেন —যাহারা উক্ত উম্মি নবী রাছুলের অনুসরণ করেন যাহার সম্বন্ধে তাহারা তাহাদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত আছে দেখিতে পান, তিনি তাহাদিগকে সৎকার্য্য করিতে আদেশ করেন, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করেন, তাহাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলি হালাল করিয়াছেন, অপবিত্র বস্তুগুলি তাহাদের উপর হারাম করিয়াছেন এবং তাহাদের ভারি বোঝা এবং গলুবন্ধন গুলি (কষ্ট সাধ্য হুকুমগুলি) তাহাদের উপর হইতে নামাইয়া দেন। অনন্তর যাহারা তাঁহার প্রতি ইমান আনিয়াছেন, তাঁহার সম্মান করেন, তাঁহার সাহায্য করেন এবং যে জ্যোতি (কোরআন) তাঁহার প্রতি নাজিল করা হইয়াছে তাহার অনুসরণ করেন, তাহারাই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

সুরা ছফ্যের ৬ আয়তে আছে ;—

"এবং যে সময় মরইয়ামের পুত্র ইছা বলিয়াছিলেন, হে ইস্রাইল সন্তানগণ, নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট (প্রেরিত) রাছুল, আমার সম্মুখে যে তওরাত রহিয়াছে উহার সত্যতা প্রমাণকারী এবং একজন রাছুলের সুসংবাদ প্রদানকারী যিনি আমার পরে আসিবেন, যাহার নাম আহমদ।"

আরও কোরআনের সুরা আল-এমরানের ৮০ আয়তে আছে;—

"এবং যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট অঙ্গীকার হইলেন, অবশ্য আমি তোমাদিগকে কেতাব ও হেকমত (জ্ঞান) প্রদান করিয়াছি, তৎপরে তোমাদের নিকট তোমাদের সহিত যাহা আছে তাহার সত্য প্রমাণকারী রাছুল আগমন করেন, অবশ্য অবশ্য তোমরা তাঁহার প্রতি ইমান আনিবে এবং তাঁহার সাহায্য করিবে। আল্লাহ্ বলিলেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করিলে এবং এবিষয়ে আমার অঙ্গীকার গ্রাহ্য করিলে? তাঁহারা বলিলেন, অঙ্গীকার করিলাম। আল্লাহ্ বলিলেন, অনন্তর তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমি তোমাদের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।"

আদিপুস্তক, ১৭/২০ ;—

"আর ইছমাইলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, দেখ আমি তাহাকে আর্শীবাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করিব, তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় জাতি করিব।"

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮/১৮/১৯।—

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।"

দ্বিতীয় বিববরণ,৩৩/২ ;—

"সদাপ্রভু সীনয় হইতে আসিলেন, সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, পারণ পর্ব্বত হইতে আপন তেজঃ প্রকাশ করিলেন, অযুত অযুত পবিত্রের নিকট হইতে আসিলেন; তাহাদের জন্য তাঁহার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল।"

দানিয়েল, ২/৪৪/৪৫ ;—

" সেই রাজাগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন' তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না। এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না তাহা ঐ সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে।"

ঐ পুস্তক , ৯/২৬ ;—

" সেই বাষট্টি সপ্তাহের পরে অভিষিক্ত ব্যক্তি উচ্ছিন্ন হইবেন এবং তাঁহার কিছুই থাকিবে না, আর আগামী নায়কের প্রজারা নগর ও ধর্ম্মধাম বিনষ্ট করিবে ও প্লাবন দ্বারা তাহার শেষ হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইবে, ধ্বংস বিধ্বংস নিরূপিত।"

হবক্কূক, ৩/৩—৬ ;—

'ঈশ্বর তৈমন হইতে আসিতেছেন, পারণ পর্ব্বত হইতে পবিত্রতম আসিতেছেন। আকাশ মণ্ডল তাঁহার প্রভায় সমচ্ছেন্ন, পৃথিবী তাঁহার প্রশংসায় পরিপূর্ণ। তাঁহার তেজ

দীপ্তির তুল্য তাহার হস্ত হইতে কিরণ নির্গত হয়, ঐ স্থান তাঁহার পরাক্রমের অন্তরাল। তাঁহার অগ্রে মহামারী চলে, তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া জ্বলদঙ্গার গমন করে। তিনি দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে পরিমাণ করিলেন, তিনি দৃকপাত করিয়া জাতিগণকে ত্রাস তাড়িত করিলেন।"

য়িশাইয়া ৪২/১—৪ ;—

"ঐ দেখ আমার দাস, আমি তাহাকে ধারণ করি, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রাণ তাহাতে প্রীত, আমি তাঁহার উপরে আপন আত্মাকে স্থাপন করিলাম, তিনি জাতিগণের কাছে ন্যায় বিচার উপস্থিত করিবেন। তিনি চীৎকার করিবেন না, উচ্চশব্দ করিবেন না, পথে আপন রব শুনাইবেন না। তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না, সধুম সলিতা নির্ব্বান করিবেন না, সত্যে তিনি ন্যায় বিচার প্রচলিত করিবেন। তিনি নিস্তেজ হইবেন না, নিরুৎসাহ হইবেন না, যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে ন্যায় বিচার স্থাপন করেন, আর উৎকুল সমূব তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকিবে।"

লুক, ১৩/৩৫,—

"আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আমাকে আর দেখিতে পাইবে না; যে পর্যন্ত না সেই সময় আসিবে, যখন তোমরা বলিবে, "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, শেষ পয়গম্বর আগমন করিবেন, তোমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবে এবং তাহার প্রতি ইমান আনিবে; আমি এখন হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইব, অবশেষে সেই শেষ তত্ত্ববাহক (হজরত মোহাম্মদ) এর জামানায় আসমান হইতে নামিব।

যোহন ১/২০/২১;—

"তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খ্রীষ্টানই। তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি? আপনি কি এলিয়? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না।"

এইস্থলে 'সেই ভাববাদী, বলিয়া শেষ পয়গম্বরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না।

যোহন ১৪/১৬/১৭ ;—

"আর আমি পিতার নিকট নিবেদন করিব এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন, তিনি সত্যের আত্মা।"

আরও উক্ত পুস্তক, ১৫/২৬/২৭ ;—

"যখন সেই সহায় আসিবেন — যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন — তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।"

আরও ১৬/৭—১৬ ;—

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব। আর তিনি আসিয়া পাপের সম্বন্ধে ধার্ম্মিকতার সম্বন্ধে ও বিচারের সম্বন্ধে জগৎকে দোষী করিবেন। পাপের সম্বন্ধে কেননা তাহারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না, ধর্ম্মিকতার সম্বন্ধে, কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি ও তোমরা আর আমাকে দেখিতে পাইতেছ না। বিচারের সম্বন্ধে কেননা এজগতের অধিপতি বিচারিত হইয়াছে।

তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, আগামী ঘটনা ও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। এইরূপ প্রচলিত বাইবেলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রেরিতত্বের ও তাঁহার অনুসরণ করার সংবাদ লিখিত হইয়াছে। মূল কথা, আল্লাহ্‌তায়ালা ইস্রাইল-বংশধরগণের নিকট হইতে এবাদত বন্দিগি করার ও শেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) প্রতি ইমান আনার ও তাহার অনুসরণ করার অঙ্গীকার লইয়াছিলেন, এইজন্য এস্থলে বলিতেছেন, যদি তোমরা উক্ত অঙ্গীকার পালন কর, তবে আমি তোমাদের উচ্চ সুফল প্রদানের যে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহাও পূর্ণ করিব। আর

যদি তোমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ কর, উহার ভয়াবহ শাস্তি সম্বন্ধে আমার ভয় কর।

৪১। হে ইস্রাইল বংশধরগণ, তোমরা আমার অবতারিত কোরআন শরিফের উপর ইমান আন এবং গ্রন্থধারিগণের মধ্যে প্রথম কোরআন অমান্যকারী হইও না, কেননা তোমাদের তওরাতে ও ইঞ্জিলে কোরআন মান্য করার কথা আছে, এক্ষেত্রে কোরআন মান্য করিলে, তওরাত ও ইঞ্জিল মান্য করা হইবে। আর কোরআন অমান্য করিলে, তওরাত ও ইঞ্জিল অমান্য করা হইবে। — কঃ, ১/৩৪০।

মনে ভাবুন, প্রচলিত তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ১৮/১৮ পদে আছে,—

"আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাহার মুখে আমার বাক্য দিব।"

এস্থলে ইস্রাইল বংশধরগণের ভ্রাতৃগণ বলিয়া এসমাইল বংশধরগণ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ইস্‌মাইল বংশধরগণের মধ্য হইতে হজরত মুছা (আঃ) এর ন্যায় একজন পয়গম্বর উৎপন্ন হইবেন। বেনি ইস্রাইলের মধ্য হইতে হজরত মুছা (আঃ) এর সদৃশ নবী হওয়ার দাবী করেন নাই এবং করিতে পারেন না, কেননা তাঁহারা সকলেই এক প্রকার তাঁহার খলিফা স্বরূপ ছিলেন। এইজন্য য়িহুদিগণ হজরত ইছা (আঃ) এর জামানা পর্য্যন্ত উক্ত ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করিতেন। এমন কি যখন হজরত এহইয়া (আঃ) নবুয়তের দাবি করিয়া ছিলেন, তখন লোকে তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি মছিহ্? তিনি বলিয়াছিলেন না। তৎপরে তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ইলিয়াস (এলিয়) নবি? তিনি বলিয়াছিলেন, না। তৎপরে তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি সেই ভাববাদী (হজরত মুছার সদৃশ ভাববাদী)? তিনি বলিলেন, না, যোহন, ১।২০।২১ দ্রষ্টব্য।

য়িহুদীরা তিনজন নবীর অপেক্ষা করিতে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এলীয় ও মছিহ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, এখন হজরত মুছার সদৃশ ভাববাদী হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ব্যতীত আর কেহ হইতে পারে না। এইজন্য কোরআনের ৭৩ সুরার ১৫ আয়তে আছে, — "আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতি সাক্ষ্যপ্রদানকারী একজন রাছুল প্রেরণ করিয়াছি, যেরূপ আমি ফেরয়াওনের নিকট একজন রাছুলপাঠাইয়াছি।"

আরও দ্বিতীয় বিবরণে লিখিত হইয়াছে, আল্লাহ্‌র বাক্য সেই প্রতিশ্রুতি নবীর মুখে থাকিবে, অর্থাৎ তাহার উপর যে কেতাব নাজিল হইবে, তাহা তাঁহার কণ্ঠে থাকিবে।

কোরআন হজরতের কণ্ঠে ছিল, ইহাতে তিল বিন্দু সন্দেহ নাই।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও কোরআনের প্রতি ইমান আনিলে, তওরাত ও ইঞ্জিলের উপর ইমান আনা হইবে। আর তৎপ্রতি ইমান না আনিলে তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি ইমান আনা হইবে না। — অনুবাদক।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, কা'ব বেনেল আশরফ, হোয়াই বেনে আখতাব প্রভৃতি য়িহুদী নেতাগণ দরিদ্র য়িহুদীগণের নিকট হইতে উপঢৌকন (নজর) গ্রহণ করিত এবং তাহারা ধারণা করিত যে, যদি তাহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর উপর ইমান আনে, তবে তাহাদের নজর উপঢৌকনের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই সামান্য হেয় বিষয়ের জন্য হজরতের বিরুদ্ধাচরণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী, দীন ধর্ম্মের হিসাবে অতি নগন্য ও হেয়, তাহা হইলে উক্ত নজর উপঢৌকন যে অকিঞ্চিৎকর হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, তোমরা ন্যায়কতা, নেতৃত্ব ও নজর উপঢৌকন এই সামান্য স্বার্থের খাতিরে তওরাত ও ইঞ্জিলের আয়তগুলি অমান্য করিও না। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁহার নবুয়ত অস্বীকার করিও না। এইরূপ অন্যায় কার্য্যের প্রতিফল সম্বন্ধে আমাকে ভয় কর। —কঃ ১/৩৪১। তঃ ১/১৬৪।

তফছিরে আজিজির ২০৮/২০৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

এই আয়তটি ইস্রাইল বংশধরগণের সম্বন্ধে নাজিল হইলেও উহাতে এই উম্মতের কয়েক শ্রেণীর নিন্দাবাদ প্রকাশিত হয় ;—

১) অসৎ আলেমগণ — যাহারা দুনইয়াদার ও অত্যাচারীগণের সহিত মিলিত হয়, তাহাদের কাম রিপু চরিতার্থ করার ও অত্যাচার মূলক ক্রিয়া কলাপ জায়েজ সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে অপূর্ব্ব রেওয়াএত সমূহ ও হিলা সংক্রান্ত মসলা সকল প্রকাশ করিয়া থাকে।

২) উৎকোচ গ্রহণকারী কাজিগণ ও নির্ভীক ফৎওয়া দাতাগণ — যাহারা উৎকোচের জন্য শরিয়তের হুকুম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে।

৩) অত্যাচারি বাদশাহগণ ও অবিচারক আমিরগণ — যাহারা প্রপীড়িতদিগের ন্যায্য বিচার করেন না এবং নিজেদের আমলাতন্ত্র ও কর্ম্মচারী দলের কার্য্য কলাপের অনুসন্ধান করেন না।

৪) মন্ত্রী দল ও দফতর রক্ষকগণ — যাহারা প্রজা ও কৃষকগণের নিকট হইতে কর খাজনা সংগ্রহ করিতে পরকালের ভয় করে না।

৫) দুন্‌ইয়া অনুসন্ধানকারী শিক্ষক ও লোভী উপদেষ্টাগণ —যাহারা শরিয়তের আহকাম শিক্ষা দিয়া ও ওয়াজ নছিহত করিয়া টাকাকড়ি যাঞ্চা করিয়া থাকে, যদি কোন স্থলে উক্ত স্বার্থের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে কর্কশ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। যে শিক্ষকগণ প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্যান্য ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষা প্রদান করিতে রত থাকেন, তাহারা এই পরিশ্রম করার বাবত যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা জায়েজ আছে, এইরূপ লোক উপরোক্ত শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না। আরও এমামত, খোৎবা ও আজানের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা একদল আলেমের মতে জায়েজ হইবে। তা'বিজ লিখিয়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সকলের মতে জায়েজ। কতক সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ বিদ্বান একটি সুন্দর নিয়ম স্থির করিয়াছেন, — ফরজ, সুন্নত ও এবাদতের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ নহে। মোবাহ কার্য্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইবে। সময় এবং স্থান নিৰ্দ্দিষ্ট করাতে এবাদত মোবাহ হইয়া যায়, উহাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ হইয়া যায়।

৪২। হে বেনি-ইস্রাইল সম্প্রদায়, তোমরা মিথ্যাকে সত্যের সহিত, নিজ লিখিত ও কল্পিত বিষয়কে মূল তওরাতের সহিত মিশ্রিত করিও না, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর যে গুণাবলী প্রাচীন কেতাবগুলিতে লিখিত আছে, তাহার বাতীল ব্যাখ্যা করিয়া সত্যকে গোপন করিও না। তোমরা জানিয়া শুনিয়া এইরূপ কার্য্য করিতেছ; ইহা ধর্ম্মদ্রোহিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই উম্মতের মধ্যে কদরিয়া, খারেজি, রাফেজি, মো'তাজেলা ও অন্যান্য বাতীল সম্প্রদায় এইরূপ কোরআনের অর্থ পরিবর্তন করিয়া কুমত প্রচার করিয়া থাকেন, তাহারাও উপরোক্ত কেতাব ধারিগণের ন্যায় নিন্দাবাদের পাত্র। — আঃ, ২১০/ তাঃ,১/১৯৫/১৯৬।

৪৩। এই আয়তে গ্রন্থধারিদিগকে নামাজ পড়িতে , জাকাত দিতে ও মুসলমানদিগের ন্যায় জামায়াতে নামাজ পড়িতে আদেশ করা হইতেছে। য়িহুদীদিগের নামাজে রুকু ছিল না, এইজন্য এস্থলে রুকুসহ নামাজ পড়িতে বলা হইয়াছে। এমাম রাজি বলিয়াছেন, রুকু শব্দের এক অর্থ নম্রতা, এই হিসাবে আয়তের এইরূপ অর্থ হইতে পারে, তোমরা অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের ন্যায় বিনয়ী হও। দ্বিতীয় নামাজিদিগের জামায়াতে মিলিত হইয়া নামাজ পাঠ কর। — কঃ ১/৩৪৩।

৪৪। য়িহুদীরা লোককে কাফেরি কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন, এদিকে তাহারা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়তের সত্যতা অবগত হইয়াও তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা করিতেন, এইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, তোমরা অপরকে এবাদত ও ইমানের জন্য আদেশ করিতেছ, অথচ তোমরা কেতাব পাঠ করিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিতেছ না ?

এমাম রাজি বলিয়াছেন, য়িহুদী বিদ্বানেরা লোকদিগকে সৎ কার্য্য করিতে ও অসৎকার্য্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিতেন, অথচ তাহারা কেতাব পাঠকারী হইয়াও উপদেশের বিপরীত কার্য্য করিতেন। তাহারা লোককে নামাজ ও রোজা করিতে উপদেশ দিতেন, কিন্তু নিজেরা উহা করিতেন না। তাহারা লোককে নির্জ্জনে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়তের কথা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু নিজেদের নজর উপঢৌকনের পথ রুদ্ধ হইবে ধারণায় তাঁহার অনুসরণ করিতেন না। তাহারা হজরতের নবুয়ত প্রাপ্তির অগ্রে আরবের পৌত্তলিক দলকে বলিতেন যে, অতি সত্ত্বর একজন নবী প্রকাশ হইয়া লোককে সত্যের দিকে আহ্বান করিবেন। তোমরা তাঁহার মতের অনুসরণ করিও, কিন্তু তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হইয়া মদিনা শরিফে আগমন করিলে, তাহার তাঁহারা মতের অনুসরণ করিলেন না।

তাঁহারা লোককে দান করিতে উৎসাহ দিতেন, অথচ নিজেরা কিছুই করিতেন না।

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস একটি লোককে আনয়ন করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। তাহার উদরের নাড়িভুড়ি গুলি বাহির করিয়া ছিন্ন বিছিন্ন করা হইবে, তখন দোজখিরা তথায় সমবেত হইয়া বলিবে, তোমরা লোকদিগকে সৎকার্য্য করিতে ও অসৎকার্য্য ত্যাগ করিতে আদেশ করিতে না ? সে ব্যক্তি বলিবে, আমি লোককে উপদেশ দিতাম, কিন্তু নিজে উপদেশ প্রদানের বিপরীত কার্য্য করিতাম এই জন্য এইরূপ শাস্তিগ্রস্ত হইতেছি।

আরও হজরত বলিয়াছেন ;—

" আমি মে'রাজের রাত্রিতে একদল লোককে দেখিয়াছিলাম তাহাদের জিহ্বাকে অগ্নির কাঁচির দ্বারা কর্ত্তন করা হইতেছে। আমি হজরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহারা কোন শ্রেণী ? তিনি বলিলেন, ইহারা আপনার খোৎবা পাঠকারী উম্মত লোককে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিত, তাহার বিপরীত কার্য্য করিত।—খাঃ ১/৪৬/ ক ঃ, ৩৪৩।

"তেবরানি ও খতিব এই হাদিছে উল্লেখ করিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি লোকদিগকে সদুপদেশ প্রদান করে, কিন্তু নিজে তদনুযায়ী কার্য্য করে না, সে ব্যক্তি প্রদীপের ন্যায় লোককে আলোক দান করে কিন্তু নিজে জ্বলিয়া যায়।

তেবরানি উল্লেখ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজে আমল না করিয়া লোককে উপদেশ প্রদান করে, যে ব্যক্তি যতক্ষণ না তদনুযায়ী কার্য্য করে বা উক্ত উপদেশ প্রদান করা ত্যাগ না করে, ততক্ষণ খোদাতায়ালার কোপের মধ্যে থাকে।

এবনে আবি শায়বা হজরত আবুদ্দারদা (রাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন;— " যে ব্যক্তি এলম নাজানে, সে ব্যক্তি একবার পরিতাপের পাত্র হয়, আর যে ব্যক্তি এলম শিক্ষা করিয়া আমল না করে, সে ব্যক্তি দশবার পরিতাপের পাত্র হয়।

৪৫/৪৬। ধৈর্য্য ধারণ তিন প্রকার হইতে পারে, ১) নামাজ রোজা, ওজু, গোছল, হজ্জ ও জাকাত ইত্যাদি আদায় করিতে কষ্ট সহ্য করা। ২) রিপুর বিরুদ্ধে গোনাহগুলি

ত্যাগ করার কষ্ট সহ্য করা। ৩) রোগ, শোক, তাপ ও বিপদকালে ধৈর্য্য ধারণ করা। প্রত্যেক অবস্থায় ধৈর্য্য ধারণ করা মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য। হজরত বলিয়াছেন, ইমান দুইভাগে বিভক্ত — প্রথম বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা ও দ্বিতীয় সম্পদে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

একদল বিদ্বান এস্থলে ধৈর্য্য ধারণ করার অর্থ রোজা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। — দোঃ,১/৬৫।

সুরা কাছারের ৭৯ আয়তে আছে, — "যাহারা এলম প্রদত্ত হইয়াছেন, তাহারা বলিলেন, তোমাদের পক্ষে আক্ষেকে, যে ব্যক্তি ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহার পক্ষে আল্লাহ্‌তায়ালার পুরস্কার উৎকৃষ্ট, সহিষ্ণু লোকদের ব্যতীত ইহা প্রাপ্ত হয় না।"

সুরা হামিম সেজদার ৩৩ আয়তে আছে, — "এবং শুভ ও অশুভ তুল্য নয়, যাহা অতি শুভ তদ্দ্বারা তুমি অশুভকে দূর কর, পরে, যাহার মধ্যে ও তোমার মধ্যে শত্রুতা আছে, হঠাৎ সে ব্যক্তি ঘনিষ্ঠ বন্ধু রূপে পরিণত হইবে। যাহারা ধৈয্য ধারণ করিয়াছে, তাহাদের ব্যতীত ইহা প্রাপ্ত হয় না।"

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হে বালক, আমি তোমাকে কতকগুলি কথা বলিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি উপকৃত হইতে পারিবে, তুমি খোদার আদেশের রক্ষণাবেক্ষণ কর, তাহা হইলে তিনি তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাঁহাকে স্মরণ কর, তাহা হইলে তাঁহার সাহায্য তোমার সম্মুখীন হইবে। তুমি সম্পদে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে, তাহা হইলে তিনি বিপদ কালে তোমার সহায়তা করিবেন। তোমার উপর যে বিপদ আসিবার হয়, তাহা কেহ খন্ডন করিতে পারিবে না, আর যাহা তোমার জন্য নিদ্ধারিত হয় নাই, কেহ তাহাতে তোমাকে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না, আল্লাহ্ যাহা তোমাকে প্রদান করার ইচ্ছা করেন নাই, জগতের সমস্ত লোক একত্রিত হইলেও তাহা তোমাকে প্রদান করিতে সক্ষম হইবে না। আল্লাহ্ তোমাকে যে বিপদে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করেন, জগতের সমস্ত লোক একত্রিত হইলেও তাহা তোমা হইতে খন্ডন করিতে সক্ষম হইবে না। কেয়ামত অবধি সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ যাহা কিছু প্রকাশিত হইবে,

তৎসমস্ত অদৃষ্ট ফলকে লিখিত হইয়াছে। যদি তুমি যাঞ্চা করিতে বাসনা কর, তবে তাঁহার নিকট যাঞ্চা কর। যদি সাহায্য চাওয়ার দরকার হয়, তবে তাঁহার নিকট চাও। বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করা মহা কল্যাণকর বিষয়, ধৈর্য্যের সঙ্গে সাহায্য আছে ও দুঃখের সহিত সুখ আছে।

হজরত নবী (আঃ) ঝটিকার সময় চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ কালে অথবা কোন ভয়াবহ ব্যাপারে নামাজে নিমগ্ন হইতেন। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) কোন আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলে, নামাজে নিমগ্ন হইতেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন, তোমরা নামাজ ও ধৈয্য বা রোজা এই দুই বিষয় দ্বারা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়ে ভীত, তাঁহার এবাদত সম্পন্ন করিতে বিনয়ী, পরকালে আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাৎ লাভের এবং তাহার দরবারে উপস্থিত হওয়ার বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে নামাজ পাঠ অতি সহজ।

আজিজিতে ইহার এইরূপ অর্থ লিখিত আছে ;—

" যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে যেন নামাজে আল্লাহ্‌তায়ালার সাক্ষাৎ লাভ করিতেছে বা তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নৈকট্য লাভে সৌভাগ্যবান হইতেছে, বিনীত ও ভীত ভাবে তাঁহার দরবারে দণ্ডায়মান হইতেছে, তাহার পক্ষে নামাজ অতি মুগ্ধকর।

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা যে সময় এবাদত করিবে, তখন ধারণা কর যে, যেন তোমরা খোদাকে দেখিতেছ, আর যদি তাঁহাকে তোমরা দেখিতে না পাও, তবে ধারণা কর যে, তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। হজরত বলিয়াছেন, নামাজে আমার চক্ষু শীতল হয়। নামাজ ইমানদারগণের মে'রাজ। দোঃ, এবন, আঃ।

ষষ্ঠ রুকু ৬১৩ আয়ত।

يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ
عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (٤٨) وَاتَّقُوْا

يَوْمًا لاَّ تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا

شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّ لاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ

(٤٩) وَ اِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْٓءَ

الْعَذَابِ يُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآئَكُمْ وَ يَسْتَحْيُوْنَ نِسَآئَكُمْ

وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَآءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (٥٠) وَ اِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ

الْبَحْرَ فَاَنْجَيْنَاكُمْ وَاَغْرَقْنَآ اٰلَ فِرْعَوْنَ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

৪৭। হে ইস্রাইল সন্তানগণ, আমি তোমাদিগকে যে সুখ সম্পদ প্রদান করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি জগদ্বাসিদিগের উপর তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, তাহা তোমরা স্মরণ কর। ৪৮। এবং উক্ত দিবসের ভয় কর যে দিবস কোন প্রাণী কোন প্রাণীর কোন বিষয়ে উপকার সাধন করিতে পারিবে না ও তাহার পক্ষ হইতে সুপারিশ গৃহীত হইবে না ও তাহার পক্ষ হইতে বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না এবং তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। ৪৯। এবং যখন আমি তোমাদিগকে উক্ত অবস্থায় ফেরয়াওনের আত্মীয় অনুচরগণ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছিলাম যে, তাহারা তোমাদিগকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করিতেছিল, তোমাদের পুত্র দিগকে বধ (জবাহ) করিত ও তোমাদের কন্যাগণকে জীবত রাখিত এবং ইহাতে তোমাদের প্রতি পালকের পক্ষ হইতে মহা পরীক্ষা ছিল। ৫০। এবং যে সময় তোমাদের জন্য সমুদ্রকে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তৎপরে তোমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম ও ফেরয়াওনের সঙ্গদিগকে নিমজ্জিত করিয়াছিলাম, অথচ তোমরা নিরীক্ষণ করিতেছিলে।

টীকা

৪৭। আল্লাহ্তায়ালা ইস্রাইল সন্তানগণকে যে সুখ সম্পদ দান করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণকে বাদশাহ ও পয়গম্বর করিয়া এবং তাঁহাদের উপর কেতাব সকল নাজিল করিয়া তাহাদিগকে সেই জামানার লোকদিগের

উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় না যে, তাহারা এই শেষ উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা কোরআনের অন্যত্রে শেষ উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪৮। যদি ও তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গৌরবান্বিত ছিলেন, তথাচ তোমরা কেয়ামতের দিবসের ভয় কর, কেননা সেই দিবস কেহ্ কাহাকেও নেকী প্রদান করিবে না, কেহ্ কাহারও গোনাহ্ লইবে না, কেহ্ কাহারও হক আদায় করিয়া দিবে না বা কেহ্ কাহারও শাস্তি লাঘব করিতে পারিবে না।

হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করুন — যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্ভ্রম, অর্থ বা এইরূপ কোন বিষয়ের ক্ষতি করিয়াছিল, তৎপরে যে দিবস টাকা কড়ি থাকিবে না, তাহার পূর্ব্বে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত লোকের নিকট হইতে মাফ লইয়াছে, উক্ত দিবসে যদি অত্যাচারির নেকী থাকে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতির পরিমাণ নেকী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে, আর যদি তাহার নেকী না থাকে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির গোনাহ্ অত্যাচারির উপর স্থাপন করা হইবে।

সেই দিবস আল্লাহ্‌তায়ালার হুকুম ব্যতীত কেহ্ কাহারও শাফায়াত করিতে পারিবে না, যদিও এস্থলে সাধারণ ভাবে বলা হইয়াছে যে, কেহ্ কাহারও সুপারিশ করিবে না, কিন্তু ইহার উপরোক্ত প্রকার মর্ম্ম হইবে, যেরূপ অন্যান্য আয়তে আছে।

সেই দিবস শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য কাহারও বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না, অন্য আয়তে আছে, যদিও পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ কাহারও শাস্তির বিনিময়ে প্রদান করা হয়, তবু উহা গ্রহণ করা হইবে না।

সেই দিবস শাস্তি হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্তির জন্য কেহ্ কাহারও সাহায্য করিতে পারিবে না। — এবনঃ, তাঃ

টিপ্পনী

গোল্ডসেক সাহেব অনুবাদের ১৩ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে লিখিয়াছিলেন,—

"অধিকাংশ মুসলমান বিশ্বাস করেন যে, রোজ কেয়ামতে মহম্মদ সাহেব তাহাদের জন্য শাফায়াত করিবেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সমস্ত কোরআনের মধ্যে এমন একটি ও আয়ত পাওয়া যায় না, যাহাতে মহম্মদ সাহেবের শাফায়াত করিবার উল্লেখ দেখা যায়; অপর পক্ষে এই আয়তে সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে, সেই দিবস কাহারও

শাফায়াত গ্রাহ্য হইবে না। কোরআনের অকেন স্থানে লিখিত আছে যে, বিচার দিনে সকল লোক নিজ নিজ কর্ম্মানুযায়ী ফল পাইবে। সুরা ইনফেতারে পাওয়া যায়, "তাহা এমন দিন যখন কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির জন্য কিছু করিবে না।"

আমাদের উত্তর ।

কোরআন শরিফের অনেক আয়তে শাফায়াতের প্রমাণ আছে ;—

১) সুরা মরইয়াম ;—

لا يملكون الشفاعة الا اتخذ عند الرحمن عهدا *

" যে ব্যক্তি রহমানের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহা ব্যতীত (অন্যেরা) শাফায়াতের অধিকারী হইবে না।"

২) সুরা বাকারে আছে ;—

من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه *

"উক্ত আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি এরূপ আছে যে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিতে পারিবে?"

৩) কোরআনে আছে ;—

و لا يشفعون الا لمن ارتضى*

" যে ব্যক্তি মনোনীত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্যের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিবেন না।"

৪) সুরা আল-এমরানে আছে ;— و استغفر لهم *

" এবং তুমি (মোহাম্মদ) তাহাদের জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা কর।"

প্রথমোক্ত তিনটি আয়তে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালার অনুমতি হইলে, ফেরেশতাগণ ও পয়গম্বরগণ গোনাহ্গারদিগের জন্য শাফায়াত করিতে পারিবেন। শেষোক্ত আয়তে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর শাফায়াত করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

হজরত ইছা, মুছা বা কোন নবী কাফেরদিগের জন্য শাফায়াত করিতে পারিবেন

না। আর ইমানদারগণের জন্য সর্ব্বপ্রথমে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) শাফায়াতের হুকুম বাহির করিবেন। ইহার বিস্তারিত সমালোচনা আমপারার তফছিরের ৪৬—৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

৪৯।৫০ ফেরয়াওন فرعون মিশরের বাদশাহগণের উপাধি, যেরূপ ইরানের বাদশাহগণকে কেছরা كسرى রুমের বাদশাহগণকে কয়ছর قيصر ইমনের রাজাগণকে তোব্বা تبع ও আবিসিনিয়ার রাজাগণকে নাজাশি نجاشى উপাধিতে অভিহিত করা হইত। মুছা موسى শব্দ ইব্রিয় 'মু' ও 'ছা' শব্দ দ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 'মু' শব্দের অর্থ, পানি, 'ছা' শব্দের অর্থ বৃক্ষ। যখন হজরত মুছা (আঃ) এর মতা ফেরয়াওনের ভয়ে একটি সিন্দুকের মধ্যে করিয়া তাঁহাকে নীল নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, উক্ত সিন্দুকটি ফেরয়াওনের অট্টালিকার নীচে একটি বৃক্ষে লাগিয়া আবদ্ধ হইয়াছিল। পানির মধ্যে বৃক্ষে আবদ্ধ অবস্থায় তাঁহাকে উদ্ধার করা হয়, এই জন্য তিনি মুছা নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বেনি ইস্রাইল সম্প্রদায়ের বাসস্থান কেনয়ান দেশ ছিল, হজরত ইউছফ (আঃ) ভাইদিগের চক্রে মিশরের মন্ত্রী (আজিজ) বুতিমারের ক্রীতদাস রূপে পরিণত হন। সেই সময় মিশরের রাজার নাম রাইয়ান ছিল। এক সময়ে মহা দুর্ভিক্ষ হওয়ায় হজরত ইয়াকুব তাঁহার পরিজন সহ মিশরে অবিস্থিতি করেন। তাঁহারা চারিশত বৎসরের মধ্যে সংখ্যায় কয়েক লক্ষ হইয়া যান।

হজরত ইউছফ (আঃ) ও রাইয়ান বাদশাহ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরে অলিদ কিম্বা মোছয়াব মিশরের ফেরয়াওন হন। উক্ত বাদশাহ ইস্রাইল বংশধরগণের সংখ্যাধিক দেখিয়া তাহাদের রাজ্যাধিকারী হওয়ার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এই জন্য বিদ্বেষপরায়ণ হইয়া তাহাদিগকে নানাপ্রকার কষ্টে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ইষ্টক প্রস্তুত, কৃষিকার্য্য, প্রস্তর বহন, পাহাড় কর্ত্তন, সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কার্য্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ, দাসত্ব ইত্যাদি বিষয়ে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিল। কাহাকে বিষ্ঠা বা আবর্জ্জনা পরিস্কারের কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। যাহারা তাহার চাকুরিতে ছিল না, তাহাদের উপর নৈতিক ট্যাক্স নির্দ্ধারিত করিয়াছিল। স্ত্রীলোকদিগকে সূতা প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়ন করিতে বাধ্য করা হইত। যে ব্যক্তি সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বে প্রত্যেক দিবসের ট্যাক্স পরিশোধ করিতে না

পারিত, তাহার হস্ত গ্রীবার সহিত একমাস অবধি বন্ধন করিয়া রাখা হইত। একদিবস উক্ত ফেরয়াওন ও স্বপ্নযোগে দর্শন করিলে যে একটি অগ্নি বয়তোল মোকাদ্দাছ (যেরুজালেম) হইতে বহির্গত হইয়া মিসরদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া তথাকার মিসরীয় (কবতি) দিগকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিল, কিন্তু ইস্রাইল বংশধরগণের কোন ক্ষতি করিল না। ফেরয়াওন এই স্বপ্ন দর্শনে ত্রাসিত হইয়া স্বপ্নতত্ত্ববিদগণকে ডাকিয়া ইহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল যে, ইস্রাইল বংশধরগণের মধ্যে এরূপ একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে যাহার দ্বারা তোমার বিনাশ সাধন ও তোমার রাজ্যের পতন হইবে। তৎশ্রবনে ফেরয়াওন, ইস্রাইল বংশধরগণের প্রত্যেক সদ্যপ্রসূত পুত্রকে বধ করিতে আদেশ দিয়া ধাত্রিদিগকে নিয়োজিত করিল, তাহারা বার সহস্র বা ততধিক সদ্যপ্রসূত পুত্রদিগকে হত্যা করিল, কিন্তু কন্যাদিগকে জীবিত রাখিত। এক সময়ে ইস্রাইল বংশধরগণের বয়োবৃদ্ধ লোকদিগের মধ্যে মহামারী উপস্থিত হয়, ইহাতে তাহাদের অনেক লোকক্ষয় হয়। সেই সময় মিসরীয় নায়কেরা ফেরয়াওনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, বেনি ইস্রাইল সম্প্রদায়ের বয়োবৃদ্ধ লোকেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, আর তুমি বালকদিগকে বধ করিতেছ, অচিরে তাহাদের লোক অভাবে ঘৃণ্য কার্য্যগুলির ভার আমাদের উপর অর্পিত হইবে। ইহাতে ফেরয়াওন একবৎসর তাহাদের পুত্রদিগকে বধ করিতে এবং দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদিগকে জীবিত রাখিতে আদেশ করিল। যে বৎসর পুত্র সন্তানদিগকে জীবিত রাখার আদেশ করা হইয়াছিল, সেই বৎসরে হজরত হারুণ (আঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, আর যে বৎসর তাহাদিগকে বধ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিলেন, সেই বৎসর মুছা (আঃ) ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ইনি এমরানের পুত্র, তিনি বাছহারের পুত্র, বাছহার ফাহেছের পুত্র, ফাহেছ লাবির পুত্র, লাবি হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর পুত্র ছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) কে তাঁহার মাতা কয়েক মাস গোপনে রাখিয়া অবশেষে প্রকাশ হইয়া পড়ার আশঙ্কায় আল্লাহ্তায়ালার ইলহাম অনুযায়ী তাঁহাকে একটি সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া নীল নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। সিন্দুকটি ভাসমান অবস্থায় ফেরয়াওনের অট্টালিকার নীচে পৌঁছিলে, তাহার স্ত্রী আছিয়া সিন্দুকটি ধরিয়া উহাতে একটি শশী সদৃশ বালক দেখিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং তাহাকে পোষ্যপুত্র করিবেন

বলিয়া ফেরয়াওনের কবল হইতে রক্ষা করিলেন। হজরত মুছা তাঁহার মাতা ব্যতীত অন্য কাহারও দুগ্ধ পান করিলেন না, এই জন্য তাহার মাতাকেই ধাত্রী নিয়োজিত করা হইল। হজরত মুছা (আঃ) যৌবন প্রাপ্ত হইয়া একদিবস দেখিলেন যে, একজন মিশরীয় অন্যায় ভাবে একজন ইস্রাইল বংশধরকে কঠিন প্রহার করিতেছে, ইনি মিশরীয়কে চপেটাঘাত করায় সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফেরয়াওন ইতিপূর্ব্বে হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি কুধারণা পোষণ করিত, এই ব্যাপার শ্রবণে তাহাকে বধ করার হুকুম করিল। তিনি এই হুকুম শ্রবণে তথা হইতে মাদ্য়ান শহরের দিকে হেজরত করিয়া হজরত শোয়াএব (আঃ) এর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তথায় কয়েক বৎসর ছাগল চরান কার্য্যে নিয়োজিত থাকার পরে হজরত শোয়াএব (আঃ) এর কন্যা ছফুরা বিবিকে বিবাহ করেন। তাঁহার একটি পুত্র সন্তান হয়। তিনি স্ত্রীপুত্র সহ শীতকালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তুর পর্ব্বতের নিকট অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া অগ্নি আনয়ন করিতে ধাবিত হইলেন, নিকটে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, বৃক্ষ হইতে আল্লাহ্তায়ালার বাক্য বাহির হইতেছে,— " আমি আল্লাহ্, তুমি জুতা খুলিয়া ফেল, ইহা পাক স্থান। হে মুছা, আমি ইস্রাইল সন্তাগণের করুণ ক্রন্দন শ্রবণ করিয়াছি, তাহাদের প্রতি আমার দয়া হইতেছে, তুমি তাহাদের নিকট গমন কর এবং ফেরয়াওনকে বল, সে যেন তাহাদিগকে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে দেয়। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, ফেরয়াওন আমার কথা শুনিবে কেন? আল্লাহ্ বলিলেন, মুছা তোমার হস্তে কি? তিনি বলিলেন, ইহা আমার যষ্টি, আমি ইহার উপর ভর দিয়া থাকি, তদ্দ্বারা ছাগলের জন্য বৃক্ষপত্র পাড়িয়া থাকি, এবং ইহাতে আমার অন্যান্য কার্য্য হয়। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি উহা নিক্ষেপ কর, তিনি উহা নিক্ষেপ করিলে, উহা ধাবমান অজগরে পরিণত হইল। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি উহা নির্ভীকচিত্তে ধৃত কর, আমি উহাকে পুনরায় যষ্টি আকারে পরিণত করিব। তিনি উহা ধৃত করা মাত্র উহা যষ্ঠ আকারে পরিণত হইল। তৎপরে আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি আপন হস্তকে নিজের বগলে সংলগ্ন কর, তিনি তাহাই করিলেন, ইহাতে উহা শুভ্র জ্যোতিষ্মান হইয়া গেল। তৎপরে উহা পুনরায় পূর্ব্বাবস্থায় পরিণত হইল। আল্লাহ্ বলিলেন, তুমি এই নিদর্শন সহ অবাধ্য ফেরয়াওনের নিকট গমন কর। তিনি হারুণ সহ ফেরয়াওনের

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের রাছুল, তুমি ইস্রাইল বংশধরগণকে শাস্তি প্রদান করিও না, তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দাও। ফেরয়াওন বলিল, তোমাদের প্রতিপালক কে? তাঁহারা বলিলেন, যিনি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। তৎপরে তিনি তাহাকে উল্লিখিত নিদর্শনদ্বয় দেখাইলেন। ফেরয়াওন তাঁহাকে জাদুকর স্থির করিয়া পরিষদগণের যুক্তিতে দেশের যাদুকরগণকে উপস্থিত করিল, তাহারা জাদু বলে রজ্জু ও যষ্টিকে সর্প ও বৃক্ষ করিয়া দেখাইল। হজরত মুছা (আঃ) যষ্টি নিক্ষেপ করিলে, একটি অজগর হইয়া তৎসমুদয় গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। জাদুকরগণ তাঁহার খোদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল। মিশররাজ এই ব্যাপারে ইস্রাইল সন্তানগণের উপর আরও অধিকঅত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল।

বেনি ইস্রাইলগণ হজরত মুছা (আঃ) কে এই দুর্দ্দশার কথা অবগত করাইলে, তিনি বলিলেন, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, রাজ্য আল্লাহ্তায়ালার, তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, উহা প্রদান করেন, অবশেষে ধর্ম্ম ভীরুগণ জয়যুক্ত হইয়া থাকে। মুছা (আঃ) ফেরয়াওনকে বলিলেন, তুমি ইস্রাইল সন্তানগণকে দাসত্ব মুক্ত করিয়া দাও ও তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিও না, নচেৎ খোদাতায়ালার শাস্তি তোমাদের উপর অবতীর্ণ হইবে, তোমরা মহা যন্ত্রণাগ্রস্ত হইবে, কিন্তু ফেরয়াওন ইহাতে কর্ণপাত করিল না।

হজরত মুছার যষ্টির আঘাতে মিসরের সমস্ত নদনদী ও জলাশয়ের পানি রক্তবৎ হইয়া যায়, অসংখ্য ভেক, জুঁই, পঙ্গপাল, মাছি ইত্যাদির উপদ্রবে মিশরীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, শিলা বৃষ্টিতে ফল শষ্য নষ্ট হইয়া যায় ও তিন দিবস মিশরদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, প্রত্যেক বারে ফেরয়াওন বেনি ইস্রাইলদিগকে ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া বিপদ মুক্ত হইয়া পরক্ষণেই অস্বীকার করিয়া বসে। বেনি ইস্রাইলের নায়কগণ ফেরয়াওনকে বলিল, আমরা আশুরার দিবস শহরের বাহিরে ঈদের নামাজের জন্য সমবেত হইব, সে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিল, সাধারণ লোকেরা মিশরীয়দিগের নিকট হইতে মূল্যবান গহনা ও পরিচ্ছদ চাহিয়া লইলেন এবং তাম্বু কানাত সঙ্গে লইলেন।

আল্লাহ্তায়ালার আদেশে হজরত মুছা (আঃ) সেই ময়দান হইতে ৬ লক্ষ ৪০ সহস্র বেনি ইস্রাইল সহ শেষ রাত্রে কেনানের দিকে রওনা হইলেন। ২০ বৎসর বা তন্নিম্ন

বয়স্ক ও ৬০ বৎসর বা তদুর্দ্ধ বয়স্ক লোককে এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহারা রওয়ানা হইলে এক ময়দানে পথ ভুলিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন হজরত মুছা (আঃ) তাহাদের বৃদ্ধদিগকে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিলেন, হজরত ইউছফ (আঃ) মৃত্যুকালে নিজের ভাইদিগের নিকট হইতে এই

অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তাহারা ইহার লাশকে সঙ্গে না লইয়া যেন মিশর হইতে বাহির না হন। এইজন্য আমাদের পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। হজরত মুছা (আঃ) তাহাদিগকে কবরের স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। তাহারা উহার সন্ধান করিতে পারিলেন না।

হজরত মুছা (আঃ) তাহাদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া বলিলেন, তোমাদিগকে শপথ স্মরণ করাইয়া বলিতেছি, যে কেহ হজরত ইউছফ (আঃ) এর তাবুতে সন্ধান জান, আমাকে বলিয়া দাও।

এমতাবস্থায় একটি বৃদ্ধ রমণী বলিল, যদি আমাকে মিশর হইতে নিজের সঙ্গে লইয়া যান, এবং বেহেশতে নিজের বাসস্থানে স্থান দান করেন, তবে আমি উহার সন্ধান বলিয়া দিতে পারি। তিনি ইহা স্বীকার করিয়া লইলেন। বৃদ্ধা বলিল, নীল নদের পানির মধ্যে অমুকস্থলে তাঁহার লাশ রহিয়াছে, আপনি তথাকার পানির শুষ্ক হওয়ার দোওয়া করুন। তিনি পানি শুষ্ক হওয়ার এবং হজরত ইউছফ (আঃ) লাশ উত্তোলন করার পূর্ব্বে সূর্য্য উদয় না হওয়ার জন্য দোয়া করিলেন। ইহাতে পানি শুষ্ক হইয়া যায়, তিনি মর্ম্মর প্রস্তরের সিন্দুকসহ তাঁহাকে তথা হইতে বাহির করিয়া সঙ্গে লইলেন। তখন তাঁহাদের পথ পরিষ্কার হইয়া গেল। হজরত হারুণ তাহাদের অগ্রে ও হজরত মুছা তাহাদের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিলেন। ফেরয়াওন গুপ্ত চরগণ কর্ত্তৃক তাহাদের পলায়নের সংবাদ পাইয়া ১০ লক্ষ লোকসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে লাগিল। ইস্রাইল সন্তানগণ লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। সূর্য্য উদয় হওয়ার পরে, তাহারা ফেরয়াওনকে সৈন্য সামন্তসহ দেখিয়া দিশাহারা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুছা, তুমি আমাদিগকে কোথায় লইয়া দিতে প্রতিশ্রুতি হইয়াছিলে? আমরা কি করিব? ফেরয়াওন আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে, যদি আমাদিগকে ধৃত করিতে পারে; তবে আমাদের প্রাণ বধ করিবে। অগ্রভাগে সমুদ্র রহিয়াছে, যদি উহাতে প্রবেশ করি, তবে নিমজ্জিত হইয়া যাইব।

এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার নিকট অহি প্রেরণ করিলেন যে, তুমি সমুদ্রে যষ্টির আঘাত কর। তিনি তাহাই করিলেন, কিন্তু সমুদ্র তাঁহার হুকুম মান্য করিল না। আল্লাহ্তায়ালা অহি প্রেরণ করিলেন যে, তুমি সমুদ্রের 'কুনিয়েতি' (রাখিত) নাম ধরিয়া উহাতে যষ্টির আঘাত কর। তিনি 'আবু খালেদ' নাম ধরিয়া যষ্টির আঘাত করিলেন, ইহাতে সমুদ্রের মধ্যে বারটি পথ প্রকাশিত হইল। তথাকার পানি বিভক্ত হইয়া উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় দুইপার্শ্বে সমবেত হইয়া রহিল। খোদাতায়ালা বায়ু ও রৌদ্র দ্বারা সমুদ্রের তলদেশ শুষ্ক করিয়া দিলেন। বনি ইস্রাইলের ১২টি দল ১২ টি পথে নামিয়া পড়িলেন, মধ্যবর্ত্তী পানিরাশি পর্ব্বতের তুল্য অন্তরাল হওয়ায় একদল অন্য দলকে দেখিতে পাইতেছিল না। ইহাতে প্রত্যেক দল ভীত হইয়া ধারণা করিতেছিল যে, তাহাদের ভাইগণ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা সেই সময় উক্ত পর্ব্বত তুল্য পানিরাশিকে অহি করেন, ঐ পানিরাশি ইহাতে ছিদ্র বিশিষ্ট জালের ন্যায় হইয়া গেল, এক দল অন্য দলকে দেখিতে লাগিল এবং একদল অন্য দলের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। এই অবস্থায় তাহারা নিরাপদে সমুদ্র অতিক্রম করিয়া গেলেন। ফেরয়াওন সদলবলে সমুদ্রের উপকূলে দণ্ডায়মান ছিল, সে নিজের সৈন্য সামন্তকে বলিতে লাগিল, আমি আমার পলাতক দাসদিগকে ধৃত করিব, এইজন্য পানি আমার ভয়ে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। তখন তাহার স্বজাতিরা বলিতে লাগিল, যদি আপনি আমাদের খোদা হন তবে মুছার ন্যায় সমুদ্রে নামিয়া পড়ুন। তাহার ঘোটক নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কায় নামিতে ছিল না। এই দলে সমস্তই পুং ঘোটক ছিল। এমতাবস্থায় হজরত জিব্রাইল (আঃ) একটী ঘোটকীসহ সমুদ্রে নামিলেন। ফেরয়াওনের ঘোটক উহার ঘ্রাণ পাইয়া নামিয়া পড়িল, এদিকে মিশরীগণ তাহাকে সমুদ্রে নামিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িল। হজরত মিকাইল (আঃ) পশ্চাতে একটি ঘোটককে আরোহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা ফেরয়াওনের সঙ্গে গমন কর। হজরত জিব্রাইল (আঃ) সমূদ্র হইতে উপকূলে যাওয়া মাত্র অমনি সমুদ্রের পানি মিলিত হইয়া গেল এবং ফেরয়াওন তাহার সমস্ত দল সমুদ্রে নিমজ্জিত ও বিনষ্ট হইয়া গেল, যখন তাহারা নিমজ্জিত হইতেছিল, ইস্রাইল-সন্তানগণ তাহাদের এই শোচনীয় মৃত্যু দর্শন করিতেছিলেন। — তাঃ, ১/২০৬—২১৩। মাঃ, খাঃ, ১/৪৮—৫০।

তফছিরে আজিজির ২৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

"একটি স্ত্রীলোক ফেরয়াওনের অট্টালিকা নির্ম্মাণকালে ইষ্টক বহন করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার নিকট হইতে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয় নাই। ফেরয়াওন লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার পরে শেষ রাত্রে উক্ত স্ত্রীলোকটি উক্ত সাগরের তীরে পানির কলসী পূর্ণ করিতেছিল। হঠাৎ ফেরয়াওনের রত্ন ও মুক্তা দ্বারা মন্ডিত দাড়ি তাহার হস্তে লাগিয়া গেল। তখন স্ত্রীলোকটি দাড়ি গুলি উৎপাটন করিয়া রত্ন ও মুক্তাগুলি পৃথক করিয়া লইল। এমতাবস্থায় একজন অদৃশ্য শব্দকারী উচ্চশব্দে বলিলেন, তুমি তোমার সেই পারিশ্রমিক গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকটি লোকের সাক্ষাতে এই সমাচার প্রকাশ করায় তাহারা সেই রত্ন ও মুক্তাগুলি দর্শন করিয়া বিশ্বাস করিল যে অত্যাচারের পরিণাম লাঞ্ছনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

আয়ত দুইটির মর্ম্ম এই যে, হে ইস্রাইল সন্তানগণ, ফেরয়াওনের দলেরা মিশর দেশে তোমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণকে মহা শাস্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহাদের পুত্রগণকে বধ করিত ও তাহাদের কন্যাগণকে জীবিত ছাড়িয়া দিত, ইহা খোদার পক্ষ হইতে তোমাদের উপর মহা পরীক্ষা ছিল, আমি তাহাদিগকে এই বিপদ সমূহ হইতে নিম্নোক্ত প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলাম — লোহিত সাগরের পানিকে বিভক্ত করিয়া উহার তলদেশে দ্বাদশটি শুস্ক পথ আবিষ্কার করিয়া তাহাদিগকে সাগর পার করাইয়া উদ্ধার করি, ফেরয়াওনের দলকে সাগরের মধ্যদেশে ডুবাইয়া মারিয়া ফেলি, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ তাহাদের এই শোচনীয় মৃত্যু দেখিতেছিলেন।

টীপ্পনী

স্যার সৈয়দ আহমদ ও মিষ্টার মোহম্মদ আলি সাহেবদ্বয় এস্থলে একটী বাতীল মত লিখিয়া কোরআন ও তওরাতের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা বলেন, লোহিত সাগরের অগভীর ও অপ্রশস্ত স্থান বিশেষে ইস্রাইল সন্তানগণ পার হইয়া গিয়াছিলেন, এই সময় ভাটা হইয়াছিল। ফেরয়াওনের দল জোয়ারের সময় পার হইতে গিয়া অথবা ঝড় বৃষ্টির ও বন্যার মুখে পড়িয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমাদের উত্তর

হজরত মুছা (আঃ) এর সময় লোহিত সাগরের উত্তরাংশ অগভীর ও অপ্রশস্ত ছিল, ইহা প্রতিপক্ষগণ যতক্ষণ প্রমাণ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাহাদের দাবী সত্য বলিয়া গৃহিত হইতে পারেনা।

দ্বিতীয় ইস্রাইল বংশধরগণ যে অগভীর ও অপ্রশস্ত উত্তরাংশ দিয়া পার হইয়াছিলেন, ইহারই বা প্রমাণ কি আছে?

কোরআন শরিফে আছে — হজরত মুছা (আঃ) এর যষ্টির আঘাত করায় পানি কয়েকভাগে বিভক্ত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের তুল্য হইয়া থাকিল এবং মধ্যদেশে শুষ্ক পথ প্রকাশ হইয়া পড়িল। যদি উক্ত স্থানটি অগভীর ও অপ্রশস্ত হইত। তবে পানি বিভক্ত হইয়া বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বতের ন্যায় হইল কিরূপে? মিশরীয় দল স্বদেশের গভীর সাগর পথ চিনতে পারিল না, আর বিদেশী ইস্রাইল বংশধরেরা উহা বুঝিতে পারিলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মূল কথা এইরূপ টীকাকারের কথা বাতীল ব্যতীত আর কিছু নহে।

(৫১) وَ اِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ○ (৫২) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (৫৩) وَ اِذْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○ (৫৪) وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا اِلٰى بَارِئِكُمْ ط فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ط فَتَابَ عَلَيْكُمْ ط اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ●

৫১। এবং যে সময় আমি মুছার সহিত চল্লিশ রাত্রির অঙ্গীকার লইয়াছিলাম, পুনরায় তোমরা উহার পরে গোবৎস বানাইয়া লইলে, অথচ তোমরা অত্যাচারী হইলে।

৫২। পুনরায় ইহার পরেও আমি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিয়াছিলাম, এই আশায় যে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

৫৩। এবং যখন আমি মুছাকে কেতাব (গ্রন্থ) ও ফোরকান প্রদান করিয়াছিলাম, এই আশায় যে তোমরা সুপথগামী হইবে।

৫৪। এবং যে সময় মুছা নিজ স্বজাতিকে বলিয়াছিলেন, হে আমার স্বজাতি, অবশ্য তোমরা গোবৎস বানাইবার জন্য তোমাদের আত্মা সমূহের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, কাজেই তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর, অনন্তর তোমরা নিজেদিগকে হত্যা কর, ইহা তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টি কর্ত্তার নিকট কল্যাণ; তৎপরে তিনি তোমাদিগকে মার্জ্জনা করিলেন ; নিশ্চয় তিনিই মহা ক্ষমাশীল কল্যাণদাতা।

টীকা

গো-বৎস পূজার বিবরণ।

যে সময় আল্লাহ্তায়ালা ইস্রাইল সন্তানদিগকে লোহিত সাগর হইতে উদ্ধার করিলেন, এবং ফেরয়াওনের দলকে ধ্বংস করিলেন, সেই সময় তাহাদের কোন কেতাব ও শরিয়ত ছিল না। আল্লাহ্তায়ালা হজরত মুছার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার উপর তওরাত নাজিল করিবেন। এইজন্য তিনি ইস্রাইল সন্তানদিগকে বলিলেন, আমি আল্লাহ্তায়ালার দরবারে তুর পর্ব্বতে এরূপ একখানা কেতাব আনয়ন করিতে যাইব, যাহাতে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলির বিবরণ থাকিবে। তিনি ৪০ দিবসের ওয়াদা করিয়া এবং হজরত হারুণ (আঃ) কে খলিফা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন।

হজরত জিবরাইল (আঃ) এর ঘোটক যে স্থানে পা রাখিত, সেই স্থলের মৃত্তিকা হইতে শুষ্ক তৃণ লতা তৎক্ষণাৎ তাজা (সঞ্জীবিত) হইয়া যাইত। ছামিরি হজরত জিবরাইলকে দুইবার এইরূপ দেখিয়াছিল। একবার লোহিত সাগরে ফেরয়াওনের দলের

ধ্বংস হওয়ার সময়, দ্বিতীয়বার হজরত মুছা (আঃ) এর তুরে তওরাত আনিতে যাওয়ার সময় উক্ত ছামিরি সেই ঘোটকের পদতলের একমুষ্টি মৃত্তিকা তুলিয়া রাখিয়াছিল।

ছামিরী, বাহেরমার বাসেন্দা ছিল, তাহার স্বজাতিরা গো-পূজা করিত, তাহার অন্তরে গো-পূজার ভক্তি বাকি ছিল এবং বনি ইস্রাইলের মধ্যে আসিয়া কপটভাবে ইমানদারি প্রকাশ করিত। সে স্বর্ণকার ছিল এবং উহার নাম মিখা কিম্বা মুছা বেনে জফর ছিল।

ইস্রাইল বংশধরগণের নিকট মিশরীয়গণের অনেকগুলি গহণা ছিল, ইহারা উহা তাহাদের নিকট চাহিয়া আনিয়া ছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) তুরে চলিয়া গেলে, ছামিরী বনি ইস্রাইলদিগকে বলিতে লাগিল, এই গহণাগুলি লুণ্ঠিত দ্রব্য, ইহা আমাদের পক্ষে হালাল নহে। উক্ত গহণাগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি গর্ত্তে রাখিয়া দফন করিয়া দাও। তৎপরে হজরত মুছা (আঃ) আগমন করিয়া যাহা ভাল বুঝেন তাহাই করিবেন। তাহারা গহণাগুলি একত্রিত করিলে, ছামিরি তৎসমস্ত লইয়া তিন দিবসের মধ্যে একটি গো-বৎসের সুন্দর আকৃতি নির্ম্মাণ করিল। তৎপরে সে হজরত জিবরাইল (আঃ) এর ঘোটকের পদতলের সেই একমুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া তাহার উদরে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে গোবৎসটী শব্দ করিতে ও কম্পিত হইতে লাগিল। ছামিরী বলিল, হে ইসরাইল সন্তানগণ তোমাদের ও মুছার খোদা গোবৎস রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তোমাদের তাম্বুতে আগমন করিয়াছেন। মুছা অযথা পাহাড় পর্ব্বতের দিকে ধাবিত হইতেছেন। ইস্রাইল সন্তানগণ বলিলেন, তুমি সত্য কথা বলিতেছ। ৩০ দিবসে হজরত মুছা (আঃ) ফিরিয়া আসিলেন না, ইহাতে সে বলিতে লাগিল যে, তিনি তথায় খোদার সন্ধান পান নাই। প্রায় ৪০ সহস্র লোক ছামিরীর চক্রে পড়িয়া গো-বৎস পূজায় রত হইল, কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত হারুণ ও তদনুসরণকারী ১২ সহস্র লোক ব্যতীত সমস্ত বনি ইস্রাইল উক্ত পূজায় রত হইয়া গেল। ছামিরী একটি বড় তাম্বু উহার উপর স্থাপন করিল, মূল্যবান শয্যাগুলি তথায় বিছাইয়া দিল এবং তথায় সঙ্গীত বাদ্য করিতে লাগিল।

হজরত হারুণ তাহাদিগকে বলিলেন, হে বনি ইস্রাইলগণ, তোমরা গোবৎস কর্ত্তৃক ইমান নষ্ট করিলে, তোমাদের প্রতিপালক সেই রহমান, তোমরা আমার হুকুম মান্য কর। তাহারা বলিল, যতক্ষণ মুছা ফিরিয়া না আসেন, ততক্ষণ আমরা এই গোবৎস পূজা করিব। হজরত হারুণ ও যাহারা উহার পূজা না করিয়াছিল, তাহারা পৃথক থাকিয়া গেলেন এবং তিনি হজরত মুছার নিকট যাইতে সাহস করিলেন না, যেহেতু হজরত মুছা ইহা বলিতেও পারেন যে, আমি তোমাকে বনি ইস্রাইলের জন্য নিজ খলিফা করিয়া রাখিয়া আসিয়া ছিলাম, কেন তুমি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আসিলে?

এদিকে হজরত মুছা (আঃ) তুরে গমন করিয়া খোদার হুকুমে ৩০ দিবস রোজা রাখিতে ও এ'তেকাফ করিতে লাগিলেন, মাসের এক দিবস বাকী থাকিতে হজরত মুছা (আঃ) রোজার জন্য মুখের দুর্গন্ধ বুঝিতে পারিয়া উহা নাশ করার উদ্দেশ্যে মেছওয়াক ব্যবহার করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, এই দুর্গন্ধ আমার নিকট মৃগনাভি অপেক্ষা সমধিক সুগন্ধি, তুমি কেন উহা নষ্ট করিলে? এই ত্রুটির জন্য তোমাকে আরও দশ রাত্রি এ'তেকাফ করিতে হইবে। এই এ'তেকাফ শেষ হইলে তুমি কেতাব প্রাপ্ত হইবে। মিয়াদ উত্তীর্ণ হইলে, তিনি 'জবরজদের' ফলকে লিখিত তওরাত প্রাপ্ত হইলেন, এবং খোদা তাঁহাকে মনোনীত করিলেন, তাঁহার সহিত কথা বলিলেন ও কলমের শব্দ তাঁহাকে শুনাইলেন। হজরত মুছা (আঃ) তওরাত সহ ফিরিয়া আসিয়া বনি ইস্রাইলকে গো-বৎস পূজা করিতে দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া তওরাতের ফলক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ও হজরত হারুণ (আঃ) এর দাড়ি ধরিয়া টানিয়া বলিলেন, তুমি এই সমস্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তুমি কেন তাহাদিগকে নিষেধ কর নাই? আমার একটু অপেক্ষা করিলে না? হজরত হারুণ বলিলেন, এই সমস্ত বাতীল কার্য্য ছামিরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে আমি যদি তাহাদিগকে কিছু বলিতাম, তবে তাহারা আমাকে বধ করিয়া ফেলিত। যখন তাঁহার ক্রোধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল, তখন তিনি তওরাতের ফলক উঠাইয়া লইলেন।

গো-বৎস পূজক বনি ইস্রাইলের তওবার বিবরণ।

হজরত মুছা (আঃ) তওরাত উঠাইয়া লইয়া উক্ত গোবৎসকে খন্ড খন্ড করিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। তৎপরে হজরত মুছা (আঃ) ইস্রাইল সন্তানগণকে বলিলেন,

তোমরা গোবৎস পূজা করিয়া মহা গোনাহ্গার হইয়াছ ও আত্মার উপর অত্যাচার করিয়াছ,এক্ষণে তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট তওবা কর। তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট তাহাদের তওবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তাহারা একে অন্যের প্রাণবধ করিলে, তাহাদের তওবা মঞ্জুর হইবে। তদ্ব্যতীত তাহাদের তওবা মঞ্জুর হইবে না। তাহারা ইহা স্বীকা র করিয়া লইলেন। আরও হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, গোবৎস পূজকেরা অস্ত্র, শিরোস্ত্রাণ ও বর্ম্মা বিহীন অবস্থায় গৃহ হইতে বাহির হইবে, স্ব-স্ব দ্বারদেশে দুই জানু অবস্থায় উপবেশন করিবে, পৃষ্ঠা ও জঙ্ঘাদ্বয় বন্ধন করিবে, তরবারির আঘাত মস্তকে ধারণ করিবে, জঙ্ঘা বন্ধন উন্মুক্ত করিবে না, দেহ কাঁপাইবে না, ও হস্তপদ দ্বারা রোধ করিবে না। যে ব্যক্তি উক্ত শর্ত্তগুলির একটীও পালন না করিবে, তাহার তওবা কবুল হইবে না। দ্বিতীয় দিবসে প্রভাত হইলে, হজরত হারুণ (আঃ) যে দ্বাদশ সহস্র বনি ইস্রাইল গোবৎস পূজা করে নাই এবং এই অসৎ কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে উক্ত নবীর সহকারী ছিলেন তাহাদিগকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা উলঙ্গ তরবারি হস্তে ধারন করিয়া এই গোবৎস পূজকদিগের হত্যা করিতে থাক। আর তিনি স্বয়ং উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বনি ইস্রাইল সম্প্রদায়, তোমাদের ভ্রাতাগণ কোষ হইতে তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তোমাদিগকে হত্যা করার ধারণায় তোমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর । হজরত হাসান বাসারি (রঃ) বলিয়াছেন, বনি ইস্রাইল তিন শ্রেণী ছিল। এক শ্রেণী গোবৎস পূজা করিয়াছিল, দ্বিতীয় শ্রেণী গোবৎস পূজা করিয়াছিল না এবং ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিল না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর প্রথম শ্রেণীকে হত্যা করার হুকুম করা হইয়াছিল, ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবাদ না করার তওবা হইয়া যাইবে। তৃতীয় শ্রেণী গোবৎস পূজা করে নাই, বরং উহার প্রতিবাদ করিয়াছিল, এই শ্রেণীর উপর তওবা করার আদেশ করা হইয়াছিল না। হত্যাকারিগণ যখন দেখিলেন যে, তাহাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভ্রাতুস্পুত্র, ভাগিনেয়, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুদিগকে হত্যা করিতে মমতা বোধ হইতেছে, তখন তাহারা বলিলেন, আমরা ইহা কিরূপে সম্পন্ন করিব? তখন আল্লাহ্তায়ালা এরূপ একটি কাল মেঘ প্রেরণ করিলেন যে, তজ্জন্য তাহারা একে অন্যকে দর্শন করিতে পারিতেছিল না,

এই অবস্থায় প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ৭০ সহস্র বনি ইস্রাইল হত হইল, হজরত মুছা ও হারুণ (আঃ) মস্তক খুলিয়া রোদন করিয়া বলিতে লাগিলনে, হে খোদা, বনি ইস্রাইল সমস্ত বিনষ্ট হইয়া গেল, স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন আল্লাহ্তায়ালা মেঘকে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং হত্যাকাণ্ড নিষেধ করিয়া দিলেন। হজরত মুছা (আঃ) হতদিগের সংখ্যা এত বেশী দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, ইহাতে আল্লাহ্তায়ালা বলিলেন। আমি হত ও হত্যাকারিগণকে বেহেশত প্রদান করিব। — মাঃ, খাঃ, ১/৪৯—৫২। তাঃ কঃ।

এক্ষণে আয়ত কয়েকটীর অর্থ শুনুন ;—

৫১। আল্লাহ্ বলেন, আমি ৪০ দিবসের ওয়াদায় তওরাত প্রদান করার জন্য মুছাকে তুরে ডাকিয়াছিলাম, ইনি তুর হইতে ফিরিয়া না আসিতেই ইস্রাইল সন্তানগণ গোবৎস পূজা করিতে আরম্ভ করে ইহাতে তাহারা নিজেদের ক্ষতি সাধন করে।

৫২। তৎপরে তাহারা আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে, এই আশায় আমি তাহাদিগকে মাফ করিয়া দিয়াছিলাম।

৫৩। বনি ইস্রাইল দল সৎপথ প্রাপ্ত হইবে, এই আশায় আমি মুছাকে তওরাত কেতাব প্রদান করিয়াছিলাম — যাহা সত্য ও বাতীল মতের মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে অলৌকিক কার্য্যগুলি (মো'জেজাগুলি) প্রদান করিয়াছিলাম, ইহাতে সত্য ও বাতীল মতের মধ্যে প্রভেদ করা সম্ভব হইয়াছিল।

৫৪। যে সময় মুছা (আঃ) বনি ইস্রাইলদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমরা গোবৎস পূজা করিয়া নিজেদের আত্মার ক্ষতি সাধন করিয়াছ, এখন একে অন্যকে হত্যা করিয়া আল্লাহ্তায়ালার নিকট তওবা কর। ইহা খোদার নিকট তোমাদের জন্য শুভ, এতদ্বারা তোমরা শাহাদতের দরজা প্রাপ্ত হইয়া বেহেশতবাসী হইবে। তাহারা উপরোক্ত প্রকার কার্য্য করায় আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের তওবা কবুল করেন। তিনিই মহা ক্ষমাশীল দয়াশীল।

(৫৫) وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى

نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ

(٥٦) ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

(٥٧) وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ

وَ السَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَ مَا ظَلَمُوْنَا

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

৫৫। এবং যে সময় তোমরা বলিয়াছিলে যে, হে মুছা, যতক্ষণ (না) আমরা প্রকাশ্য ভাবে আল্লাহ্‌কে দেখিব, ঃ ততক্ষণ আমরা কখনও তোমার প্রতি বিশ্বাস করিব না, এই হেতু তোমাদের উপরে এই অবস্থায় বজ্র পতিত হইল যে, তোমরা দেখিতেছিলে।

৫৬। তৎপরে তোমাদের মৃত্যুর পরে তোমাদিগকে এই আশায় জীবিত করিলাম যে, তোমরা কৃতজ্ঞ হইবে।

৫৭। এবং তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দান করিয়াছিলাম এবং তোমাদের উপর 'মান্না' ও 'ছালওয়া' অবতরণ করিয়াছিলাম। আমি তোমাদিগকে যে পাক জীবিকা প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে ভক্ষণ কর। এবং তাহারা আমার কোন ক্ষতি করে নাই, বরং নিজেদেরই ক্ষতি করিত।

টীকা

৫৫/৫৬ যখন হজরত মুছা (আঃ) তওরাত গ্রন্থ আনয়ন করিলেন, ইস্রাইলীয়গণ বলিলেন, আমরা ইহা স্বকর্ণে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে শুনিতে বাসনা রাখি। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, তোমরা প্রত্যেকে ইহা শুনিতে ইচ্ছা কর' কি তোমাদের কতিপয় সজ্জন লোক শুনিয়া আসিলে তোমরা বিশ্বাস করিবে? তদুত্তরে তাহারা বলিলেন, যদি আমাদের এরূপ বৃহৎ একদল উহা স্বকর্ণে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে শুনিয়া আসেন — যাহাদের একযোগে মিথ্যাবাদী হওয়া অসম্ভব, তবে আমরা বিশ্বাস করিব। হজরত

মুছা (আঃ) বলিলেন, তোমরা এইরূপ সাধু সজ্জনের একদল নির্ব্বাচন করিয়া আমার সহিত প্রেরণ কর। ইহাতে তাহারা ৭০ জন মনোনীত ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিলেন। হজরত মুছা (আঃ) তাহাদিগকে গোছল করিয়া বিশুদ্ধ তওবা তিন দিবস রোজা, তছবিহ ও কলেমা পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। তাহারা হজরত মুছা (আঃ) এর আদেশ অনুযায়ী তদ্রুপ করিলেন। অনন্তর তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তুর পর্ব্বতের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং আল্লাহ্‌র দরবারে এই প্রার্থনা জানাইলেন, হে খোদা আপনার এই সাধু বান্দাগণ আপনার পাক কালাম শুনিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন, ইহাদের সহিত কথা বলুন। খোদাতায়ালা তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। হজরত মুছা (আঃ) পর্ব্বতের নিকট গমন করিলেন, একটি জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভ শুভ্র শীতল লঘু মেঘ আকারে প্রকাশ পাইল, ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিল এবং সম্পূর্ণ পর্ব্বতকে আবৃত করিয়া লইল, মুছা (আঃ) উহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া গেলেন, ইস্রাইলীয় দলকে পর্ব্বতের একপ্রান্তে দন্ডায়মান করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌র কালাম শ্রবণ করুণ ইহারা স্বকর্ণে নিঃসন্দেহে শ্রবণ করিতে লাগিলেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি আদেশ নিষেধ নাজিল করিতেছিলেন। তাহারা প্রার্থনা করিলেন যে, এই সকল কথোপকথন তোমার সহিত হইতেছে, আমাদিগকেও এই কথোপকথনে গৌরবান্বিত করা হউক। হঠাৎ একটি জ্যোতিচ্ছটা তাহাদের দিকে ধাবিত হইল, ঐ জ্যোতিচ্ছটার মধ্য হইতে এই পাক কালাম তাহাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল যে, আমিই আল্লাহ্, আমা ব্যতীত উপাস্য কেহ নাই। "আমি মক্কার অধিপতি, আমি তোমাদিগকে মিশরদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়াছি, অনন্তর আমারই এবাদত কর এবং আমা ব্যতীত অন্যের বন্দিগি করিও না। তৎপরে কথা বন্ধ হইয়া গেল। হজরত মুছা (আঃ) উক্ত জ্যোতির্ম্ময় মেঘে আচ্ছন্ন হইলেন, যখন উহা অন্তর্হিত হইল, তখন তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং উল্লিখিত সাধুগণকে বলিলেন, আপনারা কি খোদার কালাম শুনিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশ সমুহ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন? ইহারা অমূলক সন্দেহ পেশ করিয়া বলিলেন যে, ইহা যে খোদার বাক্য ছিল, তাহা আমরা কি করিয়া বলিব? হইতে পারে যে, কোন জ্বেন বা শয়তান এই মেঘের মধ্যে শব্দ করিয়াছে। ইহাকে খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করা কেবলমাত্র

তোমার কথায় বিশ্বাস ও অনুসরণ করা হইবে। যদি তোমার কথাতেই বিশ্বাস করিতাম, তবে প্রথম হইতেই বিশ্বাস করিতাম। এই সন্দেহ ভঞ্জনের উপায় এই যে, আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালার রূপ দর্শন করাও এবং সেই রূপ হইতে আমরা বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিব যে, ইহা জ্বেন বা শয়তানের বাক্য নহে। ইহা বলা মাত্র তাহাদের উপর বজ্র নিপতিত হইল এবং একে অন্যের সাক্ষাতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কেহই পলায়ন করিয়া অব্যাহতি পাইল না। হজরত মুছা (আঃ) ইহা দর্শন করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে সকরুণ প্রার্থনা করিলেন, হে খোদাতায়ালা, আমি কিরূপে ইস্রাইলীয়দিগের সম্মুখে গমন করিব? ইহাদের নেতা সাধুদিগকে প্রমাণের জন্য আনয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন। ইহার পরে ইস্রাইলীয়গণ আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে। হে খোদা ইহাদের ধৃষ্ঠতা মার্জ্জনা করিয়া ইহাদিগকে জীবিত করিয়া দাও অনন্তর আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগকে জীবিত করিয়া দিলেন।

আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের এই অনুগ্রহের কথা এস্থলে ইস্রাইলীয়দিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। উদ্দেশ্য এই যে, ইহারা ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনাটী অধিকাংশ টীকাকারের মতে গোবৎস পূজার পরে সংঘটিত হইয়াছিল। —তাঃ, ১/২২২/২২৪। খাঃ, ১/৫২/৫৩।

৫৭। যে সময় ইস্রাইলীয়গণ ছায়াহীন বৃক্ষাদি শূন্য 'তিহ' নামক প্রান্তরে প্রচন্ড সূর্য্যের কিরণে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হইয়া পড়েন, তখন খোদাতায়ালা হজরত মুছা (আঃ) এর প্রার্থনায় এক শুভ্র সুশীতল এবং সুক্ষ্ম মেঘমালা দ্বারা তাহাদের সুদীর্ঘ অবস্থানকাল অবধি তাহাদের মস্তকের উপর ছায়া প্রদান করিতে থাকেন।

তাহাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রভাত (ছোবহে-ছাদেক) হইতে সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত আকাশ হইতে বরফ সদৃশ 'মান্না' নামক খাদ্য বরিষণ হইত। প্রত্যেক দিবস প্রত্যেকের জন্য চারিসের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, কেবলমাত্র শনিবার দিবসে উহা বরিষণ হইত না, সেইজন্য শুক্রবারে দ্বিগুণ বর্ষিত হইত এবং হজরত মুছা (আঃ) এর আদেশে পর দিবসের জন্য ঐ পরিমাণ 'মান্না' সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত, ইহার অতিরিক্ত সঞ্চয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা ছিল না। সমস্ত দিবস তাহারা উহা চিনি মিশ্রির ন্যায় ভক্ষণ করিতেন।

আরও আল্লাহ্ তাহাদিগের জন্য 'ছালওয়া' নামক এক প্রকার পক্ষী প্রেরণ করিতেন। ইস্রাইলীয়গণ স্ব স্ব পরিবারবর্গের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ ধৃত করিয়া জবাহ্ করিতেন। ইহার অতিরিক্ত ধৃত করিতেন না, তবে শুক্রবারে তৎপর দিবসের জন্য ধৃত করিয়া রাখিতেন, যেহেতু শনিবারে ঐ পক্ষীকূল আসিত না।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, তাহাদের কতক লোক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিক মান্না ও ছালওয়া সংগ্রহ করার জন্য তাঁহার কোপের উপযুক্ত হইয়াছিল এবং বিনাকষ্টে তাহাদের জন্য যে জীবিকা অবতারণ করা হইত, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। আমি তাহাদের ক্ষতি সাধন করি নাই বরং তাহারাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করিয়াছিল।— কঃ, /৩৭০। খাঃ, ১/৫৪।

প্রকাশ থাকে, ইস্রাইলীয়গণ সেই ছায়া ও তৃণলতাশূন্য প্রান্তরে ৪০ বৎসর যাবৎ অবস্থান করার কালে মেঘমালা হইতে তাহারা ছায়া প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু কাদিয়ানি দলেরা ও স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ সাহেব এই জ্বলন্ত সত্যের অপলাপ করিয়া নিজেদের মনগড়া উক্তি অনুসারে মাত্র এক দিন ছায়া দানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

وَ اِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ

شِئْتُمْ رَغَدًا وَّ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّ قُوْلُوْا حِطَّةٌ

نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطٰيٰكُمْ وَ سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ

(৫৯) فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِيْ قِيْلَ لَهُمْ

فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا

كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ

৫৮) এবং যখন আমি বলিয়াছিলাম, এই নগরে প্রবেশ কর, তৎপরে উহা হইতে যে স্থানে ইচ্ছা প্রচুর পরিমাণ ভক্ষণ কর এবং নতশির অবস্থায় দরওয়াজায় প্রবেশ কর এবং বল ; ক্ষমা চাহিতেছি, তাহা হইলে আমি তোমাদের অপরাধ সমূহ মার্জ্জনা করিব, এবং আমি অচিরে সৎকর্ম্মশীলদিগকে অধিক দান করিব।

৫৯) অনন্তর যাহারা অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে যে কথা বলা হইয়াছিল তাহারা তাহা পরিবর্ত্তন করিয়াছে, এইজন্য যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগের উপর আকাশ হইতে শাস্তি অবতারণ করিয়াছি, এই হেতু যে তাহারা অবাধ্যতাচরণ করিত।

টীকা

৫৮/৫৯। শেখ এবনে কছির লিখিয়াছেন, এই নগর বলিয়া কোন্ স্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে, একদল বলেন উহার অর্থ আরিহা, আর একদল বলেন, উহার অর্থ মিশর দেশ, কিন্তু ছহিহ মতে 'বয়তুল' 'মোকাদ্দাছ' মর্ম্ম হইবে।

যখন ইস্রাইলীয়গণ হজরত মুছা (আঃ) এর সঙ্গে মিশর দেশ হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তখন তাহাদিগকে হুকুম করা হইয়াছিল যে, তোমরা হজরত ইয়াকুব (আঃ) এর পিতৃ সম্পত্তি শামের অন্তর্গত পাক জমিনে প্রবেশ করিয়া আমালেকাদের সহিত যুদ্ধ কর, এবং তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন কর কিংবা তাহাদিগকে হত্যা কর ও নিজেরা শামে প্রবেশ করিয়া আবাদ কর, কিন্তু তাহারা মহাশক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ আমালেকাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে সাহসী হইল না, এইজন্য তাহারা 'তিহ' প্রান্তরে অনেক বৎসর যাবৎ অবস্থিতি করিতে বাধ্য হয়। ইস্রাইলীয় বৃদ্ধ লোকেরা, হজরত মুছা ও হজরত হারুণ (আঃ) তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। হজরত মুছা (আঃ) এর পরে হজরত ইউশা (আঃ) পয়গম্বর হন, তিনি ইস্রাইলীয় যুবাগণ সহ ৪০ বৎসর পরে 'তিহ' হইতে বহির্গত

হইয়া আমালেকাদিগের সহিত জেহাদ করেন, আল্লাহ্ তাঁহাদিগের জয়যুক্ত করেন, তাহারা জুম্মার দিবস সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার নিকটবর্ত্তী সময়ে বয়তু ল-মোকাদ্দেছের ইলিয়া নামক স্থান দখল করেন, সেই সময় সূর্য্য অস্তমিত হইতেছিল, এবং শনিবার হওয়ার আশঙ্কায় হজরত ইউশা (আঃ) দোয়া করিলেন, সূর্য্য অস্তমিত হইতে বিলম্ব হইল, তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইলেন এবং আমালেকাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন, তৎপরে সূর্য্য অস্তমিত হইল। সেই সময় ইস্রাইলীয়গণের প্রতি হুকুম হইল যে, তোমরা এই বয়তুল-মোকাদ্দেছে প্রবেশ করিয়া যথা ইচ্ছা প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ভক্ষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে শির নত অবস্থায় উহাতে প্রবেশ কর এবং মৌখিক বল 'মাফ চাহিতেছি, তাহা হইলে খোদা তোমাদের গোনাহ্ সমূহ মার্জ্জনা করিয়া দিবেন, এবং তোমাদিগের 'কাশফ' শক্তি সম্পন্ন বা সজ্জনদিগকে সমধিক সুফল প্রদান করিবেন। ইস্রাইলীয়গণ তদ্বিপরীতে 'শষ্য গুচ্ছের মধ্যে আছে' বলিতে বলিতেনিতম্বের উপর ভর করিয়া পশ্চাদ্দিকে হাটিয়া তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদের এই অত্যাচার অবাধ্যতার জন্য আসমান হইতে মহামারী অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের ৭০ সহস্র লোককে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

হজরত বলিয়াছেন, তাউন (মহামারী) বনি-ইস্রাইলদলের প্রতি শাস্তিরূপে প্রেরিত হইয়াছিল, আর আমার উম্মতের প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ।

৭ম রুকু ও ২ আয়াত—

(٦٠) وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ
بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ

رِزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

(٦١) وَ إِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نَصْبِرَ عَلٰى طَعَامٍ وَّاحِدٍ

فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا

وَ قِثَّائِهَا وَ فُوْمِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا ط قَالَ أَتَسْتَبْدِلُوْنَ

الَّذِيْ هُوَ أَدْنٰى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ ط اِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ

لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ ط وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ ق

وَ بَاءُوْا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ

بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَ يَقْتُلُوْنَ النَّبِيّٖنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط ذٰلِكَ

بِمَا عَصَوْا وَّ كَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ع

৬০) এবং যে সময় মুছা আপন স্বজাতির জন্য পানি চাহিয়া ছিলেন, সেই সময় আমি বলিয়াছিলাম, তুমি স্বীয় যষ্টি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর, ইহাতে উহা হইতে বারটী ঝরণা প্রবাহিত হইলে, অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ঘাট জানিয়া লইল, তোমরা আল্লাহ্‌র (প্রদত্ত) জীবিকা ভক্ষণ কর ও পান কর এবং ভূমিতে বিভ্রাটকারী হইয়া ফিরিও না।

৬১) এবং যে সময় তোমরা বলিয়াছিলে, হে মুছা, আমরা একই প্রকার খাদ্যে কখন ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না, কাজেই তুমি আমাদের (হিতের) জন্য তোমার প্রতিপালককে ডাক, যেন তিনি আমাদের জন্য জমি যাহা উৎপাদন করে; যথা উহার শাকসব্জী, কাঁকুড়, গম, মসুর ও পিয়াজ, উহার কতকাংশ উৎপন্ন করেন। সে ব্যক্তি (মুছা) বলিল, তোমরা কি যে বস্তু উৎকৃষ্ট তাহার সহিত যে বস্তু নিকৃষ্ট তাহার বিনিময় করিতেছ? তোমরা নগরে চলিয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা যাহা চাহিতেছ,

তাহা তোমাদের জন্য হইবে, এবং তাহাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নিক্ষিপ্ত হইল এবং আল্লাহ্‌র কোপের উপযুক্ত হইল, যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করিত এবং অযথা ভাবে পয়গম্বরগণকে বধ করিত, ইহা এই জন্য হইল যে, তাহারা অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল।

টীকা

৬০। ইস্রাইলীয়গণ 'তিহ' প্রান্তরে পিপাসায় অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সময় হজরত মুছা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট তাহাদের জন্য পানি চাহিয়াছিলেন, ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন, তুমি প্রস্তরে যষ্ঠির আঘাত কর, তিনি তাহাই করিলেন, অমনি উহা হইতে দ্বাদশটী ঝরণা নির্গত হইতে লাগিল, ইস্রাইলীয় বার দলের এক এক দল এক এক ঝরণা হইতে পানি লইতেন। বিদ্বানগণ উক্ত প্রস্তর সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, একদল বলেন, একখানা সম দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উর্দ্ধ বিশিষ্ট প্রস্তর হজরত মুছা (আঃ) তুর পর্ব্বত হইতে উহা আনয়ন করিয়াছিলেন। কেহ বলেন, হজরত আদম (আঃ) এই প্রস্তরখানি বেহেশ্‌ত হইতে আনিয়াছিলেন। উহা হজরত সোয়াএব (আঃ) এর নিকট ছিল, তিনি যষ্ঠি সহ ইহা তাঁহাকে দিয়াছিলেন।

আর একদল বলেন, যে প্রস্তরখানা হজরত মুছা (আঃ) এর কাপড় লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। একদল বলেন, ইহা সত্ত্বেও তাঁহার যষ্ঠির আঘাতে যে কোন প্রস্তর হইতে পানি বাহির হইত। যষ্ঠিখানা দশহাত লম্বা ছিল উহা বেহেশতের 'আছ' বৃক্ষের শাখা। হজরত আদম (আঃ) উহা বেহেশ্‌ত হইতে আনিয়াছিলেন।

পাঠক, যেরূপ হজরত মুছা (আঃ) যষ্ঠির আঘাতে প্রস্তর হইতে পানি বাহির করিতেন, সেইরূপ হজরত মহম্মদ (ছাঃ) এর অঙ্গুলী হইতে বারিপাত হইত, ইহা অকাট্ট প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহারা রসায়ন তত্ত্ব অবগত আছেন বা কোন পার্ব্বত্য দেশে গিয়াছেন, তাহারা জানেন যে, বায়ু বা বাষ্প অতিরিক্ত শৈত্যে পানিরূপে পরিণত হয়, ইহা একটা অসম্ভব ব্যাপার নহে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ উন্নত যুগে কাদিয়ানি দল

ও স্যার সৈয়দ আহমদ ছাহেব একজন মহা পয়গম্বর কর্ত্তৃক এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

৬১। ইস্রাইলীয়গণ 'তিহ' প্রান্তরে মান্না ও ছালওয়া এই একই প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া কাঁকুড়, শাক সব্জী, গম, মসুর ও পিয়াজ খাইতে চাহিয়াছিলেন। হজরত মুছা (আঃ) তৎশ্রবণে বলেন, বিনা কষ্টে তোমরা মান্না ও ছালওয়া পাইতেছ, কাজেই ইহা উৎকৃষ্ট বস্তু। আর তোমাদের কথিত ফল শষ্য কায়িক পরিশ্রম করিয়া উৎপদান করিতে হইবে, কাজেই উহা নিকৃষ্ট বিষয়, আর উৎকৃষ্ট বিষয় ত্যাগ করতঃ নিকৃষ্ট বিষয় গ্রহণ করা জ্ঞানিদিগের কার্য্য নহে।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, য়িহুদীরা নবীগণের প্রাণ হত্যা করিয়াছে, খোদার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করিয়াছে, অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়াছে এবং ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, এই জন্য তাহারা খোদার কোপের পাত্র হইয়াছে এবং তাহারা লাঞ্ছিত ও দরিদ্র হইয়া থাকিবে।

৮ম রুকু, ১১ আয়ত।

(٦٢) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَ النَّصٰرٰى
وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ عَمِلَ
صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٦٣) وَ اِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوْا
مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ ج
فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ
(٦٥) وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ ج (٦٦) فَجَعَلْنٰهَا
نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَ مَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

৬২। নিশ্চয় যাহারা ইমান আনিয়াছে, যাহারা ইহুদী হইয়াছে, খ্রীষ্টানগণ এবং সবেইন যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ইমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রতি পালকের নিকট তাহাদের পুরস্কার আছে এবং তাহাদের পক্ষে কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৬৩। এবং যে সময় আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া ছিলাম এবং তোমাদের উপর 'তুর' উঠাইয়াছিলাম, (এই হেতু যে) আমি তোমাদিগকে যাহা প্রদান করিয়াছি, তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং উহাতে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমরা এই আশায় স্মরণ কর যে, তোমরা ধর্ম্মভীরু হইবে।

৬৪। পুনরায় ইহার পরে তোমরা ফিরিয়া গেলে, অনন্তর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও করুণা না থাকিত, তবে অবশ্য তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইতে।

৬৫। এবং অবশ্য অবশ্য তোমরা উক্ত লোকদিগকে জান যাহারা তোমাদের মধ্যে শনিবার সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, অনন্তর তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।

৬৬। তৎপরে আমি উহা তাহাদের সমসাময়িক ও তাহাদের পরবর্ত্তীগণের জন্য শাস্তির নিদর্শন স্বরূপ ও পরহেজগারগণের জন্য উপদেশ করিলাম।

টীকা

৬২। য়িহুদ শব্দ هاد হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ 'তওবা করিয়াছে'। য়িহুদীগণ গোবৎস পূজা হইতে তওবা করিয়াছিল, এই জন্য তাহাদিগকে য়িহুদী বলা হয়। যদি এই শব্দ আরবি হয়, তবে উপরোক্ত প্রকার অর্থ হইবে।

কেহ কেহ বলেন, য়িহুজা হজরত ইয়াকু ব (আঃ) এর প্রথম পুত্রের নাম। তৎপরে উহাকে য়িহুদা শব্দে পরিবর্ত্তন করা হয়। তৎবংশধরগণ উক্ত নামে অভিহিত হন।

নাছারা, নাছারান শব্দের বহুবচন, তাহারা হজরত ইছা (আঃ) এর সহিত নাছরান

কিম্বা নাছেয়া নামক পল্লীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, কিম্বা তাহারা হজরত ইছা (আঃ) এর সাহায্যকারী ছিলেন বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত হন।

ছাবেইন 'ছাবায়া' صبا শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, উহার অর্থ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা। কেহ কেহ বলেন, ফেরেশতা উপাসক বা নক্ষত্রোপাসক শ্রেণীকে ছাবেইন বলা হয়।

এবনে জরিরের ১/১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

"যখন হজরত ছালমান ফার্সি হজরত রাছুল (ছাঃ) কে খ্রীষ্টানদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন উপরোক্ত আয়ত নাজিল হয়। হজরত বলিলেন, যে ব্যক্তি হজরত ইছা (আঃ) এর দীনে থাকিয়া আমার নবুয়তের কথা শুনিবার পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি মুক্তির পথে আছে। আর যে ব্যক্তি আমার নবুয়তের কথা শুনার পরেও আমার উপর ইমান আনিল না, সে ব্যক্তি বিনষ্ট হইবে। যে য়িহুদী হজরত ইছা (আঃ) এর আগমন পূর্ব্বে তওরাতের উপর ইমান আনিয়া হজরত মুছা (আঃ) এর মতানুযায়ী চলিত, সে ব্যক্তি ইমানদার বা মুক্তির অধিকারী হইবে। আর যে ব্যক্তি হজরত ইছা (আঃ) এর আগমনের পরেও তওরাতকে ধরিয়া থাকিয়া তাহার উপর ইমান আনিল না, সে ব্যক্তি বিনষ্ট হইবে। তদ্রূপ যে খ্রীষ্টান হজরত নবী (ছাঃ) এর আগমনের পূর্ব্বে ইঞ্জিলের উপর ইমান রাখিয়া হজরত ইছা (আঃ) এর শরিয়ত অনুযায়ী কার্য্য করিত, সে ব্যক্তি মুক্তির অধিকারী, পক্ষান্তরে যে খ্রীষ্টান হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর আগমনের পরেও ইঞ্জিলকে ধরিয়া রহিল এবং শেষ নবীর উপর ইমান আনিল না, সেই বিনষ্ট হইয়া গেল।

উপরোক্ত আয়তের সার মর্ম্ম এই যে, য়িহুদী, নাছারা, ছাবেইন যে কোন সম্প্রদায় হউক না কেন, প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করার পরে মুক্তির অধিকারী হইবে। ইহার এরূপ অর্থ নহে যে, উপরোক্ত তিন সম্প্রদায় নিজেদের ধর্ম্ম মত পোষণ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইবে।

কোরআনের সুরা আল-এমরানের ১৪ আয়তে আছে;—

ان الدين عند الله الاسلام *

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট (মনোনীত) দীন ইসলাম।"

আরও সুরা আল-এমরানের ৮৪ আয়তে আছে ;—

ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ☆

" এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করে, কখনও উহা তাহা হইতে খোদার (নিকট) গৃহীত হইবে না।"

গোল্ডসেক সাহেব উপরোক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ;—

"এই আয়তের শিক্ষা এই যে, কি য়িহুদী, কি ইসায়ি, কি সাবী, কি মুসলমান কেতাবী মাত্রই নাজাত পাইবে।"

কিন্তু পাঠক, এই আয়তের উপরোক্ত মত কোন মতেই সমর্থিত হয় না, তাহা উপরেই ব্যক্ত হইয়াছে।

৬৩। তুর শব্দের আভিধানিক অর্থ তৃণলতা পূর্ণ পর্ব্বত। আর কেবলমাত্র পর্ব্বতকেও তুর বলা হইয়া থাকে। যে পাহাড়ে হজরত মুছা (আঃ) এর উপর তওরাত নাজিল করা হইয়াছিল, সেই পাহাড়কেও তুর বলা হয়, এস্থলে এই শেষ অর্থ গ্রহণীয়।

"যখন মুছা (আঃ) এর প্রতি তওরাত কেতাব নাজিল হইয়াছিল, তখন তিনি ইস্রাইলীয়দিগকে উহার আদেশ পালন করিতে হুকুম করেন, কিন্তু তাহারা যেহেতু উহাতে কষ্টসাধ্য ব্যবস্থা সমূহ বিধিবদ্ধ আছে, এই জন্য তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন আল্লাহ্ জিবরাইল (আঃ) কে আদেশ করিলেন, তাহাদের মস্তকের তিন মাইল উর্দ্ধে একটি পাহাড় সামিয়ানা সদৃশ উত্তোলন করিয়া তাহাদিগকে বলা হউক যে, তোমরা দৃঢ়রূপে তওরাতের আদেশ পালন কর এবং উহার লিখিত বিষয়গুলি স্মরণ কর, তাহা হইলে ইহজগত ও পরজগতের শাস্তি হইতে নিস্তার পাইবে নচেৎ তোমাদের মস্তকের উপরে এই পর্ব্বত নিক্ষেপ করা হইবে। ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া স্বীকার করিয়া ছেজদায় পতিত হইল, তখন তাহারা উক্ত বিপদ হইতে রক্ষা পাইল।

তৎপরে তাহারা তওরাতকে দগ্ধীভূত, উহার হুকুম অমান্য, নবীগণকে হত্যা, হজরত

মুছা (আঃ) এর অবাধ্যতা, হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস, তাহার হত্যা সাধনের চেষ্টা ও কোরআনের অবিশ্বাস করিয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, যদি আমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তোমাদিগকে শাস্তি প্রদানে অবকাশ না দিতাম, তবে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইতে। কঃ, ১/৩৮৩, খাজেন, ১/৫৭/৫৮।

টিপ্পনী

কাদিয়ানি ও নেচারিদল পর্ব্বত উত্তোলন করাকে অসম্ভব ধারণা করিয়া কোরআনের এই সত্যকে অস্বীকার করিয়া বসিয়া কোরআনের স্পষ্ট স্পষ্ট আয়তের মর্ম্ম বিকৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইস্রাইলীয়গণ পর্ব্বতের নীচে ছিলেন, তাহারা ধারণা করিতেছিল যেন উহা তাহাদের উপর পড়িতেছিল।

পাঠক, ইহাতে তাহারা কোরআনের স্পষ্ট স্পষ্ট আয়তের অর্থ বিকৃত করিতে সাধ্যসাধনা করিয়াছেন, কবির, রুহোল-মায়ানি, রুহোল-বায়ান, মায়ালেম, খাজেন, এবনো-কছির, দোর্রেল মনছুর, তাবারি, বয়জবি ইত্যাদি জগতের সমস্ত তফছিরে উহার অর্থ পর্ব্বত উত্তোলন বলিয়া লিখিত আছে। য়িহুদীদিগের আবোদা ছারা ইত্যাদি কেতাবে ঠিক পর্ব্বত উত্তোলন করার কথা স্বীকার করা হইয়াছে।

যে ইমানদার বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ এই আসমান, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহ বরং এই জমিকে শূন্যে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তুর পর্ব্বত অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ ভারি, সে বলিবে তুর পর্ব্বতকে শূন্যে ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অতি সহজ। মেশকাতের ৫২৩ পৃষ্ঠায় সহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটী হাদিছে আছে, হজরত বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট একজন ফেরেশ্‌তা দুইটী পর্ব্বত উত্তোলন করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

৬৫। তওরাত কেতাবে ইস্রাইল সন্তানগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করা হইয়াছিল, যে তোমরা শনিবার দিবসে পার্থিব কোন কার্য্য করিবে না, কেবল খোদার এবাদতে নিমগ্ন থাকিবে, উহাদিগের মধ্যে একদল লোক সমুদ্র তীরে 'আএলা' নামক শহরে বাস করিত। তাহারা এইরূপ পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিল, যে, শনিবার দিবসে অপর্য্যাপ্ত

পরিমাণ মৎস্য নদীর তীরে পানির উপর ভাসমান হইত, কিন্তু দিবসে ঐ দিবসে মৎস্য শিকার হারাম হওয়ায় উহা ধৃত করিতে না পারায় ইস্রাইলীয়গণ মর্ম্মাহত হইত। রবিবারে একটী মৎস্য ও ভাসমান থাকিত না। তখন তাহারা তাহাদের জ্ঞানিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শুক্রবারের শেষ বেলায় নদী তীরে পয়ঃ প্রণালী প্রস্তুত করিত শনিবারের প্রভাতে তথায় মৎস্য সংগৃহিত হইলে, উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত এবং রবিবারের প্রাতে উহা ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহারা ৪০ কিম্বা ৭০ বৎসর কাল এই রূপ ষড়যন্ত্র করিয়া মৎস্য ধৃত করিতে রহিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও খোদা যখন তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিলেন না, তখন তাহারা মনে করিল যে এই কার্য্যটী আমাদের জন্য হালাল হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হজরত দাউদ (আঃ) এর জামানায় তাহাদিগকে শাস্তির ভয় দেখাইয়া এই কার্য্য হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হয়, কিন্তু তাহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরোক্তভাবে মৎস্য ধরিতে থাকে। তৎপরে হজরত দাউদ (আঃ) তাহাদিগের জন্য বদ দোয়া ও অভিসম্পাত করেন, খোদাতায়ালা তাহার দোয়া কবুল করিয়া বলিলেন, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও। তাহারা তাহাই হইয়া গেল এবং তিন দিবস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তাহারা সর্ব্বসমেত ৭০ সহস্র লোক ছিল, তন্মধ্যে ১২ সহস্র লোক এই কার্য্য করিত না এবং ইহার প্রতিবাদ করিত এবং তাহারা বলিতে লাগিল যে, আমরা এক পল্লীতে তাহাদের সঙ্গে বাস করিব না, এইহেতু একটী প্রাচীর দ্বারা নিজেদিগকে পৃথক করিয়া লইল। একদিবস গোনাহগারেরা কেহই তাহাদের বাটী হইতে বহির্গত হইল না এবং দ্বার খুলিল না। অবশেষে পয়গম্বরের অনুগত দল তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহারা সমস্তই বানর হইয়া গিয়াছে। তাহাদের এইরূপ পরিবর্ত্তন কোরআন ও আসমানি কেতাব সমূহ হইতে নিঃসন্দেহ ভাবে সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু একদল মো'তাজেলা সম্প্রদায় এই ঘটনাকে অস্বীকার করিয়া প্রকাশ্য আয়তগুলির এই রূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া থাকে যে, তাহাদের অন্তর বিকৃত হইয়াছিল, তাহাদের এইরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অলীক। কাদিয়ানি ও নেচারিদল মো'তাজেলাদিগের উপরোক্ত বাতীল মত ধারণা করিয়া কোরআনের অর্থ পরিবর্ত্তন করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন।

(٦٧) وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْ مُرُكُمْ

اَنْ تَذْ بَحُوْا بَقَرَةً – قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا – قَالَ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ –(٦٨) قَالُوْا

ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا هِيَ – قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ

اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَّ لَا بِكْرٌ – عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ –

فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ (٦٩) قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا – قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا

بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ – فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النّٰظِرِيْنَ –

(٧٠)قَالُوْا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَاهِيَ – اِنَّ

الْبَقَرَ تَشٰبَهَ عَلَيْنَا – وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ

(٧١) قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ

وَ لَا تَسْقِى الْحَرْثَ – مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا –

قَالُوا الْئٰنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ –فَذَ بَحُوْهَا وَ مَا

كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ

৬৭) এবং যখন মুছা আপন সম্প্রদায়কে বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে, তোমরা একটী গরু জবাহ কর। তাহারা বলিয়াছিল, তুমি কি আমাদিগকে বিদ্রুপ করিতেছ? সে বলিল, আমি মুর্খদের দলভুক্ত (না) হই, এজন্য

আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

৬৮। তাহারা বলিল তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতি পালককে ডাক, তিনি যেন আমাদিগকে বর্ণনা করেন যে, উহা কি? সে বলিল, নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, অবশ্য উহা একটী গরু—বৃদ্ধ নয় এবং শাবক নয় — এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী, অতএব তোমরা যাহা আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাই কর।

৬৯) তাহারা বলিল, তুমি আমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি যেন উহার রং কি, তাহা আমাদিগকে বর্ণনা করেন। সে বলিল যে, নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন যে, উহা গাঢ়তম জরদ রং বিশিষ্ট গরু — যাহা দর্শকগণকে আনন্দিত করে।

৭০) তাহারা বলিল, তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে ডাক, উহা কি, তিনি যেন আমাদিগকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় গরু আমাদের প্রতি অনির্দ্ধিষ্ট (অস্পষ্ট) হইয়া পড়িয়াছে এবং যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন, তবে অবশ্য অবশ্য আমরা সুপথ প্রাপ্ত হইব।

৭১) সে বলিল, নিশ্চয় তিনি বলিতেছেন, অবশ্য উহা এরূপ একটী সুস্থকায় নির্দ্দোষ, — গরু যাহা ভূমি কর্ষন করার কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় নাই এবং ক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করে না। তাহারা বলিল, এখন তুমি সত্য আনয়ন করিয়াছ, তৎপরে তাহারা উহা জবেহ্ করিল এবং তাহারা (উহা) করিতে ইচ্ছা করিতেছিল না।

টীকা

৬৭। ইস্রাইলীয়দিগের মধ্যে একজন সজ্জন লোক ছিল, তাহার একটী গো-শাবক ছিল। সে মৃত্যুকালে নিজের শিশু সন্তানের জন্য উক্ত শাবকটী কোন বনে আল্লাহ্‌তায়ালার উপর সমর্পন করিয়া রাখিয়া যায়। তাহার স্ত্রী উক্ত নাবালেগের প্রতিপালন করিতে থাকে, সেই সন্তানটী যুবক হইয়া এরূপ সচ্চরিত্র হইল যে, আপন বৃদ্ধা মাতার বিস্তর সেবা ভক্তি করিত। এক দিবস উক্ত স্ত্রীলোকটী সন্তানকে বলিল যে, তোমার পিতা একটী গরু অমুক বনে আল্লাহ্‌তায়ালার রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি উক্ত

গরুটী ঐরূপ রক্ষণাবেক্ষণের সহিত আনয়ন কর। সে বনে গিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার নাম স্মরণ করিয়া উক্ত গরুকে ডাকিল, ইহাতে সে দেখিতে পাইল যে,বনের মধ্য হইতে একটী সুস্থকায় শক্তিশালী জরদ রং বিশিষ্ট সুশ্রী নির্দ্দোষ গরু শিক্ষিত পশুর ন্যায় সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পথিমধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালার মহিমা বলে গরুটি বাক্‌শক্তি সম্পন্ন হইয়া বলিতে লাগিল, হে সজ্জন মাতার সেবক, তুমি কেন পদব্রজে চলিতেছ? আমার উপর অরোহণ কর। সে ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, হে সৎ পশু, আমার মাতা তোমার উপর আরোহণ করিতে হুকুম করেন নাই। গরু বলিল, তুমি উত্তমকার্য্য করিয়াছ; যদি তুমি আমার উপর আরোহণ করিতে, তবে আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া বনে চলিয়া যাইতাম। সে উহাকে মাতার নিকট আনিলে, তিনি পরিজনের জীবিকার জন্য উহা বাজারে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়া বলিলেন, গরুর মূল্য যাহা হউক আমার পরামর্শে ব্যতিরেকে উহা বিক্রয় করিবে না। সে গরুটী বাজারে লইয়া গেলে একব্যক্তি কিছু মূল্য দিতে চাহিল। সে বলিল আমার মাতার নিকট হইতে জানিয়া আসি। ক্রেতা বলিল, তুমি জিজ্ঞাসা করিও না, তোমাকে দ্বিগুণ মূল্য দিব। সে তাহা শুনিল না। অবশেষে তাহার মাতা মূল্য বৃদ্ধিকারীর নিকট এসম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল। ইনি উক্ত স্ত্রীলোককে ছালাম জানাইয়া বলিয়া পাঠাইল যে, সে যেন এই গরুটী বিক্রয় না করে, কারণ ইস্রাইলীয়গণের ইহার আবশ্যক হইবে, সেই সময় যেন উহার সমওজন স্বর্ণমুদ্রা লইয়া বিক্রয় করে। ইস্রাইলীয়দিগের মধ্যে একজন অর্থশালী লোক ছিল, তাহার সন্তান ছিল না।, কেবল তাহার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল, সে অর্থের লোভে উক্ত চাচাকে হত্যা করিয়া অন্য পল্লীতে রাখিয়া আসিল। প্রভাতে উঠিয়া তাহার চাচা নিরুদ্দেশ হইয়াছে বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে চেষ্টা করিতে করিতে অন্য গ্রামে উক্ত লাশকে পাইয়া তাহাদিগের উপর প্রাণ হত্যার দাবী করিতে লাগিল। তাহারা আপনাদিগকে নির্দ্দোষ বলিল, ইহাতে উভয় পল্লীবাসিগণের মধ্যে সংগ্রাম হওয়ার আশঙ্কা হইতে ছিল। অবশেষে উভয় দলের জ্ঞানিগণ হজরত মুছা (আঃ) এর নিকট হত্যাকারী নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। তিনি দোওয়া করিলে, আল্লাহ্‌তায়ালা হুকুম পাঠাইলেন যে, তুমি তোমার স্বজাতিকে একটী গরু কোরবাণী করিতে বল। উহার

একটু মাংস দ্বারা মৃতকে আঘাত করিলে, মৃত জীবিত হইয়া হত্যাকারীর সন্ধান বলিয়া দিবে। ইস্রাইলীয়গণ বলিলেন, আপনি কি আমাদের সহিত উপহাস করিতেছেন? তিনি বলিলেন, উপহাস করা মূর্খতা, আমি কি এইরূপ মূর্খতা করিতে পারি? খোদার নিকট এইরূপ অহিত কার্য্য হইতে নিষ্কৃতি প্রার্থনা করি।

৬৮। ইস্রাইলীয়গণ বলিলেন, আপনি খোদার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, উক্ত গরুর কি বয়স হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আল্লাহ্ বলিতেছেন, উক্ত গরু বৃদ্ধ না হয়,শাবক না হয়, বরং মধ্যম বয়সের হইবে। এক্ষণে তোমাদের উপর যে হুকুম করা হইয়াছে তাহা প্রতিপালন কর।

হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, তাহারা প্রশ্ন না করিয়া কোন একটী গরু জবাহ করিলে যথেষ্ট হইত, কিন্তু তাহারা যতই জটিলভাব আনয়ন করিতে লাগিল, আল্লাহ্তায়ালা ততই তাহাদের উপর কঠোরভাব অবলম্বন করিলেন।

৬৯। দ্বিতীয় বার ইস্রাইলীয়গণ বলিলেন, হে মুছা, আপনি খোদার নিকট জিজ্ঞাসা করুন, উক্ত গরুর রং কি হইবে? তিনি বলিলেন, উহার রং গাঢ় জরদ হইবে — যাহা দর্শন করিলে আনন্দ বর্দ্ধিত হয়।

৭০। তৃতীয় বার ইস্রাইলীয়গণ বলিলেন, আপনি খোদাকে জিজ্ঞাসা করুন, উহা কোন প্রকৃতির হইবে? গরুটী আমাদের পক্ষে এখনও অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি খোদা করেন, তবে আমরা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইব।

যদি তাহারা "আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন" ইহা না বলিত, তবে কেয়ামত অবধি উহা নির্দ্দেশ করিতে পারিত না।

হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ বলিতেছেন, উহা এরূপ গরু হওয়া চাই, যাহা এখনও জমি কর্ষণ করিতে নিযুক্ত করা হয় নাই, ক্ষেত্রে পানি সিঞ্চন করে নাই, সুস্থদেহী হয় এবং নির্দ্দোষ হয়। তাহারা বলিল, এইবার আপনি উহার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্রাইলীয়গণ এই হুকুম পাইয়া উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন গরু সন্ধান করিতে লাগিল, অবশেষে অনেক সন্ধানের পরে মাতার সেবাকারী সেই সৎলোকের

নিকট উক্ত প্রকার গরু পাইলেন, সে ব্যক্তি দ্বিগুণ চারিগুণ অধিক মূল্যেও উহা বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিল। অবশেষে তাহারা উহার চর্ম্ম-পূর্ণ সুবর্ণ মুদ্রা দ্বারা উহা ক্রয় করিয়া লইলেন।

তৎপরে তাহারা উহা জবাহ করিলেন, কিন্তু উহা তাহাদের জবাহ্ করার ইচ্ছা ছিল না। এই হেতু তাহারা বারম্বার প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছিলেন।

৯ম রুকু ও ১১ আয়ত।

وَ اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْ تُمْ فِيْهَا – وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (٧٣) فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا – كَذٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

৭২। এবং যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে বধ করিলে, পরে তোমরা তৎসম্বন্ধে বিরোধ করিতেছিলে এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে, আল্লাহ্ তাহার প্রকাশকারী, ৭৩) তখন আমি বলিয়াছিলাম, তোমরা উহার একাংশ দ্বারা উক্ত মৃতকে আঘাত কর, এইরূপ আল্লাহ্ মৃতদিগকে জীবিত করেন এবং নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদিগকে দেখাইয়া থাকেন, আশা করা যায় যে, তোমরা বুঝিতে পারিবে।

টীকা

৭২/৭৩। হে ইস্রাইলীয়গণ তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলে, তৎপরে একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করিতেছিল বা একে অন্যের নির্দ্দোষিতা প্রকাশ করিতেছিলে, তোমরা যাহা গোপন করার চেষ্টা করিতেছিলে, আল্লাহ্ তাহা নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যক্ত করিয়া দিলেন, তিনি বলিলেন, হত গরুর কিছু মাংস দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপর আঘাত কর, তাহা করিলে, মৃত জীবিত হইয়া বলিল, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে হত্যা করিয়াছে, তৎপরে সে পুনরায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন লোকে হত্যাকারীকে

মৃত করিয়া হত্যা করে। আল্লাহ্ বলেন, আমি এইরূপ মৃত জীবিত করিয়া থাকি এবং তোমরা বুঝিতে পারিবে বলিয়া আমি নিদর্শন সমুহ প্রকাশ করিয়া থাকি। —তাঃ ১/২৭৩।

একটী হাদিছে আছে; — যদি কেহ একটী কঠিন প্রস্তরের মধ্যে থাকিয়া কোন কার্য্য করে এবং উহার কোন দরওয়াজা ও জানালা না থাকে, তবু আল্লাহ্ তাহার কার্য্যটী লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিবেন। যাহার অন্তরে ভাল মন্দ যাহা কিছু থাকে, আল্লাহ্ উহা আবরণ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিবেন।

আর জইফ ছনদের একটী হাদিছে আছে, হজরত বলিয়াছেন, ইমানদার ঐ ব্যক্তিকে বলা যাইবে যে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সুখ্যাতিতে তাহার অন্তর বিমোহিত হইবে। যদি কোন ব্যক্তি ৭০টী কামরার মধ্যবর্ত্তী কামরাতে পরহেজগারি করে, প্রত্যেক কামরাতে লৌহের দরওয়াজা আবদ্ধ করা হয়, তবু আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন। সে যাহা করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক সুযশঃ লাভ করিবে। সাহাবাগণ বলিলেন, তাহার কার্য্য অপেক্ষা সমধিক সুখ্যাতি লাভ করার কারণ কি? হজরত বলিলেন, পরহেজগার শক্তি পাইলে, অপেক্ষাকৃত অধিক পরহেজগারি করার বাসনা রাখে, এই জন্য আল্লাহ্ তাহার এই নিয়তের (সঙ্কল্পের) জন্য অধিক সুযশঃ প্রচার করিয়া থাকেন। এইরূপ কু-ক্রিয়াশীল উপরোক্ত প্রকার নিভৃত কক্ষে কোন কুকার্য্য করিলে, তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তদপেক্ষা অধিক কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে। — আজিঃ ২৮৮/২৮৯।

খোদাতায়ালা একজন নবীকে একটী পাত্র মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হুকুম করেন, উহা বাহির হইয়া পড়ে, তৎপরে তিনি যতই গভীর গর্ত্তে উহা প্রোথিত করিতে চেষ্টা করেন, উহা বাহির হইয়া পড়ে। তোমার ভাল মন্দ কার্য্যের অবস্থা তুমি যতই উহা গোপনে কর না কেন, আল্লাহ্ উহা প্রকাশ করিয়া দিবেন।

এস্থলে কাদিয়ানি ও নেচারি দল মৃত জীবিত হওয়া অসম্ভব ধারণা করিয়া কোরআনের অর্থ পরিবর্ত্তন ও সমস্ত তফছিরকে অপ্রমান্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ কোরআন শরিফের যে কোন স্থলে মৃত জীবিত করার কথা আছে, এই দল উহার বিকৃত অর্থ করিয়া লোকের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন।

মেশকাতের ৫৪১/৫৪২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, একটী য়িহুদী স্ত্রীলোক হজরত

নবী (ছাঃ) কে বিষ মিশ্রিত ছাগলের মাংস ভক্ষণ করিতে দিয়াছিল, উক্ত মাংস জীবিত হইয়া হজরতকে উহা ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। এইরূপ তাঁহার উম্মতভুক্ত হজরত আবদুল কাদের জিলানি (কোঃ) মৃত জীবিত করিতেন, ইহা এরূপ অকাট্য সত্য ঘটনা যাহা অস্বীকার করা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(٧٤) ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْاَشَدُّ قَسْوَةً – وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ – وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ – وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ – وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

৭৪। পুনরায় ইহার পরে তোমাদের অন্তর সমূহ কঠিন হইয়া পড়ে, অনন্তর উহা প্রস্তরের তুল্য কিম্বা কাঠিন্যে তদপেক্ষা অধিক এবং সত্য সত্যই প্রস্তর সকলের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে তাহা হইতে ঝরণা নির্গত হয় ও সত্য সত্যই উক্ত প্রস্তরগুলির মধ্যে কতক এরূপ আছে যে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তৎপরে উহা হইতে পানি বাহির হয় ও অবশ্য অবশ্য উক্ত প্রস্তর রাশির মধ্যে কতক এরূপ আছে যাহা আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়ে নীচে পতিত হয় এবং তোমরা যাহা করিতেছ আল্লাহ্ তাহা হইতে অসর্তক নহেন।

টীকা

৭৪। এই আয়তে আল্লাহ্ বলিতেছেন, উল্লিখিত প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখা সত্ত্বেও ইস্রাইলীয়গণের হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠিন বা তদপেক্ষা সমধিক কঠিন হইয়া গিয়াছিল; কারণ প্রস্তর আল্লাহ্‌তায়ালার ভয় করিয়া থাকে, উহা উচ্চ স্থান হইতে তাঁহার

ভয়ে নিম্নস্থানে পড়িয়া যায়, যখন হজরত মুছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে খোদাতায়ালাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই সময় উহার প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছিল। প্রস্তর হইতে পানি ও ঝরণা প্রকাশিত হয়, কিন্তু লোকের পাষাণ হৃদয় বিগলিত হয় না।

কাদিয়ানি ও নেচারিদল প্রস্তর হইতে পানি ও ঝরণা নির্গত হওয়া অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু প্রস্তরের আল্লাহ্‌তায়ালার ভয়ে বিদীর্ণ হওয়া বা উচ্চস্থল হইতে নিম্নে পতিত হওয়া অস্বীকার করেন, কিন্তু আমরা বলি, বর্ত্তমান রসায়ন তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তরুলতা, প্রস্তর ইত্যাদি প্রত্যেক বস্তুর অনুভব শক্তি বা একপ্রকার জড়জীবন আছে। কোরআন ইহার ১৩ শতাব্দীর অধিক হইল বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন;—

كل قد علم صلوته و تسبيحهم

"প্রত্যেক বস্তু নিজ নিজ নামাজ ও তছবিহ্ অবগত হইয়াছে।"

আরও কোরআনে আছে;—

وان من شيء الا يسبح بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم

"প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ্‌তায়ালার তছবিহ পাঠ ও প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তোমরা তাহাদের তছবিহ বুঝিতে পার না।"

এই অনুভব শক্তির জন্য হান্নানা নামক স্তম্ভ হজরতের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ক্রন্দন করিয়াছিল। কতকগুলি প্রস্তর হজরতকে ছালাম করিত। কতকগুলি কঙ্কর হজরত নবী (ছাঃ) ও তাঁহার কয়েকজন সাহাবার হস্তে সজোরে তছবিহ পাঠ করিয়াছিল। ছবির নামক পর্ব্বত হজরত (সাঃ) এর সহিত কথা বলিয়াছিল।

(٧٥) اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَ هُمْ

(৭৫) اَفَتَطۡمَعُوۡنَ اَنۡ یُّؤۡمِنُوۡا لَکُمۡ وَ قَدۡ کَانَ فَرِیۡقٌ مِّنۡهُمۡ یَسۡمَعُوۡنَ کَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ یُحَرِّفُوۡنَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِ مَا عَقَلُوۡهُ وَ هُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ (৭৬) وَ اِذَا لَقُوا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قَالُوۡۤا اٰمَنَّا ۚۖ وَ اِذَا خَلَا بَعۡضُهُمۡ اِلٰی بَعۡضٍ قَالُوۡۤا اَتُحَدِّثُوۡنَهُمۡ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَیۡکُمۡ لِیُحَآجُّوۡکُمۡ بِهٖ عِنۡدَ رَبِّکُمۡ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ (৭৭) اَوَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ اَنَّ اللّٰهَ یَعۡلَمُ مَا یُسِرُّوۡنَ وَ مَا یُعۡلِنُوۡنَ (৭৮) وَ مِنۡهُمۡ اُمِّیُّوۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ الۡکِتٰبَ اِلَّاۤ اَمَانِیَّ وَ اِنۡ هُمۡ اِلَّا یَظُنُّوۡنَ (৭৯) فَوَیۡلٌ لِّلَّذِیۡنَ یَکۡتُبُوۡنَ الۡکِتٰبَ بِاَیۡدِیۡهِمۡ ٭ ثُمَّ یَقُوۡلُوۡنَ هٰذَا مِنۡ عِنۡدِ اللّٰهِ لِیَشۡتَرُوۡا بِهٖ ثَمَنًا قَلِیۡلًا ؕ فَوَیۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا کَتَبَتۡ اَیۡدِیۡهِمۡ وَ وَیۡلٌ لَّهُمۡ مِّمَّا یَکۡسِبُوۡنَ (৮০) وَ قَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَیَّامًا مَّعۡدُوۡدَۃً ؕ قُلۡ اَتَّخَذۡتُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ عَهۡدًا فَلَنۡ یُّخۡلِفَ اللّٰهُ عَهۡدَهٗۤ اَمۡ تَقُوۡلُوۡنَ عَلَی اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ (৮১) بَلٰی مَنۡ کَسَبَ سَیِّئَۃً وَّ اَحَاطَتۡ بِهٖ خَطِیۡٓـــَٔتُهٗ فَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ (৮২) وَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ الۡجَنَّۃِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ ٭

৭৫। তোমরা কি আশা কর যে, তাহারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে? অথচ তাহাদের মধ্যে একদল আল্লাহ্‌র কালাম শুনিত, তৎপরে তাহারা উহা বুঝিবার পরে এমতাবস্থায় উহা পরিবর্ত্তন করিত যে, তাহারা (উহা) জানিত। ৭৬) এবং যে সময় তাহারা ইমানদারগণের সহিত সাক্ষাত করে, তখন বলে, আমরা ইমান আনিয়াছি, আর যে সময় তাহাদের একে অন্যের সহিত নির্জ্জনে থাকে, তখন বলে, আল্লাহ্ যাহা তোমাদের প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কি তোমরা উহাদিগকে বলিয়া দিতেছ? ফলে

তাহারা তদ্দ্বারা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রমাণ পেশ করিয়া বিরোধ করিতে পারিবে, তোমরা (ইহা) কি বুঝিতে পার না? ৭৭) তাহারা কি ইহা জানে না যে, তাহারা যাহা গোপন করিতেছে এবং যাহা প্রকাশ করিতেছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহা জানেন। ৭৮) আর তাহাদের মধ্যে কতক নিরক্ষর লোক আছে — যাহারা কামনা সমূহ (ভিত্তিহীন ধারণা সমূহ) ব্যতীত গ্রন্থ জানে না এবং তাহারা কল্পনা ব্যতীত করে না। ৭৯) উহাদের জন্য পরিতাপ যাহারা স্বহস্তে কেতাব লিখিয়া থাকে, তৎপরে বলিয়া থাকে যে, ইহা আল্লাহ্তায়ালার পক্ষ হইতে (অবতীর্ণ হইয়াছে), উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা অল্প মূল্য উপার্জ্জন করে; কাজেই যাহা তাহাদের হস্ত সকল লিখিয়াছে, সেইহেতু তাহাদের জন্য পরিতাপ। এবং যাহারা উপার্জন করিতেছে, সে কারণ তাহাদের জন্য পরিতাপ। ৮০) এবং তাহারা বলিয়াছে, নির্দ্ধারিত কয়েক দিবস ব্যতীত কখনও অগ্নি আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। তুমি বল, তোমরা কি খোদাতায়ালার নিকট হইতে অঙ্গীকার লইয়াছ যে, আল্লাহ্ কখনও নিজের অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিবেন না? অথবা যাহা তোমরা জান না তাহা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করিতেছ।

৮১। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি গোনাহ্ সঞ্চয় করিয়াছে, এবং যাহার গোনাহ্ তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছে, ফলতঃ তাহারাই দোজখের অধিবাসী হইবে, তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

৮২। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবংসৎকার্য্য গুলির অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারা বেহেশতের অধিবাসী হইবে, তাহারা উহাতে চিরস্থায়ী হইবে।

টীকা

৭৫। শেষ নবী এবং তাঁহার উম্মতগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, যখন য়িহুদীদিগের বিদ্বানগণ তওরাত শ্রবণ করিয়া এবং উহা বুঝিয়া ও জানিয়া তওরাত পরিবর্ত্তন করিত, তখন তাহারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে, ইহা কি তোমরা আশা রাখিতে পার?

৭৬। যখন কপট য়িহুদীগণ মুসলমানগণের সহিত সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা

বিশ্বাস করি যে, তোমরা সত্যপথে আছ এবং তোমাদের রাছুলের আগমন সংবাদ তওরাতে উল্লিখিত হইয়াছে।

আর যখন তাহারা অন্যান্য য়িহুদীগণের সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করে, তখন ইহারা উক্ত কপট য়িহুদীগণকে বলে, আল্লাহ্ তওরাতে মোহাম্মদ (ছাঃ) এর গুণাবলীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তোমরা মুসলমানগণের নিকট প্রকাশ কর কেন? ইহাতে ফল এই হইবে যে, তাহারা কেয়ামতে খোদার নিকট এই প্রমাণ পেশ করিয়া আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিবে যে, খোদা, এই য়িহুদীগণ নিজ মুখে তওরাত কেতাবে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রেরিতত্ব ও গুণাবলী উল্লিখিত থাকার কথা দুন্ইয়ায় আমাদের নিটক প্রকাশ করিয়াছিল, ইহা সত্ত্বেও তাহারা এই শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনে নাই। এইরূপ স্পষ্ট কথা তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না?

৭৭। এই কপট য়িহুদীগণ, তিরস্কারকারী য়িহুদীগণ, বা তহরিফকারীগণ কি জানে না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের অন্তর নিহিত বা প্রকাশ্য কথা গুলি সমস্তই অবগত আছেন।

৭৮। উপরোক্ত বিদ্বান য়িহুদীগণ ব্যতীত আর একদল নিরক্ষর য়িহুদী আছে, তাহারা তওরাত সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ, য়িহুদীগণ ব্যতীত কেহ বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহারা দোজখে প্রবেশ করিলেও কেবল ৪০ দিনের জন্য তথায় থাকিবে তাহারা এই ধরণের কতকগুলি বাতীল কামনা ও অমূলক ধারণাহৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে ও তাহারা কেবল কল্পনার অনুগামী হইয়া থাকে।

৭৯। যে য়িহুদীগণ পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের হস্ত লিখিত কথাগুলিকে আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত কেতাব বলিয়া প্রচার করে, তাহারা এই জাল কথা খোদার কথা বলিয়া প্রচার করার এবং অর্থ সংগ্রহ করার জন্য পরিতাপের পাত্র, আর তাহারা এই কু-ক্রিয়ার জন্য দোজখের 'অএল' নামক স্থানে পতিত হইবে। দোজখের একটী গভীর কূপকে 'অএল' বলিয়া অভিহিত করা হয়, উহাতে দোজখিদের পুঁজ রক্ত সংগৃহিত হয়, আরও যদি উহাতে পর্ব্বতমালাকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে উহার ভীষণ অগ্নিতে উহা

ভষ্মীভূত হইয়া যাইবে।

৭৫ ও ৭৯ আয়তে বুঝ যায় যে, য়িহুদীরা তওরাত কেতাবে তহরিফ করিত, এই তহরিফ দুই প্রকার হইতে পারে, তওরাতের শব্দ পরিবর্ত্তন করা ও দ্বিতীয় উহার মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করা উপরোক্ত আয়তদ্বয়ের তাহাদের উভয় প্রকার তহরিফ করা সপ্রমাণ হয়।

টিপ্পনী;— গোল্ডসেক সাহেব এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন যে, তফছিরে বয়জবি, দোর্রো-মনছুর, কবির ও মোজেহোল কোরআনে লিখিত আছে;— "য়িহুদীরা তওরাতের মূল শব্দ পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই, বরং তাহারা উহার মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিত।

আমাদের উত্তর

তফছিরে-দোর্রো-মনছুরের ১/৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

لانهم حرفوا التوراة زادوا فيها ما احبوا و محوا منها ما كانوا يكرهون ومحوا اسم محمد

"য়িহুদীরা তওরাত পবিবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারা যাহা উত্তম মনে করিয়াছিল, উহাতে তাহা যোগ করিয়াছিল। আর যাহা না পছন্দ করিত, তাহা উহা হইতে লোপ করিয়াছিল। তাহারা মোহাম্মদের নাম লোপ করিয়াছিল।"

তফছিরে-বয়জবির ২/১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে;—

اي يميلوته عن مواضعه التى وضعه الله فيها اما لفظا

با هماله اوتغيير و ضعه و اما معني على غير المراد و

اجرائه في غيرمورده

এস্থলে তিনি বলিয়াছেন, যীহুদীরা শব্দ পরিবর্ত্তন ও অর্থ পরিবর্ত্তন উভয় প্রকার তহরিফ করিত।

আরও তিনি ১।১৬৪ পৃষ্ঠায় উভয় প্রকার তহরিফ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ১।৩৯৯ পৃষ্ঠায় উভয় প্রকার তহরিফের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কাজেই গোল্ডসেক সাহেবের দাবী একেবারে বাতীল।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই সুরার পরিশিষ্ট পাঠ করিলে, বুঝিতে পারিবেন।

৮০। যীহুদীরা বলিয়া থাকে, যে ৪০ দিবস আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ গো বৎস পূজা করিয়াছিল, আমরা কেবল সেই ৪০ দিবস দোজখে থাকিব। তৎপরে নিষ্কৃতি পাইয়া বেহেশতে পৌঁছিব। আর একদল বলে যে দুন্ইয়ার আয়ু ৭ সহস্র বৎসর, আমরা প্রত্যেক সহস্রে এক এক দিন দোজখে থাকিব। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, তোমরা কি আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইয়াছ যে, তিনি উহা ভঙ্গ করিতে পারিবে না? বরং তোমরা আল্লাহতায়ালার প্রতি মিথ্যারোপ করিতেছ?

৮১। হ্যাঁ, যে য়ীহুদীরা কু-ক্রিয়া করিয়াছে এবং তাহাদের গোনাহ্ তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই চির দোজখবাসী হইবে।

গোনাহ্ পরিবেষ্টন করার অর্থ কাফেরি করা। অর্থাৎ যে য়ীহুদীরা হজরত ইছা ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এই নবীদ্বয়ের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়াছে, তাহারা চিরদোজখবাসী হইবে। ইহা বয়জবির মর্ম্ম।

কবিরে আছে ;— শেরেক কাফেরি ব্যতীত কোন পাপ করিলে, চিরদোজখী হইবে না। ইহা য়িহুদীগণের সম্বন্ধে নাজিল হইলেও প্রত্যেক লোকের প্রতি প্রযোজ্য হইবে।

এই আয়তের ইহা অর্থ নহে যে কোন পাপ করিলেই চিরদোজখি হইবে।

৮২। যাহারা ইমান ও আমলে পরিপক্ক, তাহারা চির বেহেশতী হইবে।

১০ রুকু ও ৪ আয়ত।

(٨٣) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْٓ اِسْرَاۤئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ
اِلَّا اللّٰهَ —وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا
الزَّكٰوةَ ۚ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَ اَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ
(٨٤) وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَآءَكُمْ وَ لَا تُخْرِجُوْنَ
اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَ اَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَ - ثُمَّ اَنْتُمْ
هٰٓؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ تُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز
تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ
الْكِتٰبِ وَ تَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ
اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى
اَشَدِّ الْعَذَابِ ۚ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ
(٨٦) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ز
فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ع

৮৩। এবং যে সময়য় আমি ইস্রাইলীয়গণ হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত (কাহারও) উপাসনা (এবাদাত) করিবে না এবং পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন ও পিতৃহীন সন্তান ও দরিদ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহর করিবে এবং তোমরা লোকের সহিত উৎকৃষ্ট কথা বল ও নামাজের রক্ষণাবেক্ষণ কর ও জাকাত প্রদান কর, তৎপরে তোমরা অল্প সংখ্যক ব্যতীত অবাধ্য অবস্থায় বিমুখ হইলে।

৮৪। আর যে সময় আমি তোমাদের নিকট হইতে দৃঢ় অঙ্গীকার লইয়াছিলাম যে, তোমরা পরস্পরে রক্তপাত করিবে না এবং আপন লোকদিগকে আপন গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবে না, তৎপরে তোমরা স্বীকারোক্তি করিয়াছিলে, অথচ তোমরা

সাক্ষী ছিলে।

৮৫। তৎপরে তোমরাই নিজের লোকদিগকে হত্যা করিতেছ এবং তোমাদের একদলকে তাহাদের গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিতেছ, অথচ গোনাহ্ ও শত্রুতা সহকারে তাহাদের উর আক্রমণ করিতেছ, আর যদি তোমাদের নিকট বন্দী হইয়া উপস্থিত হয়, তবে তোমরা তাহাদের বিনিময় প্রদান করিয়া থাক, অথচ তোমাদের প্রতি তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হারাম করা হইয়াছে। তোমরা কি কেতাবের কতক কথা বিশ্বাস ও কতক কথা অবিশ্বাস করিতেছ? এক্ষেত্রে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এরূপ করে, তাহার প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত নহে এবং তাহারা কেয়ামতের দিবস কঠোর শাস্তির দিকে নীত হইবে এবং আল্লাহ তোমরা যাহা করিতেছ, তাহা হইতে অসতর্ক নহেন।

৮৬। ইহারাই পরকালের পরিবর্তে পার্থিব জীবনকে ক্রয় করিয়াছে কাজেই তাহাদের শাস্তি লাঘব করা হইবে না ও তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

টীকা

৮৩। য়িহুদীদিগের নিকট হইতে নিম্নোক্ত কয়েকটী বিষয়ের অঙ্গীকার গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১) আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও এবাদত করিবে না। কোরআন শরিফে বলা হইয়াছে, "আমরা কেবল তোমার বন্দিগি করি।" এই এবাদত ত্রিবিধ — মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক, আত্তাহিয়াতো'তে এই ত্রিবিধ এবাদত খাস আল্লাহ্র জন্য করিতে বলা হইয়াছে।

২) পিতা মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কোরআনে বলা হইয়াছে, তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতার সমক্ষে 'আহ' শব্দ উচ্চারণ করিও না, তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিবে না, তাহাদিগকে মিষ্ট কথা বলিবে, তাহাদের নিকট নম্রতার সহিত থাকিবে, তাহাদিগকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিবে। হাদিছ শরিফে আছে, পিতা মাতা কাফের হইলেও তাহাদের অভাব মোচন করিবে। পিতা ও মাতার সেবা করিলে, জেহাদও হেজরতের ফল হয়।

৩) আত্মীয়দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কোরাআনে আছে, যাহারা আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করে, তাহারা অভিসম্পাতের পাত্র। হাদিছে আছে, যদি আত্মীয়স্বজনেরা অপকার করে, তবে তাহাদের উপকার করিতে হইবে, যদি তাহারা অভদ্রতা করে, তবে তাহাদের সহিত ভদ্রতা করিবে, যদি তাহারা মার্জ্জনা না করে, তবে তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে, ইহাতে আত্মীয়তার হক বজায় করা হইবে। কেয়ামতে আত্মীয়তা পোল ছেরাতের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে খোদা, যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর এবং তাহাকে পোল অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান কর, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছিল, সে যেন উহা অতিক্রম করিতে না পারে।

৪) পিতৃহীন সন্তানের (এতিমের) সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কোরআন শরিফে আছে, — "তুমি এতিমের প্রতি কোপ প্রকাশ করিও না।" হাদিছ শরিফে আছে, যেরূপ শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় নিকট নিকট, সেইরূপ এতিম প্রতিপালনকারী ব্যক্তি বেহেশতের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকটবর্ত্তী থাকিবে।

আরও হাদিছ শরিফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য কোন এতিমের মস্তকে হস্ত স্থাপন করে, তাহার হস্তে উহার যে পরিমাণ কেশ লাগিয়া যাইবে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণ নেকি লাভ করিবে।

৫) দরিদ্রদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদিগের তত্ত্বাবধান করিবে, সে ব্যক্তি জেহাদ, বৎসর ব্যাপি নফল রোজা ও রাত্রি জাগরণের ছওয়াব লাভ করিবে।

যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে খাদ্য দান করিবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের ফল ভক্ষণ করিতে পারিবে, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বস্ত্র দান করিবে, সে ব্যক্তি বেহেশতের সুবজ রঙের কাপড় পরিধান করিতে পারিবে।

৬) লোকের সহিত মিষ্ট কথা বলিবে। কোরাআন শরিফে আছে, (হে মোহাম্মদ) খোদার দয়াতে তুমি তাহাদের জন্য কোমল হইয়াছ, যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর-

৩) আত্মীয়দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কোরাআনে আছে, যাহারা আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করে, তাহারা অভিসম্পাতের পাত্র। হাদিছে আছে, যদি আত্মীয়স্বজনেরা অপকার করে, তবে তাহাদের উপকার করিতে হইবে, যদি তাহারা অভদ্রতা করে, তবে তাহাদের সহিত ভদ্রতা করিবে, যদি তাহারা মার্জ্জনা না করে, তবে তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিতে হইবে, ইহাতে আত্মীয়তার হক বজায় করা হইবে। কেয়ামতে আত্মীয়তা পোল ছেরাতের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিবে, হে খোদা, যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতি তুমি অনুগ্রহ কর এবং তাহাকে পোল অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রদান কর, আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করিয়াছিল, সে যেন উহা অতিক্রম করিতে না পারে।

৪) পিতৃহীন সন্তানের (এতিমের) সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কোরআন শরিফে আছে, — "তুমি এতিমের প্রতি কোপ প্রকাশ করিও না।" হাদিছ শরিফে আছে, যেরূপ শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয় নিকট নিকট, সেইরূপ এতিম প্রতিপালনকারী ব্যক্তি বেহেশতের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নিকটবর্ত্তী থাকিবে।

আরও হাদিছ শরিফে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার জন্য কোন এতিমের মস্তকে হস্ত স্থাপন করে, তাহার হস্তে উহার যে পরিমাণ কেশ লাগিয়া যাইবে, সে ব্যক্তি সেই পরিমাণ নেকি লাভ করিবে।

৫) দরিদ্রদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে।

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রদিগের তত্ত্বাবধান করিবে, সে ব্যক্তি জেহাদ, বৎসর ব্যাপি নফল রোজা ও রাত্রি জাগরণের ছওয়াব লাভ করিবে।

যে ব্যক্তি কোন দরিদ্রকে খাদ্য দান করিবে, সে ব্যক্তি বেহেশ্তের ফল ভক্ষণ করিতে পারিবে, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বস্ত্র দান করিবে, সে ব্যক্তি বেহেশতের সুবজ রঙের কাপড় পরিধান করিতে পারিবে।

৬) লোকের সহিত মিষ্ট কথা বলিবে। কোরাআন শরিফে আছে, (হে মোহাম্মদ) খোদার দয়াতে তুমি তাহাদের জন্য কোমল হইয়াছ, যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর-

হৃদয় হইতে তবে অবশ্য তাহারা তোমার নিকট হইতে পলায়ন করিয়া যাইত।"

"তুমি (লোককে) তোমর প্রতিপালকের পথের দিকে হেকমত ও উৎকৃষ্ট উপদেশ দ্বারা আহ্বান কর।"

"তুমি উৎকৃষ্ট ভাষায় কথার প্রতিবাদ কর, তাহা হইলে তোমার সহিত যাহার শত্রুতা আছে, সে তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে পরিণত হইবে।"

" যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে ডাকে, তাহাদিগকে গালি দিও না।"

হজরত মুছা ও হারুণ (আঃ) ফেরয়াওনকে উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় খোদা বলিয়াছিলেন, তোমরা তাহাকে নরম কথা বলিও।

হাদিছ শরিফে আছে, — "তুমি নরম কথা বলা জরুরি জান, কর্কশ ও রূঢ় কথা হইতে বিরত থাক।

যে ব্যক্তিকে নরম কথা ও কার্য্যের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সে ব্যক্তি দুই জগতের শ্রেষ্ঠতম বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছে আর যে, ব্যক্তি উহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি উক্ত শ্রেষ্ঠতম বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

৭৮) তৎপরে নামাজ ও রোজা করার আদেশ করা হইয়াছে।

তৎপরে আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, ইস্রাইলীয়গণ উপরোক্ত প্রকার অঙ্গীকার করার পরে অল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

৮৪/৮৫। মদিনাতে কোরায়জা ও নোজাএর, এই দুই শ্রেণীর য়িহুদী ছিল, প্রথম শ্রেণী আওছ সম্প্রদায়ের এবং দ্বিতীয় শ্রেণী খজরজ সম্প্রদায়ের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। আওছ ও খজরজের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, প্রথমোক্ত য়িহুদী শ্রেণীদ্বয় আপন আপন সহযোগীদলের সহায়তা করিয়া নিজেদের স্বধর্ম্মাবলীদিগের রক্তপাত করিত এবং তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিত। আর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে, একদল য়িহুদী ধর্ম্মের খাতিরে অন্য দলের বন্দিদিগকে উদ্ধার কল্পে অর্থ সাহায্য করিত। এইজন্য আল্লাহ্ বলিতেছেন, তোমরা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলে যে, এক দল অন্য দলের রক্তপাত করিবে না বা একদল অন্যদলকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবে না, কিন্তু তোমরা এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছিলে, পক্ষান্তরে এক দল অন্যদলের বন্দিগণকে উদ্ধার করার চেষ্টা করিয়াছিলে, তোমাদের কার্য্য কলাপে সপ্রমাণ হয় যে, তওরাতের কতকাংশ মান্য করিয়া থাক এবং কতকাংশে অমান্য করিয়া থাক। তোমরা

এইরূপ ব্যবহারের জন্য ইহজগতে লাঞ্ছিত ও পরজগতে কঠিন শাস্তিতে ধৃত হইবে। — কঃ, ১/৪২৪।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, যেরূপ অত্যাচার কা হারাম, সেইরূপ অত্যাচারিদিগের সাহায্য করা হারাম। অন্য আয়তে আছে, তোমরা সৎকার্য্য ও পরহেজগারির সাহায্য কর এবং গোনাহ্ ও শত্রুতার সাহায্য করিও না।

হাদিস শরিফে আছে, যে ব্যক্তি অত্যাচারিকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাহার সঙ্গে গমন করে, সে ব্যক্তি ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।

৮৬। যাহারা দুনইয়ার স্বার্থের জন্য পরকালকে নষ্ট করে, তাহারা পরকালে এরূপ শাস্তিতে ধৃত হইবে — যাহার লাঘব হইবে না এবং কাহারও সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

১১ রুকু ও ১০ আয়ত।

(٨٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ
بِالرُّسُلِ ز وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ط اَفَكُلَّمَا جَآئَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ
اسْتَكْبَرْتُمْ ج فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ
(٨٨) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ ط بَلْ لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا
يُؤْمِنُوْنَ (٨٩) وَلَمَّا جَآئَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا ج فَلَمَّا جَآئَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ز فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى
الْكٰفِرِيْنَ (٩٠) بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوْا بِمَا
اَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُّنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ
عِبَادِهٖ ج فَبَآءُوْا بِغَضَبٍ عَلٰى غَضَبٍ ط وَلِلْكٰفِرِيْنَ
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

৮৭। আর অবশ্য অবশ্য আমি মুছাকে কেতাব (তওরাত) প্রদান করিয়াছি ও তাহার পশ্চাতে ক্রমান্বয়ে রছুলগণকে (প্রেরিত পুরুষগণকে) প্রেরণ করিয়াছি এবং মরইয়ামের পুত্র ইছাকে (উজ্জ্বল নিদর্শন সকল প্রদান করিয়াছি ও তাহাকে 'রুহোল কুদছ' দ্বারা শক্তি প্রদান করিয়াছি। কি (আশ্চর্য্য), যখনই তোমাদের নিকট কোন রাছুল এরূপ বিষয় আনয়ন করিল — যাহা তোমাদের অন্তর কামনা করে না, তখনই তোমরা অহঙ্কার করিলে, অনন্তর তোমরা (তাহাদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলিলেও একদলকে বধ করিলে।

৮৮। এবং তাহারা বলিল আমাদের হৃদয় সকল আবৃত (রহিয়াছে), বরং তাহাদের ধর্ম্মদ্রোহিতার জন্য আল্লাহ্ তাহদিগকে অভিসম্পাত (লা'নত) করিয়াছেন, যেহেতু তাহারা অল্প অংশ বিশ্বাস করে।

৮৯। এবং তাহাদের সঙ্গে যাহা (যে গ্রন্থ) আছে তাহার সত্য সপ্রমাণকারী কেতাব (কোরআন) আল্লাহ্র নিকট হইতে যখন তাহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং তাহারা ইতিপূর্ব্বে (তদ্দ্বারা) কাফেরদিগের উপর বিজয় প্রার্থনা করিত, তৎপরে যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল — যাহা তাহারা চিনিত, তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া ফেলিল, কাজেই কাফেরদিগের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত।

৯০। তাহারা নিজ নিজ আত্মার বিনিময়ে যাহা ক্রয় করিয়াছে, তাহা মন্দ, উহা এই যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন নিজ অনুগ্রহ অবতারণ করেন, ইহার প্রতি বিদ্রোহী হইয়া তাহারা আল্লাহ্ যাহা অবতারণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছে, কাজেই তাহারা কোপের পর কোপের পাত্র হইয়াছে এবং কাফেরগণের জন্য অপমানজনক শাস্তি আছে।

টীকা

৮৭। ইছা আরবি শব্দ মূল ইব্রীয় ভাষায় 'ইসু' ايشوع ছিল, উহার অর্থ সৈয়দ (নেতা) কিম্বা বরকত বিশিষ্ট, তৎপরে উক্ত শব্দকে আরবি করিয়া লওয়ায় 'ইছা' হইয়া

যায়। ইব্রীয় ভাষাতে মরইয়াম শব্দের অর্থ সেবাকারিনী বা এবাদত কারিনী।

রুহোল কোদ্‌ছ শব্দের মর্ম্ম কি, তাহাই বিবেচ্য বিষয়। কাতাদা, ছোদি, ও জোহাক বলেন, এস্থলে উহার অর্থ জিবরাইল ফেরেশতা। এসম্বন্ধে একটী হাদিছ উল্লিখিত হইয়াছে। এবনে জয়েদ বলিয়াছেন, এস্থলে উহার অর্থ ইঞ্জিল, যেরূপ অন্য স্থলে কোরআনকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এবনো আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার যে নাম দ্বারা মৃতদিগকে জীবিত করিতেন, উহাকে এস্থলে রুহোল কোদছ বলা হইয়াছে। এবনো-জরিরতাবরি বলিয়াছেন, এস্থলে জিবরাইল অর্থই সমধিক উৎকৃষ্ট। তিনি ইহার প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন।

আয়তের অর্থ ;— আল্লাহ্ হজরত মুছা (আঃ) কে তওরাত প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরে ক্রমান্বয়ে অনেক রাছুল প্রেরণ করিয়া ছিলেন। এমাম রাজি নিম্নোক্ত কয়েকজন রাছুলের নামোল্লেখ করিয়াছেন ;—

'ইউশা', শামুলে, 'সামউ'ন, দাউদ, ছোলায়মান, শা'ইয়া, ইরমিয়া, ওজাএর হিজকিল, ইলয়াছ, ইয়াছা, ইউনোছ, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া। এই রাছুলগণ তওরাতের অনুসরণ করিতেন।

আরও এমাম রাজি লিখিয়াছেন, যখন আল্লাহ্ তওরাত নাজিল করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি হজরত মুছা (আঃ) কে উহা উঠাইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি উহা বহন করিতে অক্ষম হইলেন।

তখন তিনি প্রত্যেক আয়তের পরিবর্ত্তে এক একজন ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করিলেন, তাঁহারা ও উহা বহন করিতে অক্ষম হইলেন।

তৎপরে তিনি প্রত্যেক অক্ষরের পরিবর্ত্তে এক একজন ফেরেশতা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা উহা বহন করিতে অক্ষম হইলেন।

তৎপরে আল্লাহ্ হজরত মুছা (আঃ) এর প্রতি উহা সহজ করিয়া দিলেন, ইহাতে তিনি উহা বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এমাম রাজি বলেন, তৎপরে আল্লাহ্ হজরত ইছা (আঃ) কে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেন, এস্থলে ইঞ্জিল ও মৃতজীবিত করা ইত্যাদি মো'জেজা (আলৌকিক কার্য্য) গুলিকে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলী বলা হইয়াছে।

আরও আল্লাহ্ হজরত ইছা (আ) কে হজরত জিবরাইল ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, ইনি উক্ত নবীর আত্মা (রুহ) কে হজরত মরইয়ামের মধ্যে ফুৎকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন।

কোরআন শরিফের সুরা নহলে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি 'রুহোল-কুদ্স' বা অন্যান্য সুরায় তাঁহার উপর 'রুহোল আমিন' নাজিল হওয়ার কথা আছে। উভয় শব্দের অর্থ জিবরাইল ফেরেশ্তা।

সুরা মোজাদালাতে উক্ত ফেরেশতার দ্বারা ইমানদারগণের সাহায্য করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, একটী হাদিসে আছে, হজরত নবী (ছাঃ) হাছছান বেনে ছাবেতকে রুহোল কুদ্স দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ার দোয়া করিয়াছিলেন।

আল্লাহ্তায়ালা হজরত ইছা (আঃ) এর নাম পৃথক ভাবে উল্লেখ করিলেন, ইহাতে বুঝা যায় যে, ইনি অন্যান্য রাছুলগণের ন্যায় তওরাতের সম্পূর্ণ আহকামের অনুসরণ করিতেন না। ইনি নূতন শরিয়ত আনয়ন করিয়াছিলেন। মুছায়ি শরিয়তের কতক আহকাম মনছুখ করিয়াছিলেন। কোরআনে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এস্থলে জানিয়া রাখা উচিৎ যে, স্যার সৈয়দ আহম্মদ সাহেব বা কোন কোন কাদিয়ানি অনুবাদক 'রুহোল-কুদ্ছ' বা ফেরেশ্তার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, উহা খোদা প্রেমের প্রেমিক ব্যক্তির আত্মার সমুন্নত শক্তি। এইরূপ মতধারিগণ এইরূপ বাতীল মত প্রকাশ করতঃ ফেরেশ্তাগণের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আল্লাহ্ কোরআন শরিফে আল্লাহ্ ফেরেশ্তা, কেতাব ও রাছুলগণের প্রতি ঈমান আনিতে বলিয়াছেন, কিন্তু যখন আপনাদের মতে ফেরেশ্তার অর্থ মানবীয় শক্তি হইল, তখন আল্লাহ্ কেতাব ও রাছুল কোন কোন শক্তিকে বলিবেন?

পাঠক এইরূপ অমুলক মতের খণ্ডন তফছিরে হাক্কানির ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, এইজন্য উহার অধিক সমালোচনা করা হইতে বিরত থাকিলাম।

তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, হে য়িহুদীগণ, যখন কোন রাছুল তোমাদের মতের বিপরীত কোন আসমানী হুকুম প্রকাশ করেন, তখনই তোমরা উহা অস্বীকার করিয়া থাক। এমনকি তোমরা একদল পয়গম্বরকে মিথ্যাবাদী বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিলে না।

আর একদলকে হত্যা করিয়া ফেলিলে। হজরত মুছা ও ইছা (আঃ) প্রথম শ্রেণীভুক্ত হজরত জাকারিয়া ও এহইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।— বঃ।

৮৮। য়িহুদীরা বলিয়া থাকে, আমাদের অন্তর পরদা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) যাহা কিছু বলেন, তাহা বুঝিতে পারি না। কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন; আমাদের অন্তর ধর্ম্মজ্ঞানের পাত্র (ভাণ্ডার); কাজেই আমাদের পক্ষে আপনার উপদেশ গ্রহণ করার দরকার নাই।

আল্লাহ্ বলিতেছেন, তাহারা কাফেরি করিতে করিতে বুঝিবার শক্তিকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এইজন্য আল্লাহ্ তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিয়াছেন।— বঃ, ১/১৬৯।

৮৯। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর নবুয়ত ও কোরআন প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে বনু-কোরাএজা ও নোজা এর সম্প্রদায়ের য়িহুদীরা আরবের মোশরেকদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কালে বলিত, হে খোদা তুমি উম্মি শেষ নবীর বরকতে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর। আছেম বলিয়াছেন, য়িহুদীরা মদিনার পৌত্তলিকদিগকে বলিত, অচিরে একজন পয়গম্বর আবিভূর্ত হইবেন, আমরা তাঁহার উপর ইমান আনিয়া তোমাদের হত্যা সাধন করিব। আবুল আলিয়া বলেন, য়িহুদীগণ বলিত, হে খোদা, যে নবীর সংবাদ তওরাতে পাইয়া থাকি, তাঁহাকে প্রেরণ কর, তাহা হইলে আমরা মোশরেকদিগের ধ্বংস সাধন করিব। তৎপরে সেই হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আগমন করিলেন এবং কোরআন আনয়ন করিলেন, তওরাতে যেরূপ শেষ পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস করার আদেশ করা হইয়াছে, ইহাতেও তাহাই বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা সেই পরিচিত পয়গম্বর ও তাহার উপর প্রেরিত কোরআনকে অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়। এইরূপ কাফেরগণের প্রতি খোদাতায়ালার অভিসম্পাত হইবে।— তাঃ, ১/২১২/২১৩। কঃ, ১/৪২৮।

৯০। য়িহুদীরা ধারণা করিত যে, ইস্রাইলীয়গণের মধ্যে বহু নবী গত হইয়া গিয়াছেন, প্রতিশ্রুতি শেষ নবী ঐ বংশধর হইবেন, কিন্তু আল্লাহ্ যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে নবুয়ত (প্রেরিতত্ব) দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন। তাঁহার দান জাতীবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, এইজন্য তিনি উম্মি আরবদিগের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) কে সেই শেষ শ্রেষ্ঠতম পদ দানে বিভূষিত করেন। ইহাতে তাহাদের হিংসা বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে, এই বিদ্বেষ ও বিদ্রোহিতার জন্য খোদার প্রেরিত কোরআনের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কাফের হইয়া যায়। তাহারা জাতিগত মর্যাদার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া বা নেতৃত্ব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা করিয়া যে নিজেদের জীবনের জন্য কাফেরি

অবলম্বন করিল ইহা অতি মন্দ কার্য্য করিল। তাহারা একবার ইঞ্জিল ও হজরত ইছা (আঃ) কে অস্বীকার করিয়া কোপগ্রস্ত হইয়াছে, তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও কোরআনকে অস্বীকার করিয়া দ্বিতীয়বার কোপগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা একবার তওরাত পরিবর্ত্তন করিয়া কোপগ্রস্ত হইয়াছে। তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া দ্বিতীয়বার কোপগ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা একবার গোবৎস পূজা করিয়া ও দ্বিতীয়বার হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া দুইবার কোপগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ কাফেরেরা দোজখের শাস্তিতে ধৃত হইয়া মহা অপমানিত হইবে।

(٩١) وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ

بِمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاۤءَهٗ ق وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا

لِّمَا مَعَهُمْ ط قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْۢبِيَاۤءَ اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٢) وَلَقَدْ جَاۤءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ

ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ (٩٣) وَاِذْ

اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ ط خُذُوْا مَاۤ اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ

وَّاسْمَعُوْا ط قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ق وَاُشْرِبُوْا فِيْ

قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ط قُلْ بِئْسَمَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖۤ اِيْمَانُكُمْ اِنْ

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (٩٤) قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ

عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ (٩٥) وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ط

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ (٩٦) وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ

النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ ۚ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ

لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهٖ مِنَ الْعَذَابِ

اَنْ يُّعَمَّرَ ۚ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ ۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ

৯১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয়, আল্লাহ্ যাহা অবতারণ করিয়াছেন তাহা বিশ্বাস কর তাহারা বলে আমাদের প্রতি যাহা অবতারণ করা হইয়াছে, আমরা তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি এবং তদ্ব্যতীত যাহা আছে তাহার প্রতি তাহারা অবিশ্বাস করে, অথচ উহা (কোরআন) সত্য, যাহা তাহাদের নিকট আছে তাহার সত্যতা সপ্রমাণকারী। তুমি বল, যদি তোমরা ইমানদার হইতে, তবে কেন ইতিপূর্ব্বে আল্লাহ্‌র নবীগণকে হত্যা করিতে ?

৯২। এবং সত্য সত্য মুছা তোমাদের নিকট উজ্জ্বল নিদর্শন সকল আনয়ন করিয়াছিল, পুনরায় তাহার (তৎসমুদয় আনয়ন করার) পরে তোমরা গোবৎস বানাইয়াছিলে, অথচ তোমরা অত্যাচারী ছিলে।

৯৩। এবং যখন আমি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া ছিলাম এবং তোমাদের উপর তুর উত্তোলন করিয়াছিলাম, আমি যাহা তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম, তোমরা তাহা দৃঢ়রূপে গ্রহণ কর এবং শ্রবণ কর। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা শ্রবণ করিলাম এবং অগ্রাহ্য করিলাম এবং তাহাদের অন্তর সমূহে গোবৎস (প্রেম) বদ্ধমূল করা হইয়াছিল; তুমি বল, যদি তোমরা ইমানদার হও, তবে তোমাদের ইমান যাহা আদেশ করিতেছে তাহা মন্দ।

৯৪। তুমি বল, যদি পারলৌকিক গৃহ (বেহেশ্‌ত) আল্লাহ্‌র নিকট অন্যান্য লোক ব্যতীত তোমাদের জন্য বিশিষ্ট (একচেটিয়া) হয় তবে তোমরা মৃত্যুর কামনা কর — যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৯৫। এবং তাহাদের হস্ত সকল পূর্ব্বে যাহা প্রেরণ করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা কখন উহার কামনা করিবে না এবং আল্লাহ্ অত্যাচারিদিগের সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ।

৯৬। এবং অবশ্য অবশ্য তুমি তাহাদিগকে অন্যান্য লোক ও মোশরেকদিগের (অংশীবাদিদের) অপেক্ষা সমধিক জীবনের লালায়িত পাইবে, তাহাদের প্রত্যেকে বাসনা রাখে যে, সে সহস্র বৎসর আয়ু প্রদত্ত হয় এবং (এই দীর্ঘ) আয়ু প্রদত্ত হওয়া তাহাকে শাস্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। এবং তাহারা যাহা করিতেছে, আল্লাহ্ তাহার দর্শক।

টীকা

৯১। যখন য়িহুদীগণকে বলা হয় যে, তোমার আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেরিত কোরআনের প্রতি ইমান আন, তখন তাহারা বলে, আমরা আমাদের নিকট প্রেরিত তওরাতের উপর ইমানআনিব। কোরআন শরিফ সত্য আল্লাহ্ হইতে প্রেরিত এবং তাহাদের তওরাতের সমর্থনকারী ইহা স্বত্বেও তাহারা কোরআন অমান্য করিয়া থাকে। আল্লাহ্ বলিতেছেন, যদি তোমরা তওরাতের প্রতি ইমান আনিয়া থাক, তবে কি জন্য পয়গম্বরগণকে হত্যা করিয়াছিলে? তওরাতে ইহা কি জায়েজ ছিল?

৯২। হজরত মুছা (আঃ) কতকগুলি মো'জেজা (অলৌকিক কার্য্য) প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার মো'জেজা প্রদর্শন করার পরে কিম্বা তুরে গমন করার পরে, ইস্রাইলীয়গণ অত্যাচারী হইয়া গোবৎস পূজা করিয়াছিল।

৯৩। যে সময় ইস্রাইলীয়গণকে তওরাত অনুযায়ী কার্য্য করিতে আদেশ করা হয়, তাহারা উহা অস্বীকার করে। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা তুর পর্ব্বতকে তাহাদের মস্তকের উপর উত্তোলন করিয়া বলিলেন, তোমরা তওরাত কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং শ্রবণ কর, নচেৎ এই পর্ব্বত নিক্ষেপ করিয়া তোমাদিগকে ধ্বংস করিব। তখন তাহারা বলিল হ্যাঁ, শ্রবন করিলাম বটে, কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব না। তাহাদের হৃদয়ে গোবৎসের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া গেল। তাহারা তওরাতের উপর ইমান আনার দাবি করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের ইহা কেমন ইমান যে, গোবৎসের প্রেম, আয়তগুলি অস্বীকার ও পয়গম্বরগণকেহত্যা করিতে উত্তেজিত করিল ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহারা তওরাতের উপর ইমান আনিত না, যেরূপ প্রাচীন ইস্রাইলীয়গণ মুখে ইমানদার হওয়ার দাবি করিলেও গোবৎস পূজা ও পয়গম্বরগণকে হত্যা করিয়া প্রকৃত ইমানদার হইতে

পারে নাই। সেইরূপ বর্ত্তমান য়িহুদীগণ তওরাতে যে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আনার হুকুম করা হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিয়া তওরাতের মান্যকারী হইতে পারে নাই। — এবঃ ১।২১৬।

৯৪। য়িহুদীরা বলিত, আমরা খোদার পুত্র ও বন্ধু, আমরাই একমাত্র বেহেশতের অধিকারী, আমাদের ব্যতীত কেহ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না, আল্লাহ্ বলিতেছেন, যদি উহা একমাত্র তোমাদের অধিকার হয়, তবে তোমরা সত্যবাদী হইলে, উহাতে সত্বর প্রবেশ করণেচ্ছায় মৃত্যুর কামনা কর।

৯৫। আল্লাহ্ বলিতেছেন, তাহারা কোরআন ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া ও তওরাত পরিবর্ত্তন করিয়া যে ধর্ম্মদ্রোহিতা করিয়াছে, এই জন্য কিছুতেই তাহারা মৃত্যুর কামনা করিতে পারিবে না। হজরত বলিয়াছেন, যদি তাহারা মৃত্যুর কামনা করিত, তবে তাহারা মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া দোজখের অগ্নিতে পতিত হইত। তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, আমি এইরূপ অত্যাচারিদিগের অবস্থা অবগত আছি। — এবঃ, ১/২১৭। খাঃ ১/৭১।

৯৬। য়িহুদীরা মোশরেকগণ ও অন্যান্য লোক অপেক্ষা অধিকতর আয়ু কামনা করিয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যেকে সহস্র বৎসর জীবিত থাকার কামনা করে, তাহারা কিন্তু সহস্র বৎসর জীবিত থাকিলেও দোজখ হইতে নিস্কৃতি পাইবে না, আল্লাহ্ ইহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতেছেন।

১২ রুকু ও ৭ আয়াত—

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ
بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ
(٩٩) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا
إِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (١٠٠) أَوَكُلَّمَا عٰهَدُوْا عَهْدًا نَّبَذَهُ
فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ

৯৭। তুমি বল , যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু হয়, (তাহার কারণ এই যে,) সেই ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র আদেশে উক্ত কোরআন তোমার অন্তরে অবতারণ করিয়াছে (উহা) তোমার সম্মুখে যাহা আছে তাহার সত্যতার প্রমাণকারী এবং ইমানদারগণের সুপথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ প্রদাতা।

৯৮। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাহার ফেরেশ্‌তাগণের তাঁহার রাছুলগণের এবং জিবরাইল ও মিকাইলের শত্রু হয়, অবশ্য আল্লাহ্‌ (এইরূপ) কাফেরগণের শত্রু।

৯৯। এবং অবশ্য অবশ্য আমি তোমার প্রতি প্রকাশ্য আয়ত সমূহ নাজিল করিয়াছি এবং কু-ক্রিয়াশীল ব্যতীত কেহ তৎসমুদয় অবিশ্বাস করিবে না।

১০০। কি আশ্চর্য্য যখনই তাহারা কোন অঙ্গীকার করিল, তখনই তাহাদের একদল উহা নিক্ষেপ করিল, বরং তাহাদের অধিকাংশ ইমান আনিয়া থাকে না।

টীকা

৯৬/৯৭। জিবরাইল জ্বির ও ইল শব্দদ্বয় হইতে এবং মিকাইল মিক ও ইল শব্দদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; 'জ্বির' ও 'মিক' শব্দদ্বয়ের অর্থ বান্দা, 'ইল' শব্দের অর্থ আল্লাহ্‌, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দা।

তাবারির ৩২৭ পৃষ্ঠায় আছে, এক দিবস হজরত ওমার (রাঃ) য়িহুদীগণের মাদ্রাসার পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাহারা উক্ত হজরত ওমার (রাঃ) কে বলিলেন, হে ওমার, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সাহাবাগণের মধ্যে তোমার তুল্য কেহ আমাদের প্রীতিভাজন নাই, অন্যান্য লোকে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে, আর তুমি আমাদের নিকট উপস্থিত হইলে, আমাদিগকে কোন কষ্ট দিয়া থাক না, আমরা তোমাকে আমাদের মতে দীক্ষিত করার আশা রাখি। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন শপথ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। তাহারা বলিল, যে রহমান 'তুরে-ছায়না'তে মুছার উপর তওরাত নাজিল করিয়াছিলেন। তখন হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যে রহমান মুছার প্রতি তুরে-ছায়নাতে তওরাত

নাজিল করিয়া ছিলেন, তোমাদিগকে তাহার শপথ স্মরণ করাইয়া বলিতেছি যে, তোমরা নিজেদের কেতাবে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সমালোচনা পাইয়া থাক কি? তৎশ্রবণে তাহারা নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, তোমরা ইহার উত্তর প্রদান কর। খোদার শপথ, আমি আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া একথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। ইহাতে তন্মধ্যে একজন দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল, হ্যাঁ, আমাদের তওরাতে উহা লিখিত আছে, কিন্তু জিবরাইল (আঃ) তাহার নিকট অহি আনয়ন করিয়া থাকেন, আর ইনি আমদের শত্রু, ইনি শাস্তি নাজিল করেন ও লোককে ভূগর্ভে প্রোথিত করেন। যদি মিকাইল তাহার নিকট অহি আনিতেন, তবে আমরা তাঁহার উপর ইমান আনিতাম, কেননা ইনি দয়া ও বারিপাত করার ফেরেশ্‌তা। তৎশ্রবণে হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, যে ব্যক্তি হজরত জিবরাইলের শত্রু, সে ব্যক্তি হজরত মিকাইলের শত্রু। আর যে ব্যক্তি উভয়ের শত্রু, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌তায়ালার শত্রু। ইহা বলিয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, হজরত জিবরাইল (আঃ) উক্ত দুইটী আয়ত নাজিল করিলেন।

আয়তের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি জিবরাইলের শত্রু হয়, যেহেতু তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অন্তরে কোরআন নাজিল করিয়াছেন — যাহা ইমানদারদিগের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুসংবাদ প্রদানকারী ও প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর সমর্থনকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, রাছুলগণ, ফেরেশ্‌তাগণ, বিশেষতঃ হজরত জিবরাইল ও মিকাইল ফেরেশ্‌তাদ্বয়ের শত্রু হয়, সে ব্যক্তি কাফের হইবে এবং আল্লাহ্‌ তাহার শত্রু হইবেন। — তাঃ, ১/৩৩৯।

৯৯/১০০ এবনো ছুরিয়া নামক একজন য়িহুদী হজরত নবী (ছাঃ) কে বলিয়াছিল, আমরা জানি, আপনি কোন বিষয় প্রকাশ করেন নাই বা কোন নিদর্শন আনয়ন করেন নাই যে, উহার প্রতি ইমান আনিব? মালেক বেনে ছায়েফ বলিয়াছিল, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার আমাদের নিকট হইতে লওয়া হয় নাই, সেই সময় উক্ত আয়তদ্বয় নাজিল হয়।

আয়তের অর্থ এই, — "আমি তাঁহার প্রতি শরিয়ত ও কোরআনের আয়ত নাজিল করিয়াছি এবং মো'জেজা (অলৌকিক শক্তি) দ্বারা তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছি, কাফেরগণ ব্যতীত কেহ ইহা অবিশ্বাস করিতে পারে না। আমি য়িহুদীদিগের নিকট হইতে কোন অঙ্গীকার লইলেই তাহাদের একদল উহা অমান্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের অধিকাংশ ইমানদার নহে।

(١٠١) وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ
فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لاكِتَابَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ
كَاَنَّهُمْ لا يَعْلَمُوْنَ (١٠٢) وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُو الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى
مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا
يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ
وَمَارُوْتَ ط وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ
فَلاَ تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ط وَ
مَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ
وَلاَ يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَالَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ
خَلاَقٍ ط وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ط لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
(١٠٣) وَلَوْ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ط
لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ع

১০১। এবং যখনই তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হইতে তাহাদের সন্নিধানে যাহা আছে তাহার সত্যতা প্রমাণকারী একজন রাছুল আসিল, যাহারা কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র কেতাবকে নিজ নিজ পৃষ্ঠের পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা জানেনা।

১০২। এবং ছোলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানেরা যাহা পাঠ করিত, তাহার অনুসরণ করিল এবং ছোলায়মান কাফের হয় নাই, কিন্তু শয়তানেরা কাফেরি করিয়াছিল, লোকদিগকে জাদু এবং যাহা বাবেলে হারুত ও মারুত দুই ফেরেশ্‌তার প্রতি নাজিল করা হইয়াছিল তাহা শিক্ষা দিত এবং তাহারা উভয়ে কাহাকেও শিক্ষা দিত না, যতক্ষণ (না) বলিত যে, আমরা পরীক্ষা ব্যতীত নহি, অতএব তুমি কাফের হইও না। তৎপরে তাহারা উভয়ের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিত যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইত এবং তাহারা আল্লাহ্‌ আদেশ ব্যতীত তদ্দ্বারা কাহারও ক্ষতিসাধন করিতে পারিত না এবং তাহারা উহা শিক্ষা করে — যাহা তাহাদের অনিষ্ট সাধন করে এবং তাহাদের উপকার সাধন করে না এবং সত্য সত্যই তাহারা অবগত হইয়াছে যে, অবশ্য যে ব্যক্তি উহা ক্রয় করিয়াছে, তাহার জন্য পরকালে কোন অংশ নাই এবং যাহার দ্বারা নিজ নিজ আত্মা বিক্রয় করিয়াছে, তাহা মন্দ তাহারা জানিত।

১০৩। এবং যদি সত্যই তাহারা ইমান আনিত ও পরহেজগারি করিত, তবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে উত্তম সুফল ছিল, যদি তাহারা বুঝিত।

টীকা

১০১। তওরাতে হজরত ইছা (আঃ) ও হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি ইমান আনার কথা লিখিত ছিল, হজরত ইছা (আঃ) আগমন করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, আমার পয়গম্বরীর কথা তওরাতে আছে, কিন্তু য়িহুদীগণ তওরাতকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করিল। তৎপরে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) আগমন করিয়া বলিলেন যে, তওরাতে আমার পয়গম্বরীর কথা লিখিত আছে, তাহারা তওরাতকে অগ্রাহ্য করিল এবং হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর প্রতি অবিশ্বাস করিয়া বসিল যেন তাহারা তওরাত

অবগত ছিল না। — বঃ ১/১৭৪।

১০২। শয়তানগণ যাদু তেলেছমাত লিখিয়া উহার উপর লিখিয়া দিয়াছিল যে, ইহা হজরত ছোলায়মান (আঃ) আছেফ বেনে-বরখিয়ার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, যে সময় আল্লাহ্ হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর রাজত্ব কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সেই সময় সেই শয়তানেরা উক্ত লিখিত জাদুগুলি তাহার সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল, হজরত ছোলায়মান (আঃ) ইহা অবগত হইতে পারেন নাই। ইস্রাইলীয়গণ উক্ত হজরতের জামানায় জাদু বিদ্যাতে সংলিপ্ত হইয়া পড়ে। হজরত ছোলায়মান (আঃ) তাহাদিগকে উহা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া তাহাদের লিখিত পুস্তক গুলি লইয়া নিজের সিংহাসনের নীচে প্রোথিত করিলেন। তিনি মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে শয়তানেরা উক্ত পুস্তক গুলি বাহির করিয়া লোকদিগকে বলিল, ছোলায়মান এই জাদুর বলে এই সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তোমরা উহা শিক্ষা কর।

ইস্রাইলীয় সংলোকগণ ও আলেমগণ উক্ত কথা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, 'মায়াজাল্লা' ইহা হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর এলম ছিল না।

তাহাদের দুষ্টলোকেরা বলিতে লাগিল যে, ইহা হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর এলম ছিল। এইজন্য উহা শিক্ষা দিতে চেষ্টাবান হইল ও নবীগণের কেতাবগুলি পাঠ করা ত্যাগ করিল। একদল তাঁহাকে জাদুগীর বলিয়া প্রকাশ করিত। তাহাদের উপরোক্ত বাতীল মত খন্ডন করার জন্য আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, য়িহুদীগণ তওরাত কেতাব অগ্রাহ্য করিয়া হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর রাজত্ব কালে শয়তানেরা যে জাদু পাঠ করিত, তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল, ও (হজরত) ছোলায়মান জাদুগির ও কাফের ছিল না। বরং তিনি একজন নবী ছিলেন, পক্ষান্তরে শয়তানেরা লোকদিগকে জাদু শিক্ষা দিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রকাশ করিত।

বাবেলে হারুত ও মারূত নামে দুইটী লোক ছিল, তাহারা অতি সচ্চরিত্র লোক ছিল, এইজন্য তাহারা ফেরেশ্তা নামে অভিহিত হইত। তাহারা জাদুর বিদ্যাতে পরিপক্ক ছিল, কিন্তু তাহারা উহা মন্দ বলিয়া বিবেচনা করিত। এমন কি যদি কেহ তাহাদের নিকট

উহা শিক্ষা করিতে যাইত, তবে তাহারা বলিত, আমরা তোমার পরীক্ষা স্বরূপ, তুমি ইমানে স্থির প্রতিজ্ঞ থাক। জাদু শিক্ষা করিয়া কাফের হইও না, কিন্তু য়িহুদীরা তাহাদের নিষেধাজ্ঞা শ্রবণ না করিয়া উহা শিক্ষা করিত এবং তদ্দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইত। আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, উক্ত য়িহুদীরা জাদুর দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার হুকুম ব্যতীত কাহারও ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। য়িহুদীরা যে জাদু শিক্ষা করিয়াছিল, উহাতে উহাদের ক্ষতি ব্যতীত কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না। আর তাহারা ইহা জানিত যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার কেতাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক জাদু শিক্ষা করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি পরজগতের কল্যাণ ও সুখসম্ভোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তাহারা নিজ নিজ জীবনের পরিবর্ত্তে যে জাদু ও কোফর সমধিক পছন্দ করিয়া লইয়াছে ইহা অতি মন্দ। যদি তাহাদের বুদ্ধি থাকিত, তবে তাহারা ইহা বুঝিতে পারিত। — হাক্কানী, ১/২৪৬/২৪৭।

কোরতবী বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই ;—

ছোলায়মান কাফেরি করেন নাই এবং দুই ফেরেশতার উপর জাদু নাজিল করা হয় নাই। কিন্তু শয়তানেরা বাবেলে লোককে অর্থাৎ হারুত ও মারুতকে জাদু শিক্ষা দিত। দুই ফেরেশ্‌তা বলিয়া জিবরাইল ও মিকাইলের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। জাদুগীর য়িহুদীরা বলিত, যে, হজরত জিবরাইল ও মিকাইল জাদু শিক্ষা করিয়া হজরত দাউদ ও ছোলায়মান আলায়হেমচ্ছালামের প্রতি নাজিল হইয়াছিলেন। খোদাতায়ালা ইহার প্রতিবাদে বলিতেছেন যে, দুই ফেরেশ্‌তা জিবরাইল ও মিকাইলের প্রতি জাদু নাজিল করা হয় নাই এবং (হজরত) দাউদ ও ছোলায়মানকে উহা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই, বরং শয়তানেরা উহা বাবেলে হারুত মারুত নামক দুইটী লোককে শিক্ষা দিত।

আবদুর রহমান উহার অর্থে বলেন, দাউদ ও ছোলায়মান এই দুই বাদশাহের প্রতি উক্ত জাদু নাজিল করা হয় নাই।

কাছেম বেনে মোহাম্মদ বলিয়াছেন, হারুত ও মারুত নামে দুইটী লোক ছিল, তাহারা লোককে জাদু শিক্ষা দিত। — এবন,-কছির ১/২৩৪/২৩৫।

উহার এইরূপ অর্থ হইতে পারে; হারূত মারূত নামক দুইজন বাদশাহ্ শয়তানদিগের নিকট হইতে জাদু শিক্ষা করিয়া লোকদিগকে জাদু শিক্ষা দিত।

অথবা এইরূপ অর্থ হইবে; এই দুইজন বাদশাহ ফেরেশ্‌তা চরিত্র ছিল, এইজন্য তাহাদিগকে ফেরেশ্‌তা বলা হইয়াছে। 'মাওয়াহেব' ১/২৪৬।

কেহ কেহ এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যে সময় বাবেলে জাদু বিদ্যা অতিরিক্ত প্রকাশ হইয়া পড়িল, সেই সময় আল্লাহ্ হারুত মারুত নামক দুইজন ফেরেশ্‌তা নাজিল করিয়া হুকুম দিলেন যে, যেন তাঁহারা জাদুর আদ্যান্ত প্রকাশ করিয়া এবং উহার হিতাহিত বর্ণনা করিয়া লোকদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে এবং জাদুকর দিগের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করেন। যেরূপ কোন বিদ্বান নিরক্ষরদিগকে অনভিজ্ঞতা বশতঃ কাফেরিমূলক কথা বলিতে শ্রবণ করিলে, তিনি সেই সময়ের প্রচলিত কাফেরিমূলক কথাগুলিকে পুস্তকে লিখিয়া ও মৌখিক প্রচার করিয়া সাধারণ লোককে সাবধান করিয়া দিয়া থাকেন, যেন তাহারা তৎসমস্ত বলিয়া কাফের না হইয়া যায়, সেইরূপ দুইজন ফেরেশ্‌তা জাদু সংক্রান্ত কথাগুলি প্রকাশ করিয়া লোকদিগকে উহা হইতে বিরত থাকিতে উৎসাহিতকরিতেন। বায়ানোল- কোরআন, ১/৪৯।

কতক তফছিরে লিখিত আছে যে, ফেরেশ্‌তাগণ মনুষ্যদিগের অতিরিক্ত গোনাহ্ দেখিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলেন, ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিলেন, তোমরা দুইজন বিদ্বান ও এবাদতকারী প্রধান ফেরেশ্‌তা নির্ব্বাচন করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া দাও। তাঁহারা হারুত ও মারুত নামক দুইজন ফেরেশ্‌তাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ ইহাদিগকে কামশক্তি প্রদান করিয়া বিচারক পদে নিয়োজিত করেন। তাঁহাদের নিকট জোহরা নাম্নী অতি রূপবতী একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলে, তাহারা উহার প্রেমে বিভোর হইয়া তাহার নিকট ব্যভিচারের প্রস্তাব করে। স্ত্রীলোকটী প্রতিমা ছেজদা, একটী লোকের প্রাণ

হত্যা ও মদ্য পান করা এবং ইছমে-আ'জম শিক্ষা প্রদান করা শর্ত করে, তাহারা শেষ অবস্থায় সমস্তই করিয়া ফেলেন। জোহরা ইছমে-আজম' পাঠ করিয়া আসমানে পৌঁছিয়া নক্ষত্ররূপে পরিণত হয়। আর হারুত মারুত ফেরেশ্‌তাদ্বয় অধোমস্তকে বাবেলের কূপে শাস্তিতে ধৃত হইয়া যান, কেয়ামত অবধি তাঁহাদের এইরূপ শাস্তি হইতে থাকিবে।

তফছিরে কবিরের ১/৪৫২ পৃষ্ঠায়, তফছিরে বয়জবির ১/১৭৫ পৃষ্ঠায়, খাজেনের ১/৭৮ পৃষ্ঠায় ও রুহোল-মায়ানির ১/২৮১ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত কথাগুলি বাতীল গল্প বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

জাদু কয়েক প্রকার হইতে পারে, এক প্রকারে শয়তান, জ্বেন, দৈত্য ইত্যাদির নিকট হইতে সাহায্য চাওয়া হয় এবং তাহাদের নামের দোহাই দেওয়া হয়, ইহা প্রত্যেক অবস্থায় কাফেরি কার্য্য। আর এক প্রকারে উক্ত রূপ সাহায্য চাওয়া হয় না বা দোহাই দেওয়া হয় না, কিন্তু উহা কাহারও ক্ষতিসাধনে বা নাজায়েজ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, ইহাও হারাম।

যে তাবিজের মর্ম্ম বুঝা যায় না উহা ব্যবহার করা জায়েজ নহে — বায়ানোল-কোরআন, ১/৫০।

১০৩। যদি য়িহুদীরা নবী ও কেতাবের প্রতি ঈমান আনিত এবং জাদু ত্যাগ করিয়া পরহেজগারি করিত, তবে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট উৎকৃষ্ট সুফল লাভ করিত।

১৩ রুকু, ৯ আয়ত।

(١٠٤) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ قُوْلُوْا انْظُرْنَا وَ اسْمَعُوْا ط وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (١٠٥) مَا

يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ لَا الْمُشْرِكِيْنَ

اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ط وَ اللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ

مَنْ يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ٥ (١٠٦) مَا نَنْسَخْ

مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ط اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط وَ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ

وَّلِيٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ٥ (١٠٧) اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ

كَمَا سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ط وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ

فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ٥ (١٠٨) وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ

الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ج حَسَدًا مِّنْ

عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ج فَاعْفُوْا

وَ اصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

১০৪, হে ইমানদারগণ, তোমরা 'রাএনা' বলিও না এবং 'ওনজোরনা' বল ও শ্রবণ কর এবং কাফেরদিগের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।

১০৫। গ্রন্থধারিদিগের (আহলে কেতাব সম্প্রদায়ের) ও মোশরেকদিগের মধ্য হইতে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহারা ইহা ভালবাসে না যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে কোন কল্যাণ অবতারণ করা হয় এবং আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন নিজ দয়া দ্বারা বিশেষত্ব প্রদান করেন এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

১০৬। আমি যে কোন আয়ত মনছুখ করি বা স্থির রাখি, তদপেক্ষা উত্তম বা তত্তুল্য আনয়ন করি, তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশালী।

১০৭। তুমি কি জান না যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র জন্য আসমান সমূহ ও জমিনের

রাজত্ব? এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই তোমাদের বন্ধু ও সহায়তাকারী নাই।

১০৮। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ মুছা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, তোমরাও কি ইচ্ছা কর যে, তোমাদের রাছুলকে সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিবে? এবং যা ব্যক্তি ইমানকে ধর্ম্মদ্রোহিতার সহিত পরিবর্ত্তন করে, ইহাতে অবশ্য সে ব্যক্তি সত্যপথ ভ্রষ্ট হইল।

১০৯। অনেক গ্রন্থধারী তাহাদের পক্ষে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে নিজ নিজ অন্তর নিহিত বিদ্বেষের জন্য তোমাদের ইমানের পরে তোমাদিগকে বিদ্রোহী রূপে পরিণত করিবার কামনা করে, অনন্তর যতক্ষণ আল্লাহ্ নিজ আদেশ প্রেরণ (না) করেন, ততক্ষণ তোমরা ক্ষমা কর এবং ছাড়িয়া দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর সক্ষম।

টীকা

১০৪। راعنا 'রায়েনা' শব্দের কয়েক প্রকা অর্থ আছে, ১) আপনি আমাদের দিকে মনোনিবেশ করুন। ২) আমাদের রাখাল। ৩) হে নির্ব্বোধ। মুসলমানগণ হজরতকে প্রথম অর্থে উহা দ্বারা সম্বোধন করিতেন। য়িহুদীরা ইহা শ্রবণ করতঃ উহা দ্বারা তাঁহাকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অর্থে সম্বোধন করিত এবং নির্জ্জনে দলের মধ্যে ইহার সমালোচনা করিয়া উপহাস করিত! সেই সময় আল্লাহ্ মুসলমানদিগকে উক্ত শব্দ দ্বারা হজরতকে সম্বোধন করিতে নিষেধ করিলেন এবং 'ওনজোরনা' শব্দে সম্বোধন করিতে হুকুম করিলেন। "আপনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন", ইহাই এই দ্বিতীয় শব্দের একমাত্র অর্থ। — কঃ, ১/৪৫৫।

ইহাতে বুঝা যায় যে, দ্বার্থবাচক শব্দের একটী অর্থ নির্দ্দোষ ও দ্বিতীয় অর্থ দুষিত হইলে, উহা ব্যবহার করা জায়েজ নহে।

১০৫। যে সময় মুসলমানগণ য়িহুদীগণকে ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, সেই সময় তাহারা বলিয়াছিল, আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এক্ষেত্রে কিরূপে তোমরা এইরূপ কথা বলিতেছ?

এমতাবস্থায় এই আয়ত নাজিল হয়, — " কোরআন অমান্যকারী য়িহুদী, খ্রীষ্টান

ও মোশরেকগণ ভালবাসে না যে, তোমাদের অহি নাজিল করা হয়, কিন্তু মহা অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ যাহার প্রতি ইচ্ছা করেন, অহি নাজিল করেন, ইহাতে কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই। — খাঃ ও রুঃ মাঃ।

১০৬। য়িহুদী ও মোশরেকগণ বলিয়াছিলেন যে, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) নিজের শিষ্যদিগকে অদ্য এক হুকুম করেন, কল্য তদ্বিপরীতে অন্য হুকুম করেন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

একদল ইহার এরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন:— আমি কোন আয়ত মনছুখ করি কিম্বা উহা আসল অবস্থায় ত্যাগ করি, উহা মনছুখ করিলে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়ত বা তত্তুল্য আয়ত প্রেরণ করি।

একদল উহার অর্থে বলেন, আমি কোন আয়ত মনছুখ করি কিম্বা উহা নাজিল করিতে বিলম্ব করি যাহা মনছুখ করি, উহার তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়ত নাজিল করি।

আবু মোছলেম উহার অর্থে বলেন, আমি প্রাচীন কেতাবগুলির কোন আয়ত মনছুখ করি, কিম্বা কতকগুলি আয়তকে একেবারে উঠাইয়া লই — জগতে যাহার চিহ্ন একেবারে না থাকে, কিন্তু সেইরূপ আয়ত ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট আয়ত কোরআনে নাজিল করি।

য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা মনছুখ হওয়ার মত অস্বীকার করিয়া থাকেন, ইহার উত্তর এই সুরার পরিশিষ্ট পাঠ করিলে, জানিতে পারিবেন।

পরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, তুমি জাননা কি যে, আল্লাহ্ তওরাত ও ইঞ্জিল মনছুখ করিয়া তত্তুল্য বা তদপেক্ষা উত্তম আয়ত আনিতে সক্ষম।

১০৭। তিনি আসমান সমূহ ও জমিনের একমাত্র অধিপতি, কাজেই তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও প্রাচীন কেতাবগুলির আয়তমনছুখ করিতে এবং যাহাকে ইচ্ছা করেন নূতন শরিয়ত প্রধান করিতে সক্ষম তিনিই তোমার বন্ধু ও কার্য্যের সহায়তাকারী।

১০৮। য়িহুদী ও মোশরেকেরা বলিয়াছিল, হে মোহাম্মদ, আপনি সমস্ত কোরআন একেবারে আমাদের নিকট উপস্থিত করুন কিম্বা খোদাকে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ

হইতে অনুরোধ করুন, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয় — "যেরূপ ইস্রাইলীয়গণ মুছাকে প্রশ্ন করিতেন, তোমরা কি সেইরূপ (হজরত) মোহাম্মদকে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? যে ব্যক্তি ইমানের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মদ্রোহিতা করে, সে ভ্রান্ত ও বিপদগামী হইল।

১০৯। একদল য়িহুদী বিদ্বান 'ওহোদ' যুদ্ধের পরে মুসলমানদিগকে বলিয়াছিল, যদি তোমরা সত্যপথগামী হইতে, তবে তোমরা পরাস্ত হইতে না, এক্ষণে তোমরা আমাদের ধর্ম্মের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন কর, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয় — "য়িহুদী তওরাত (হজরত) নবী (ছাঃ) এর লক্ষণগুলি অবগত হইয়া এবং অলৌকিক কার্য্যগুলি দেখিয়াও তাহাদের অন্তর নিহিত হিংসার জন্য তোমাদিগকে কাফের করিয়া ফেলিতে ভালবাসে। যত দিবস আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ না দেন, ততদিবস আপনি তাহাদিগকে ক্ষমা করুন ও ছাড়িয়া দিন। আল্লাহ্তায়ালা কাফেরদিগের নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ও মুসলমানদিগকে জয়যুক্ত করিতে সক্ষম। রুঃ, মাঃ, ১/১৯১/১৯২।

وَ اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ ط وَ مَا تُقَدِّمُوْا
لِاَ نْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ (١١١) وَ قَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ط تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١١٢) بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ
لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ع

১১০। এবং তোমরা নামাজ সুসম্পন্ন কর ও জাকাত প্রদান কর এবং তোমরা নিজ নিজ জীবনের জন্য যে সৎকার্য্য অগ্রে প্রেরণ করিয়াছ, তাহা তোমরা আল্লাহ্র

নিকট প্রাপ্ত হইবে, নিশ্চয় তোমরা যাহা করিতেছ, আল্লাহ্ তাহার দর্শক।

১১১। এবং তাহারা বলিয়াছে, যে ব্যক্তি য়িহুদী কিম্বা নাছারা হয় তদ্ব্যতীত কেহ বেহেশ্‌তে কখনও প্রবেশ করিবে না, ইহা তাহাদের কামনা , তুমি বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।

১১২। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নিজের চেহেরাকে ঝুকাইয়া দিল, অথচ সে ব্যক্তি সৎকর্ম্মশীল হয়, তাহার জন্য তাহার প্রতিপালকের নিকট উহার সুফল আছে এবং তাহার পক্ষে কোন ভয় নাই ও তাহারা দুঃখিত হইবে না।

টীকা

১১০। মুসলমানদিগকে আল্লাহ্ বলিতেছেন, তোমরা নামাজ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন কর ও জাকাত দাও, তোমরা ইহজগতে নিজেদের আত্মার কল্যাণ হেতু যে নামাজ রোজা ইত্যাদি করিবে, পরজগতে আল্লাহ্‌র নিকট উহার সুফল প্রাপ্ত হইবে। আল্লাহ্ তোমাদের সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন।

১১১। য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলিয়া থাকে, তাহাদের ব্যতীত কোন মুসলমান বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবেনা, আল্লাহ্ বলেন, ইহা তাহাদের ভিত্তিহীন দাবি, যদি তাহারা সত্যবাদী হয়, তবে ইহার প্রমাণ পেশ করুক।

১১২। হ্যাঁ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র অদৃষ্টলিপি মান্য করে, তাঁহার সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মত ধারণ করে এবং তাঁহার সহিত কাহাকেও শরিক না করে ও সৎকার্য্য সকল করে, সেই ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, তাহারা মৃত্যুকালে, গোরে ও পরকালে ভীত ও দুঃখিত হইবে না।

১১৩) এবং য়িহুদীরা বলিয়াছে, খ্রীষ্টানেরা কোন বিষয়ের উপর নহে ও খ্রীষ্টানেরা বলিয়াছে, য়িহুদীরা কোন বিষয়ের উপর নহে, অথচ তাহারা কেতাব পাঠ করিয়া থাকে। এইরূপ যাহারা জানে না, তাহারা উহাদের তুল্য কথা বলিয়াছে, অনন্তর যে বিষয়ে

১৪ রুকু।

(١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ

وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُمْ

يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ

قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ

يَخْتَلِفُوْنَ (١١٤) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ

اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ

مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَا اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا

خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (١١٥) وَلِلّٰهِ

الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

তাহারা মতভেদ করিত, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিবস তাহাদের মধ্যে তদ্বিষয়ে হুকুম করিবেন।

১১৪। এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহ তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে এবং তৎসমুদয় উৎসন্ন করিতে চেষ্টাবান হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে হইবে? তাহাদের পক্ষে আতঙ্কিত অবস্থা ব্যতীত তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রবেশ করা উপযুক্ত নহে এবং তাহাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও তাহাদের জন্য পরজগতে মহা শাস্তি আছে।

১১৫। এবং আল্লাহ্‌রই পূর্ব্ব ও পশ্চিম, কাজেই তোমরা যেদিকে মুখ কর, সেই দিকেই আল্লাহ্‌র (মনোনীত) দিক্, নিশ্চয় আল্লাহ্ পরিবেষ্টনকারী মহাজ্ঞানী।

টীকা

১১৩। মদিনার য়িহুদীগণ ও নাজরাণের খ্রীষ্টানগণ হজরত নবী (ছাঃ) এর সাক্ষাতে কলহ করিতে করিতে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে কটু কথা বলিতে লাগিল, য়িহুদীরা ইঞ্জিল ও হজরত ইছা (আঃ) এর প্রতি অসত্যারোপ করিতে লাগিল, খ্রীষ্টানেরা হজরত মুছা (আঃ) ও তওরাত কেতাবের প্রতি অসত্যারোপ করিতে লাগিল, প্রত্যেক পক্ষ অন্য পক্ষকে বলিতে লাগিল যে, তোমরা কোন বিশ্বাসযোগ্য ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছ না, অথচ তাহাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করিয়া থাকে, এইরূপ আরবের মোশরেকগণ বলিত যে, মুসলমানদিগের দীন বিশ্বাসযোগ্য নহে।

মূল কথা, যদিও য়িহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম মনছুখ হওয়ার পরে গ্রহণীয় নহে, তথাচ মনছুখ হওয়ার পূর্ব্বে উহা গ্রহণীয় ছিল, তওরাত ও ইঞ্জিল কেতাবদ্বয়ে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইলেও মূলে উক্ত কেতাতদ্বয় আসমানি কেতাব ছিল, এইরূপ হজরত মুছা ও ইছা সত্য নবী ছিলেন। এস্থলে য়িহুদীরা মূল ইঞ্জিলকে আসমানি কেতাব বলিয়া ও হজরত ইছা (আঃ) কে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করে নাই। এইরূপ এস্থলে খ্রীষ্টানেরা তওরাত কেতাবকে আসমানি কেতাব ও হজরত মুছা (আঃ) কে প্রকৃত নবী বলিয়া স্বীকার করে নাই। এইজন্য আল্লাহ্তায়ালা বলিতেছেন, আমি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কেয়ামতের দিবস বিচার করিব এবং প্রত্যেককে নবী ও আসমানি কেতাব অমান্য করার জন্য মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া দোজখে নিক্ষেপ করিব।

ইসলামের বিধান এই যে, উক্ত ধর্ম্মদ্বয় বর্ত্তমানে গ্রহণীয় না হইলেও মূলে ধর্ম্মদ্বয়কে খোদার প্রেরিত ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এবং উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের অনেক ব্যবস্থা বর্ত্তমানে মনছুখ হইলেও, আল্লাহ্ পয়গম্বগণ, বেহেশ্ত দোজখ ইত্যাদি অনেক সত্য উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ত্তমান আছে, তৎসমস্ত অবিশ্বাস করিলে, কোরআন অবিশ্বাস করা হইবে।

১১) তিতুছ রুমি এবং তাহার সঙ্গীরা ইস্রাইলীয়দিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদের যোদ্ধাদিগকে হত্যা ও তাহাদের পরিজনকে বন্দী করে, তওরাতকে দগ্ধীভূত করে, বয়তল মোকাদ্দেছ নামক মসজিদকে ধ্বংস করে, উহাদের মধ্যে শূকর হত্যা

করে ও মৃত নিক্ষেপ করে, উহা এই ধ্বংসাবস্থায় থাকার পরে মুসলমানেরা হজরত ওমার (রাঃ)র জামানায় উক্ত মছজিদ প্রস্তুত করেন।

এইরূপ আরবের মোশরেকগণ মুসলমানদিগকে হেজরতের পূর্ব্বে হেরমের মসজিদে নামাজ পড়িতে ও হোদায়বিয়ার বৎসরে তাহাদিগকে কা'বা শরিফের তওয়াফ করিতে বাধা প্রদান করে।

উপরোক্ত দলের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হয়। ইহার অর্থ এই যে, যাহারা আল্লাহ্‌র মসজিদ সমূহে লোককে নামাজ পড়িতে ও তাহার নামোচ্চারণ করিতে বাধাপ্রদান করে এবং তৎসমুদয় বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করে তাহারা মহা অত্যাচারী ও গোনাহ্‌গার।

যদিও এই আয়ত কোন বিশেষ মসজিদ সম্বন্ধে নাজিল হইয়াছে, তথাচ, ইহা সমস্ত মসজিদের ব্যবস্থা। কেহ কোন মসজিদে এবাদত করিতে ও নামাজ পড়িতে বাধা প্রদান করিতে পারে না। দ্বিতীয় নামাজি ও এবাদতকারিগণকে মসজিদে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলে কিম্বা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, মসজিদ উৎসন্ন করা হইবে।

লোকে সাংসারিক সুবিধা হেতু একটী মসজিদে নামাজ পড়া ত্যাগ করিয়া অন্য মসজিদ প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহাতে তাহারা উপরোক্ত আয়তের মর্ম্মানুসারে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী সাব্যস্ত হইবে।

এইরূপ লোকদের পক্ষে ভীত আতঙ্কিত অবস্থা ব্যতীত মসজিদে প্রবেশ করা হারাম বা অনুপযুক্ত।

তাহাদের বীর যোদ্ধারা হত হওয়ায়, তাহাদের প্রতিমাগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়ায় ও তাহাদের উপর "জিজইয়া" টাক্স স্থাপন করায় তাহারা ইহজগতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল ও পরজগতে দোজখের শাস্তিতে ধৃত হইবে। — তঃ, কঃ, ৪৭২/৪৭৩ ও রুঃ মাঃ, ১/২৯৬-২৯৮।

১১৫। এই আয়তটীর নাজিল হওয়ার কয়েকটী কারণ উল্লিখিত হইয়াছে ;—

১) যখন আল্লাহ মুসলমানদিগকে বয়তুল মোকাদ্দছের দিক ত্যাগ করিয়া কাবা শরিফের দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় য়িহুদীরা দোষারোপ করিতে থাকে, তখন এই আয়ত নাজিল হয়।

এই অবস্থা ইহার এইরূপ মর্ম্ম হইবে ;—

" আল্লাহ্তায়ালা পূর্ব্ব ও পশ্চিমের সৃষ্টিকর্ত্তা, কাজেই আল্লাহ্তায়ালার নিকট সমস্ত দিক সমান, আল্লাহ্তায়ালার হুকুমে তোমরা যেদিকে মুখ কর, সেই দিকই আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহ পতনের দিক হইবে।

কেহ কেহ বলেন একদল সাহাবা বিদেশে অন্ধকারময় রাত্রিতে কেবলা স্থির করিতে না পারিয়া এক একজন এক এক দিকে ফিরিয়া নামাজ পড়েন, প্রভাতে তাঁহারা ইহা অবগত হইলেন, তৎপরে ইহা হজরতকে অবগত করান হয়। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

বয়জবি ও রুহোল মায়ানিতে উহার এইরূপ মর্ম্ম লিখিত আছে;—

" তোমরা যে স্থলে থাকিয়া কাবার দিকে মুখ কর, সেই স্থলই খোদার মনোনীত। সেই স্থলে তাঁহার মহিমা ও প্রতাপ বর্ত্তমান আছে এবং তিনি তোমার অবস্থা অবগত হইয়া থাকেন।"

হজরত বলিয়াছেন,— সমস্ত পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ স্থির করা হইয়াছে।

(١١٦) وَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا ، سُبْحٰنَهٗ ، بَلْ لَّهٗ

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ، كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ (١١٧) بَدِيْعُ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ، اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ

فَيَكُوْنُ (١١٨) وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ

اَوْ تَاْتِيْنَا اٰيَةٌ ، كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ،

تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

১১৬। এবং তাহারা বলিয়াছে, আল্লাহ্ সন্তান বানাইয়াছেন, আমি তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, বরং আসমান সমূহ ও জমিনে যাহা আছে, তাহা তাহারই জন্য, সমস্তই তাঁহার আজ্ঞাধীন।

১১৭। (তিনি) আসমান সমূহ ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যখন তিনি কোন কার্য্য পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন কেবল উহাকে "হও" বলিয়া থাকেন, ইহাতে উহা হইয়া যায়।

১১৮। এবং যাহারা জানে না তাহারা বলিয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না? অথবা আমাদের নিকট কোন নিদর্শন কেন উপস্থিত হয় না? যাহারা ইহার পূর্ব্বে ছিল, তাহারা ইহাদের ন্যায় কথা বলিয়াছিল, ইহাদের অন্তর সকল পরস্পর তুল্য হইয়াছে, যে সম্প্রদায় বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের জন্য নিশ্চয় আমি নিদর্শনাবলী বর্ণনা করিয়াছি।

টীকা

১১৭/১১৭। যে সময় য়িহুদীরা হজরত ওজাএর (আঃ) কে খোদার পুত্র, খ্রীষ্টানেরা হজরত ইছা (আঃ) তাঁহার পুত্র ও আরবের মোশরেকেরা ফেরেশতাগণকে তাঁহার কন্যা বলিয়া অভিহিত করিতেছিল, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল।

আল্লাহ্ বলিতেছেন, উক্ত অংশীবাদীরা খোদাতায়ালার পুত্র কন্যা স্থির করিয়াছে, কিন্তু তিনি এইরূপ কলঙ্ক হইতে পবিত্র, বরং তিনি সমস্ত আসমান ও জমিনের মালিক, হজরত ওজাএর, ইছা ও ফেরেশ্তাগণের মালিক। জগতের সমস্ত বস্তু তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণকারী এবং তিনি সমস্ত আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং যে সময় তিনি কোন বস্তু হওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন, 'হও' তৎক্ষণাৎ হইয়া যায়।

মূলকথা, পুত্র পিতার তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদি হজরত ওজাএর ও ইছা (আঃ) তাঁহার পুত্র হইতেন, তবে তাঁহারা উপরোক্ত কয়েকগুনে তাঁহার তুল্য হইতেন। বঃ, ১/১৮২/১৮৪।

১১৮। মোশরেকেরা কিম্বা নিরক্ষর য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা বলিয়া ছিল, কেন আল্লাহ্ আমাদের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে কথা বলেন না? বা কেন কোন নিদর্শন আমাদের নিকট উপস্থিত হয় না? আল্লাহ্ বলিতেছেন, প্রাচীন য়িহুদীরা আপন নবীকে এইরূপ কথা

বলিত। তাহারা একবার স্বচক্ষে খোদাকে দেখার প্রস্তাব করিয়াছিল, একবার আসমান হইতে খাঞ্চা নাজিল হওয়ার আবদার করিয়াছিল, বর্ত্তমান ও প্রাচীন এই উভয় দলের অন্তর একই প্রকার অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমি বিশ্বাসী দলের জন্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ করিয়াছি।

اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۙ وَّ لَا تُسْئَلُ

عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ

الْيَهُوْدُ وَ لَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ

هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآئَكَ

مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ؕ (١٢١) اَلَّذِيْنَ

اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ؕ

وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ع

১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং তুমি দোজখবাসিদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

১২০। এবং কখনই য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। যতক্ষণ তুমি তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণ (না) করিবে; তুমি বল নিশ্চয় আল্লাহ্র সুপথ প্রদর্শনই সত্যপথ এবং তোমার নিকট এলম (অহি) উপস্থিত হইয়াছে, ইহার পরে যদি তুমি তাহাদের কামনা সমূহের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার জন্য কোন বন্ধু ও সহায়তাকারী হইবে না।

১২১। যাহাদ্দিগকে আমি কেতাব (ধর্ম্মগ্রন্থ) প্রদান করিয়াছি (এবং) তাহারা যেরূপ

বলিত। তাহারা একবার স্বচক্ষে খোদাকে দেখার প্রস্তাব করিয়াছিল, একবার আসমান হইতে খাঞ্চা নাজিল হওয়ার আবদার করিয়াছিল, বর্ত্তমান ও প্রাচীন এই উভয় দলের অন্তর একই প্রকার অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। আমি বিশ্বাসী দলের জন্য নিদর্শনাবলী প্রকাশ করিয়াছি।

اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا لا وَّلاَ تُسْئَلُ
عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ
الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ط قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ
هُوَ الْهُدٰى ط وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَآئَكَ
مِنَالْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ ط (١٢١) اَلَّذِيْنَ
اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلاَوَتِهٖ ط اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ ط
وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ع

১১৯। নিশ্চয় আমি তোমাকে সত্য সহ সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করিয়াছি এবং তুমি দোজখবাসিদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইবে না।

১২০। এবং কখনই য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। যতক্ষণ তুমি তাহাদের ধর্ম্মের অনুসরণ (না) করিবে; তুমি বল নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সুপথ প্রদর্শনই সত্যপথ এবং তোমার নিকট এলম (অহি) উপস্থিত হইয়াছে, ইহার পরে যদি তুমি তাহাদের কামনা সমূহের অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তোমার জন্য কোন বন্ধু ও সহায়তাকারী হইবে না।

১২১। যাহাদ্দিগকে আমি কেতাব (ধর্ম্মগ্রন্থ) প্রদান করিয়াছি (এবং) তাহারা যেরূপ

পাঠ করা উপযুক্ত সেই ভাবে পাঠ করে, তাহারাই উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যে ব্যক্তি উহার প্রতি অবিশ্বাস করে, অনন্তর তাহারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

টীকা

১১৯। ধর্ম্মদ্রোহিদিগের পরিমাণ চিন্তা করিয়া হজরত দুঃখিত হইতেন, এই জন্য তাঁহার শান্তির জন্য আল্লাহ্ বলিতেছেন, আমি তোমাকে সত্যধর্ম্ম ও সত্য কেতাব সহ রাছুল করিয়া পাঠাইয়াছি, তুমি তাহাদিগকে বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রদান করিয়াছ, দোজখের ভয় দেখাইয়াছ, ইহা সত্ত্বেও তাহারা সত্যধর্ম্ম স্বীকার না করিলে, তোমাকে সেই দোজখিদিগের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

১২০। যে সময় হজরত নবী (ছাঃ) বয়তুল-মোকাদ্দেছকে কেবলা স্থির করিয়া নামাজ পড়িতেন, সেই সময় মদিনার য়িহুদীগণ ও নাজরানের খ্রীষ্টানগণ ধারণা করিত যে, তিনি ধর্ম্মতে তাহাদের অনুসরণ করিবেন, তৎপরে যখন তিনি কা'বা শরিফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময় তাহারা নিরাশ হইয়া গেল, এমতাবস্থায় এই আয়ত নাজিল হয় " হে মোহাম্মদ, তুমি যতক্ষণ না উক্ত গ্রন্থধারিদিগের মতের অনুসরণ করিবে, ততক্ষণ তাহারা কখনই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবে না। তুমি বল, আল্লাহ্ তোমাকে যে ইসলাম প্রদান করিয়াছেন, তাহাই সত্য পথ। " তৎপরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, আল্লাহ্ তোমার নিকট অহি ও সত্য ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন, ইহার পরে যদি তুমি গ্রন্থধারিগণের বাতীল মতের অনুসরণ কর, তবে তুমি আল্লাহ্র শাস্তি হইতে রক্ষা পাইতে কাহাকেও বন্ধু ও সহায়তাকারী পাইবে না। এই স্থলে যদিও

হজরত (ছাঃ) কে লক্ষ্য করিয়া হুকুম করা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহা বলা হইয়াছে। বঃ, ১/৮৫। খাঃ, ১৮৭।

১২১। যে ৪০ জন য়িহুদী ও খ্রীষ্টান আবিসিনিয়া ও শাম দেশ হইতে হজরতের নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হয়।

আয়তের অর্থ এই ;— যাহারা মনযোগ সহকারে তওরাত ও ইঞ্জিল পাঠ করে, উহার আয়ত পরিবর্ত্তন করে না, উহার অর্থ বিকৃত করে না এবং তদনুযায়ী কার্য্য করে, তাহারা উক্ত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু উক্ত কেতাব সমূহে হজরতের শেষ পয়গম্বর হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

আর ইহাও অর্থ হইতে পারে, — তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে কেতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী বলা যাইতে পারে। আর যাহারা উক্ত ইসলামের প্রতি অবিশ্বাস করে, তাহারাই দুইজগতে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১২২) হে ইস্রাইল সন্তানগণ, আমি যে সুখ সম্পদ তোমাদিগকে প্রদান করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে জগদ্বাসিদের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছি, তোমরা তাহার স্মরণ কর।

১৫ রুকু, ৮ আয়ত।

(١٢٢) يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ

عَلَيْكُمْ وَ اَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ (١٢٣) وَ اتَّقُوْا

يَوْمًا لَّاتَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ

وَّ لَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ (١٢٤) وَ اِذِ ابْتَلٰى

اِبْرَاهِمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

(١٢٥) وَ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ۔ وَ اتَّخِذُوْا

مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى ۔ وَ عَهِدْنَا اِلٰى اِبْرَاهِمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

اَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِيْنَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ☆ وَ اِذْ قَالَ

اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّ ارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ

مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۔ قَالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ

قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۔ وَ بِئْسَ الْمَصِيْرُ ☆ وَاِذْ

يَرْفَعُ اِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ

مِنَّا ۔ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا

مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَ اَرِنَا

مَنَاسِكَنَا وَ تُبْ عَلَيْنَا ۔ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(١٢٩) رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ

اٰيٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيْهِمْ ۔ اِنَّكَ

اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ع

১২৩। এবং তোমরা এরূপ দিবসের ভয় কর, যে দিবস এক প্রাণী অন্য প্রাণীর উপকার করিবে না এবং কোন প্রাণী হইতে বিনিময় গ্রহণ করা হইবে না ও কোন প্রাণীর পক্ষে সুপারিশ ফলদায়ক হইবে না ও তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না।

১২৪। এবং যে সময় এবরাহিমকে তাহার প্রতিপালক কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করিলেন, পরে সে তৎসমুদয় পূর্ণ করিল, তিনি বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকের এমাম (নেতা) করিব, সে বলিল, আমার বংশধরগণের মধ্যে কতককে (এমাম কর)। তিনি বলিলেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারিগণের নিকট পৌঁছিবে না।

১২৫। এবং যে সময় আমি মানবজাতির জন্য কা'বাগৃহকে লোকদের প্রত্যাবর্ত্তন স্থল ও শান্তিস্থল স্থির করিলাম এবং তোমরা 'মাকামে ইব্রাহিম' কে নাম স্থল নির্দ্দিষ্ট কর এবং আমি এবরাহিম ও ইছমাইলের নিকট অঙ্গীকার লইয়াছিলাম যে, তোমরা আমার গৃহকে (কা'বাকে) তওয়াফ্কারী, এ'তেকাফকারী ও রুকু ছেজদাকারিগণের জন্য পাক করিয়া রাখ।

১২৬। এবং যে সময় এবরাহিম বলিয়াছিলেন, হে আমার প্রতিপালক, ইহাকে শান্তিময় শহর কর এবং উহার অধিবাসিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কেয়ামতের দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে উহার (এইরূপ) অধিবাসিগণকে কতক ফল শষ্য উপজীবিকা প্রদান কর; তিনি বলিলেন, আর যে, ব্যক্তি কাফের হইল, আমি তাহাকে অল্প ফল ভোগ করাইব (বা অল্প সময় তাহাকে ফল ভোগ করাইব), তৎপরে তাহাকে টানিয়া দোজখের শাস্তিতে নিক্ষেপ করিব এবং অবস্থিতি স্থল মন্দ।

১২৭। এবং যে সময় এবরাহিম ও ইছমাইল কা'বার ভিত্তি উচ্চ করিতেছিলেন, (তখন বলিতেছিলেন), হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের পক্ষ হইতে গ্রহণ করুন, নিশ্চয় তুমি শ্রোতা-জ্ঞাতা।

১২৮। হে আমাদের প্রতিপালক, আর আমাদিগকে তোমার অনুগত এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্যে একদলকে তোমার অনুগত করিও এবং আমাদিগকে হজ্জের নিয়ম সকল প্রদর্শন কর ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, নিশ্চয় তুমিই মার্জ্জনাকারী দয়াশীল।

১২৯। হে আমাদের প্রতিপালক, আর তাহাদের মধ্যে একজন রাছুল প্রেরণ কর — যিনি তাহাদের উপর তোমার আয়ত সকল পাঠ করিবেন, তাহাদিগকে কেতাব ও হেকমত (সূক্ষ্ম জ্ঞান) শিক্ষা দিবেন ও তাহাদিগকে পাক করিবেন, নিশ্চয় তুমিই পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

টীকা

১২২/১২৩। এই দুই আয়তের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

১২৪। এবরাহিম একটী 'আজমী', শব্দ, উহার অর্থ দয়াশীল পিতা। তাঁহার পিতার নাম তারেখ (আজর), ইনি বাবেলের 'কওহা', নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময় বাবেলে নমরুদের রাজত্ব ছিল অবশেষে তিনি হেজরত করিয়া শাম দেশে চলিয়া যান। ইনি য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও আরবদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, সকলেই তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার কথা ও অবস্থা উল্লেখ করিয়া সকলকে হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর সত্যতা স্ব প্রমাণ করা হইতেছে।

এক্ষণে কি কি বাক্য (আহকাম) হজরত এবরাহিম (আঃ) কে পালন করিতে হুকুম করা হইয়াছিল. তাহাই বিবেচ্য বিষয়। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে হজ্জের আহকাম পালন করিতে, কুল্লী করিতে গোঁফ ছাটিতে, নখ কর্ত্তন করিতে, নাসিকায় পানি দিতে, মেছওয়াক করিতে, কেশ মুণ্ডন করিতে, লজ্জাস্থানের লোম মুণ্ডন করিতে ত্বকচ্ছেদ (খৎনা) করিতে, বোগলের লোম কর্ত্তন করিতে, প্রস্রাব-পায়খানার স্থান এস্তেঞ্জা (পানি দ্বারা পরিস্কার) করিতে, জোমার গোছল করিতে, হেজরত করিতে, নমরুদের সহিত নির্ভীক চিত্তে তর্ক করিতে, অতিথি সেবা (মেহমানের খেদমত) করিতে ও নিজের স্নেহের সন্তান জবাহ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে তাঁহার সেই আদেশ পালন করেন। তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি তোমাকে নেতা (নবি) করিব। হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিলেন, হে খোদা! আমার কতক বংশধরকেও এই নবুয়ত প্রদান করি । আল্লাহ্ বলিয়াছিলেন, অত্যাচারিগণ আমার এই নবুয়ত প্রাপ্ত হইবে না।

শিয়ারা বলিয়া থাকে যে, এই আয়তে বুঝা যায় যে, হজরত আবুবকর, ওমার

(রাঃ) প্রথম জীবনে শেরক করিয়াছিলেন, কাজেই তাহারা কিরূপে এমাম (খলিফা) হইবেন? তদুত্তরে আমরা বলিব, এস্থলে অঙ্গীকারের অর্থ নবুয়ত, ইহাতে বুঝা যায় না যে, উম্মতের খলিফাগণ বে-গোনাহ্ হইবেন। দ্বিতীয় যদি স্বীকার করিয়া লই যে, এস্থলে অঙ্গীকার বলিয়া নবুয়ত ও খেলাফত উভয় প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে আমরা বলিব, শেরক ও কাফেরী করা অবস্থায় কেহ নবুয়ত ও খেলাফতের উপযুক্ত হইতে পারে না। আর হজরত আবুবকর, ওমার (রাঃ) পূর্ণ ইমানদারি অবস্থায় উক্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন।

শিয়াদের নহজোল-বালাগাতে লিখিত আছে ;— "হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকদের জন্য একজন আমির নেককার হউক, বদকার হউক জরুরী।" ইহাতে শিয়াদের মত রদ হইয়া গেল।

১২৫। কা'বা শরিফ হজরত আদম (আঃ) এর সময় হইতে এবাদতের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এবনো-আছাকের উল্লেখ করিয়াছেন, হজরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করিয়া বলিলেন, হে খোদা আসমানে ফেরেশ্‌তাগণের তছবিহ, তকবির ও কলেমা শ্রবণ করিতাম, এই পৃথিবীতে তাহা শুনিতে পাইতেছি না, আসমানের বয়তুল মা'মুর তাঁহাদের তওয়াফ স্থল ছিল এস্থলে তাহা কিছু দেখিতেছি না। ইহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা জবরাইল (আঃ) কে প্রেরণ করিলেন, তিনি কা'বার স্থলে পালকের আঘাত করিয়া উক্ত গৃহের ভিত্তি স্থাপন করার উদ্দেশ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া তথায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ করিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালা আসমান হইতে বয়তুল মা'মুর নামাইয়া আনিয়া তথায় তাম্বুর ন্যায় স্থাপন করিলেন। হজরত আদম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণ সেইদিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন। তৎপরে হজরত নুহ (আঃ) এর সময়ে তুফান (মহাপ্লাবন) উপস্থিত হইলে, উক্ত গৃহ আসমানে উত্তোলন করা হইয়াছিল। ইহার পরে হজরত এবরাহিম (আঃ) কে কা'বা গৃহ প্রস্তুত করার হুকুম করা হয়, একটী মেঘ আসিয়া উপস্থিত হইল, হজরত জিবরাইল (আঃ) উক্ত ছায়ার পরিমাণ মৃত্তিকা খনন করিয়া মূল ভিত্তি আবিষ্কার করিয়া দেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) গৃহ প্রস্তুত করিতে ও তাঁহার পুত্র হজরত ইসমাইল, আবু কোবাএছ, হেরা ইত্যাদি পর্ব্বত হইতে প্রস্তর আনিতে ও গারা

প্রস্তুত করিতেছিলেন, প্রাচীর মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর হইলে, তিনি পুত্রকে একখানা প্রস্তর আনিতে হুকুম করেন। হজরত জিবরাইল (আঃ) তাঁহাকে বলেন, হজরত আদম (আঃ) দুই খানা প্রস্তর বেহেশত হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। হজরত ইদরিছ (আঃ) মহা প্লাবনের ভয়ে উক্ত প্রস্তর দ্বয়কে 'আবুকোবাএছ' পর্ব্বতে লুক্কায়িত অবস্থায় রাখেন। একখানা কা'বা গৃহের এক কোণে স্থাপন করেন, হজরত এবরাহিম (আঃ) দ্বিতীয় খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করেন। যতই প্রাচীর উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে লাগিল ততই প্রস্তর খানি উচ্চ হইতে লাগিল। উহাতে হজরত এবরাহিম (আঃ) এর পদ চিহ্ন আছে। ইহাকেই মকামে-এবরাহিম বলা হয়। প্রতম প্রস্তরে খানা কা'বা গৃহের এক কোণে স্থাপন করা হইলে একটী তীক্ষ্ম জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল, উহার জ্যোতি উহার চারিদিকে যতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত উহার হেরম নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। গোনাহ্গারদিগের স্পর্শে উহা কাল হইয়া গিয়াছে।

হজরত এবরাহিম (আঃ) এর পরে আমালেকা, জোরহোম, কোছাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

হজরত নবি (আঃ) এর ২৫ বৎসর বয়সে কোরেশগণ উহা প্রস্তুত করেন। হজরত আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর, তৎপরে হাজ্জাজ বেনে ইউছফ এবং অবশেষে সুলতান মোরাদ উহা প্রস্তুত করেন।

প্রকৃতপক্ষে কা'বা শরিফ দুন্ইয়ার সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

হজরত এবরাহিম (আঃ) নমরুদের অগ্নি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় স্ত্রী ছারাকে সঙ্গে লইয়া মিশরে উপস্থিত হইলেন, তথাকার অত্যাচারী রাজা হজরত ছারার উপর অত্যাচারের ইচ্ছা করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে সেই রাজা হজরত হাজেরা সহ তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করে। হজরত ছারা হজরত হাজেরাকে উক্ত পয়গম্বরের সহিত বিবাহ দেন। ইহার এছমাইল নামক সন্তান হইলে, হজরত ছারা ঈর্ষান্বিতা হইয়া হাজেরাকে বিজন প্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বলিলেন। হজরত এবরাহিম (আঃ) তাহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তিনি বুঝিলেন না। অবশেষে আল্লাহ্ তাঁহাকে ছারা বিবির আদেশ পালন করিতে বলেন। তিনি হজরত হাজেরা ও হজরত এসমাইলকে মক্কা

শরিফের জমজম কূপের নিকট রাখিয়া শাম দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন। হজরত হাজেরা তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি কি আমাদিগকে তৃণ, লতা, পানি শূন্য বিজন প্রান্তরে রাখিয়া যাইতেছেন ? হজরত এবরাহিম উত্তর না দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বিবি হাজেরা বলিলেন, খোদা কি আমাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া যাইতে বলিয়াছেন ? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তখন হজরত হাজেরা বলিলেন, তবে আল্লাহ্ আমাদিগকে নষ্ট করিবেন না, হজরত এবরাহিম দূরে গিয়া দোয়া করিতে লাগিলেন, হে খোদা. আমি আমার পরিজনকে শষ্য শূন্য ময়দানে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তুমি ইহাদের জীবিকা প্রদান করিও। তাঁহারা পিপাসায় অস্থির হইলে, বিবি হাজেরা সাত সাত বার ছাফা ও মারওয়া পৰ্ব্বতদ্বয়ের উপর পানির সন্ধানে গমন করেন, অবশেষে প্রত্যাবৰ্ত্তন করিয়া দেখেন যে, একজন ফেরেশ্‌তা পালকের আঘাত করিয়া জমজমের কূপের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি উহার চারি পার্শ্বে পানির গতি রোধ করার নিমিত্ত প্রস্তরের বাঁধ দিয়াছিলেন, সেই পরিমাণ কূপের পরিধি হইল। হজরত এছমাইল (আঃ) যৌবন প্রাপ্ত হইলে, পিতার সহযোগে কা'বা গৃহ নির্ম্মাণ করেন। উক্ত নবীদ্বয়ের অন্যান্য ঘটনা যথাস্থলে উল্লিখিত হইবে।

এক্ষণে আয়তের মর্ম্ম শুনুন ;—আল্লাহ্ কা'বা গৃহকে লোকের আশ্রয়স্থল করিয়াছেন, হজ্জ কালে লোকে তথায় সমবেত হইয়া থাকেন। আরও তিনি উক্তস্থানে প্রাণহত্যা করা হারাম করিয়াছেন, কাজেই উহা শান্তিময় স্থান হইয়াছে।

হজরত ওমার (রাঃ) মকামে-এবরাহিমে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে নবী! আপনি এস্থলে নামাজ পড়ুন, হজরত বলিলেন, খোদাতায়ালা আমাকে এজন্য আদেশ করেন, নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতে এই আয়ত নাজিল হইয়া 'মকামে-এবরাহিমে' নামাজ পড়ার হুকুম করা হইয়াছিল। এইস্থলে দুই রাক্‌য়াত নামাজ পড়া মোস্তাহাব। কেহ বলেন, ইহাতে দুই রাক্‌য়াত তাওয়াফের ওয়াজেব নামাজ পড়ার হুকুম করা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন, হে নবীদ্বয়, উক্ত কা'বাগৃহে লোকে এ'তেকাফ করিবে, রুকু ছেজদা করিবে এবং উহার চারিদিকে তাওয়াফ করিবে, এই জন্য তোমরা উক্ত

গৃহকে সমস্ত প্রকার নাপাক বস্তু হইতে পাক রাখিও এবং লোকদিগকে পাক রাখিতে হুকুম করিবে, তাহারা এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। — খাঃ,১৮৯-৯২। আঃ।

১২৬। কা'বাগৃহ প্রস্তুত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া হজরত এবরাহিম (আঃ) বলিয়াছিলেন, হে খোদা, তুমি এই স্থানটী নিরাপদ শহরে পরিণত কর, দুর্দ্দান্ত লোকদের অত্যাচার হইতে এই গৃহকে নিরাপদে রাখ। ইহার ইমানদার অধিবাসীদিগকে ফল শষ্য জীবিকা উৎপাদন করিও।

আল্লাহ্ বলিলেন, কাফের অধিবাসীদিগকে অল্প দিবস ইহজগতে জীবিকা প্রদান করিব, অবশেষে দোজখে আকর্ষণ করিব, উহা অতি মন্দ স্থান। আল্লাহ্ উক্ত হজরতের দোয়াতে প্যালেস্টাইনের একখণ্ড উর্ব্বরা ভূমিকে তায়েফে আনয়ন করা হইয়াছিল, সেই জন্য তথায় নানাবিধ ফলফলাদি, শাক সব্জী উৎপন্ন হইয়াছে। —কঃ মাঃ, ১৩১। খাঃ ১/৯২/৯৩।

১২৭/১২৮/১২৯। যে সময় উক্ত নবীদ্বয় কা'বাগৃহের ভিত্তি উচ্চ করিতেছিলেন, সেই সময় নিম্নোক্ত দোয়া বলিয়াছিলেন, —

হে খোদা, আমাদের এই সেবা (খেদমত) তুমি কবুল কর, তুমি শ্রোতা জ্ঞাতা, হে খোদা, তুমি আমাদিগকে ও আমাদের একদল বংশধরকে তোমার আদেশ পালনকারী কর, হজ্জের আহকাম আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান কর, সমস্ত এবাদতের স্থান, সময় ও নিয়ম ও নিগূঢ়তত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, তুমি মার্জ্জনাকারী দয়াবান।

হে খোদা, তুমি এই আরবদের মধ্যে তাহাদের বংশধরগণের মধ্যে একজন রাছুল প্রেরণ কর — যিনি তাহাদের আয়ত সমূহ পাঠ করিবেন, তাহাদিগকে কেতাবের মর্ম্ম, এলমে বাতিনি, ফেক্হ ও হাদিছ শিক্ষা দিবেন এবং শেরক ও গোনাহ্ হইতে পরিষ্কৃত করিবেন। তুমি পরাক্রান্ত মহাজ্ঞানী।

হজরত বলিয়াছেন, আমি এবরাহিম (আঃ) এর দোয়া ও ইছা (আঃ) এর সুসংবাদ।

মূলকথা, হজরত এবরাহিম (আঃ) উক্ত স্থলে শেষ নবী হজরত (ছাঃ) এর জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তাঁহার দোয়া কবুল করিয়াছিলেন।

টিপ্পনী

গোল্ডসেক সাহেব ১২৫ আয়তের অনুবাদের ফুটনোটে লিখিয়াছেন, — হজরত ওমার (রাঃ) প্রথমে 'মকামে এবরাহিমে' নামাজ পড়িতে অনুরোধ করেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ইহা উত্তম মনে করিয়া কোরআনে সন্নিবেশিত করেন।

উত্তর

ইহার উত্তরে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, এস্থলে এতটুকু বলি কোরআন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর রচিত নহে ইহা আল্লাহ্তায়ালার প্রেরিত কেতাব, আল্লাহ্তায়ালা কি সাহেবের মতে হজরত ওমারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন? আচ্ছা, কোরআনের সহস্র সহস্র কথা আর কোন লোকের নিকট হইতে শুনিয়া লেখা হইয়াছে? হজরত মুছা (আঃ) তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লোকের মুখে শুনিয়া এবং হজরত ইছা (আঃ) য়িহুদীদিগের কথা শুনিয়া তওরাত ও ইঞ্জিল রচনা করিয়াছিলেন কিনা? লুক, মথি ইত্যাদি বাইবেল লেখকগণ হজরত ইছা (আঃ) এর কতকগুলি জীবনের ঘটনা লোকের মুখে শ্রবণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় যে প্রকৃত ইঞ্জিল, সাহেব বাহাদুর ইহা বলিতে পারেন কি? বলি, সাহেব, আপনাদের কিম্বদন্তির ন্যায় আমাদের কোরআন নহে।

১৩০) যে ব্যক্তি নিজেকে নির্ব্বোধ বানাইয়াছে, তদ্ব্যতীত কে এবরাহিমি ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইবে? এবং সত্য সত্য আমি তাহাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করিয়াছি এবং সত্য সে সৎলোকদিগের অন্তর্গত।

১৬ রুকু, ১২ আয়াত।

(١٣٠) وَ مَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلاَّ مَنْ سَفِهَ

نَفْسَهٗ ط وَ لَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا ج اِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ

لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ (١٣١) اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗ اَسْلِمْ لا قَالَ

اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (١٣٢) وَ وَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ

بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ ط يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ

فَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ط (١٣٣) اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ

اِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ لا اِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ

بَعْدِىْ ط قَالُوْا نَعْبُدُ اِلٰهَكَ وَ اِلٰهَ اٰبَآئِكَ اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ

وَ اِسْحٰقَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ج وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ (١٣٤) تِلْكَ

اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج

وَ لاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (١٣٥) وَ قَالُوْا كُوْنُوْا

هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ حَنِيْفًا ط

وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (١٣٦) قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ

اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ

وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ مَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ

مِنْ رَّبِّهِمْ ج لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

(١٣٧) فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج وَ اِنْ

تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ ج فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ج

وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(١٣٨) صِبْغَةَ اللّٰهِ ج وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ (١٣٩) قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ج وَلَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ج وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ۙ (١٤٠) اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ (١٤١) تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ج لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ج وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ع

১৩১। যে সময় তাহার প্রতিপালক তাহাকে বলিলেন, তুমি আদেশ পালন কর, সে বলিয়াছিল আমি সমস্ত জগতের প্রতিপালকের আজ্ঞা পালন করিলাম।

১৩২। এবং এবরাহিম ও ইয়াকুব আপন সন্তানগণকে উক্ত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিল — হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ধর্ম্ম মনোনীত করিয়াছেন, কাজেই মুসলমান হওয়া ব্যতীত মরিও না।

১৩৩। যখন ইয়াকুবের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছিল তখন তোমরা কি উপস্থিত ছিলে? যে সময় সে নিজের পুত্রগণকে বলিয়াছিল, তোমরা আমারপরে কোন বস্তুর উপাসানা (এবাদত) করিবে তাহারা বলিয়াছিল, আমরা তোমার উপাস্যের (মা'বুদের) ও তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের — এবরাহিম, ইছমাইল ও ইছহকের উপাস্যের — অদ্বিতীয় উপাস্যের আরাধনা করিব, এবং আমরা তাঁহারই আদেশ পালনকারী থাকিব।

১৩৪। এক একদল ছিল — যাহারা নিশ্চয় গত হইয়াছে, যাহা তাহারা সম্পাদন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্য এবং তোমরা যাহা সম্পন্ন করিয়াছ, তাহা তোমাদের

জন্য এবং তাহারা যাহা করিত, তজ্জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।

১৩৫। এবং তাহারা বলিল, তোমরা য়িহুদী ও খ্রীষ্টান হও, তবে সত্যপথ প্রাপ্ত হইবে; তুমি বল, বরং (আমরা) সরল এবরাহিম ধর্ম্মের উপর থাকিব এবং তিনি মোশরেকদিগের অন্তর্গত ছিলেন না।

১৩৬। তোমরা বল, আল্লাহ্ এবং যাহা আমাদের প্রতি অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা এবরাহিম ও ইছমাইল ও ইছহাক ও ইয়াকুব ও (তাঁহার) বংশধরগণের প্রতি অবতারণ করা হইয়াছে ও যাহা মুছা ও ইছাকে প্রদান করা হইয়াছে এবং যাহা নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে প্রদান করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, তাহাদের কাহারও মধ্যে আমরা প্রভেদ করি না এবং আমরা তাঁহারই অনুগত।

১৩৭। অনন্তর তোমরা যেরূপ তাঁহার উপর ইমান আনিয়াছ, যদি তাহারা সেইরূপ ইমান আনে, তবে অবশ্য তাহারা সত্য পথ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তাহারা বিমুখ হয়, তবে তাহারা বিরুদ্ধাচরণেই থাকিবে, এক্ষেত্রে অচিরে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতিকূলে তোমার জন্য যথেষ্ট হইবেন এবং তিনিই শ্রোতা জ্ঞাতা।

১৩৮। আমরা আল্লাহ্‌রই বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছি এবং কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট রঙ প্রদাতা? এবং আমরা তাহারই এবাদতকারী।

১৩৯। তুমি বল, তোমরা কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে বিরোধ করিতেছ? এবং তিনিই আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক; এবং আমাদের জন্য আমাদের কার্য্যগুলি হইবে ও তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যগুলি হইবে এবং আমরা তাহার জন্য অকপট অনুগত।

১৪০। তোমরা কি বলিতেছ যে, নিশ্চয় এবরাহিম ও ইছমাইল ও ইছহাক ও ইয়াকুব ও (তাঁহার) বংশধরগণ য়িহুদী ও খ্রীষ্টান ছিলেন? তুমি বল, তোমরাই সমধিক জ্ঞানী না আল্লাহ্? এবং আল্লাহ্‌র নিকট হইতে (আগত) সাক্ষ্য যাহা তাহার নিকট আছে তাহা যে ব্যক্তি গোপন করে তাহা অপেক্ষা সমধিক অত্যাচারী কে? এবং তোমরা যাহা

করিতেছ, তাহা হইতে আল্লাহ্ অমনোযোগী নহেন।

১৪১। এই একদল ছিল — নিশ্চয় তাহারা গত হইয়াছে, তাহারা যাহা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা তাহাদের জন্য ও তোমরা যাহা অর্জ্জন করিয়াছ, তাহা তোমাদের জন্য এবং তাহারা যাহা করিত , তৎসম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে না।

টীকা

১৩০/১৩১। সাহাবা আবদুল্লাহ্ বেনে ছালাম নিজের দুই ভ্রাতা মোহাজের ও ছালামকে ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, তোমরা জান যে, আল্লাহ্ তওরাতে বলিয়াছেন, আমি ইছমাইলের অংশে আহমদ নামীয় একজন পয়গম্বর প্রেরণ করিব, যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতি ইমান আনিবে, সে ব্যক্তি সত্যপথ পাইবে, আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করিবে, অভিসম্পাত গ্রস্ত হইবে। ইহাতে ছালমা ইমান আনিয়াছিল ও মোহাজের অস্বীকার করিয়াছিল, সেই সময় এই দুই আয়ত নাজিল হয় — যে ব্যক্তি এবরাহিমের ধর্ম্ম অস্বীকার করে, সে নিজের প্রাণের ধ্বংস সাধন করিল। আল্লাহ্ তাঁহাকে পৃথিবীতে মনোনীত করিয়াছিলেন, পরজগতে সৎলোকদিগের অন্তর্গত করিবেন। যে সময় তিনি গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকারাশি দেখিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি এক আল্লাহ্কে রব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। খাঃ, মাঃ ১/৯৬।

১৩২-১৩৫। য়িহুদীরা বলিয়াছিল যে, হজরত ইয়াকু ব (আঃ) মৃত্যুকালে য়িহুদী মত ধরিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সময় এই আয়তগুলি নাজিল হয়। আল্লাহ্ বলেন, তোমরা কি ? তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলে ? তিনি ও এবরাহিম এবরাহিমি ধর্ম্ম ও তওহিদ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ অদ্বিতীয় খোদার এবাদত করার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা গত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যের ফল তাহারা পাইবেন, তোমাদের কার্য্যের ফল তোমরা পাইবে। তাহাদের জন্য তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না।

১৩৫-১৩৭। য়িহুদীদের নেতা কা'ব, মালেক ও অহাব বলিয়াছিল, আমাদের দীন

নবী ও কেতাব শ্রেষ্ঠতম, এই বলিয়া হজরত ইছা, (আঃ) মোহাম্মদ (ছাঃ) কোরআন ও ইঞ্জিলের প্রতি এনকার করিতে ছিল, এইরূপ নাজরানের খ্রীষ্টান-সৈয়দ ও আকেবপ্ত হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও কোরআনকে অস্বীকার করিতেছিল, তাহারা মুসলমানদিগকে য়িহুদীরা খ্রীষ্টান হইতে অনুবোধ করে। সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়; তোমরা বল আমরা সমস্ত বাতীল ধর্ম্ম হইতে বিমুখ হইয়া এবরাহিমি ধর্ম্ম গ্রহণ করি। তিনি হু ও মোশরেক ছিলেন না।

তোমরা বল, আমরা সমস্ত নবীর ও তাঁহাদের উপর প্রেরিত কেতাবগুলির উপর বিশ্বাস করি। ইহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করি না। যদি য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ তোমাদের তুল্য ইমান আনেন, তবে সত্যপথগামী হইবে, নচেৎ তাহারা সত্যপথ ভ্রষ্ট হইবে। আল্লাহ্ রাছুলকে উক্ত য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণের অপকারিতা হইতে রক্ষা করিবেন।

১৩৮। খ্রীষ্টানেরা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাত দিবস পরে তাহাকে পীত বর্ণে রঞ্জিত করিত, এই জন্য তাহারা গর্ব্ব করিত। আল্লাহ্ বলেন, মুসলমানগণ ধর্ম্মের রঙে রঞ্জিত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রঙ আর কি আছে?

১৩৯-১৪১। কেতাবধারিগণ বলিত, সমস্ত নবী আমাদের বংশ সম্ভূত হইবেন ইহার উত্তরে আল্লাহ্ বলিতেছেন, তোমরা কি খোদার সহিত তর্ক করিতেছ? তোমরা কি এবরাহিম, এছমাইল, ইয়াকুব ও তাহার পুত্রগণকে য়িহুদী নাছারা বলিতে চাহিতেছ? য়িহুদী ও খ্রীষ্টানী মত তাঁহাদের পরে হইয়াছে। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া সত্য কথা গোপন করে সে ব্যক্তি মহা গোনাহ্গার।

সমাপ্ত।